ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী (র)

# কিতাবুল কাবায়ের

## (কবীরা গুনাহ্)

আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান

অনূদিত

ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (র)

# কিতাবুল কাবায়ের

## (কবীরা গুনাহ্)

আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান

অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

কিতাবুল কাবায়ের (কবীরা গুনাহ্)
মূল : ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (র)
অনুবাদ : আবু সাদেক মুহাম্মদ নূরুজ্জামান

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৯৪/৩
ইফা প্রকাশনা : ২০৪৬/৩
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.২২
ISBN : 984-06-0654-7

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০২

চতুর্থ সংস্করণ :
এপ্রিল ২০১০
চৈত্র ১৪১৬
রবিউসসানি ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হাশিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ৯০.০০ (নব্বই) টাকা মাত্র

---

**KITABUL KABAYER** (Kabira Gunah) : Written by Imam Hafiz Shamsuddin Jahabi in Arabic, translated by Abu Sadeque Muhammad Nuruzzaman into Bangla and published by Director, Translation & Compailation Department, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8128068 April 2010

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

**Price : Tk 90.00 ; US Dollar : 2.75**

# মহাপরিচালকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণের জন্য কিতাব ও সহীফা দিয়ে সময়ে সময়ে নবী-রাসূল (আ) পাঠিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির পথ। এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। পবিত্র কুরআনে এবং রাসূল (সা)-এর হাদীসে মানুষের ইহকালীন মঙ্গল এবং পরকালীন শান্তির জন্য বিধি-নিষেধ জারি করা হয়েছে; কিছু কাজ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে, আবার কিছু কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নির্দেশিত কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করলে যেমন ইহ ও পরকালে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে, তেমনি নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত না থাকলে দুনিয়াতে অশান্তি দেখা দেবে এবং আখিরাতেও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর আদেশ-নিষেধগুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসে একসাথে গ্রন্থিত নেই। সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী সমগ্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় এসব বিধৃত হয়েছে। এর মধ্যে যেসব কাজের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, সেসব কাজকে কবীরা গুনাহ্ বলা হয়।

আল্লামা ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (র) কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কবীরা গুনাহগুলোকে চয়ন করে আজ থেকে প্রায় ৭৫০ বছর আগে 'কিতাবুল কাবায়ের' শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থটি রচনা করেন, যা বিশ্বের আলিম-উলামা ও শিক্ষাবিদদের নিকট রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরবী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান।

এই মূল্যবান ও প্রাচীন গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার তওফিক দিন।
আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

## প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর বিধি-বিধানসমূহ পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে উৎসারিত। এ সকল অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে মানব জীবনকে সুন্দর, সুশৃংখল ও সুখময় করার জন্য। এর মধ্যে কিছু আছে অবশ্য পালনীয়, আর কিছু আছে অবশ্য বর্জনীয়। কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কাজ, যার পরিণতি ও শাস্তি ভয়াবহ, তাকে কবীরা গুনাহ্ বলা হয়। এই সকল কবীরা গুনাহের বর্ণনা প্রাসঙ্গিকভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এসেছে।

বিশিষ্ট হাদীসবেত্তা আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী সমগ্র কুরআন ও হাদীস থেকে চয়ন করে তাঁর প্রণীত 'কিতাবুল কাবায়ের' গ্রন্থে ৭০টি কবীরা গুনাহ গ্রন্থিত করেছেন। গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রত্যেকটি কবীরা গুনাহের বর্ণনায় তিনি কুরআনের একাধিক আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়াও মুসলিম মনীষীদের জীবনের বাস্তব উদাহরণ পেশ করে বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

বিশ্বখ্যাত কিতাবুল কাবায়ের গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় 'কবীরা গুনাহ্' নামে অনুবাদ করেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক মাওলানা আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান। প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও বর্তমান পর্যায়ে সম্পাদনা করেন মাওলানা এমদাদউদ্দীন।

গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে ২০০২ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। প্রকাশের অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তিনটি সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বইটি এবারও আগের মতোই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

গ্রন্থটি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি। তবু পাঠকের নজরে কোন ভুলভ্রান্তি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে তা আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

# অনুবাদকের কথা

আল্লামা ইমাম ও হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (র) প্রণীত আরবী গ্রন্থ 'কিতাবুল কাবায়ের'-এর বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী সর্বস্তরের মানুষের কাছে উপস্থিত করতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করছি।

পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত মানব সমাজের সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বল্পতা। হালাল-হারাম, করণীয়-বর্জনীয়, তথা ইসলামের সঠিক রূপরেখা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ গ্রন্থে ইমাম যাহাবী (র) বর্জনীয় আকীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান তথা কবিরা গুনাহ্‌গুলো সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কুরআন-হাদীস ও ফিক্‌হ্‌র আলোকে পর্যালোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়া মুসলিম মনীষীদের জীবন থেকে বাস্তব উদাহরণ পেশ করে বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করেছেন। কবিরা গুনাহের উপর এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয়টি নেই। এমনকি গ্রন্থটি মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তিরও দাবি রাখে। তাই আমি এ গ্রন্থটির অবাস্তরের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবত অনুভব করে আসছিলাম।

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় বহুক্ষেত্রে শাফিঈ মাযহাবের দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পেয়েছে। এজন্য সচেতন পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে টীকা সংযোজনের মাধ্যমে অন্যান্য মাযহাবের অভিমতও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন এবং আমাদের নাজাতের পথ সুগম করুন। আমীন।

আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান

# গ্রন্থকার ও গ্রন্থপরিচিতি

ইসলামের ইতিহাসবেত্তা ইমাম ও হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র)-এর আসল নাম-মুহাম্মাদ, উপাধি শামসুদ্দীন এবং উপ-নাম আবূ আবদুল্লাহ্। তাঁর পিতা ছিলেন আহমাদ ইবন উসমান ইবনে কায়মায তুরুকমানী এবং দামেশকের আল-ফারিক এলাকার অধিবাসী। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং আয-যাহাবী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইমাম যাহাবী (র)-এর পূর্ব পুরুষগণ মিয়াফারিকীন বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ৬৭৩ হিজরীর ৩ রবিউস সানী মোতাবেক ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরিয়া, মিসর ও হিজাযের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এতদ্ এলাকার অধিকাংশ শহর ও নগর তিনি শিক্ষার জন্য ভ্রমণ করেন এবং বহুমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিশেষ করে তিনি ছিলেন ইল্‌মে কিরাআত ও হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর মুখস্থশক্তি উপমার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। হাদীস শাস্ত্রের সনদ পরীক্ষণ (جرح وتعديل) ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মোটকথা, সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাই তাঁর খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান-পিপাসুদের কাছে তিনি ছিলেন সর্বাধিক সমাদৃত ব্যক্তিত্ব।

ইমাম যাহাবী (র) তাঁর মু'জাম গ্রন্থে এক হাজার তিনশ' শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করেন। এদের মধ্যে এমন এক হাজার নাম রয়েছে যাঁদের কাছে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন অথবা তাঁদের শিক্ষা দান করেছেন। এঁদের অধিকাংশই হলেন নামযাদা আলিম এবং খ্যাতনামা লেখক।

ইমাম যাহাবী (র) কিছুকাল দামেশকের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৭৪১ হিজরীতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলে গ্রন্থ রচনার জগত থেকে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাদানের মহান ব্রতে নিয়োজিত থাকেন। তিনি ৭৪৮ হিজরীর ৩ যিলকদ মোতাবেক ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং দামেশকের 'বাবুস সাগীর' নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম যাহাবী (র) এক বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার রেখে যান—যা তাঁর রচিত প্রায় নব্বইটি গ্রন্থের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। এতে রয়েছে—ইতিহাস, হাদীস, জীবনী,

অনুবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান। এর মধ্যে প্রধান প্রধান রচনা হলো ঃ ১. তারীখুল ইসলাম (تاريخ الاسلام); ২. সিয়ারুন্ নুবালা (سير النبلاء); ৩. মীযানুল ইতিদাল (ميزان الاعتدال); ৪. আল-মুশতাবাহ ফী আসমা-উর রিজাল (المشتبه فى اسماء الرجال) ইত্যাদি। এর অধিকাংশ গ্রন্থই বারবার প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাচীন লেখক ও হাদীসবেত্তাদের অনেকে তাঁর রচনাবলীর উপর আলোচনা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং আরবী ও অন্যান্য ভাষায় রচিত বহু পুস্তিকা ও ম্যাগাজিনে তাঁর প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার সে যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত গণমানুষের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করছে এবং আজও তারা এ থেকে উপকৃত হচ্ছে।

লেখার জগতে পদার্পণের সূচনালগ্নে লেখক 'কিতাবুল কাবায়ের' গ্রন্থটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠকদের জন্য রচনা করেন, যা তাদের মন-মানসিকতার সংস্কার সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং বিনয়ভাব জাগ্রত করতে সক্ষম হয়। আর দীন-দুনিয়ার বিভিন্নমুখী কল্যাণসাধন করেন। এ গ্রন্থে এমন কিছু বিষয় আলোকপাত করেন যা তাদের পাঠ্য-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু সেগুলো ছিল অবোধগম্য। তিনি তা ছাত্র সমাজ এবং বিশেষত আলিম সমাজের স্মৃতিপটে সহজভাবে তুলে ধরেন।

গ্রন্থকার এ গ্রন্থে এমন পথপ্রদর্শক বক্তার ভূমিকা পালন করেন যিনি মানুষের নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধের সংস্কারে গান গেয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বক্তব্য সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এবং বাগাড়ম্বর, বাহুল্য ও কৃত্রিমতাকে পরিহার করেছেন। ফলে তাঁর এ গ্রন্থ বক্তা ও ওয়ায়েযীনের জন্য সতর্ককারী; পাপাচারী ও বিভ্রান্তদের জন্য ভীতিপ্রদর্শক, আল্লাহ্‌র পথে তথা সত্য ও অভ্রান্ত পথে চলতে অনুরাগী পথিকের জন্য পথপ্রদর্শক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

# সূচিপত্র

## ১. আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করা

সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্ হলো আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করা। এই শির্ক দুই প্রকার। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করা এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনকিছুর ইবাদত করা যেমন—পাথর পূজা, বৃক্ষ পূজা, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, নবী, রাসূল, জ্বিন, ফেরেশতা, দেব-দেবীর পূজা ইত্যাদি। এই সব কিছুর আনুগত্য ও ইবাদত করা হলো সর্বাপেক্ষা বড় শির্ক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ .

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা নিসা : ৪৮)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

"নিশ্চয়ই শির্ক করা চরম যুলুম।" (সূরা লুকমান : ১৩)

আরও ইরশাদ হচ্ছে :

وَاِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ .

"কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।" (সূরা মায়িদা : ৭২)

শির্ক সম্পর্কিত আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করলো এবং মুশরিক অবস্থায় মারা গেল, সে ব্যক্তি নিশ্চিত জাহান্নামী। যেমন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলো এবং ঈমানদার অবস্থায় ইনতিকাল করলো, সে ব্যক্তি জান্নাতী যদিও গুনাহের কারণে তাকে কিছুকাল জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ্ হাদীসে হযরত রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন :

الا انبئكم باكبر الكبائر ... ... ليته سكت .

"আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহের কথা বাতলে দেব না ? তিনি তিনবার কথাটি পুনরুক্তি করলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, জ্বি হ্যাঁ, অবশ্যই বাতলে দেবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে

শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, সে সময় তিনি হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসে পড়েন। তারপর তিনি বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। এভাবে তিনি একের পর এক বলেই যাচ্ছিলেন এমনকি আমরা বলাবলি করছিলাম, যদি তিনি থেমে যেতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু হতে বেঁচে থাকো। এ প্রসংগে তিনি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার বিষয়টি উল্লেখ করেন।"

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি দীন পরিবর্তন করে অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায়, তোমরা তাকে কতল করো।" (বুখারী ও আহমদ)

দ্বিতীয় প্রকার শির্‌ক হলো রিয়া বা প্রদর্শনীমূলক আমল করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا .

"সুতরাং যে তার প্রতিপালকের দীদার কামনা করে, সে যেন নেক আমল করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহ্‌ফ : ১১০)

অর্থাৎ কেউ যেন তার কথা ও কর্মের দ্বারা অন্য কিছুকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির না করে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "তোমরা ছোট ছোট শির্‌ক হতে সাবধান থেকো। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, ছোট ছোট শির্‌ক কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো ইবাদত।"

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বান্দাদের আমলের প্রতিদান সম্পর্কে বলবেন, "যাও তোমরা তাদের কাছে তোমাদের কর্মফল লাভের জন্য, যাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে আমল করেছিলে। এখন পরখ করে দেখ তাদের কাছে তোমাদের জন্য কি প্রতিদান মজুদ আছে ?" (আহমদ ও বায়হাকী)

রাসূলে আকরাম (সা) আরও বলেছেন : হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি এমন আমল করলো যাতে সে আমি ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করে বসলো, সে ব্যক্তি প্রকৃতই মুশরিক এবং আমি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত।"

(মুসলিম ও ইবনে মাজাহ্)

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যকে শোনানোর জন্যে আমল করে, আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তা জানিয়ে দেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে দেখানোর জন্যে আমল করে, আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তা দেখিয়ে দেন। আল্লাহ্‌র নিকট তার সওয়াব পাবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : "অনেক রোযাদার এমন আছে যারা তাদের রোযাদ্বারা অনাহারের কষ্ট ও তৃষ্ণা

ব্যতীত কিছুই লাভ করে না, আর অনেক রাত জাগরণকারী আছে যারা অনিদ্রা ব্যতীত কিছুই হাসিল করতে পারে না।" অর্থাৎ তাদের নামায ও রোযা খালেস আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দির জন্য না হলে তাতে কোন সওয়াব নেই।

(ইবনে মাজাহ্ ও আহমদ)

নবী করীম (সা) আরও বলেন : "যে ব্যক্তি রিয়া—লোক দেখানো ও যশ-খ্যাতির জন্য আমল করে, তার উপমা সেই ব্যক্তির মত যে পাথরকণা দ্বারা থলে পরিপূর্ণ করে। অতঃপর তা দিয়ে জিনিসপত্র খরিদ করার জন্য বাজারে প্রবেশ করে। যখন সে তার থলে বিক্রেতার সামনে খোলে, তখন দেখা যায় পাথর আর পাথর এবং সে তখন তা তার চেহারার উপর ছুঁড়ে মারে। তার ঐ থলে তার কোন উপকারে আসে না। শুধু মানুষের কথা শুনতে হয়। তার থলে ভর্তি হয় না এবং তাকে কিছু দেয়া হয় না। এই হচ্ছে সেই ব্যক্তির কার্যকলাপের উদাহরণ যে অন্তঃসারশূন্য ও যশ-খ্যাতির জন্য আমল করে, তার জন্য লোকের নানান কথা ব্যতীত কিছুই নেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন সওয়াব থাকবে না।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا .

"অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে তারা যে সব আমল করেছে, আমি তার সওয়াব বাতিল করে দিয়েছি এবং সেগুলোকে আমি উড়ন্ত ধূলোবালিতে রূপান্তরিত করেছি। যা সে সূর্য-কিরণের মাঝে উড়তে দেখতে পায়।"

হযরত আদী ইবনে হাতিম তাঈ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ কিয়ামত দিবসে একদল লোককে জান্নাতে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হবে। তাদের জান্নাতের কাছাকাছি পৌঁছে ঘ্রান নেয়া, প্রাসাদসমূহ দেখা ও জান্নাতীদের জন্যে প্রস্তুত করা নেমতসমূহ দেখার পর ঘোষণা হবে যে, ওদেরকে সেখান থেকে ফেরত নিয়ে আস। কারণ জান্নাতে তাদের কোন অংশ নেই। তখন তারা এত দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহকারে ফিরে আসবে যা আগে পরে কারো ক্ষেত্রে ঘটেনি। তখন তারা বলবে, প্রভু! আপনার বন্ধুদের জন্যে প্রস্তুতকৃত নেমতরাজি না দেখিয়ে আমাদেরকে জাহান্নামে দিয়ে দিলে আমাদের কষ্ট কিছুটা কম হত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি এটাই চেয়েছি যে, তোমাদের কষ্ট বেশি হোক। কারণ তোমরা তো এমন ছিলে যে, নির্জনে আমার বিরুদ্ধে অহংকার করতে আর মানুষের সম্মুখে নিতান্ত বিনয়ী হয়ে থাকতে। ওদেরকে নিজেদের আমল দেখাতে। এটা হত আমার প্রতি তোমাদের অন্তরের বিশ্বাসের বিপরীত। তোমরা মানুষকে ভয় করেছ, আমাকে ভয় করোনি। মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছ, আমাকে গুরুত্ব দাওনি। আজ আমার পুরস্কার থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করার সাথে সাথে তোমাদেরকে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাব।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, মুক্তি কিসে ? তিনি বললেন, "তুমি যেন আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা না কর।" সে বলল আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করে কেমন করে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাবে বললেন, তা হল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের সন্তুষ্টির জন্যে। রিয়া ও লোক দেখানো আমল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ, কারণ তা হল ক্ষুদ্র শিরক। লোক দেখানো আমলকারীকে কিয়ামত দিবসে সর্বসমক্ষে চারটি নামে ডাকা হবে ঃ ওহে কর্ম প্রদর্শনকারী। ওহে বিশ্বাসঘাতক! ওহে পাপিষ্ঠ! ওহে ক্ষতিগ্রস্ত। তোর আমল ব্যর্থ হয়েছে, তোর প্রতিফল নষ্ট হয়েছে। আমার নিকট তোর কোন সওয়াব ও পুরস্কার নেই। ওহে প্রতারক! যার সন্তুষ্টির জন্যে তুই আমল করেছিস, তার থেকে প্রতিফল গ্রহণ কর গিয়ে।"

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মুক্তিযোগ্য ব্যক্তি কে ? তিনি জবাবে বলেছিলেন, যে নিজের পাপচারিতা যেমন লুকিয়ে রাখে, পুণ্যকর্মও তেমনি লুকিয়ে রাখে। অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইখলাস ও নিষ্ঠার শেষ স্তর কোনটি ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, মানুষের প্রশংসার প্রত্যাশী না হওয়া। হযরত ফুদায়ল ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, মানুষের সন্তুষ্টির জন্যে দীনি আমল ছেড়ে দেয়া হল রিয়া বা প্রদর্শন আর মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আমল করা হল শিরক। হে আল্লাহ্! এই দুই অপকর্ম থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

## ২. নরহত্যা করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে হত্যার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন, সর্বোপরি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" (সূরা নিসা : ৯৩)

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الِهًا اُخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ الاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا.. يُضعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا.. الاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا.

"এবং তারা আল্লাহ্র সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলো করবে, তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।" (সূরা ফুরকান : ৬৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরোও বলেন :

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا . وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا .

"এ কারণেই আমি নবী ইসরাঈলের প্রতি এক বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করাহেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" (সূরা মায়িদা : ৩২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরোও বলেন : وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?" (সূরা তাকভীর : ৮-৯)

নবী করীম (সা) বলেছেন : "সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু হতে তোমরা দূরে থাক। আরয করা হলো, সেগুলো কি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, যাদু করা, যে প্রাণ হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন তা হত্যা করা তবে হকের বদলার জন্য হলে স্বতন্ত্র কথা, ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, অমনোযোগী সরল মুমিন নারীর প্রতি অপবাদ রটানো।" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে আরয করলো, আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ কি ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললো, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, তোমার সাথে পানাহারে অংশ নেবে এই আশংকায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা। সে বলল, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। তখন এই বর্ণনার সত্যতা নিরূপণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন :

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا۔

"এবং তারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।" (সূরা ফুরকান : ৬৮)

নবী করীম (সা) বলেন : যদি দুইজন মুসলমান তলোয়ার দ্বারা একে অন্যের মুকাবিলা করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম(রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই হত্যাকারীর কথা তো বুঝলাম সে জাহান্নামে যাবে কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী হলো ? সে জাহান্নামে যাবে কেন ? তিনি বললেন কেননা সে তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে পরিপূর্ণ সংকল্পবদ্ধ ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আবু সুলায়মান (র) বলেন, এই হুকুম ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যদি তারা দুইজনে পারস্পরিক বৈরিতার কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা পার্থিব পর্যায়ে বশীভূত হয়ে কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য অথবা মর্যাদা ও প্রাধান্য বিস্তারের দরুন হত্যাকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে, তা হলে এই বিধান। কিন্তু যদি বিদ্রোহীকে কতল করে থাকে—যাকে হত্যা করা ওয়াজিব কিংবা আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করে কিংবা তার স্ত্রীকে রক্ষার জন্যে হত্যা করে, তাহলে তা এই নির্দেশের আওতায় পড়বে না। যদি কেউ নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে অন্যায়ভাবে কতল করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকে, তাহলে উপরোক্ত নির্দেশের আওতায় পড়বে। তবে কোন ব্যক্তি যদি ডাকাত কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীকে হত্যা করে, সে বিনাদোষে হত্যায় আগ্রহী ছিল বলা যাবে না; বরং সে আত্মরক্ষার জন্য তা করেছে বলা হবে। তার প্রতিপক্ষ থেমে গেলে সেও থেমে যাবে। যে ব্যক্তি এই পথে

নরহত্যা করবে, সে শাস্তির আওতাভুক্ত হবে না। অন্যথায় সে হাদীসে বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে কাফির হয়ে যেয়ো না। (বুখারী ও মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরোও বলেন : বান্দা তার দীনের গণ্ডিতে থাকবে যতক্ষণ না নিষিদ্ধ রক্তপাতে জড়িত হয়।

তিনি আরও বলেন : কিয়ামতের দিনে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তের মীমাংসা করা হবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা আল্লাহ্র কাছে সারা পৃথিবী ধ্বংস করার চাইতেও মারাত্মক অপরাধ। (নাসাঈ, বায়হাকী ও তিরমিযী)

নবী করীম (সা) বলেন, কবীরা গুনাহের বিবরণ হচ্ছে এই যে, ১. আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা; ২. মানুষ হত্যা করা এবং ৩. কঠিন শপথ করে তা ভঙ্গ করা। এর নাম 'গামুস' রাখার কারণ হচ্ছে, তা শপথকারীকে আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দিবে।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে সে অপরাধের একটি অংশ আদম (আ)-এর প্রথম পুত্রের আমলনামায় লেখা হয়। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম হত্যার রেওয়াজ প্রচলন করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ বিধর্মী লোককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। অথচ জান্নাতের খোশবু চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। (বুখারী)

এই বিধান তো হলো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম ব্যক্তির হত্যার ক্ষেত্রে। রাসূলুল্লাহ (সা) দারুল ইসলামে ইয়াহূদীরা-নাসারাদের নিরাপত্তার অঙ্গীকার দিয়েছিলেন। তাহলে মুসলমানকে হত্যা করা কী ধরনের অপরাধ বলে গণ্য করা হবে?

নবী করীম (সা) বলেছেন : সাবধান! যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় সংরক্ষিত চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে যেন আল্লাহ্র যিম্মাকে সমাধিস্থ করে দিল। এমন ব্যক্তি জান্নাতের খোশবু পাবে না যদিও জান্নাতের খোশবু পঞ্চাশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। (তিরমিযী)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি কথাদ্বারা কোন মুসলমানকে হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করবে, সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থায় যে তার দুই চোখের মধ্যখানে লেখা থাকবে (ايس من رحمة الله) (আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ)। (আহমদ)

হযরত মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : সর্বপ্রকার গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কাফির হয়ে মারা গেল কিংবা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন বান্দাকে হত্যা করল, সে নয়।

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিরাপত্তা চাই।

## ৩. যাদুটোনা করা

যাদুকর নিরেট কাফির এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ .

"কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।"
(সূরা বাকারা : ১০২)

অভিশপ্ত-বিতাড়িত শয়তান মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই আর তা হলো, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা। এপর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা হারুত ও মারুতের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন :

وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَاهُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ .

"তারা (হারুত ও মারুত) কাউকে শিক্ষা দিত না এই কথা না বলে যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। তারা তাদের নিকট হতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করত অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না, তারা যা শিক্ষা করত তা তাদেরই ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা ক্রয় করে, আখিরাতে তার কোন হিস্যা নেই।" (সূরা বাকারা : ১০২)

সুপ্রিয় পাঠক, আপনারা গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখতে পাবেন অনেক গুমরাহ্ লোক যাদু ও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করে তার মধ্যে ডুবে আছে এবং তারা এটাকে শুধু হারাম বলে ধারণা করছে অথচ তাদের এই অনুভূতি নেই যে, যাদু নিঃসন্দেহে কুফরী। এরপর তারা একে সৌভাগ্যের পরশমণি বা ভাগ্যলিপি নির্ধারক বলে এর শিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। আসলে সে তো যাদুমাত্র। স্ত্রীর সাথে স্বামীর বন্ধনকে মজবুত করার তন্ত্র-মন্ত্রকেও যাদু বলা হয়।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে তার স্ত্রীকে ভালবাসা এবং তার ভালবাসায় ফাটল ধরানো সর্বোপরি এই পর্যায়ের অন্যান্য ঐন্দ্রজালিক তন্ত্র-মন্ত্র অধিকাংশই শির্ক ও গুমরাহী।

যাদুকরের শরীআতী শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। কেননা সে আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে কিংবা কুফরী কার্যকলাপে মশগুল থাকে। নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাক। অতঃপর তিনি যাদুর কথা উল্লেখ করেন।

অতএব বান্দার উচিত—তার প্রতিপালককে ভয় করা এবং এমন কাজে প্রবেশ না করা যাতে দুনিয়া-আখিরাতের ক্ষতি সাধিত হয়।

নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারি দ্বারা হত্যা করা। সঠিক তথ্য হল এটি হযরত যুনদুব (রা) এর বক্তব্য।

বাজালাহ ইব্‌ন আবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মৃত্যুর এক বছর পূর্বে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে লিখিত ফরমান আসলো যে, তোমরা যাদুকর নর-নারীকে হত্যা করবে।

হযরত ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক কিতাবে পাঠ করলাম যে, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু ইরশাদ করেন : আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। যে ব্যক্তি যাদুবিদ্যার চর্চা করে, সে আমার নয় এবং যার উদ্দেশ্যে যাদুবিদ্যা চর্চা করা হয়, সে আমার নয়। যে গণকের কাজ করে এবং যার জন্য গণকের কাজ করানো হয়, সে আমার নয়; যে শুভ ও অশুভ যাত্রা গ্রহণ করে এবং যার জন্য তা গ্রহণ করা হয়, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না : ১. সর্বদা মদপানকারী ব্যক্তি ২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও ৩. যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপনকারী।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঝাড়ফুঁক তামায়িম ও তিওলাহ শির্‌ক। তামায়িম 'তামিমাতুন'-এর বহুবচন, এর অর্থ তাবীয করা।

اَلتِّوَلَةُ এক প্রকার বশীকরণ মন্ত্র। এরদ্বারা স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার বন্ধন মজবুত করা হয়। এটা শির্‌ক হওয়ার কারণ হচ্ছে, মূর্খ ও নির্বোধেরা বিশ্বাস করে, এর প্রভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিপি অকার্যকর হয়ে যায়।

ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, যদি কুরআনের আয়াত কিংবা সূরা পাঠে ফুঁ দেওয়া হয় অথবা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নাম পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করা হয়, তাহলে তা মুবাহ্ (জায়েয)। কেননা নবী করীম (সা) ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ঝাড়ফুঁক করতেন এবং তিনি বলতেন :

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَبِاللّٰهِ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ .

## ৪. নামায পরিত্যাগ করা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا .

"ওদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তিরা, তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয়—যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।" (সূরা মারয়াম : ৫৯)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ اضاعوها এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে নামায পরিত্যাগ করা নয়, বরং তার অর্থ একেবারে শেষ ওয়াক্তে নামায আদায় করা।

ইমামুত তাবেঈন হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলেন, اضاعوا (তারা নামায নষ্ট করলো) এর অর্থ হচ্ছে আসরের ওয়াক্ত অত্যাসন্ন হওয়ার সময় যোহর আদায় করা, মাগরিবের সাথে মিলিয়ে আসর পড়া, ইশার সাথে সংযুক্ত করে মাগরিব আদায় করা, ইশার নামায ফজর পর্যন্ত বিলম্ব করা এবং সূর্যোদয়ের সময়ে ফজর আদায় করা। নিয়মিত এই অবস্থায় থাকাকালীন যে ব্যক্তি ইনতিকাল করে—অথচ তওবা করেনি, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য 'গাইয়্যুন' তৈরি করে রেখেছেন। আর এটা হচ্ছে জাহান্নামের একটি নিম্নভূমি যা অত্যন্ত সুগভীর এবং এর স্বাদ অত্যন্ত কদর্য ও কুৎসিত। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ .

"সেই নামাযীদের জন্য দুর্ভোগ যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন ও গাফিল।" (সূরা মাউন : ৪-৫)

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তা হচ্ছে ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হবার পর নামায আদায় করা। সময় অতিক্রান্ত হলেও তারা নামায আদায় করে বলে এখানে المصلين। শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ায়ল অর্থাৎ কঠিন শাস্তি। কেউ কেউ বলেন, 'ওয়ায়ল' হচ্ছে জাহান্নামের একটি নিম্নভূমি। দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতসমূহ তার মধ্যে

রাখা হলে তার কঠিন উত্তাপে তা গলে যাবে অথচ এই স্থানটিই হবে সময়োত্তীর্ণ হবার পর নামায আদায়কারী ও উদাসীন নামাযীদের স্থায়ী আবাসস্থল। তবে যারা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তওবা করবে এবং কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে, তাদের আল্লাহ্ ক্ষমা করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

"ওহে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকর হতে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

মুফাসসিরগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'আল্লাহ্র যিকর' দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাসময়ে নামায আদায় বাদ দিয়ে বেচাকেনা, উপার্জন, জীবিকা সংগ্রহ ও সন্তান-সন্ততির সাথে খেল-তামাশায় বিভোর থাকবে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নবী করীম (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন বান্দা থেকে যে সম্পর্কে সর্ব-প্রথম হিসাব নেওয়া হবে, তা হচ্ছে নামায। যদি নামায ঠিক হয়ে যায়, তাহলে সে কামিয়াব ও সফলকাম হবে এবং যদি নামায অসম্পূর্ণ হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদে পতিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামীদের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন :

وَمَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ .

"তোমাদেরকে কিসে সাকারে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না এবং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় মশগুল থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত। ফলে শাফাআতকারীদের শাফাআত তাদের কোন কাজে আসবে না।" (সূরা মুদ্দাস্সির : ৪২-৪৮)

নবী করীম (সা) বলেছেন : "তাদের এবং আমাদের মধ্যকার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে নামায। যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করলো সে কুফরী করে বসলো।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : "বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী হচ্ছে নামায।" (আহমদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও সহীহায়ন)

রসূলে করীম (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল তার আমল বরবাদ হয়ে গেল।" (বুখারী)

সুনান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল তার উপর থেকে আল্লাহ্র দায়-দায়িত্ব খারিজ হয়ে গেল।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : "আমি মানুষের সাথে সংগ্রাম করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা স্বীকার করে নেবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। সুতরাং যখন তারা এগুলো মেনে নেবে, তখন তারা আমার তরফ থেকে তাদের ধনসম্পদ ও প্রাণের নিরাপত্তার গ্যারান্টি লাভ করবে কিন্তু তাদেরকে অর্থাৎ খুনের বদলা খুন, কানের বদলা কান, নাকের বদলা নাক, হাতের বদলে হাত প্রতিশোধ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এবং তাদের হিসাব আল্লাহ্ তা'আলার উপর বর্তাবে।" (বুখারী, মুসলিম)।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : "যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে, কিয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য নূর, দলীল ও মুক্তির সনদ বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে না, তার জন্য কিয়ামতের দিন কোন নূর, দলীল ও মুক্তির সনদ হবে না। আর সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ফিরআউন, কারূন, হামান ও উবাই ইব্ন খালফের সাথে থাকবে।" (আহমদ ও তাবরানী)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায নষ্ট করবে, ইসলামে তার কোন হিস্সা নেই।'

কতেক আলিম (র) বলেছেন, নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদের হাশর হবে উপরোক্ত চার শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অর্থাৎ ফিরআউন, কারূন, হামান ও উবাই ইব্ন খালফ প্রমুখ কাফিরের সাথে। কেননা সাধারণত নামায তরককারীরা চারটি কারণে নামায থেকে বিরত থাকে। যেমন, তার ধন-সম্পদ, তার রাজত্ব, তার মন্ত্রিত্ব ও তার ব্যবসা-বাণিজ্য। যদি সে তার ধন-সম্পদের মোহে পড়ে নামায তরক করে, তাহলে কারূনের সাথে তার হাশর হবে। যদি রাজত্বের মোহে পড়ে নামায তরক করে, তাহলে ফিরআউনের সাথে তার হাশর হবে। যদি মন্ত্রিত্বের কারণে নামায তরক করে থাকে তাহলে হামানের সাথে তার হাশর হবে। আর যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারকারবারে লিপ্ত থাকার দরুন নামায তরক করে, তাহলে মক্কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও মুনাফিক উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায তরক করলো, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর যিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে গেল।"

ইমাম বায়হাকী (র) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামে আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কি? তিনি বললেন : "যথাসময়ে নামায আদায় করা। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় তার কোন দীন নেই। আর নামায দীনের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করলো, সে দীনকে

প্রতিষ্ঠা করলো। আর যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করলো সে আল্লাহ্‌র দীনকে ধ্বংস করলো।"

প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক (র) বলেছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফরী মনে করতেন না।

হযরত আলী (রা)-কে এক বেনামাযী মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে নামায পড়ে না সে কাফির। (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না তার কোন দীন নেই। (মুহাম্মদ ইবন নসর মরফূ সনদে)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায তরক করবে, সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। (মুহম্মদ ইব্‌ন নসরের বর্ণনায়, মুনযিরী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি নামায বিনষ্টকারী হিসেবে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ তার অন্যান্য নেকীর প্রতি গুরুত্ব দেবেন না।"

হযরত ইব্‌ন হাযম (র) বলেছেন, শিরকের পরে সময় অতিক্রান্ত হবার পর নামায পড়া এবং অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করার চাইতে বড় গুনাহ্ আর নেই।

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায তরক করলো সে যেন কুফরী করলো। হযরত আইয়ুব সাখাতিয়ানী (র)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আউন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেছেন, যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হবে তখন সর্ব প্রথম তাকে নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তখন অন্যান্য আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আর যদি সে নামায সম্পর্কে সঠিক উত্তর দিতে না পারে তাহলে এর পরে আর কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যখন কোন বান্দা প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করে, তখন তা সরাসরি আসমানে পৌঁছে যায় এবং তার জন্য তা নূর হয়। এমনিভাবে তা আরশে আযীম পর্যন্ত উপনীত হয়। পরিশেষে উক্ত নামায তার আদায়কারীর জন্য কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকবে। সে বলবে, আল্লাহ্ তোমাকে হিফাযত করুন যেভাবে তুমি আমাকে হিফাযত করেছো, আর যখন কোন বান্দা ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পরে নামায আদায় করে, তখন তা আসমানে উঠে যায় এবং তার উপর অন্ধকার তৈরি হয়ে যায়। যখন তা আসমানে উপনীত হয় তখন তাদ্বারা পুটলী তৈরি করা হয় যেমন ছেঁড়াফাড়া ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা পুটলী বানানো হয় এবং তা নামায আদায়কারীর চেহারায় নিক্ষেপ করা হয়। আর ওই নামায বলতে থাকে, আল্লাহ্ তোকে ধ্বংস করুন যেভাবে তুই আমাকে ধ্বংস করেছিস।"

ইমাম আবূ দাঊদ (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ্

তা'আলা কবূল করবেন না : ১. যে ব্যক্তির ইমামতিতে তার সমাজের লোকেরা নাখোশ সে ব্যক্তি ইমামতি করলে তার নামায কবূল হবে না; ২. যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং ৩. আর যে ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর নামায আদায় করে।"

নবী করীম (সা) থেকে আরো একটি হাদীস আছে যে, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিনা ওযরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্র করল, সে কবীরা গুনাহের মধ্যে বড় ধরনের গুনাহে উপনীত হলো।"

আমরা মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যকামনা করি। তিনি দানশীল, ও সর্বাধিক দয়াময়।

## অনুচ্ছেদ : সন্তান-সন্ততিকে কখন নামাযের নির্দেশ দেবে

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনানে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ দাও। যখন তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন নামাযের জন্য মৃদু প্রহার কর।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে : "তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে সপ্তম বছরে নামাযের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়সে উপনীত হলে মারধর কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।"

ইমাম শাফিঈ (র)-এর কতিপয় শিষ্য এই হাদীসদ্বারা দলীল-প্রমাণ দিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইচ্ছাকৃত নামায তরক করলে তাকে কতল করা ওয়াজিব বলে মনে করেন। তাঁরা আরো বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য নামায তরক করলে প্রহারের শাস্তির বিধান রয়েছে। এই কথা প্রমাণ করে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এর চাইতে গুরুতর শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া উচিত। আর মারপিট ও প্রহারের পরে হত্যার চাইতে গুরুতর শাস্তি আর কিছু নেই।

নামায তরককারীদের শাস্তির ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, নামায তরককারীর গর্দানে তলোয়ারের আঘাতদ্বারা হত্যা করতে হবে। অতঃপর তাঁরা তার কুফরী সম্পর্কে মতবিরোধ পোষণ করেছেন, যদি সে বিনা ওযরে নামায ছেড়ে দেয়, এমনকি ওয়াক্ত পার হয়ে যায়, তাহলে ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (র) ইমাম আইয়্যুব সাখতিয়ানী (র), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র), ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ও ইমাম ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়াহ্‌র মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে রাসূলে করীম (সা)-এর দু'টি হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

১. আমাদের ও তাদের (অমুসলিমদের) মধ্যকার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায তরক করল সে কুফরী করল।

২. ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায তরক করা। অর্থাৎ নামায তরককারী কাফিরের পর্যায়ে পড়ে যায়।

**অনুচ্ছেদ : সাবধানতার সাথে নামায আদায় করা এবং তাতে অলসতা করা**

নামাযের হিফাযত সম্পর্কে হাদীসে রয়েছে—যে ব্যক্তি ফরয নামাযসমূহের হিফাযত করবে অর্থাৎ যথাসময় ও সঠিকভাবে নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যদ্বারা সম্মানিত করবেন। অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে তাকে মুক্ত রাখবেন, তার কবর আযাব হবে না, তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বিদ্যুতের ন্যায় (জাহান্নামের উপরের) পুল পার হয়ে যাবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি গাফলতি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পনেরটি শাস্তির সম্মুখীন করবেন। এর পাঁচটি শাস্তি হবে দুনিয়াতে, তিনটি মৃত্যুকালে, তিনটি কবরে এবং তিনটি কবর থেকে বের হবার সময়। দুনিয়ার শাস্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে : ১. তার জীবনকাল থেকে বরকত উঠে যাবে; ২. তার চেহারা থেকে নেক্কার বান্দাদের নূরানী দীপ্তি চলে যাবে; ৩. আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন আমলেরই প্রতিদান দিবেন না; ৪. তার দু'আ আসমানে পৌঁছবে না এবং ৫. নেক্কার লোকদের দু'আয় তার অংশ থাকবে না।

মৃত্যুর সময়ের শাস্তিগুলো হলো : ১. সে অপমানিত এবং অপদস্থ হয়ে মারা যাবে; ২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় তার মৃত্যু হবে এবং ৩. এমন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সে মারা যাবে যে, দুনিয়ার সকল সমুদ্রের পানি পান করানো হলেও তার পিপাসা মিটবে না।

কবরে যেসব শাস্তি হবে তা হলো : ১. তার কবর সংকুচিত হবে এবং এমনভাবে চাপ দিবে যে, এক দিকের পাঁজরের হাড় অপরদিকে চলে যাবে; ২. তার কবরে আগুন জ্বলতে থাকবে এবং সে রাতদিন সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের উপর ছটফট করতে থাকবে এবং ৩. তার কবরে 'আশ-শুজা'আল-আকরা বা 'বিষধর অজগর' নামে এক বিরাট সাপ নিয়োগ করা হবে। যার চোখ হবে আগুনের, নখগুলো হবে লোহার এবং প্রত্যেকটি নখের দৈর্ঘ্য হবে একদিনের দূরত্বের সমান। তার আওয়ায হবে মেঘের গর্জনের মত। সে বজ্র নিনাদে মৃতব্যক্তিকে ডেকে বলবে ঃ আমি শুজা' (বিষধর অজগর) আমাকে আমার রব আদেশ করেছেন, তোমাকে ফজরের নামায বিনষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত দংশন করার জন্য। অনুরূপভাবে যোহরের নামায নষ্ট করার জন্য আসর পর্যন্ত, আসরের নামায নষ্ট করার জন্য মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিবের নামাযের জন্য ঈশা পর্যন্ত এবং ঈশার নামাযের জন্য ফজর পর্যন্ত তোমাকে দংশন করতে আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর তার উপর আক্রমণ শুরু হবে। প্রতিবারের আঘাতে সে সত্তর গজ মাটির নিচে চলে যাবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর শাস্তি চলতে থাকবে।

আর কবর থেকে বের হবার পর যেসব শাস্তি হবে তা হলো : ১. কিয়ামতের মাঠে তার হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত কঠিন হবে; ২. আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত থাকবেন এবং ৩. সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার কপালে তিন সারি লেখা থাকবে। প্রথম সারিতে লেখা থাকবে—'হে আল্লাহ্‌র হক নষ্টকারী।' দ্বিতীয় সারিতে লেখা থাকবে 'ওহে আল্লাহ্‌র গযবের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি' এবং তৃতীয় সারিতে লেখা থাকবে 'দুনিয়ায় যেমন তুমি আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছ—আজ তেমনি আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাও।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে : তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হবে। সে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেবেন। লোকটি বলবে, হে আমার রব! আমাকে কেন জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : দেরি করে নামাজ আদায় ও মিথ্যে কসম করার জন্য (তোমার এ শাস্তি হয়েছে)।

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবাদের উপলক্ষ করে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কোন হতভাগা এবং বঞ্চিত রেখো না। অতঃপর তিনিই জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান কে হতভাগা এবং বঞ্চিত ? তাঁরা বললেন, কে সে ব্যক্তি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আমরা তা জানি না)। তিনি বললেন : "সে হলো নামায তরককারী।"

বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামায পরিত্যাগকারীর চেহারা কাল হবে। জাহান্নামে 'মুলহাম' নামে একটি উপত্যকা আছে। সেখানে নানা প্রকার সাপ রয়েছে। প্রত্যেকটি সাপ উটের ঘাড়ের মত মোটা এবং দৈর্ঘ্য হলো এক মাসের পথ। ঐ সাপ নামায তরককারীকে দংশন করবে এবং তার বিষক্রিয়া সত্তর বছর পর্যন্ত শরীরে স্থায়ী থাকবে। অতঃপর তার গোশ্‌ত পঁচেগলে পড়ে যাবে।"

এ প্রসঙ্গে নিম্নের ঘটনা দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদা বনী ইসরাঈলের এক মহিলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একটি জঘন্য পাপ করেছি এবং এজন্য আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তওবাও করেছি। আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার তওবা কবূল হওয়ার ও আমার গুনাহ্ মাফ করে দেওয়ার জন্য দু'আ করুন! মূসা (আ) তাকে বললেন : তুমি কি অপরাধ করেছ ? সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম এতে আমার একটি সন্তান জন্ম নিয়েছিল। অতঃপর আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছি। একথা শুনে মূসা (আ) বললেন, ওহে চরিত্রহীনা! তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, অন্যথায় তোমার অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ আকাশ হতে আগুন এসে আমাদের সকলকে জ্বালিয়ে দেবে। তখন মহিলাটি তাঁর নিকট হতে মর্মাহত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ) নাযিল হয়ে বললেন : হে মূসা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই মর্মে আপনার নিকট কৈফিয়ত তলব করতে বলেছেন যে, কেন আপনি তওবাকারী মহিলাকে বের করে দিলেন এবং তার মধ্যে আপনি কি দোষ

পেয়েছেন ? মূসা (আ) বললেন : হে জিবরাঈল! তার চেয়ে বেশি পাপী আর কে হতে পারে ? জিবরাঈল (আ) বললেন : যে ইচ্ছা করে নামায ত্যাগ করে সে ঐ মহিলার চেয়েও মারাত্মক পাপী।

কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে কোন এক লোক তার মৃত বোনকে দাফন করার জন্য কবরে নেমেছিল। ভুলবশত সে তার একটি টাকার থলে টাকা-পয়সাসহ সেখানে ফেলে আসে। থলেটি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কবরেই থেকে যায় এবং এ অবস্থায় দাফন-কাজ শেষ করে সকলে চলে যায়। তারপর থলেটির কথা স্মরণ হলে সে তা আনার জন্য গেল। কবর খুঁড়ে দেখতে পেল যে, কবরে আগুন জ্বলছে। তখন সে কবরে মাটিচাপা দিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের নিকট এলো এবং বলল আম্মা! বলুন তো আমার বোন কেমন ছিল এবং কি আমল করত ? তার মা বলল, কেন তুমি এ প্রশ্ন করছো ? সে বলল; আম্মা! আমি তার কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেছি। তার মা কেঁদে কেঁদে বলল : বাবা, ওতো নামাযে অবহেলা করতো এবং নামাযের ওয়াক্ত শেষ হবার পর নামায পড়তো।

নামায দেরি করে পড়লে যদি এ শাস্তি হয় তবে যারা আদৌ নামায পড়ে না তাদের অবস্থা ও শাস্তি যে কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যথাসময় নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন।

### অনুচ্ছেদ : অসম্পূর্ণ রুকূ-সিজদার সাথে ঠুকরিয়ে নামায আদায়কারীর শাস্তির বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ .

(অর্থাৎ সে সমস্ত নামায আদায়কারীর জন্য ওয়ায়ল বা দুর্ভোগ যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন)-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এখানে ঐ সকল লোকের কথা বলা হয়েছে যারা (মোরগের আহার করার মত) তাড়াহুড়া করে অসম্পূর্ণ রুকূ-সিজদার সাথে নামায আদায় করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْهِ فَصَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ

عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنَ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِيْ فَقَالَ ﷺ: اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا . ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . ثُمَّ اَجْلِسْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اَسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . وَافْعَلْ ذَالِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا .

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে নামায আদায় করল। অতঃপর সে এসে নবী করীম (সা)-কে সালাম দিল। নবী করীম (সা) তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন : তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ে এসো, কারণ তোমার নামায পড়া হয়নি। লোকটি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ল, তারপর নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন : তুমি আবার গিয়ে নামায পড়, কারণ তোমার নামায পড়া হয়নি। তখন লোকটি আবারও গিয়ে নামায পড়লো এবং ফিরে এসে নবী করীম (সা)-কে সালাম দিল। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন : তুমি আবার গিয়ে নামায পড়, কারণ তোমার নামায হয়নি। এভাবে তিনবার করার পর লোকটি আরয করল : হে আল্লাহ্র রাসূল! যিনি আপনাকে সত্যের প্রতীক ও বাহক করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, আমি এর চেয়ে সুন্দর করে নামায পড়তে জানি না; আমাকে শিখিয়ে দিন। অতঃপর নবী করীম (সা) বললেন : যখন তুমি নামায পড়তে দাঁড়াবে তখন তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে। তারপর কুরআন মজীদের যেখান থেকে বা যতটুকু পড়া তোমার জন্য সহজ হয় তা পড়ে নেবে। তারপর তুমি রুকূ করবে। আর যে পর্যন্ত না তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হবে ততক্ষণ রুকূতে অবস্থান করবে। তারপর তুমি উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির না হওয়া পর্যন্ত সিজদায় অবস্থান করবে। তারপর সিজদা হতে উঠে স্থির হলে আবার সিজদা করবে। (তারপর তুমি দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য উঠবে এবং) এভাবে (ধীরস্থিরতার সাথে) তুমি তোমার নামায সম্পন্ন করবে।"

ইমাম আহমদ (র) বাদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسوجود .

"যে নামাযী নামাযের রুকূ-সিজদায় তার মেরুদণ্ড সোজা করে না, সে নামায কোন কাজে আসবে না।"

এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। অন্য এক বর্ণনায় মেরুদণ্ডের (صلبه) স্থলে পৃষ্ঠদেশ (ظهره)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী করীম (সা)-এর এ বাণীদ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ল কিন্তু রুকূ-সিজদার পর তার পৃষ্ঠদেশ পূর্বের ন্যায় স্থির করলো না—অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি বা বসেনি, তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। এ নির্দেশ ফরয নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর স্থির ও শান্ত হওয়াদ্বারা প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ স্থানে স্থির হওয়া বোঝায়।

নবী করীম (সা) আরো বলেছেন :

اشد الناس سرقة الذى يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق من صلاته ؟ قال لايتم ركوعها ولا سجودها ولا القراة فيها .

"ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চোর যে নামাযে চুরি করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে সে তার নামাযে চুরি করে ? তিনি বললেন : পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ-সিজদা না করা এবং ভালভাবে কিরাআত না পড়াই হলো নামাযে চুরি।"

ইমাম আহমাদ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন :

لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبة بين كوعه وسجوده .

"আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না যে রুকূ-সিজদায় তার মেরুদণ্ড সোজা করে না।"

নবী করীম (সা) আরো বলেছেন : ঐ নামায হলো মুনাফিকের নামায যে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় বসে থাকে এবং সূর্য যখন শয়তানের দু'শিং-এর মাঝে উপস্থিত হয় অর্থাৎ সূর্য উদয়ের উপক্রম হলে দাঁড়িয়ে চার ঠোকর মারে এবং নামাযে খুব কম সংখ্যকবারই আল্লাহ্কে স্মরণ করে অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে নামায পড়ে এবং তাসবীহ ও দু'আগুলো ঠিকভাবে আদায় করে না।

আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবাদের নিয়ে নামায পড়ে মসজিদে বসেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামায পড়তে দাঁড়ালো এবং ঠোকর মেরে মেরে রুকূ-সিজদা করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এ লোকটা কিভাবে (তাড়াহুড়া করে) নামায পড়ছে তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী

বা উম্মতের বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। কাক যেভাবে ঠোকর মেরে রক্তপাত করে, সেও অনুরূপভাবে ঠুকরিয়ে নামায পড়ছে। (আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মা (র) এ হাদীসটি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন)।

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَا من مصل الا وملك عن يمينه وملك عن يساره فان اتمها عرجا بها الى الله تعالى وان لم يتمها ضرب وجهه .

"প্রত্যেক নামাযীর ডানে ও বামে একজন করে ফেরেশতা থাকেন। নামাযী ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে নামায আদায় করে তাহলে তারা দু'জনে ঐ নামায নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছেন। আর যদি সে পূর্ণাঙ্গভাবে নামায আদায় না করে, তবে তাঁরা তা তার চেহারার উপর ছুঁড়ে মারেন।" (দারে কুতনী)

ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় সনদ সূত্রে উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে নামাযে দাঁড়ায় তারপর রুকূ-সিজদাগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করে এবং সঠিকভাবে কিরাআত পাঠ করে, তার নামায বলে, তুমি যেভাবে আমাকে হিফাযত করেছ, আল্লাহ্ও তোমাকে সেভাবে হিফাযত করুন, তারপর সে নামায আকাশের দিকে উঠানো হয়। ঐ নামাযে তখন আলো ও উজ্জ্বলতা থাকে। সে নামাযের জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তা উপস্থিত করা হয়। অতঃপর ঐ নামায নামাযীর জন্য সুপারিশ করে। আর যখন নামাযের রুকূ-সিজদা ও কিরাআত সঠিকভাবে আদায় করা হয় না, তখন নামায বলে, তুমি আমাকে যেভাবে নষ্ট করেছ আল্লাহ্ও তোমাকে অনুরূপভাবে বিনষ্ট করুন। তারপর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় ঐ নামায নিয়ে আকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয় এবং আকাশের কাছাকাছি পৌঁছলে তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় পুঁটলী বেঁধে নামাযীর চেহারার উপর ছুঁড়ে মারা হয়।"

হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : নামায হলো বাটখাড়া বা পরিমাপের মাধ্যম। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিকভাবে ওজন করবে তাকে পুরোপুরি মূল্য দেওয়া হবে আর যে মাপে কম দেবে তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেছেন, তা তো তোমার জানা আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ

"যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য রয়েছে ওয়ায়ল ও দুর্ভোগ।" মুতাফ্‌ফিফ বা মাপে কম দানকারীদ্বারা শুধু মাপে ওজনে কম দেওয়াকেই বুঝায় না; নামাযে যারা ফাঁকি দেয় এবং অসম্পূর্ণ নামায আদায় করে তারাও মুতাফ্‌ফিফের অন্তর্ভুক্ত। তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওয়ায়লের ধমক দিয়েছেন। ওয়ায়ল জাহান্নামের একটি উপত্যকা, জাহান্নাম নিজেও এ উপত্যকার উত্তাপ হতে আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণের প্রার্থনা করে। আল্লাহ্‌র দরবারে আমরা এর অভিশাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اذا سجد احدكم فليضع وجهه وانفه ويديه على الارض فان الله تعالى اوحى إلى ان اسجد على سبعة اعضاء الجبهة والانف والكفين والركبتين وصدور القدمين ، وان لا اكف شعرا ولا ثوبا فمن صلى ولم يعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ من صلاته .

"তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন তাকে কপাল, নাক ও দু'হাত মাটির উপর রেখে সিজদা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেন সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করি। অর্থাৎ কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা সিজদা করি এবং হাত দিয়ে চুল এবং কাপড় ধরে না রাখি। যে ব্যক্তি নামায আদায় করবে এবং এসব অঙ্গের দাবি পূরণ করবে না (অর্থাৎ যথাযথভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করবে না) তাকে এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অভিশাপ দিতে থাকবে যে পর্যন্ত না সে নামায শেষ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী (র) হযরত হুযায়ফা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার এক ব্যক্তিকে নামাযের রুকূ ও সিজদা সঠিকভাবে আদায় করে না দেখে বললেন, তুমি যদি মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে নামায আদায় করতে থাক তবে তুমি যেন মুহাম্মদ (সা)-এর মিল্লাতের উপর মৃত্যুবরণ করলে না।

আবূ দাউদ (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত হুযায়ফা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি এভাবে কত বছর ধরে নামায আদায় করেছ ? সে বলল : চল্লিশ বছর। হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন : চল্লিশ বছর ধরে তুমি নামাযই পড়নি। যদি তুমি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর তবে তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রদর্শিত স্বভাব ধর্মের উপর মরবে না।

হযরত হাসান বসরী (র) বলতেন, হে আদম সন্তান! তোমার নামায যদি তোমাকে অপমানিত করে তাহলে দীনের এমন কোন্ আমল আছে যা তোমাকে সম্মানিত করতে পারে ? কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম তোমাকে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যেমন ইতিপূর্বেও নবী করীম (সা)-এর বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে : কিয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম যে বিষয় জিজ্ঞেস করা হবে তাহলো নামায। যদি নামায ঠিকমত আদায় হয়ে থাকে তাহলে সে কৃতকার্য হবে। আর যদি এতে সে অকৃতকার্য হয় তাহলে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয নামাযে কোন ত্রুটি হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : হে ফেরেশতাগণ! তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোন নফল আছে কিনা, যদি থাকে তা দিয়ে ফরয পূর্ণ করে নাও। অতঃপর এভাবে তার

অন্যান্য আমলের হিসাব নেওয়া হবে এবং নফল আদায় করা উচিত যা ফরযের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সহায়ক হবে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বেশি বেশি নফল ইবাদত করার তাওফীক দিন।

**অনুচ্ছেদ : ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জামাআতের সাথে নামায না পড়ার শাস্তি প্রসঙ্গে**

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ .

"স্মরণ কর, সে চরম সংকটময় দিনের কথা, সেদিন ওদের সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে কিন্তু ওরা তা করতে সক্ষম হবে না। হীনতাগ্রস্ত হয়ে ওরা তাদের দৃষ্টি অবনত করবে। অথচ যখন ওরা নিরাপদ ছিল তখন তো ওদের আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে।" (সূরা আল-ক্বালাম : ৪২-৪৩)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ওদেরকে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। অপমান ও লজ্জা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। দুনিয়াতে তাদেরকে সিজদার জন্য আহ্বান করা হতো, কিন্তু তখন তারা একাজে ব্রতী হয়নি।

ইবরাহীম আল-তায়মী (র) বলেছেন : আয়াতে বর্ণিত আহ্বানের অর্থ হলো আযান ও ইকামত দ্বারা ফরয নামাযের জন্য ডাকা। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেন : তারা (حى على الصلاة) এবং (حى على الفلاح) (নামাযের জন্য আস এবং কল্যাণের জন্য আস) আহ্বান শুনতো কিন্তু সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও সাড়া দিত না। কা'ব-উল আহ্বার (রা) বলেন : আল্লাহ্র শপথ, এ আয়াতটি কেবল তাদের উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে যারা জামা'আতে উপস্থিত হতো না। যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জামাআতে শামিল হয় না, তাদের জন্য এর চেয়ে কঠিন ভীতি প্রদর্শন আর কি হতে পারে! এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে—নবী করীম (সা) বলেছেন :

لقد هممت ان امرَ بالصلاة فتقام ثم امرَ رجلا فيوم الناس ، ثم انطلق معى برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فى الجامعة ، فاحرق بيوتهم عليهم بالنار .

"আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, এক ব্যক্তিকে নামায পড়াতে নির্দেশ দেবো, সে নামায পড়াবে এবং আমি এমন কিছু সংখ্যক লোক সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো যাদের

সাথে থাকবে লাকড়ির আঁটি। অতঃপর যাঁরা নামাযের জামাআতে আসে না তাদের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবো।"

ঘরে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু এবং আসবাবপত্র থাকা সত্ত্বেও ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি প্রদান দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণ করে যে, জামা'আতের সাথে নামায পড়া একটি অতীব জরুরী কাজ। মুসলিম শরীফে আছে, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবার মত কোন লোক নেই এবং সে নবী করীম (সা)-এর কাছে ঘরে নামায আদায় করার অনুমতি চাইল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর সে চলে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও ? সে বলল, হ্যাঁ, শুনতে পাই। নবী করীম (সা) বললেন : তাহলে তোমাকে ঐ আযানে সাড়া দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ দাঊদ (র) আমর ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার নবী করীম (সা)-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনায় সাপ-বিচ্ছু ও নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। এছাড়া আমি চোখে দেখতে পাই না এবং বাড়িও দূরে। আর যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে তাকে আমার ভাল লাগে না। এমতাবস্থায় আমি আমার ঘরে নামায পড়তে পারব কি ? তিনি বললেন : তুমি কি আযান শুনতে পাও ? বললেন, হ্যাঁ, শুনতে পাই। নবী করীম (সা) বললেন : তোমাকে আসতে হবে। তোমার জন্য কোন প্রকার বিশেষ বিবেচনার অবকাশ নেই।

এ লোকটি অন্ধ, মসজিদে যাতায়াতে অসুবিধা এবং মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত কোন লোক না থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (সা) তার ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেননি। সুতরাং যে লোক চোখে দেখতে পায় এবং সুস্থ-সবল, তার জন্যে জামা'আত তরক করা কি সমীচীন হতে পারে ? তাই তো ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—এক ব্যক্তি দিনে রোযা রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে কিন্তু জামা'আতে নামায পড়ে না, তার কি অবস্থা হবে ? উত্তরে তিনি বললেন : যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। (তিরমিযী)

আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, কোন লোক আযান শুনে জামা'আতে না যাওয়ার চেয়ে তার কানে সীসা গলিয়ে ঢেলে দেওয়া উত্তম।

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من سمع المنادى بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر ، قيل وما العذر يا رسول الله ؟ قال خوف او مرض لم يقبل منه الصلاة التى صلى يعنى فى بيته .

"যে ব্যক্তি নামাযের আযান শোনে এবং জামা'আতে যেতে তার কোন প্রকার ওযরও নেই অথচ সে ঘরে নামায পড়ে তার নামায কবূল হবে না। জিজ্ঞেস করা

হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যে ওযরের কথা বলেছেন তা কি ? তিনি বললেন: ভয় অথবা কোন রোগ।" (আবূ দাউদ)

হাকিম (র) তাঁর মুসতাদরাকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

ثلاثة لعنهم الله : من تقدم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليه ساخطٌ ، ورجل سمع حى على الصلاة وحى على الفلاح ثم لم يجب .

"তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন : ১. যে কোন গোত্রের নেতৃত্ব করে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করে না; ২. ঐ মহিলা যে তার স্বামীর নাখোশ অবস্থায় রাত কাটায় এবং ৩. ঐ লোক যে (حى على الصلاة) এবং (حى على الفلاح) ডাক শোনে কিন্তু তাতে সাড়া দেয় না।"

হযরত আলী (রা) বলেছেন : মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ ছাড়া অন্যত্র নামায পড়লে সে নামায হয় না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মসজিদের প্রতিবেশী কে? তিনি বললেন : যে আযান শুনতে পায়। (আহমদ)

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ আল-বুখারীতে বর্ণনা করেছেন :

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : من سره ان يلقى الله غداً مسلمًا يعنى يوم القيامة . فليحافظ على هؤلاء الصلوة الخمس حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ، ولو انكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم . ولوتركتم سنة نبيكم لضللتم . ولقد راينا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض . ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام فى الصف او حتى يجئ الى المسجد لأجل صلاة الجماعة

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুসলমান হিসেবে সাক্ষাত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে এবং যেখানে বসেই আযান শুনতে পায়, জামা'আতে শরীক হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জামা'আতের সাথে নামায আদায় করাও হিদায়াতের পথ। যদি তোমরা এসব নামাযের জামা'আত তরককারীদের

মত ঘরে নামায পড়, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতের খেলাফ করবে। আর নবীর সুন্নতের খেলাফ করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। আমরা দেখেছি খাঁটি মুনাফিক ও রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ-ই জামা'আত তরক করতো না। এমন লোকও ছিল যারা জামা'আতের নামায পড়ার জন্য হামাগুড়ি দিতে দিতে মসজিদে আসত।"

রাবী' ইব্ন খায়সাম (রা)-এর অর্ধাঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে মসজিদে যেতেন। তার কষ্ট দেখে কেউ কেউ বলতেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! আপনি তো অপারগ মানুষ। আপনার জন্য ঘরে নামায পড়ার অনুমতি আছে। তারপরও এত কষ্ট করে কেন মসজিদে আসছেন? তিনি বলতেন, তোমরা যা বল তা ঠিক কিন্তু আমি তো মুয়াযযিনকে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলতে শুনতে পাই (তখন আমি আর মসজিদে না এসে শান্তি পাই না)। কাজেই যদি কেউ হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মুয়াযযিনের ডাকে সাড়া দিতে পারে তার তা করা উচিত!

হাতিম আল্-আসাম্ম (র) বলেন, একবার আমার নামাযের জামা'আত ছুটে গিয়েছিল তখন কেবল আবূ ইসহাক বুখারীই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। যদি আমার কোন সন্তান মারা যেতো তবে আমাকে দশ হাজারেরও বেশি লোকে সান্ত্বনা দিত। কেননা মানুষের কাছে দীনের মুসীবতের চেয়ে দুনিয়ার মুসীবত অধিক গুরুতর।

কোন কোন বুযুর্গের ভাষ্য হলো : মানুষ কোন গুনাহ্ করলেই কেবল জামা'আত হারায়। ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, আমার পিতা হযরত উমর (রা)-এর একটি খেজুর বাগান ছিল। একদিন তিনি ঐ বাগানে গেলেন এবং ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকেরা আসরের নামায পড়ে ফেলেছে। তখন উমর (রা) বললেন : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। কি বিপদ! আমার তো আসরের নামাযের জামা'আত ছুটে গেছে। তোমাদের সাক্ষী রেখে আমি আমার কৃতকর্মের কাফ্ফারা স্বরূপ আমার বাগানটি মিসকীনদের জন্য সদকা করে দিলাম।

**অনুচ্ছেদ**

যেহেতু ইশা ও ফজরের জামা'আতে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর, সেহেতু নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِنَّ هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين ، يعنى العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيها من الاجر لاتوهما ولو حبوا .

"মুনাফিকদের জন্য এ দু'টি নামায অর্থাৎ ইশা ও ফজর খুবই কঠিন ও কষ্টকর। এ দুই নামাযের মধ্যে যে ফযীলত রয়েছে তা যদি ওরা জানতো তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই নামাযের জামা'আতে উপস্থিত হতো।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি ইশা ও ফজরের নামাযের জামা'আতে অনুপস্থিত থাকতো তবে তার প্রতি আমাদের ধারণা পালটে যেত। আমরা মনে করতাম হয় তো সে মুনাফিক হয়ে গেছে। (বাযযার, তাবরানী)

## প্রাসঙ্গিক ঘটনা

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-কাওয়ারিরী (রা) বলেন : আমি কখনো ইশার নামাযের জামা'আত তরক করতাম না। একদিন রাতে এক মেহমান আসায় আমি তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অতঃপর বসরার কোন মসজিদে জামা'আত পাওয়া যায় কিনা সেজন্য বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম যে, সকল মসজিদেই নামায হয়ে গেছে এবং দরজায় তালা লাগানো হয়ে গেছে। তারপর ঘরে ফিরে এসে মনে মনে বললাম, হাদীসে আছে জামা'আতের সাথে নামায পড়লে সাতাশ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। অতএব, আমি সাতাশবার ইশার নামায পড়লাম এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, আমি একদল সওয়ারের সাথে একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রতিযোগিতা করছি এবং আমি তাদের সাথে দৌড়ে পেরে উঠছি না। তাদের কোন একজনের প্রতি তাকালে তিনি বললেন : তুমি তোমার ঘোড়াটিকে অযথা কষ্ট দিও না। তুমি আমাদের সাথে পারবে না। আমি বললাম, আমি কেন পারব না ? তিনি বললেন, কারণ আমরা জামা'আতের সাথে ইশার নামায আদায় করেছি আর তুমি একা একা পড়েছ। অতঃপর জাগ্রত হয়ে আমি দুঃখ অনুভব করলাম।।[১]

আল্লাহ্‌র দরবারে আমরা সাহায্য ও সহায়তা কামনা করছি, নিশ্চয়ই তিনি দাতা ও মহান।

---

১. ক. কেউ যদি নামাযের ফরযিয়তকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং হত্যার উপযোগী হবে। কারণ নামাযের ফরযিয়ত কুরআন মজীদে অকাট্যরূপে প্রমাণিত। নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা কুরআনকে অস্বীকার করার শামিল।

খ. নামাযের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। এজন্যও কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। কারণ শরী'আতের প্রতি যার আস্থা আছে সে এর কোন কাজকেই অবজ্ঞা করতে পারে না। তাই সুন্নতের প্রতিও অবজ্ঞা করলে কাফির হয়ে যায়।

গ. অলসতাবশত যদি কেউ নামায ছেড়ে দেয় তাকেও কতল করতে হবে বলে ইমাম শাফিঈ (র) অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রথমে তাকে হত্যা না করে তওবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এজন্য তাকে জেলে আবদ্ধ করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এতে সে তওবা করবে, না হয় তথায় মারা যাবে। হানাফী আলিমদের মতে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং ওয়াজিবের নিকটবর্তী। অন্যান্য ইমামের মতে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং তা না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

## ৫. যাকাত না দেয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

"তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে তাতে তাদের কল্যাণ আছে। বরং কৃপণতা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তারা যে ধনে কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে।" (আল-ইমরান : ১৮০)

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ .

"সে সব মুশরিকের জন্য দুর্ভোগ যারা যাকাত দেয় না।" যারা যাকাত দেয় না তাদেরকে এ আয়াতে মুশরিক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ . يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও যে, জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এতো তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। সুতরাং যা তোমরা পুঞ্জীভূত করেছিলে, তার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنَ النَّارِ فَاُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ

فَتُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرِدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْاِبِلُ ؟ قَالَ وَلَا صَاحِبُ اِبِلٍ لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرِ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِاَفْوَاهِهَا . كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلٰهَا رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرٰهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ : وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْيَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقَرُوْنِهَا وَتَطَئُوْهُ بِاَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَ اِمَّا اِلَى النَّارِ .

"যে স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক তার হক আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐগুলো দিয়ে আগুনের পাত তৈরি করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। এরপর তা দিয়ে তার কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পুনরায় তা গরম করা হবে। এটা সেদিন করা হবে যেদিনের ব্যাপ্তি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের চূড়ান্ত বিচার নিষ্পত্তি না করা অবধি এই শাস্তি চলবে। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় তো জান্নাতের দিকে, অন্যথায় জাহান্নামের দিকে। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ শাস্তি তো স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিকদের। উটের মালিকদের অবস্থা কি হবে ? তিনি বললেন : যে সকল উটের মালিক তার হক আদায় করে না (যাকাত দেয় না), কিয়ামতের দিন তাদেরকে একটি ধূ ধূ ময়দানে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। সেদিন সে তার সকল উটই সেখানে উপস্থিত পাবে। এমনকি একটি বাচ্চাও অনুপস্থিত থাকবে না। এরা তাকে খুরদ্বারা মাড়াতে থাকবে এবং মুখদ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, প্রথম দল আবার এসে পড়বে। এরূপ করা হবে

এমন এক দিনে, যার ব্যপ্তি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা চূড়ান্ত ফয়সালা না করা অবধি শাস্তি চলবে। অতঃপর সে তার পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে। আরয করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কি হবে? তিনি বললেন : যে সকল গরু-ছাগলের মালিক তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তাকে এক সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে। এরপর তার সেসব গরু-ছাগল তাকে তাদের শিংদ্বারা গুঁতাতে থাকবে এবং পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে। এর একটি গরু বা ছাগলও সেদিন শিং বাঁকা, শিং ভাঙ্গা বা শিংহীন হবে না। যখনই এদের প্রথম দল অতিক্রম করবে তখনই এদের শেষদল এসে পৌঁছবে। এটা করা হবে এমন একদিনে, যার ব্যাপ্তি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা না করা অবধি শাস্তি চলবে। অতঃপর সে তার গন্তব্যস্থল জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে পাড়ি জমাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন : "যে তিন শ্রেণীর লোক সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা হলো : অত্যাচারী শাসক, ঐ ধনী ব্যক্তি যে তার ধন-সম্পদে আল্লাহর হক আদায় করে না, এবং অহংকারী গরীব ব্যক্তি।" (ইব্ন হিব্বান)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "যার বায়তুল্লাহ (কা'বা শরীফ)-এর হজ্জ করার মত সম্পদ আছে অথচ হজ্জ করে না অথবা এমন পরিমাণ সম্পদ আছে যাতে যাকাত ফরয হয় অথচ যাকাত আদায় করে না, সে মৃত্যুকালে দুনিয়াতে ফিরে আসার জন্য আকুতি জানাবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বললো : হে ইব্ন আব্বাস! আপনি আল্লাহ্কে ভয় করুন, কেবল কাফিররাই দুনিয়ায় ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করবে। অর্থাৎ আপনার কথা ঠিক নয়, কারণ হজ্জ ও যাকাত তরককারী তো কাফির নয়। কাজেই তারা দুনিয়ায় আসার জন্য আকুতি জানাবে না। তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কথার সমর্থনে কুরআন মজীদের আয়াত পাঠ করে তোমাকে শোনাচ্ছি :

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ .

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "আমি তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যু আসার পূর্বেই তা হতে ব্যয় করো। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-খয়রাত করতাম (অর্থাৎ যাকাত ও হজ্জ আদায় করতাম) এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" (সূরা মুনাফিকুন : ১০)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হয়? তিনি বললেন, দু'শ দিরহাম পরিমাণ অর্থ থাকলে যাকাত

দিতে হয়। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, কি পরিমাণ অর্থ থাকলে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বললেন : যাতায়াত খরচ ও বাহন বা পরিবহন খরচ থাকলে হজ্জ ফরয হয়। যে সকল অলঙ্কার পরিধান করা মুবাহ্ তা যদি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয় তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। কিন্তু যদি তা ভাড়ার জন্য তৈরি করা হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে। এবং ব্যবসায়িক সামগ্রীর মূল্যের উপরে যাকাত ওয়াজিব হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ اَىْ بِشِدْقَيْهِ فَيَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার এ সম্পদকে মাথায় টাকপড়া অজগর সাপে পরিণত করা হবে যার চোখের উপর দুটো কালো দাগ থাকবে। আর সে সাপ তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে। অতঃপর সে সাপ তার মুখের দু'দিকে তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে : আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার পুঞ্জীভূত অর্থ। এরপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ; "যাদেরকে আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে সম্পদে যারা কৃপণতা করে, তারা যেনো মনে না করে যে, এ কাজটি তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যে অর্থ ব্যয় করতে তারা কৃপণতা করছে, কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে।"

(সূরা তাওবা : ৩৫)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে বলেন : "কিয়ামতের দিন তাদের ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে।" (বুখারী)

এ আয়াতের তাফসীরে তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)) বলেছেন : একটি দীনারের উপর অন্য দীনার এবং দিরহামের উপর অন্য দিরহাম রাখা হবে না, বরং তার শরীরের চামড়াকে এমনভাবে প্রশস্ত করা হবে যাতে প্রত্যেকটি দীনার ও দিরহাম তার শরীরে পৃথকভাবে স্থাপন করা যায়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দাগ দেয়ার জন্য কেবল কপাল, দু'পার্শ্বদেশ ও পিঠকে কেন বাছাই করা হলো? তার জবাবে বলা যেতে পারে যে, যখন কোন মালদার কৃপণ ব্যক্তি কোন দরিদ্র বা ভিক্ষুককে দেখে, তখন সে তার মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়, ভ্রূকে সংকুচিত করে এবং পাশ

ফিরিয়ে দাঁড়ায়। আর ভিক্ষুক যখন তার নিকটে আসে তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। তাই 'যেমন কর্ম তেমন ফল' হিসেবে এসব অঙ্গে দাগ দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে।"

নবী করীম (সা) আরও বলেন :

خَمْسٌ بِخَمْسٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ ؟ قَالَ مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ اِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ . وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ وَمَا ظَهَرَتْ فِيْهِمُ الْفَاحِشَةُ اِلاَّ فَشَافِيْهِمُ الْمَوْتُ . وَلاَ طَفِفُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلاَّ مُنِعُوْا النَّبَاتَ وَاُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَلاَمَنَعُوْا الزَّكَاةَ اِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطَرُ .

"পাঁচের পরিবর্তে পাঁচ। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! পাঁচের পরিবর্তে পাঁচ কথাটির তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন : ১. যখন কোন গোত্র বা জাতি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী করেন; ২. যে জাতি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে না, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য প্রসার লাভ করে; ৩. যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পায়, তাদের মধ্যে মৃত্যু ব্যাপক হয়; ৪. যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের ক্ষেত-খামারে ফসল হয় না—দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ৫. যে সম্প্রদায় যাকাত দেয়া বন্ধ করে, তাদের উপর বৃষ্টিপাত হওয়াও বন্ধ হয়।" (তাবরানী)

## উপদেশ

যারা ধোঁকায় পড়ে দুনিয়ার সাথে জড়িয়ে গেছে, তাদেরকে বলে দাও যে, এটাই তাদের জন্য ভবিষ্যতের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারা যা সঞ্চয় করেছে তা তাদের কোন উপকারে আসবে না। সে দিন তাদের ধারণা বাস্তবে রূপ নেবে—"যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে।" সুতরাং কি করে তাদের অন্তর থেকে এ কথাটি মুছে গেলো—"যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তাদের ললাটে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে।" ধন-সম্পদ সে গ্রহণ করলো এমন বাড়ির উদ্দেশ্যে যেখানে কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং গহনাপত্র ও ধাতব পদার্থ গলিয়ে দাগ দিয়ে শাস্তিকে চরমে রূপ দেয়া হবে। লৌহ ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ গরম করে বিছানো হবে যাতে তারা তা দেখেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর তাদেরকে উপস্থিত করা হবে যারা ছিল হিদায়াত থেকে বিমুখ। সে এমন স্থানের দিকে দৌড়াতে থাকবে যেখানকার লোকদের কাছে কোন নূর থাকবে না। অতঃপর সেদিন জাহান্নামের

আগুনে তা উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তাদের পার্শ্বে, পৃষ্ঠদেশে এবং ললাটে দাগ দেয়া হবে। পার্থিব জীবনে যখন দরিদ্র ব্যক্তি তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে সে তখন যে কষ্ট পায়, তাদের কাছে যখন কিছু চায় তখন তারা ক্রোধে আগুনের ফুলকির মত জ্বলে ওঠে। আর যদি তারা দরিদ্রের প্রতি করুণা দেখায় তবে বলে এটা তোমাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তাই তোমরা ভিক্ষা করে ফিরছো। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে দরিদ্রকে ধনী করতে পারতেন এবং কেন এতো কষ্টে পড়তে হবে। তারা এ ধনী ও দরিদ্র সৃষ্টিতে আল্লাহ্র কি কৌশল রয়েছে তা ভুলে যায়। যখন তারা কবরের অধিবাসী হবে তখন দুশ্চিন্তা তাদের নিত্য সঙ্গী হবে–এটা তোমাদের জন্য কত বিস্ময়কর হবে। জাহান্নামের সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদের ধান-সম্পদ উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে।

এসব সম্পদ অচিরেই তাদের ওয়ারিসরা নির্বিঘ্নে হস্তগত করবে এবং এ সম্পদের সঞ্চয়কারীকে জিজ্ঞেস করা হবে–তুমি কি উপায়ে কোথা থেকে এগুলো পুঞ্জীভূত করেছো ? সে পাবে কাঁটা আর তার ওয়ারিসরা পাবে তাজা খেজুর। সঞ্চয়কারীদের লালসা কোথায় ? কোথায় তাদের বিবেক-বিবেচনা ? সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করে তাদের কপাল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। তোমরা যদি তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর আরও দেখতে পেতে তাদের উত্তপ্ত দীনার দীরহামের উপর এপিঠ ওপিঠ করতে। তাদের ডানপার্শ্ব বামপার্শ্বের মধ্যে বিগলিত হয়ে যাবে। কারণ তারা সচ্ছলতা সত্ত্বেও কৃপণতা করেছে। তোমরা যদি তাদেরকে জাহান্নামে গরম পুঁজ রক্ত মিশ্রিত পান করা অবস্থায় দেখতে পেতে, তাহলে তাদের আর্তচিৎকার শুনতে পেতে। সুতরাং সেদিনকে স্মরণ করো, যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে।

দুনিয়াতে কত ওয়ায-নসীহত হতো অথচ শ্রোতাদের মধ্যে তাদের দেখা যেতো না। দুনিয়াতে কত যে আল্লাহ্র আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হতো, তারা তাতে ভীত হতো না। কতবার তাদেরকে যাকাত না দেয়ার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে অথচ তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। যেনো তাদের সম্পদের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। অথচ এ সম্পদই পরিণত হলো বিষাক্ত অজগরে। সেদিন কোন লাঠিসোঁটা, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতিরোধের কোন উপায় থাকবে না। অতএব সেদিনকে স্মরণ করো, যেদিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে।

## প্রাসঙ্গিক ঘটনা

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-ফারয়াবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি আমার কিছু বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে আবূ সিনান (র)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য

গেলাম। আমরা গিয়ে তার কাছে বসলে তিনি আমাদের বললেন : চলুন, আমাদের এক প্রতিবেশীর ভাই ইন্তিকাল করেছে তার সাথে দেখা করে আসি। আমরা তার সাথে উঠলাম এবং সে ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে দেখলাম যে, সে তার ভাইয়ের জন্য কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আমরা তার পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম কিন্তু সে আমাদের সান্ত্বনা ও সমবেদনায় কোন প্রকার প্রভাবিত হলো না। অবশেষে আমরা বললাম : তুমি কি জান না যে, মৃত্যু এমন একটি পথ যা প্রত্যেককেই মাড়াতে হয় ? লোকটি বললো : আমি তা জানি, তবে আমার ভাই সকাল-সন্ধ্যা যে আযাবের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছে সে জন্যই আমি এভাবে কান্নাকাটি করছি। আমরা বললাম : আল্লাহ্ কি তোমাকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেছেন ? সে বললো, না তা নয়, তবে তার দাফন-কাফন শেষ হওয়ার পর লোকেরা যখন চলে গেল তখন আমি তার কবরের মাটি সমান করে দিয়ে কবরের পাশে বসে ছিলাম। হঠাৎ তার কবর থেকে আওয়ায শোনা গেল—হায়, ওরা আমাকে একাকী বসিয়ে দিল। এখন আমি শাস্তি ভোগ করছি। আমি তো নামায পড়তাম এবং রোযা রাখতাম। তার এ কথা আমাকে কাঁদালো। তখন তার অবস্থা দেখার জন্য তার কবরের মাটি সরাতে লাগলাম। ভাই-এর প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি তার গলার শিকল সরিয়ে দেয়ার জন্য হাত বাড়ালাম। তখন আমার হাতের আঙ্গুল ও হাত পুড়ে গেল। একথা বলে সে আমাদের সামনে তার হাত বের করলো এবং আমরা দেখলাম যে তার হাত পুড়ে কালো হয়ে গেছে। লোকটি বললো, তারপর আমি মাটি দিয়ে তাকে আবৃত করে চলে এলাম। এবার আপনারাই বলুন তো, আমি কি করে তার জন্য চিন্তিত না হয়ে এবং কান্নাকাটি না করে পারি ? আমরা বললাম, তোমার ভাই দুনিয়াতে কিরূপ আমল করতো ? সে বললো : সে তার সম্পদের যাকাত আদায় করতো না। মুহাম্মদ ইব্ন ইউসূফ (র) বলেন : আমরা বললাম, এ ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

"যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ থেকে দান করায় কার্পণ্য করে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, এ কার্পণ্য করা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। তারা যে ধনে কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তা তাদের গলার শিকল হবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৮০)

তোমার ভাই নিজেই নিজের উপর আযাব ডেকে এনেছে এবং এ শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।[১] অতঃপর আমরা তার নিকট থেকে চলে এলাম এবং রাসূল (সা)-এর সাহাবী আবূ যর (রা)-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম এবং আমরা আরও বললাম, কত ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান মারা যায়, তাদের বেলায় এরূপ কিছু ঘটতে দেখা যায় না কেন ? জবাবে তিনি বললেন : তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। যারা ঈমানদার তাদের আযাব তোমাদের দেখানোর কারণ হলো এসব দেখে তোমরা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ .

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দিয়ে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ তা না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।"

মহান আল্লাহ্র নিকট এজন্য ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই তিনি সুমহান দাতা।

---

১. এ বর্ণনাটির সত্যাসত্য নিয়ে মতবিরোধ আছে। হযরত আবূ যর (রা) ফারয়াবীর জন্মের ৮০ বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। এই ঘটনাই এর অসত্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয়। আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত।—সম্পাদক

## ৬. বিনাওযরে রমযানের সিয়াম ভঙ্গ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ . اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ . فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা প্রবাসে থাকলে সে অন্য সময়ে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৩)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন : "ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত : ১. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল এ বলে সাক্ষ্য দেয়া; ২. সালাত কায়েম করা; ৩. যাকাত আদায় করা; ৪. বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসের সিয়াম পালন করা।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمْضَانَ بِلاَ عُذْرٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَاِنْ صَامَهُ .

"যে ব্যক্তি কোন প্রকার ওযর ব্যতীত রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে এর বিনিময়ে যুগ যুগ ধরে রোযা রাখলেও তাতে তার প্রতিকার হবে না।"

(তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ্ ও ইব্ন খুযায়মা)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের হাতল ও দীনের ভিত্তি তিনটি : আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত আদায় ও রমযানের রোযা। যে ব্যক্তি এর কোন একটি তরক করবে, সে কাফির। আমরা আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাচ্ছি।

## ৭. হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً .

"মানুষের মধ্যে যার বায়তুল্লাহ্য় যাওয়ার সামর্থ্য আছে, তার জন্য আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য।"

নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تَبْلَغُهُ حَجُّ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ اَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًا اَوْ نَصْرَانِيًا .

"যে ব্যক্তির বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করার মতো পাথেয় ও যানবাহন আছে অথচ হজ্জ পালন করলো না, সে ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মারা গেল কিনা তা বলা যায়না। (তিরমিযী)

এরূপ সতর্কতাপূর্ণ বাণী দানের মূলে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ : "যার আর্থিক ক্ষমতা আছে তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে-ইমরান : ৯৭)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : আমার ইচ্ছে হয় যে, দেশের বিভিন্ন শহরে কিছু লোক পাঠাই এবং তারা গিয়ে দেখুক কারা সামর্থ্য থাকতেও হজ্জ আদায় করছে না। অতঃপর তারা তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করে দিক। প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমান নয়।" (সাঈদ ইবন মানসূর রচিত আস-সুনান)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ করেনি এবং মালের যাকাত আদায় করেনি, মৃত্যুকালে সে দুনিয়ায় ফিরে আসার প্রার্থনা করবে। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, দুনিয়াতে ফিরে আসার প্রার্থনা তো কেবল কাফিররাই করবে (বলে আমরা জানি)। তিনি বললেন, একথা তো আল্লাহ্র কিতাবেই বর্তমান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে খরচ করো। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে আরও কিছুদিনের জন্য অবকাশ

দিলে আমি দান-খায়রাত করতাম—অর্থাৎ যাকাত আদায় করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণ হতাম অর্থাৎ হজ্জ পালন করতাম। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, আল্লাহ্ তখন আর কাউকে কখনো অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" (সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হবে? তিনি বললেন দু'শ দিরহাম কিংবা সমমূল্যের স্বর্ণে। তাঁকে বলা হল, কিসে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বললেন, "পাথেয় এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা বা বাহন।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) বলেছেন, "আমার এক ধনী প্রতিবেশী হজ্জ না করা অবস্থায় মারা গিয়েছিল। আমি তার জানাযার নামায পড়িনি।"

## ৮. মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا .

"তোমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন।" তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের উফ অর্থাৎ বিরক্তি-সূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না অর্থাৎ বয়সের ভারে জর্জরিত হয়ে গেলে তাদের কটাক্ষ করো না। তোমাদের উচিত তাদের খিদমত করা যেমনটি তারা তোমাদের শিশুকালে করেছিলেন। (বস্তুত পিতামাতার ত্যাগ ও সেবার প্রতিদান সন্তানের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ পিতামাতা সন্তানের লালন-পালন করে তাদেরকে বাঁচাবার ও বড় করে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলার কামনা নিয়ে। আর সন্তান পিতামাতার খেদমত করে তাদের মৃত্যুর কামনা নিয়ে)। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবেশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে : হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।

(সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন :

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ .

"আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর এবং তোমার মাতাপিতার প্রতিও। আমার কাছেই প্রত্যাবর্তনস্থল।"

চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ্র কথা। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশের সাথে মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশও দিয়েছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন : তিনটি আয়াত তিনটি জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করে নাযিল হয়েছে। প্রতিজোড়ার একটি বাদ দিয়ে অন্যটি করা হলে তা কবূল হবে না। তার একটি হলো—আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

"তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।" অতএব, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য না করে শুধু আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে তার এ আনুগত্য কবূল করা হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো আল্লাহ্‌র বাণী : اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। সুতরাং যে যাকাত দিলো না অথচ নামায কায়েম করলো, তার এ নামায কবূল হবে না।

তৃতীয় আয়াতটি হলো-আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ

"তোমরা আমার ও তোমাদের পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক।" যদি কেউ পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ না থেকে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় তবে তার এ কৃতজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন : "মাতাপিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।"

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। নবী করীম (সা) বললেন, তোমার মাতাপিতা কি জীবিত আছেন ? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ, আছেন। তিনি বললেন, তা হলে তাদের মাঝেই জিহাদ কর অর্থাৎ তাদের খেদমতে তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ কর।" (বুখারী-মুসলিম)

সুধী পাঠক! একটু চিন্তা করে দেখুন। কিভাবে জিহাদের উপর পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ?

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্‌র কথা বাতলে দেবো না ? তাহলো, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। এখানে তাদের প্রতি সদয় না হওয়াকে শিরকের অপরাধের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে খোঁটা দানকারী এবং মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : 'উফ'-এর চেয়ে যদি ক্ষুদ্রতর অন্য কোন বিষয় থাকতো, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তা থেকেও নিষেধ করতেন। সুতরাং অবাধ্য সন্তান যতই ভাল আমল করুক সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর অনুগত ও সদ্ব্যবহারকারী সন্তান যা কিছু করুক সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে

না।।[1] নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লা'নত করেন এবং যে তার মাতাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও লা'নত করেন।" (ইব্ন হিব্বান)

হযরত নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার অপরাধ ছাড়া অন্যান্য সকল অপরাধের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন। কিন্তু পিতামাতার অবাধ্য সন্তানকে তড়িঘড়ি শাস্তি দেন অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বেই দুনিয়াতে তার শাস্তি হয়ে থাকে। (হাকিম)

হযরত কা'ব আল-আহবার (র) বলেছেন : বান্দা যখন পিতামাতার অবাধ্য হয় আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার ধ্বংস ও ক্ষতি ত্বরান্বিত করেন। আর বান্দা যখন তার পিতামাতার প্রতি সদয় হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার আয়ু বাড়িয়ে দেন যাতে সে আরো অধিক নেক ও কল্যাণকর কাজ করতে পারে। মাতাপিতার প্রয়োজনের সময় তাদের ব্যয়ভার বহন করা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারেরই অঙ্গ। (ইব্ন মাজাহ্)

একবার এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা আমার অর্থ-সম্পদ তার ইচ্ছামত খরচ করতে চান। তখন হযরত নবী করীম (সা) বললেন : তুমি এবং তোমার ধন-সম্পত্তি সবই তোমার পিতার।

হযরত কা'ব আল-আহবার (র)-এর কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, পিতামাতার নাফরমানী কি ? তিনি বলেন : তার পিতা অথবা মাতা যখন কসম করান সে তাদের কসম পূরণ করে না। যখন তারা কোন কাজের নির্দেশ দেন সে তা পালন করে না, যখন তারা কিছু চান সে তা দেয় না এবং যখন তারা কিছু তার নিকট আমানত রাখেন সে তার খিয়ানত করে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আ'রাফের অধিবাসী কারা এবং আ'রাফ কি ? তখন তিনি বললেন : আরাফ হলো জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। এ পাহাড়টির নাম আরাফ হবার কারণ হলো—এখান থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই দেখা যায়। এ পাহাড়ের উপর রয়েছে নানা প্রকার বৃক্ষরাজি, ফল-মূল, নদী-নালা ও ঝরণাসমূহ। এখানে সেসব মুজাহিদের স্থান হবে যারা পিতামাতার অসম্মতি সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদত বরণ করেছেন। আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার কারণে তারা জাহান্নামে যাবেন না এবং পিতামাতার অবাধ্য হবার কারণে জান্নাতেও যেতে পারবেন না। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহ্র ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তারা আ'রাফে অবস্থান করবেন। (ইব্ন মারদুবিয়াহ্)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, একবার এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার আরয করলো, তারপর কে ? তিনি বললেন, তোমার

---

১. সুয়ূতী (র)-এর মতে হাদীসটি দুর্বল। —সম্পাদক

মা। পুনরায় সে আরয করলো, তারপর কে-? তিনি বললেন, তোমার মা। এরপর লোকটি আরয করলো তারপর কে ? তখন তিনি বললেন : তোমার পিতা এবং তারপর পরম্পরাক্রমে অন্যান্য নিকটাত্মীয়।

হযরত নবী করীম (সা) প্রথমে তিনবার মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার কথা বলেছেন এবং তারপরে পিতার কথা একবার উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো সন্তানের প্রতি মাতাই বেশি স্নেহশীলা হয়ে থাকেন এবং এ মাতাই অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে গর্ভধারণ করেন, প্রসব করেন, স্তন্যদান করেন এবং রাত জেগে লালন-পালন করেন।

একবার হযরত ইব্‌ন উমর (রা) এক ব্যক্তিকে তার মাকে ঘাড়ে করে কাবা শরীফ তওয়াফ করতে দেখলেন। লোকটি বলল : হে ইব্‌ন উমর! তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, কিভাবে আমি তার প্রাপ্য আদায় করলাম ? তিনি বললেন তার প্রসবকালীন কষ্টের একটি মুহূর্তের হকও তুমি আদায় করতে পারনি। তবে তুমি ভাল কাজ করেছ। আল্লাহ্ এ ছোট কাজের বিনিময়ে অনেক সওয়াব তোমাকে দেবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : চার প্রকার লোককে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন না এবং তাদেরকে জান্নাতের কোন নিয়ামত আস্বাদন করারও সুযোগ দেবেন না। এরা হলো, মদ্যপায়ী, সুদখোর, জোরপূর্বক ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী এবং মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান। তবে যদি এরা তওবা করে তাহলে ক্ষমা পেতে পারে।"

নবী করীম (সা) বলেছেন : اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ। "মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত।" (ইব্‌নে মাজাহ, নাসাঈ, হাকিম)।

এক ব্যক্তি হযরত আবুদ্ দারদা (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে আবুদ্ দারদা, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। আমার মা তাকে তালাক দিতে বলেন—এখন আমি কি করবো ? উত্তরে আবুদ্ দারদা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "মাতাপিতা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী একটি দরজা। তুমি ইচ্ছা করলে সে দরজাটি বিনষ্ট করতে ও হারাতে পার, আবার হিফাযতও করতে পার।"
(ইব্‌ন মাজাহ, তিরমিযী)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ .

"তিন ব্যক্তির দু'আ কবূল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই : মযলূম ব্যক্তির দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের জন্য পিতার দু'আ।"

নবী করীম (সা) বলেছেন : খালার মর্যাদা মায়ের মতো। অর্থাৎ খালার প্রতি মায়ের মতই সম্মান প্রদর্শন, সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।

হযরত ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, "হে মূসা! তুমি তোমার পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। কেননা যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করবে, আমি তার আয়ু বাড়িয়ে দেবো এবং তাকে এমন একটি সন্তান দান করবো যে তাকে সম্মান করবে আর যে ব্যক্তি মাতাপিতার অবাধ্য হবে, তার আয়ু কমিয়ে দেবো এবং তাকে এমন সন্তান দান করবো যে তাকে অসম্মান করবে এবং অবাধ্য হবে।"

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মরিয়ম (র) বলেছেন : আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি, "যে ব্যক্তি তার পিতাকে প্রহার করবে, তাকে হত্যা করতে হবে।"

ওহাব বলেছেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, "যে ব্যক্তি তার পিতাকে চড় মারবে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।"

আমর ইব্‌ন মুররাহ্ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলাম, রমযান মাসের রোযা রাখলাম, যাকাত আদায় করলাম এবং আল্লাহ্‌র ঘর কাবা শরীফের হজ্জ করলাম; তখন আমার জন্য কি পুরস্কার ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : সে যদি পিতামাতার অবাধ্য না হয়ে থাকে তাহলে সে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাদের সাথী হবে। নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : যে ব্যক্তি পিতামাতার নাফরমানী করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লা'নত দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন : আমি মিরাজের রাতে কিছু সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুনের খেজুরগাছের ডালের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে বললাম, হে জিবরাঈল (আ) এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা হলো ঐ সব লোক যারা দুনিয়াতে বসে তাদের পিতামাতাদের গালাগালি করতো।

বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দেবে, তার কবরে বৃষ্টির ফোঁটার মত আগুনের ফুলকি বর্ষিত হতে থাকবে।

অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, যখন মাতাপিতার অবাধ্য-সন্তানকে কবরে রাখা হবে তখন মাটি এমন চাপ দেবে যার ফলে এদিকের পাঁজরের হাড় ওদিকে এবং ওদিকের পাঁজরের হাড় এদিকে চলে আসবে। কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির আযাব হবে সবচেয়ে কঠিন যথা—মুশরিক (অংশীবাদী), যিনাকারী এবং মাতাপিতার অবাধ্য ব্যক্তির।"

হযরত বিশর (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মায়ের এত কাছে অবস্থান করে যেখান থেকে তার মাতার কথা শোনা যায়, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। আর মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যে কোন নেককাজের চেয়ে উত্তম।

একবার একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একটি শিশু নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করতে করতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। পুরুষ লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! শিশুটি আমার সন্তান। সে আমার পৃষ্ঠদেশ হতে বের হয়েছে। মহিলাটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তাকে নিয়ে অতি হালকা বোঝা বহন করেছে এবং যৌন আবেগের বশীভূত হয়ে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছে। কিন্তু আমি তাকে কষ্ট করে বহন করেছি, কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছি এবং দু'বছর তাকে দুধপান করিয়েছি। তাদের উভয়ের জবানবন্দী শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলার পক্ষেই রায় দান করেছিলেন।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)

**উপদেশ**

ওহে সর্বস্বীকৃত অধিকার বিনষ্টকারী এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে উদাসীন ও অবাধ্য এবং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে গাফিলও : পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা তোমার জন্য এক প্রকার ঋণ। তুমি লজ্জাকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বারবার হোঁচট খাচ্ছ। তুমি তোমার ধারণা অনুযায়ী জান্নাত অনুসন্ধান করছো অথচ তা রয়েছে তোমার মাতার পদতলে। তিনি তোমাকে নয়টি মাস উদরে বহন করেছেন। যেন তিনি নয়টি হজ্জ পালন করেছেন। তোমার মা তোমাকে প্রসব করার সময় যে কষ্ট বরদাশত করেছেন মুমূর্ষু রোগীর রোগমুক্তির সাথেই তার তুলনা করা চলে এবং তোমাকে তার স্তন থেকে দুধপান করিয়েছেন। তোমার জন্য সুখের নিদ্রা পরিহার করেছেন, ডান হাতে তোমার শরীরের ময়লা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করেছেন, নিজের আহার বাদ দিয়ে তোমাকে খাইয়েছেন। তার কোল তোমার দোলনায় পরিণত হয়েছে। তোমার জন্য দয়া ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদি তোমার কোন প্রকার রোগ বা অসুবিধা দেখা দিত তবে তিনি যারপর নাই চিন্তিত ও শংকিত হতেন। বাঁচা-মরার সমস্যা উপস্থিত হলেও তিনি মনের খুশিতে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করতেন এবং উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্র কাছে তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করতেন অথচ তুমি কতবার তার কাছে রুক্ষ চেহারা নিয়ে হাযির হয়েছো। তোমার জন্য তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে দু'আ করেছেন।

বার্ধক্যে যখন তোমার কাছে তার প্রয়োজন পড়েছে এবং অতি সাদাসিধা ও সাধারণ বস্তুই তোমার কাছে চাচ্ছেন, তখন ক্ষুধার্ত হলে তাকে পানাহারের ব্যবস্থা করা এবং তোমার পরিবারের সকলকে তার প্রতি যত্নবান হতে বলা তোমার একান্ত কর্তব্য। তিনি তো তোমাদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল ও সহনশীল। তার বয়স হয়েছে

অনেক এবং অবশিষ্ট রয়েছে সামান্য। তোমাদের উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ রেখে যাচ্ছেন, বিনিময়ে নিচ্ছেন সামান্য সাহায্য-সহযোগিতা। কাজেই তোমার মালিক তোমাকে অক্ষমতা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর অধিকারের ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। সন্তানের অবাধ্যতার জন্য তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হবে এবং রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য ও রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অতি রুক্ষভাবে ও ধমকের সাথে ডেকে বলবেন : এটা সেই বস্তু যা তোমার হাতে অর্জন করেছো। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ .

ওহে ব্যক্তি! তোমার মায়ের প্রতি তোমার অনেক কর্তব্য রয়েছে যদি তুমি বুঝতে পার ও অনুধাবন কর তাহলে এ হক আদায় করা পরিমাণে যতই বেশি হোক, তা তোমার জন্য সহজসাধ্য। তোমার ভার বহন করতে গিয়ে কত রাত যে তিনি কষ্টে ও ব্যথায় চিৎকার করে কেঁদে কাটিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর তোমাকে ভূমিষ্ঠ করার সময় যে কষ্ট ও ঝুঁকি বরদাশত করেছেন তা যদি তুমি জানতে! অনেক সময় সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মাকেই জীবন দিতে হয়। কতবার তিনি তাঁর ডান হাতে তোমার শরীর থেকে ময়লা-আবর্জনা মল-মূত্র পরিষ্কার করেছেন। আর তার কোল ছিল তোমার জন্য দোলনা। তিনি নিজে কষ্ট করে তার বিনিময়ে তোমাকে আরামে রেখেছেন। আর তার স্তনের দুধ ছিল তোমার কাছে বিশুদ্ধ পানীয়। কতবার তিনি নিজে না খেয়ে তার খাবার ভালবাসা ও স্নেহভরে তোমাকে খাইয়েছেন। আর তুমি ছিলে তখন ছোট্ট। যারা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির কামনায় মত্ত হয়ে চলেছে তাদের জন্য আফসোস। আর অনুশোচনা তাদের জন্য যাদের চোখ আছে কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নেই। সুতরাং আগ্রহ সহকারে মায়ের ডাকে সাড়া দাও এবং যখন তোমাকে তিনি ডাকেন তার কাছে গিয়ে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের মত ভাব প্রদর্শন কর।

কথিত আছে যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে 'আলকামা' নামে এক যুবক ছিল। সে সদা-সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকতো, নামায পড়তো, রোযা রাখতো এবং দান-খয়রাত করতো। এক সময় সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠালো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্বামী আলকামা এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, আমি তার অবস্থা আপনাকে জানানো জরুরী মনে করছি। তাই আপনার খিদমতে এ সংবাদ পাঠালাম। সংবাদ পেয়ে নবী করীম (সা) আম্মার, সুহায়ব্ ও বিলাল (রা)-কে সেখানে পাঠালেন এবং বলে দিলেন যে, তোমরা গিয়ে তাকে কলেমায়ে শাহাদাত তালকীন দাও। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, সে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। তারা তাকে কলেমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)-এর তালকীন দিতে লাগলেন। কিন্তু সে তা মুখে উচ্চারণ করতে পারছিল না। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সংবাদ পাঠালে যে, আলকামা কলেমা পাঠ করতে পারছে না। একথা শুনে নবী

করীম (সা) জানতে চাইলেন যে, আলকামার মাতাপিতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছেন? বলা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তার বৃদ্ধা মাতা আছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে লোক মারফত খবর পাঠালেন যে, সে যদি পারে তবে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দেখা করে, আর যদি না পারে তবে সে যেন ঘরে থাকে, তিনিই তার কাছে আসবেন। সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধা বলল, আমার জীবন তাঁর জন্য কুরবান হোক। আমারই উচিত তাঁর সাথে দেখা করা। তারপর সে লাঠির উপর ভর করতে করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সালাম করলো। তার সালামের জবাব দিয়ে নবী করীম (সা) বললেন, হে আলকামার মা! তুমি আমার নিকট সত্য কথা বলো। যদি তুমি মিথ্যা বলো তবে তা আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পারবো। বল তো তোমার পুত্র আলকামার অবস্থা কেমন ছিল? বৃদ্ধা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে বেশি বেশি নামায পড়তো, রোযা রাখতো এবং দান-খয়রাত করতো। মহানবী (সা) বললেন : তোমার সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তার উপর সন্তুষ্ট নই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অসন্তুষ্টির কারণ কি? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আমার উপর তার স্ত্রীকে প্রাধান্য দিতো এবং আমার কথা মানতো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আলকামার মায়ের অসন্তুষ্টি তার কালমায়ে শাহাদাত পাঠে বাধার সৃষ্টি করছে।" তারপর তিনি বললেন : হে বিলাল! তুমি চলে যাও এবং আমার জন্য বিপুল পরিমাণে কাঠ সংগ্রহ করো। বৃদ্ধা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা দিয়ে কি করবেন? তিনি বললেন : আমি তোমার সামনে তাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো। বৃদ্ধা আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার সামনে আমার সন্তানকে পোড়াবেন তা আমি কি করে বরদাশ্ত করব? নবী করীম (সা) বললেন : হে আলকামার মা! আল্লাহ্র আযাব তো আরও কঠিন এবং স্থায়ী। তুমি যদি চাও যে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন তাহলে তুমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। সেই মহান সত্তার কসম যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, তুমি যতক্ষণ আলকামার উপর অসন্তুষ্ট থাকবে—ততক্ষণ তার নামায, রোযা এবং দান-খায়রাত কোন উপকারে আসবে না। এবার বৃদ্ধা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং উপস্থিত মুসলমানদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার পুত্র আলকামার প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে বিলাল! তুমি গিয়ে দেখ আলকামা কলেমা অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলতে পারছে কি না? হয়তো আলকামার মা তাকে মনেপ্রাণে ক্ষমা করেনি, বরং আমার সামনে লজ্জায় পড়ে ক্ষমার কথা বলেছে। অতঃপর বিলাল (রা) গিয়ে শুনতে পেলেন, ঘরের মধ্য থেকে আলকামার কলেমা অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার আওয়ায বের হচ্ছে। হযরত বিলাল ঘরে প্রবেশ করে বললেন, তোমরা যারা উপস্থিত আছ শোন : আলকামার মায়ের অসন্তুষ্টি তার জিহ্বায় কলেমায়ে শাহাদত উচ্চারিত হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তার মা সন্তুষ্ট হবার পর তার মুখ খুলে গেছে এবং এখন তার

মুখে কলেমা উচ্চারিত হচ্ছে। সেদিনই আলকামা ইনতিকাল করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত হয়ে নিজেই তার গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করে জানাযার নামায পড়ালেন এবং দাফন কাজে অংশগ্রহণ করলেন। তারপর তিনি তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : হে মুহাজির এবং আনসারগণ! যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মায়ের উপর প্রাধান্য দেয়, তাকে আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং মানুষ সবাই অভিশাপ দেবে। যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা করে মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে ততক্ষণ তার কোন নেক আমল আল্লাহ্ কবূল করবেন না। সুতরাং মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট।[১]

মহান আল্লাহ্র কাছে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছি এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার তৌফিক কামনা করছি। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা এবং দয়ার্দ্র ও পরম করুণাময়।

১. মাতাপিতার প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ ও সদ্ব্যবহার করা সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য। তবে সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। —সম্পাদক

## ৯. আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ .

"আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কেও সাবধান থেকো অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় করো। (সূরা নিসা : ১)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ .

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ এদেরই অভিশপ্ত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।" (সূরা মুহাম্মদ : ২২-২৩)

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ .

"যারা আল্লাহ্‌র সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।" (সূরা রাদ : ২০-২১)

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ . الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

"এ কুরআনদ্বারা তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেন। আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি সৎপথ পরিত্যাগীদের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না। যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা বাকারা : ২৬-২৭)

এসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার হলো সেটি, যা আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ "আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" সুতরাং যে ব্যক্তি দুর্বল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে ও পরিত্যাগ করবে, তাদের চেয়ে নিজকে বড় মনে করবে এবং নিজে ধনী হয়েও গরীব আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করবে না, সে উল্লেখিত ভীতির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। যদি তওবা করে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তবে ক্ষমা পেতে পারে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গরীব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে না এবং নিজের দান-সদকার বস্তু তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দান কবূল করবেন না এবং কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। গরীব ব্যক্তিও তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করে এবং তাদের খোঁজখবর নিয়ে আত্মীয়তার হক আদায় করতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "তোমরা কমপক্ষে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো।" তিনি (সা) বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।" (বুখারী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

তিনি আরও বলেছেন :

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا .

"আত্মীয়তার হক আদায়কারীর সাথে যে সম্পর্ক রক্ষা করে, সে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়, বরং সম্পর্ক কেটে যাওয়ার পর যে তা মিলিয়ে দেয়, সে-ই প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনকারী।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমি 'রাহমান' এবং আত্মীয়তা হলো 'রাহীম' যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি আর যে তা ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।" (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

আলী-ইব্‌ন হুসায়ন (রা) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, "হে বৎস! আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে বন্ধুত্ব করবে না। কারণ আমি কুরআন মজীদের তিনটি স্থানে তাকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ পেয়েছি।" (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি এক সমাবেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : আমাদের এ সমাবেশে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকলে তারা যেন এখান থেকে চলে যায়। অতঃপর মজলিসের শেষ প্রান্ত হতে এক যুবক ব্যতীত অন্য কেউ উঠলো না। সে তার ফুফুর নিকট গেল। তার সাথে সে বেশ কয়েক বছর যাবত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। সে তার সাথে আপোস করলো। তার ফুফু বললো, ভাতিজা! তুমি কেন আজ আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে আসলে? উত্তরে যুবকটি বললো : আমি রাসূল (সা)-এর সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা)-এর মজলিসে বসে হাদীস শুনছিলাম, আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বললে আমি আপনার কাছে চলে এলাম। একথা শুনে তার ফুফু বললো, তুমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে গিয়ে জেনে আসবে যে, কেন তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর সে আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে গিয়ে তার ফুফুর সাথে সংঘটিত ঘটনাটি বললো এবং জিজ্ঞেস করলো, আপনি কেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে মজলিস ছেড়ে যেতে বললেন। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় না।"

(তারগীব ওয়াত তারহীব)

বর্ণিত আছে যে, একদা এক ধনী ব্যক্তি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াযযামায় গিয়েছিল। হজ্জের অংশ হিসেবে আরাফাতে যাওয়ার ও সেখানে অবস্থান করার জন্য সে তার অর্থ-সম্পদ হতে এক হাজার দীনার মক্কার এক বিখ্যাত আমানতদারের নিকট গচ্ছিত রাখলো। আরাফাত থেকে ফিরে এসে সে দেখলো যে লোকটি মারা গেছে। সে লোকটির পরিবারের লোকদের কাছে তার গচ্ছিত অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। অতঃপর সে মক্কার আলিমদের কাছে গিয়ে তার এ ঘটনা বললে তারা তাকে বললেন : "রাত যখন দুপুর হবে তখন তুমি যমযম কূপের কাছে গিয়ে কূপের দিকে তাকিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে থাকবে। যদি সে জান্নাতী হয়ে থাকে তা হলে সে তোমার প্রথম ডাকেই সাড়া দেবে।" লোকটি যমযম কূপের কাছে গিয়ে তাকে ডাকলো কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না। লোকটি তখন আলিমদের কাছে গিয়ে বলল যে, তার ডাকে কেউই সাড়া দেয়নি। আলিমগণ তখন দুঃখ করে বললেন, তোমার আমানত গ্রহণকারী হয় তো জাহান্নামে গিয়েছে। তুমি ইয়ামানে চলে যাও। সেখানে 'বারাহুত' নামক একটি কূপ আছে। কূপটি নাকি জাহান্নামের মুখে অবস্থিত। তুমি রাতে সে কূপের দিকে তাকিয়ে তার নাম ধরে ডাকবে। জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে থাকলে সে তোমার ডাকে সাড়া দেবে। লোকটি ইয়ামানে গিয়ে কূপটির কথা জিজ্ঞেস করলে লোকেরা তাকে দেখিয়ে দিল। সে রাতে সেখানে গিয়ে কূপের ভেতর তাকিয়ে লোকটিকে ডাকতেই সে সাড়া দিল।

সে তাকে তার দীনারের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমার ঘরের অমুক স্থানে আমি তা প্রোথিত করে রেখেছি। কারণ আমি আমার ছেলেকে বিশ্বাস করতাম না। তুমি গিয়ে খুঁড়ে দেখ, তোমার অর্থ সেখানে পাবে। আমানতকারী বলল, আমরা তোমাকে ভাল লোক মনে করতাম। কি কারণে তোমাকে এখানে (জাহান্নামে) আসতে হলো ?-সে বলল, আমার এক গরীব বোন ছিল। আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম এবং তার প্রতি আমি সহানুভূতিশীল ছিলাম না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ শাস্তি দিয়েছেন। [ইমাম ইবন কায়্যিম (র)] ।

সহীহ্ হাদীস দ্বারা এ ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" খালা, ফুফু, বোন প্রমুখ আত্মীয়ের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ্র দরবারে আমরা তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য সাহায্য ও রহমত কামনা করছি।

## ১০. ব্যভিচার

ব্যভিচারের মধ্যে কোন কোনটি অপরটির তুলনায় জঘন্যতর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً ‎.

"অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২)

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ‎. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا اِلاَّ مَنْ تَابَ ‎.

"যারা আল্লাহ্র সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয়—যারা তওবা করে (বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে)।" (সূরা ফুরকান : ৬৮-৬৯)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَّاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ‎. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ‎.

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—ওদের প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে, আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে যদি তোমরা আল্লাহ্তে ও পরকালে বিশ্বাসী হও; ঈমানদারদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা নূর : ২)

আলিমগণ বলেছেন : এহলো অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার ব্যভিচারের পার্থিব শাস্তি। যদি তারা উভয়ে বিবাহিত হয় অথবা জীবনে একবার মাত্র বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। রাসূল (সা)-এর হাদীসদ্বারা এ শাস্তি প্রমাণিত। যদি দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দেয়া না হয়

এবং তওবা না করে মারা যায়, তাহলে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ছড়িদ্বারা এ শাস্তি দেয়া হবে।

যাবুর কিতাবে আছে, ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গ রশিদ্বারা বেঁধে জাহান্নামের আগুনে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং লোহার চাবুকদ্বারা তাদের পিটানো হবে। মারের চোটে যখন চিৎকার করতে থাকবে তখন জাহান্নামের ফেরেশতা (দারোগা) ডেকে বলবে, "কোথায় ছিল তোমার এ আওয়ায ? তখন তো তুমি হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-স্ফুর্তিতে মেতেছিলে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছিলে এবং আল্লাহ্র কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করনি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

"ব্যাভিচারী পুরুষ মুমিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না, চোর যখন চুরি করে তখন তার ঈমান থাকে না, মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন তার ঈমান থাকে না এবং দুষ্কৃতকারী যখন এমন অপকর্মে লিপ্ত হয় যাদ্বারা মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তখন তার ঈমান থাকে না।"[১] (বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাঊদ)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

اِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الاِيْمَانُ فَكَانَ كَالظُّلَّةِ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ اِذَا اَقْلَعَ رَجَعَ اِلَيْهِ الاِيْمَانُ .

"যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তার ঈমান বের হয়ে যায় এবং তার মাথার উপর ছায়ার মত অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর সে যখন তা হতে মুক্ত হয় তখন তার ঈমান ফিরে আসে।" (আবূ দাঊদ)

মহানবী (সা) আরও বলেন :

"যে ব্যক্তি যেনা করে অথবা মাদকদ্রব্য পান করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ঈমান এমনভাবে খুলে নেন যেমন মানুষ তার মাথা দিয়ে জামা খুলে থাকে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্য এক হাদীসে বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের

১. ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান তথা কবিরা গুনাহ্ করলে "মুমিন থাকে না" কথার তাৎপর্য হলো পূর্ণ মুমিন থাকে না। এরূপ বাক্য প্রয়োগের মূল লক্ষ্য হলো গুনাহের গুরুত্ব বোঝানো। এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত।—অনুবাদক

পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য কঠোর শাস্তি থাকবে : (ক) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (খ) মিথ্যাচারী শাসক এবং (গ) অহংকারী গরীব। (মুসলিম, নাসাঈ)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ পাপটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বড় ? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অংশীদার নির্ধারণ করা। আমি বললাম, এটা তো অবশ্য জঘন্যতম পাপ। তারপর কোন্‌টি বড় পাপ ? তিনি বললেন : তোমার সাথে খাওয়া-পরায় অংশ নেবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর বড় পাপ কোন্‌টি ? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন :

"যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যারা এগুলো করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা অবমাননাকর আযাবে চিরদিন লিপ্ত থাকবে। তবে তারা নয় যারা তওবা করে।" (সূরা ফুরকান : ৬৮)

হাদীসটিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে অবৈধ যৌন সংযোগ স্থাপন করা শির্‌ক ও নরহত্যার ন্যায় মহাপাপ। এই হাদীসখানি সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিমে) আছে।

সহীহ্ আল-বুখারীতে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) সূত্রে নবী করীম (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে—হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাঈল (আ) তাঁর কাছে এলেন। নবী করীম (সা) বলেন : "আমরা পথ চলতে শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমরা তন্দুরের মত একটি বস্তু দেখতে পেলাম, যার উপরের অংশ ছিল সংকীর্ণ ও নিচের অংশ ছিল প্রশস্ত। ভিতর থেকে শোরগোল ও চিৎকারের শব্দ বের হচ্ছিল। আমরা এর ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম অনেক উলঙ্গ নারী-পুরুষ। হঠাৎ দেখলাম আগুনের শিখা তাদের নিম্নভাগ থেকে এসে তাদের স্পর্শ করলো। আর তারা তখন প্রচণ্ড উত্তাপে চিৎকার দিতে শুরু করলো। আমি বললাম : ওহে ভাই জিবরাঈল! এরা কারা ? হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন : এরা হলো ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলা। তাদের এ শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।" (বুখারী) আমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ অর্থাৎ "জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে : এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আতা (র)[১] বলেন : এদের মধ্যে যে দরজাটি

১. 'আতা' নামে দু'জন ফিকহ্‌শাস্ত্রবিদ রয়েছেন। একজন হলেন মক্কার তাবিঈ ফিকহ্‌শাস্ত্রবিদ—আতা ইবন আবূ রিবাহ আল-য়ামানী, মৃ. ১১৪ হি.। অপরজন হলেন 'আতা' ইবন ইয়াসার (র), মৃ. ৯৭ কিংবা ১০৩ হি.।

সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত, কষ্টদায়ক এবং ভয়ংকর, তা হলো সে সব ব্যভিচারী নর-নারীর জন্য যারা একাজকে পাপ জেনেও করেছে।

হযরত মাকহুল[1] দামেশকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহান্নামীরা একটি ভয়ানক দুর্গন্ধ অনুভব করে বলবে এত দুর্গন্ধ তো কখনও অনুভব করিনি। তাদের বলা হবে, এহলো ব্যভিচারী নর-নারীদের যৌনাঙ্গের দুর্গন্ধ।

ইমামুল মুফাসসির হযরত ইবন যায়দ[2] (র) বলেন, ব্যভিচারীদের যৌনাঙ্গের দুর্গন্ধ জাহান্নামীদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেবে।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে যে দশটি আয়াত দিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে—চুরি করো না, ব্যভিচার করো না, যদি তা করো তবে তুমি আমার সামনে আসবে না। যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করে এরূপ কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন সেক্ষেত্রে অন্যদের অবস্থা কত ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়।

নবী করীম (সা) বলেছেন : শয়তান তার বাহিনীকে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে দেয় এবং তাদের বলে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করতে পারবে আমি তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবো। এদের মধ্যে যে যত বড় জঘন্য কাজে লিপ্ত করাতে পারে সে শয়তানের কাছে তত বেশি মর্যাদালাভ করে। যখন কেউ এসে বলে যে, আমি অমুক দম্পতির পেছনে লেগে উভয়ের মধ্যে তালাকের চূড়ান্ত করে ছেড়েছি, তখন ইবলিস বলে তুমি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করনি। সে শীঘ্রই অন্য একটি বিয়ে করে নেবে। তারপর অন্য একজন এসে বলল, আমি অমুক দুই ভাইয়ের পেছনে লেগেছিলাম এবং তাদের মাঝে শত্রুতার সৃষ্টি করেছি। সে বলল, তুমি কিছুই করনি। অনতিবিলম্বে তারা আপোস করে নেবে। তারপর আর একজন এসে বলল, আমি অমুক লোকের পেছনে লেগেছিলাম। তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে ছেড়েছি। তখন ইবলিস বলে, তুমি ভালই করেছো। তারপর সে তাকে নিজের কাছে বসায় এবং মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।

মহান আল্লাহ্র দরবারে আমরা শয়তান ও তার বাহিনীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : ঈমান হলো একটি জামা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা এ জামা পরান। আর যখন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ্ তার থেকে ঈমানের জামা খুলে নেন। এরপর যদি সে তওবা করে, তাহলে আল্লাহ্ তার সে জামা ফিরিয়ে দেন।

---

১. মাকহুল দামেশকী : সিরিয়ার একজন খ্যাতনামা তাবিঈ ফিকাহ্শাস্ত্রবিদ, ইমাম আওযাঈ (র) প্রমুখ তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মৃ. ১১৩ হি.।

২ ইবন যায়দ-এর পরিচয় হলো—আবদুর রহমান ইবন যায়দ আসলাম। তিনি স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন। মৃ. ১৮২ হি.।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : হে মুসলিম জনতা! তোমরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাক। কেননা এর ছয়টি কুফল রয়েছে। তিনটি কুফল দুনিয়াতে এবং তিনটি কুফল পরকালে। দুনিয়ার তিনটি হলো—তার চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, তার আয়ু কমে যায় এবং অভাব-অনটন লেগেই থাকে। আর যে তিনটি কুফল পরকালে রয়েছে তাহলো, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন, তার নিকট হতে কঠোরভাবে হিসাব নেবেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। (বায়হাকী)

নবী করীম (সা) অপর এক হাদীসে বলেন : যে ব্যক্তি মাদকাসক্ত অবস্থায় মারা যাবে, আল্লাহ্ তাকে 'আল-গাওতাহ' নাম ঝরণা থেকে পান করাবেন। 'গাওতাহ' হলো এমন একটি ঝরণা, যা ব্যভিচারীণি মহিলাদের লজ্জাস্থান নির্গত পূজ পানিতে ভেসে গিয়ে জাহান্নামে প্রবাহিত হবে। জাহান্নামে ওদের যৌনাঙ্গ হতে পুঁজ ও রক্তমিশ্রিত পুঁজ বের হবে। অতঃপর তা মদপ অবস্থায় মারা যাওয়া লোকদের পান করানো হবে। (আহমাদ)

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হলো নিজের বীর্যকে এমন মহিলার যৌনাঙ্গে নিক্ষেপ করা যে তার জন্য হালাল নয়।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জাহান্নামে একটা উপত্যকা আছে, যেখানে নানা প্রকার অজগর রয়েছে। প্রত্যেক সাপ উটের ঘাড়ের মত মোটা। নামায তরককারীদের এসব সাপ কাটবে। ঐসব সাপের বিষ তার সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়বে এবং সত্তর বছরকাল ঐ বিষক্রিয়া দেহে স্থায়ী হবে। তারপর তার দেহের মাংস খসে পড়বে। জাহান্নামে আর একটি উপত্যকা আছে যার নাম হলো 'জুব্বুল হুযন' (جب الحزن)। সেখানে নানা প্রকার সাপ ও বিচ্ছু রয়েছে। প্রত্যেকটি হবে খচ্চরের মত। তাদের সত্তরটি করে শুঁড় থাকবে এবং প্রত্যেক শুঁড়েই বিষ থাকবে। ঐসব বিচ্ছু ব্যভিচারীদের দংশন করতে থাকবে এবং বিষ ঢালতে থাকবে যা সে এক হাজার বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। অতঃপর তার শরীরের মাংস খসে পড়বে এবং তার যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ ও পুঁজমিশ্রিত রক্ত বের হতে থাকবে। (আহমাদ)

হাদীস শরীফে আরও আছে : যে ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচার করবে তাদের উভয়ের উপর এ উম্মতের অর্ধেক আযাব নিপতিত হবে। যদি মহিলার স্বামীর অজান্তে স্ত্রী এ কাজ করে থাকে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষের নেকীগুলো তার স্বামীকে দিতে নির্দেশ দেবেন। আর যদি তার এ অপকর্মের কথা জেনেও চুপ করে থাকে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের দরজায় লিখে রেখেছেন :"তুমি দায়্যূসের জন্য হারাম।" দায়্যূস হলো ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী অশালীন ও অশ্লীলভাবে চলাফেরা করে এবং সে তার কোন প্রতিকার করে না।

হাদীস শরীফে আরও আছে : যে ব্যক্তি এমন মহিলার দেহে কামনাবেগের সাথে হাত দেবে যে তার জন্য হালাল নয়, কিয়ামতের দিন তার হাত তার কাঁধের সাথে

বাঁধা অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। যদি সে ঐ মহিলাকে চুমো খায়, তবে জাহান্নামে তার ঠোঁট দু'টো কাটা হবে। যদি সে তার সাথে ব্যভিচার করে, তবে তার উরু তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে এবং বলবে, "আমি হারাম কাজের জন্য তার উপর আরোহণ করেছি।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং তার চেহারার গোশ্‌ত খসে পড়বে। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি করেছ ? তখন তার জিহ্বা বলবে, আমার জন্য যা হারাম ছিল তা বলেছি; তার হাত বলবে, আমি হারাম বস্তু গ্রহণ করেছি; তার চোখ দুটো বলবে, আমি হারামের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। তার পা দুটো বলবে, আমি হারামের পথে অগ্রসর হয়েছি; তার যৌনাঙ্গ বলবে, আমি ব্যভিচার করেছি। রক্ষী ফেরেশতাদের একজন বলবে, আমি শুনেছি এবং অপরজন বলবে আমি তা লিখেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি এসম্বন্ধে অবগত ছিলাম কিন্তু তা গোপন রেখেছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "হে আমার ফেরেশতাগণ! তাকে পাকড়াও করো এবং আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাও। যার লজ্জা নেই তার প্রতি আমার ক্রোধের অন্ত নেই।" এর সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতে :

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

"সেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।" (সূরা নূর : ২৪)

ব্যভিচারের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যভিচার হলো মা, বোন, সৎমা এবং যারা মুহরিম তাদের সাথে ব্যভিচার করা। হাকিম বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি মুহরিমের সাথে ব্যভিচার করবে তাকে হত্যা করো।" বারা' (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মামাকে পাঠিয়েছিলেন এক ব্যক্তিকে হত্যা করার এবং তার সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ বাজেয়াপ্ত করার জন্য যে তার পিতার বিবাহিত স্ত্রী অর্থাৎ সৎ মাকে বিবাহ করেছিল।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করি, তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন। কেননা তিনি দয়ালু ও দাতা।

## ১১. লেওয়াতাত বা সমকামিতা

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত লূত (আ)-এর জাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ . وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيدٍ .

"যখন আমার আদেশ এলো তখন আমি নগরগুলোকে উল্‌টিয়ে দিলাম এবং ওদের উপর ক্রমাগত কাঁকর (আগুনে পোড়ানো ইটের মত বস্তু) বর্ষণ করলাম যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। (অর্থাৎ এসব পাথরের উপর এমন সব নিদর্শন ছিল যা দেখলে সহজেই বোঝা যেতো যে, এগুলো দুনিয়ার কোন বস্তু নয়। ঐ পাথরগুলো ছিল আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া হাত দেয়ার কারো ক্ষমতা ছিল না)। এ স্থান (নগরগুলো) সীমালংঘনকারীদের হতে দূরে নয় (অর্থাৎ এ উম্মতের যালিমগণ যদি এরূপ অপকর্ম করে, তবে তাদের জন্য এ আযাব দূরে থাকবে না)। (সূরা হূদ : ৮২)

এ কারণেই তো নবী করীম (সা) বলেছেন : তোমাদের জন্য আমি যা বেশি ভয় করি তা হলো লূত জাতির অপকর্ম। যারা এ অপকর্মে লিপ্ত হবে তাদের তিনবার অভিশাপ করে বলেছেন, যারা লূত জাতির অপকর্মে অভ্যস্ত, আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দেন।

মহানবী (সা) আরও বলেন : "যাকে তোমরা লূত জাতির আমল করতে দেখ তাদের উভয়কে হত্যা কর।"

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, এলাকার সব চেয়ে উঁচু দালানের উপর থেকে (সমকামীকে) ফেলে দিতে হবে এবং তারপর লূত জাতির মত পাথর চাপা দিতে হবে। মুসলিম জাতি এই মর্মে ঐকমত্য পোষণ করে যে, সমমৈথুন কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ .

"মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সাথেই যৌনক্রিয়া কর এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদের তোমরা বর্জন করে থাক। বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় (অর্থাৎ হালালের সীমালংঘন করে হারাম কাজকারী ; তোমরা হালাল থেকে হারামের দিকে ধাবিত হচ্ছো)।"

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী লূত (আ) সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেন :

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِيْنَ .

"আমি তাকে [লূত (আ)-কে] এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। ওরা ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়।" (সূরা আম্বিয়া : ৭৪)

তাদের জনপদের নাম ছিল সাদূম। সেখানকার লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে বর্ণিত নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা পুরুষদের গুহ্যদ্বারে মৈথুন করতো এবং সভা ও সমাবেশগুলোতে তারা অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই কদর্য বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো এবং অন্যান্য নোংরা কাজ করতো।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, দশটি বদ অভ্যাস লূত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। চুলের বেণী করা, লুঙ্গি-খোলা, বন্দুক নিক্ষেপ করা, কংকর মেরে খেলা করা, কবুতর উড়িয়ে খেলা করা, আঙুল ফোটানো, পায়ের গাঁটের শব্দ করা, টাখনু গিরার নিচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধান করা, লুঙ্গি পরার স্থান খোলা রাখা, মদ্যপানে অভ্যস্ত হওয়া, পুং মৈথুন করা। এ উম্মতের মধ্যে আরও একটি কাজ অতিরিক্ত করা, তাহলো মহিলা-মহিলায় সমমৈথুন করা।

নবী করীম (সা) আরও বলেন, মহিলাদের যৌনাঙ্গ অন্য মহিলার যৌনাঙ্গের সাথে মিলিয়ে মৈথুন করা তাদের ব্যভিচার।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : চার শ্রেণীর লোক সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র ক্রোধের মধ্যে অতিবাহিত করে। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এরা কারা ? তিনি বললেন : "এরা হলো মহিলা বেশধারী পুরুষ, পুরুষ বেশধারী মহিলা, পশু মৈথুনকারী ও পুং মৈথুনকারী।" বর্ণিত আছে যখন কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের উপর উপগত হয়, তখন আল্লাহ্র গযবের ভয়ে আরশ কাঁপতে থাকে এবং আকাশ ভেঙে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন ফেরেশতাগণ আকাশ ধরে রাখেন; আল্লাহ্র ক্রোধ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত তারা সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতে থাকেন।

নবী করীম (সা) বলেছেন : সাত শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ প্রদান করেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তিনি তাদের বলবেন, তোমরা অন্যান্য জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো। তারা হলো, সমমৈথুনকারী (কর্তা ও যার সাথে করে উভয়ে), পশু মৈথুনকারী, মা ও কন্যার সাথে যারা ব্যভিচার করে এবং হস্ত মৈথুনকারী। তবে এরা তওবা করলে ক্ষমা পেতে পারে।

বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন একদল লোক নিজ নিজ হাতে গর্ভধারণরত অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। কারণ তারা হস্তমৈথুন করতো। বর্ণিত আছে, লূত সম্প্রদায় যে সব বদ অভ্যাসে লিপ্ত ছিল, তাহলো গুটি নিয়ে খেলা করা, (যেমন দাবা, পাশা ইত্যাদি), কবুতর উড়াবার প্রতিযোগিতা করা, কুকুরকে পরস্পর লেলিয়ে দেয়া, গরু-মহিষের শিং-এর লড়াই করা, মোরগ যুদ্ধ করানো, উলঙ্গ অবস্থায় গোসলখানায় প্রবেশ এবং মাপে ও ওজনে কম দেয়া। যারা এসব কাজ করবে, তাদের জন্য দুর্ভোগ। হাদীসে আছে–যারা কবুতর উড়িয়ে খেলা করে, তারা দরিদ্রতার স্বাদ গ্রহণ না করে মারা যাবে না। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, পুং মৈথুনকারী তওবা না করে মারা গেলে কবরে গিয়ে শূকরে পরিণত হবে।

নবী করীম (সা) বলেন :

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى ذَكَرًا اَوْ اَمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا .

"আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না যে সমমৈথুন করেছে অথবা মহিলাদের গুহ্যদ্বারে মৈথুন করেছে। "আবূ সাঈদ সালকী বলেছেন : এ জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যাদেরকে সমকামী বলে আখ্যায়িত করা হবে এবং তাদের মধ্যে তিন প্রকারের লোক থাকবে। এক প্রকারের লোক কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, অপর একদল করমর্দন করবে এবং শেষোক্ত দল ঐ নোংরা কাজে লিপ্ত হবে।

উত্তেজিত হয়ে কোন মহিলা বা কিশোরের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ব্যভিচারের শামিল। কেননা বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফে আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন : চোখের ব্যভিচার হলো দৃষ্টিপাত করা, মুখের ব্যভিচার হলো ব্যভিচারের প্রস্তাব করা আর হাতের ব্যভিচার হলো কোন মহিলাকে স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হলো ব্যভিচারের পথে হাঁটা, কানের ব্যভিচার হলো ব্যভিচারের প্রস্তাব শ্রবণ করা। মন ব্যভিচারের আকাঙ্ক্ষা করে এবং যৌনাঙ্গ তা বাস্তবে পরিণত করে বা তা থেকে বিরত থাকে। এ কারণেই নেককার লোকেরা কিশোরদের প্রতি দৃষ্টিপাত, তাদের সাথে ওঠাবসা ও মাখামাখি থেকে বিরত থাকেন।

হযরত হাসান ইবনে যাকওয়ান (র) বলেছেন : তোমরা ধনী লোকদের কিশোর বালকদের সাথে ওঠাবসা করবে না। কারণ তাদের চেহারা কুমারী মেয়েদের মত। তারা মহিলাদের চেয়েও বেশি অনিষ্টকারী। কোন এক তাবিঈ বলেছেন : কিশোর বালকের সাথে নির্জনে বসা কোন নেককার যুবকের জন্যও নিরাপদ নয়। তারা বলতেন, কোন লোকের পক্ষে কোন কিশোর বালকের সাথে রাত যাপন করা ঠিক নয়। কোন কোন আলিম কিশোর বালকদের সাথে এক ঘরে বা এক দোকানে বা গোসলখানায় একত্র হওয়াকে মহিলাদের উপর অনুমান করে হারাম বলেছেন। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন : যখন কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে একান্তে অবস্থান করে, তখন শয়তান এসে তাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। (তিরমিযী)

কোন কোন দাড়িবিহীন যুবক মহিলাদের চেয়েও বেশি সুন্দর। কাজেই তাদের সাথে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে কোন দাড়িবিহীন যুবকের সাথে তাতে লিপ্ত হওয়া সহজতর। একবার সুফিয়ান সাওরী (র) গোসলখানায় প্রবেশ করলেন। সেখানে এক সুদর্শন যুবক প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট থেকে বের করে দাও। কেননা আমি দেখেছি প্রত্যেক মহিলার সাথে একজন করে শয়তান থাকে এবং প্রত্যেক কিশোরের সাথে দশের অধিক শয়তান থাকে।

একবার ইমাম আহমাদ (র)-এর নিকট এক ব্যক্তি এক সুদর্শন কিশোরকে নিয়ে উপস্থিত হলো। ইমাম সাহেব বললেন, তোমার সাথে এ কে ? লোকটি বলল, এ আমার ভাগিনা। ইমাম সাহেব বললেন, ওকে নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার এখানে আসবে না এবং ওকে সঙ্গে করে চলাফেরা করবে না। যাতে তোমাকে বা ওকে যারা চেনে না তারা কোন প্রকার কুধারণা করার সুযোগ না পায়।

বর্ণিত আছে, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল যখন নবী করীম (সা)-এর খিদমতে এসেছিল তখন তাদের সাথে এক সুদর্শন যুবক ছিল। নবী করীম (সা) তাকে তাঁর পেছনে বসতে দেন এবং বলেন : হযরত দাঊদ (আ)-এর সময়ে প্রধান সমস্যা ছিল দৃষ্টিপাত। তারপর এ চরণগুলো আবৃত্তি করলেন। "প্রত্যেক অপকর্মের সূচনা হয় দৃষ্টিপাত থেকে। ছোট ছোট অপরাধ ও পাপাচার জাহান্নামের বড় শাস্তির দিকে ধাবিত করে। মানুষ যত দিন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন থাকে ততদিনই সে অপরের দৃষ্টিতে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।" কত দৃষ্টিপাত দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর হৃদয়কে ধনুক ও কামানবিহীন তীরে আহত করে তার ইয়ত্তা নেই। দৃষ্টি যে অনিষ্ট সাধন করে তাতে দৃষ্টিপাতকারী সন্তুষ্ট হয় বটে কিন্তু এরূপ অনিষ্টের আগমন অভিবাদনলাভের যোগ্য নয়।

কথায় বলে দৃষ্টিপাত ব্যভিচারের ডাকবাক্স। হাদীস শরীফে আছে, দৃষ্টিপাত হলো শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ থেকে

বিরত থাকবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে ইবাদতের স্বাদ প্রবিষ্ট করাবেন যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

**অনুচ্ছেদ : কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিণাম**

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট এই মর্মে সমাধান চেয়ে পত্র লেখেন যে, তার প্রশাসনিক এলাকায় এমন এক লোক পেয়েছেন যে তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে মৈথুন করে। এ ব্যাপারে আবূ বকর (রা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আলী (রা) বললেন, এটা এমন একটি জঘন্য পাপ যা হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায় ছাড়া কেউই করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে কিভাবে শাস্তি দিয়েছেন তা তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আমার অভিমত হলো–তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে নির্দেশ মুতাবিক ঐ লোকটিকে পুড়িয়ে মারার জন্য লিখলেন। তিনি তাকে পুড়িয়ে মারলেন।

হযরত আলী (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অবৈধ মিলনে প্রবৃত্ত হয়, তার মনে নারীর প্রতি কামনা ও বাসনার উদ্রেক হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কবরে কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত শয়তান হিসেবে রাখেন।

মুসলিম উম্মাহ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করে যে, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসের সাথে সমমৈথুনে লিপ্ত হয়, সে পুং মৈথুনকারী অপরাধী।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ঈসা (আ) ভ্রমণে বের হয়েছিলেন এবং ভ্রমণকালে দেখতে পেলেন যে, একটি লোক আগুনে পোড়া যাচ্ছে। হযরত ঈসা (আ) পানি নিয়ে তা নিভাতে চাইলেন। তখন আগুন একটি বালকে পরিণত হলো এবং লোকটি আগুনে রূপান্তরিত হলো। এতদদর্শনে হযরত ঈসা (আ) অবাক হয়ে বললেন, হে আমার রব! এ দু'জনকে দুনিয়াতে যেরূপ ছিল সেরূপ বানিয়ে দিন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানবো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করে দিলেন এবং একজন পুরুষ ও অপরজন বালকে পরিণত হলো। তখন হযরত ঈসা (আ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কি ? লোকটি বলল, হে রূহুল্লাহ্! আমি দুনিয়াতে এ বালকটিকে ভালবাসতাম এবং যৌন আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সাথে অবৈধ কাজ করতাম। তারপর আমার ও বালকটির মৃত্যু হলে একবার সে আগুন হয়ে আমাকে পোড়ায় এবং আর একবার আমি আগুন হয়ে তাকে পোড়াই। আল্লাহ্র আযাব হতে আমরা পরিত্রাণ কামনা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আর এমন কাজের সুযোগ চাচ্ছি যা তিনি পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

**পরিচ্ছেদ**

মহিলাদের গুহ্যদ্বার দিয়ে মৈথুন করাও সমমৈথুন বা লেওয়াতাতের শামিল এবং তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۔

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।" অর্থাৎ সামনের দিক থেকে অথবা পেছনের দিক থেকে যেদিক থেকে ইচ্ছা করো তাদের সাথে যৌন সঙ্গম করতে পার। তবে প্রবেশ করাবার স্থান এক অর্থাৎ স্ত্রী অঙ্গ।

এ আয়াতটির শানে নুযূল হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় ইয়াহূদীরা বলতো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যৌনাঙ্গে পেছনের দিক থেকে সঙ্গম করে এবং তাতে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তান কানা হয়। সাহাবাগণ এ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর কাছে জানতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের দাবির অসারতা প্রমাণ করে এই আয়াতটি নাযিল করেন। (মুসলিম)

অন্য রিওয়ায়েতে আছে : اِتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ "তোমরা গুহ্যদ্বার এবং ঋতু হায়যওয়ালী মহিলা হতে সাবধান থেকো।"[১]

কেননা গুহ্যদ্বার এবং ঋতুকালে স্ত্রীঅঙ্গ অপরিষ্কার এবং নোংরা থাকে।

এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوْ اِمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا ۔

"যে ব্যক্তি ঋতুমতী অথবা স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে যৌন সঙ্গম করে, সে অভিশপ্ত।"

ইমাম তিরমিযী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঋতুমতী মহিলার সাথে সঙ্গম করবে অথবা গণকের কথা বিশ্বাস করবে, সে যেনো মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি কুফরী করলো। সুতরাং যে ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করলো সে অভিশপ্ত এবং এ কঠোর সতর্ক বাণীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া যারা গণকের কথায় বিশ্বাস করে ও হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যদ্বাণীকারীর বিশ্বাস করে, তারা সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

---

১. قَوْلُه فِىْ صِمَامٍ وَاحِدٍ-এর অর্থ হচ্ছে একই স্থান দিয়ে সঙ্গম করবে, সামনের দিক দিয়ে হোক কিংবা পেছনের দিক দিয়ে। আর তা হচ্ছে স্ত্রীর শরমগাহ। কেননা এটিই সন্তান উৎপাদন ক্ষেত্র।

যারা চোরাই মালের হদীস পাওয়া এবং অদৃশ্য বিষয়ে জানার জন্য গণকের সঙ্গে আলাপ করে এবং গণক তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে, তারা সবাই অভিশপ্ত।

সমাজের অনেক অজ্ঞ লোক এসব পাপাচারে লিপ্ত। আর এর মূলে রয়েছে তাদের দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা বা জ্ঞানের দীনতা। এ কারণেই আবূদ্ দারদা (রা) বলেছেন : "তুমি আলিম হও অথবা বিদ্যার্জনকারী হও অথবা শ্রবণকারী হও। অথবা বিদ্বান ও বিদ্যার্জনকারীকে ভালবাস। এর বাইরে পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হবে। আর পঞ্চম শ্রেণী বলতে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা বিদ্বান নয়।"

বিদ্যার্জন করে না, জ্ঞানের বাণী শোনে না। আর যারা এ তিন প্রকার কাজ করে তাদের ভালবাসে না। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সকল প্রকার গুনাহ্ হতে তওবা করা প্রত্যেক বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য। ভুল ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে যেসব পাপাচারে সে লিপ্ত হয়েছে তা থেকে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং জীবনের অবশিষ্ট অংশ সৎকর্মে ও পুণ্যের কাজে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্র কাছে তওফিক চাওয়া উচিত। হে আল্লাহ্! আমরা আপনার দরবারে দীন ও দুনিয়ার ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠতম করুণাময় ও বড়ই মেহেরবান।

## ১২. সুদ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ চর্তুগুণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।"

(সূরা আলে-ইমরান : ১৩০)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا .

"যারা সুদ খায় তারা কবর হতে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। আর তা এজন্য যে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতই।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল বলে গণ্য করেছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন সকল মানুষকে পুনর্জীবিত করবেন তখন তারা সকলে তাড়াহুড়া করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। কিন্তু সুদখোররা তাড়াহুড়া করতে গিয়ে পড়ে যাবে। কেননা দুনিয়াতে তারা যে হারাম সুদ খেয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিমাণে বাড়াতে থাকবেন এবং কিয়ামতের সময় তা বিরাট বোঝায় পরিণত হবে। তাই তারা যখনই হাশরের মাঠ পাড়ি দেবার জন্য দৌড়াতে চাইবে, তখন বোঝার ভারে পড়ে যাবে। অন্যদের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে চাইলেও তারা দৌড়াতে পারবে না।

হযরত কাতদা (রা) বলেছেন : সুদখোর কিয়ামতের দিন পাগল হয়ে উঠবে। তাদের অবস্থা দেখেই অন্যরা বুঝতে পারবে যে, এরা সুদখোর ছিল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন আমাকে মিরাজে নেয়া হয়েছিল তখন আমি এমন একদল লোকের নিকট গেলাম যাদের পেট ছিল সামনে ঝুলানো এবং তাদের প্রত্যেকের পেট এক-একটি বড় ঘরের মত। তাদের পেটের ভার তাদের ঝুঁকিয়ে রেখেছে। তাদেরকে ফেরাউন পরিবারের মতো সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করা হয়। তারা পরাভূত উটের মত অগ্রসর হয়, কিছু শোনেও না, বুঝেও না। এসব পেটওয়ালা যখন তাদের অবস্থা

বুঝতে পারবে তখন তারা উঠে দাঁড়াবে কিন্তু পেটের জন্য তারা পড়ে যাবে। অগ্রসর হতে পারবে না। আর এ অবস্থায় তাদের ফেরাউনের বংশধররা ঘিরে ধরবে এবং সামনে ও পেছনের দিক থেকে তারা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এই শাস্তি তারা দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময়ে আলমে বরযাখে ভোগ করতে থাকবে। নবী করীম (সা) বলেন, আমি বললাম হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন, এরা হলো সুদখোর। ওরা ঐসব লোকের মত উঠবে যাদের শয়তান স্পর্শদ্বারা পাগল করে দিয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন : মিরাজের রাতে আমাকে যখন আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো তখন সপ্তম আসমানে আমার মাথার উপর মেঘের গর্জন এবং বজ্রধ্বনি শুনতে পেলাম। আর এমন কিছু সংখ্যক লোক দেখতে পেলাম যাদের পেট বড় আকারের ঘরের মতো সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। এতে রয়েছে সাপ ও বিচ্ছু এবং এগুলো পেটের বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম "হে জিবাঈল! এরা কারা ? তখন তিনি বললেন, এরা হলো সুদখোর।" (আহমাদ ও ইবন মাজাহ্)

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "যখন কোন গ্রামে ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপক হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা সে এলাকা ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেন।"

হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন মানুষ টাকা-কড়ি নিয়ে কার্পণ্য দেখাবে, মূল্যবান আসবাবপত্র ও অলংকার ক্রয় করবে, গরু ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর লেজের অনুসরণ করবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ-আপদ নাযিল করবেন। অতঃপর দীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের থেকে এ বিপদ তুলে নেবেন না। (আবূ দাউদ)

নবী করীম (সা) বলেছেন, যে সম্প্রদায়ের মাঝে সুদ ব্যাপক আকার ধারণ করে, তাদের মধ্যে পাগলের আধিক্য দেখা যায়। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। আর যেখানকার অদিবাসীরা মাপে-ওজনে কম দেয়, আল্লাহ্ তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। (ইব্ন মাজাহ্, বাযযার, বায়হাকী ও হাকিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীসের একাংশে বলেন, সুদখোরকে মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দেয়া হবে। আর তার আযাব হবে, তাকে এমন নদীতে সাঁতার কাটতে হবে যার পানি হবে রক্তের মত লাল। সুদের ভিত্তিতে দুনিয়ায় বসে অতি কষ্টে যে মাল সঞ্চয় করেছে, আর হারাম মাল সঞ্চয় করার জন্য তাকে আগুনের পাথর খেতে হবে। এহলো তার কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বরযাখী জীবনের শাস্তি এবং এর সাথে থাকবে তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। (বুখারী)

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নেমতরাজি থেকে বঞ্চিত করা আল্লাহ্র হক। এরা হলো, মদ্যপায়ী, সুদখোর, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী এবং পিতামাতার অবাধ্য সন্তান। তবে তওবা করলে এরা মাফ পেতে পারে।

বর্ণিত আছে যে, সুদখোর কিয়ামতের দিন সুদ খাওয়ার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কুকুর ও শূকরের আকৃতিতে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। যেমন হযরত দাউদ (আ)-এর সময় আল্লাহ্‌র হুকুমকে উপেক্ষা করে শনিবার মৎস্য শিকারের জন্য একদল লোক বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল। তারা শনিবারে মাছ না ধরে তা কৌশল করে পুকুরে আবদ্ধ করে রেখেছিল এবং রবিবারে ধরেছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বানর ও শূকরে পরিণত করেছিলেন। অনুরূপভাবে যারা নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের টালবাহানা কিছুই গোপন থাকে না।

আইয়ুব সখতিয়ানী (র) বলেছেন, যেমন করে অবোধ শিশুদের ধোঁকা দেয়া হয়, তেমনি তারা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। যদি তাদের একাজের শাস্তি সরাসরি হতো তাহলে তাদের জন্য সহজতর হতো।

হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন : সুদের সত্তরটি স্তর রয়েছে। সহজ স্তরটি হলো আপন মাকে বিয়ে করার মত। বড় সুদ হল মুসলমান ভাই-এর ইয্যত আবরূতে হস্তক্ষেপ করা।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুতবায় সুদ প্রসঙ্গে বলেন : সুদের ভিত্তিতে যে দিরহামটি গ্রহণ করা হয় ইসলামে তা ছত্রিশটি ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্যতর অপরাধ। তিনি আরও বলেছেন : সুদের সত্তরটি পাপ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সহজটি হলো মায়ের সাথে ব্যভিচার করার অপরাধ তুল্য।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে : এর মধ্যে সহজতম হলো মাকে বিয়ে করার তুল্য। (ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া ও বায়হাকী)

হযরত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুদ গ্রহিতা ও সুদদাতা উভয়ই জাহান্নামী। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই।

## পরিচ্ছেদ

আবূ আবদুর রহমান ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তোমার নিকট থেকে ঋণ নেয় এবং সে তোমার কাছে কোন হাদীয়া (উপঢৌকন) পাঠায় তাহলে তুমি তা গ্রহণ করবে না। কেননা এটা সুদ।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, যদি তুমি কারো নিকট পাওনাদার হও এবং এ অবস্থায় তুমি যদি তার বাড়িতে খাও, তাহলে তা সুদ হবে। এর সমর্থনেই নবী করীম (সা)-এর বাণী হলো : "ঋণের জন্য যে লাভ হয় তাই সুদ।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) আরও বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কারো জন্য সুপারিশ করে এবং তার বিনিময়ে তাকে কোন উপহার দেয়, তাও সুদ। এ কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"যে ব্যক্তি কোন এক লোকের জন্য কোন এক ব্যাপারে সুপারিশ করল এবং তার বিনিময়ে তাকে উপঢৌকন দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, সে সুদের একটি বড় দ্বারে এসে উপনীত হলো।" (আবূ দাউদ)

## ১৩. ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা এবং তার উপর যুলুম করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا .

"নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।" (সূরা নিসা : ১০)

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ .

"পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিরাজ প্রসঙ্গে বলেছেন, হঠাৎ আমি কতগুলো লোক দেখতে পেলাম যাদের দাঁড়ি ছেঁড়ার জন্য কতগুলো লোক নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তারা তাদের দাঁড়ি ছিঁড়ছে। অন্য একদল লোক জাহান্নাম থেকে পাথর এনে তাদের মুখে নিক্ষেপ করছে যা তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, ওহে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন, এরা হলো সেসব লোক যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছিল—আসলে তারা আগুনই ভক্ষণ করেছিল। (মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

يَبْعَثُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمًا مِّنْ قُبُوْرِهِمْ تَخْرُجُ النَّارُ مِنْ بُطُوْنِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا . قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا .

"আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এমন একদলকে কবর থেকে উঠাবেন যাদের পেট থেকে আগুন বের হতে থাকবে এবং মুখ ভর্তি থাকবে আগুন। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! এরা কারা ? তিনি বললেন : তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে।" (সূরা নিসা : ১০)

হযরত সুদ্দী (র) বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারীকে এমন অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত করবেন যে, তার মুখ, কান, চোখ এবং নাক দিয়ে আগুন বের হতে থাকবে। তাকে দেখামাত্রই সকলে বুঝতে পারবে যে, এ ব্যক্তি ছিল ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী।"

উলামায়ে কিরাম বলেন : ইয়াতীমের অভিভাবক যদি গরীব হয় এবং তার মালের যথার্থ ব্যবহার ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধির যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়, তাহলে ঐ মাল থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াতে তার কোন দোষ নেই। আর অন্যায়ভাবে ও অতিরিক্ত খেলে তা হবে হারাম। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ .

"যে অভাবমুক্ত ও ধনী সে যেন তা (ইয়াতীমের মাল খাওয়া) থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন ও দরিদ্র সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে।" (সূরা নিসা : ৬)

ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়ার ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। ১. ধার হিসেবে গ্রহণ করা, ২. অপব্যয় না করে প্রয়োজনমাফিক খাওয়া, ৩. ইয়াতীমের পক্ষে যে পরিমাণ কাজ করবে সে পরিমাণ খাওয়া এবং ৪. প্রয়োজনের সময় গ্রহণ করে সামর্থ্যবান হলে তা পরিশোধ করে দেয়া। যদি সক্ষম না হয় তবে তা হালাল হবে। এ অভিমতগুলো ইবনে জাওযী (র) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আমি ও ইয়াতীমের যিম্মাদার ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে থাকবো।" এই বলে তিনি তর্জনি ও মধ্যমা আঙুলদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং এদু'টি আঙুল একত্র করে দেখালেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে—নবী করীম (সা) বলেছেন : "ইয়াতিমের যিম্মাদার ও আমি জান্নাতে এ দু'টির মত থাকবো।" একথা বলে তিনি তর্জনি এবং মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় দ্বারা ইশারা প্রদান করলেন।

ইয়াতীমের তত্ত্বাবধান গ্রহণের অর্থ তার কার্যাবলী তদারকি করা এবং তার কল্যাণে সচেষ্ট থাকা, তার খাওয়া-পরা ও তার সম্পদ থাকলে তা বাড়ানোর ব্যাপারে চেষ্টা করা। আর যদি তার সম্পদ না থাকে তাহলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তার খাওয়া-পরার জন্য ব্যয় করতে হবে। এ ইয়াতীম আত্মীয় হতে পারে আবার অনাত্মীয়ও হতে পারে। কোন অবস্থাতেই দায়িত্বমুক্ত মনে করা যাবে না। আত্মীয়দের মধ্যে যাদেরকে ইয়াতীমের দায়িত্ব ও যিম্মাদারী গ্রহণ করতে হবে তারা হলো দাদা, ভাই, মা, চাচা, মায়ের স্বামী, মামা প্রমুখ আত্মীয়।

অপরিচিত বা অনাত্মীয় সেই ব্যক্তি যার সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ حَتّٰى يُغْنِيَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ اِلاَّ اَنْ يَّعْمَلَ ذَنْبًا لاَّ يُغْفَرُ .

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ইয়াতীমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত—আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করবেন। তবে এর দ্বারা তার কৃত গুনাহ্ মাফ হবে না।"

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে সে যতগুলো চুলের উপর দিয়ে হাত বুলাবে তার প্রত্যেকটি চুলের বিনিময় একটি করে নেকী পাবে। এবং যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীম বালক বা বালিকার সাথে সদয় ব্যবহার করবে সে এবং আমি জান্নাতে এভাবে থাকবো। (আহমাদ)

এক ব্যক্তি হযরত আবুদ্ দারদা (রা)-কে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ইয়াতীমের প্রতি দয়া করো, তাকে কাছে টেনে নাও এবং তোমার খাবার হতে তাকে খেতে দাও। কারণ আমি শুনেছি, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অন্তরের কাঠিন্যের অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন, "যদি তুমি তোমার অন্তরকে কোমল করতে চাও তাহলে ইয়াতীমকে তোমার নিকটে টেনে নাও। তার মাথায় হাত বুলাও এবং তাকে তোমার খাদ্য থেকে তাকে খেতে দাও। এতে তোমার অন্তর কোমল হবে এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে।" (আহমাদ)

কোন এক বুযুর্গ বলেছেন, আমি আমার প্রথম জীবনে নানা প্রকার পাপাচার ও মাদকদ্রব্য পানে আসক্ত ছিলাম। একদা এক দরিদ্র ইয়াতীমের সাথে পরিচিত হলাম এবং তাকে গোসলখানায় নিয়ে ভালভাবে গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুললাম আর লোকেরা নিজের ছেলেকে যেভাবে আদর-যত্ন করে সেভাবে আমি তাকে আদর-যত্ন করলাম। তারপর এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে এবং আমাকে হিসাবের জন্য ডাকা হয়েছে। আর আমার কৃত পাপাচারের জন্য আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমি দেখলাম জাহান্নামের ফেরেশতারা টানাহেঁচড়া করে অপদস্থ অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঐ ইয়াতীম বালকটি এসে পথে বাধার সৃষ্টি করে বলল, ওহে ফেরেশতাগণ! তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং আমাকে রবের কাছে তার জন্য সুপারিশ করতে দাও। সে আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে এবং আমাকে আদর-যত্ন করেছে। তখন ফেরেশতারা বলল, আল্লাহ্র আদেশ পালন করতে আমরা বাধ্য। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আওয়াজ এলো, তাকে ছেড়ে দাও, আমি বালকের সুপারিশ ও তার প্রতি সদয় ব্যবহারের বিনিময়ে তাকে মাফ করে দিলাম। ঐ বুযুর্গ বলেন, আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে আল্লাহ্র কাছে তওবা করলাম এবং ঐ ইয়াতীমের প্রতি যথাসাধ্য সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে থাকলাম।

একারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন: সর্বোত্তম ঘর হলো ঐ ঘর যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। নিকৃষ্টতম ঘর হলো ঐ ঘর যেখানে ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম বান্দা হলো সেই, যে ইয়াতীম ও বিধবার প্রতি ভাল ব্যবহার ও সদাচরণ করে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেছিলেন যে, হে দাঊদ! ইয়াতীমের সাথে স্নেহবৎসল পিতার মত ব্যবহার করো এবং বিধবার সাথে দরদী স্বামীর ন্যায় আচরণ করো। জেনে রাখ, যেমন বীজ বুনবে তেমন ফসল পাবে।[১]

হযরত দাঊদ (আ) একদা একান্ত আলাপের সময় বললেন, ইয়া ইলাহী! যে আপনার সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম ও বিধবার সাথে সদয় ব্যবহার করে তার প্রতিদান কি? তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন যখন আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আমার আরশের নিচে তাকে ছায়া দেবো।"

বিধবা ও ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সদয় হওয়ার সুফল সম্পর্কে যেসব কাহিনী রয়েছে তার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কাহিনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

হযরত আলী (রা)-এর বংশের কোন একলোক সপরিবারে বলখে এসে উপস্থিত হলেন। তার পরিবারে ছিলেন আলী (রা) বংশীয়া তার স্ত্রী এবং তার কন্যাগণ। তারা অবস্থাপন্ন ও প্রাচুর্যে দিন কাটাতো। অতঃপর তার স্বামী মারা গেল। সেই মহিলা ও তার কন্যারা অভাব-অনটনের মাঝে দিন কাটাতে থাকলো। লোকনিন্দা এড়ানোর জন্য মহিলা তার কন্যাদের নিয়ে অন্য একটি শহরে গিয়ে উপস্থিত হলো। তখন ছিল শীতকাল। মহিলা তার কন্যাদের একটি পরিত্যক্ত মসজিদে রেখে খাদ্যের অন্বেষণে বের হলো। প্রথমে সে শহরপতি এক মুসলমানের নিকট গেল। নগর প্রশাসনে ছিল এক অগ্নিপূজক। সে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বলল, আমি আলীর এক অনাথ বংশীয় মহিলা। আমার সাথে আমার ইয়াতীম কন্যারা রয়েছে। আমি ওদেরকে এক পরিত্যক্ত মসজিদে রেখে এসেছি। আমি আপনার কাছে ওদের এ রাতের খাবার চাচ্ছি। শহরপতি বলল, তুমি যে আলীর বংশের তার প্রমাণ পেশ করো। সে বলল, এ শহরে আমি নতুন। আমাকে চেনেন এমন লোক হয়তো এ শহরে নেই। অতঃপর সে তাকে কিছু না দিয়েই বিদায় করলো। মহিলা বেদনাহত ও নিরাশ হয়ে শহরের সেই অগ্নিপূজক কর্মকর্তার শরণাপন্ন হয়ে তার অবস্থার কথা বলল। তাকে জানালো

---

১. অর্থাৎ তুমি তার সঙ্গে যেরূপ আচরণ করবে তদ্রূপ পাবে। তুমি অবশ্যই ইনতিকাল করবে এবং ইয়াতীম সন্তান-সন্ততি রেখে যাবে অথবা বিধবা পত্নী রেখে যাবে আর তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করলে এদের সাথেও ভাল ব্যবহার করা হবে।

যে, তার সাথে কয়েকটি ইয়াতীম কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে এক নবাগতা দরিদ্র ও ভদ্র মহিলা আর শহরপতি মুসলমান তাকে কি বলেছে তাও জানালো। অগ্নিপূজক তার স্ত্রীকে বিধবার কন্যাদেরকে নিয়ে আসার জন্য পাঠালো।[১]

গভীর রাতে ঐ শহরের মুসলমান শহরপতি স্বপ্নে দেখল যে, কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে এবং পতাকা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার উপর রয়েছে। সে একটি সবুজ জমরুদ পাথরের অট্টালিকা দেখতে পেল যা মতি ও ইয়াকুত পাথর খচিত কারুকার্য দ্বারা সুসজ্জিত। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ অট্টালিকা কার জন্য ? তিনি বললেন, এটি এক একত্ববাদী মুসলমানের জন্য। সে বলল, আমিও তো একত্ববাদী মুসলমান। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি যে একত্ববাদী মুসলমান তার প্রমাণ আমার সামনে পেশ করো। তখন সে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নবী করীম (সা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আলী বংশীয় মহিলা যখন তোমার কাছে গিয়ে বলেছিল যে, সে আলভীয় মহিলা। তুমি বলেছিলে, তুমি যে আলীর বংশধর তার প্রমাণ আমার সামনে পেশ করো। সুতরাং তুমি এখন আমার কাছে প্রমাণ করবে তুমি মুসলমান। ফলে শহরপতি মহিলাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য অনুতপ্ত ও চিন্তিত হলো। তারপর সে শহরের সর্বত্র মহিলাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে জানতে পারলো যে, সে অগ্নিপূজক লোকটির বাড়িতে রয়েছে। তারপর শহরপতি অগ্নিপূজককে ডেকে পাঠালো এবং বলল, আমি তোমার নিকট যে আলভীয় ভদ্রমহিলা ও তার কন্যারা রয়েছে তাদের চাচ্ছি। অগ্নিপূজক বলল, তা কখনও হতে পারে না, আমি তাদের দেবো না। তাদের বদৌলতে আমার পরিবারে অনেক বরকত এসেছে। শহরপতি বলল, তুমি আমার নিকট থেকে এক হাজার দীনার নিয়ে যাও এবং তাদের আমার কাছে হস্তান্তর করো। অগ্নিপূজক বলল, তা হতে পারে না। শহরপতি বলল, তাদের আমার চাই। তখন অগ্নিপূজক বলল, আপনি যা চাচ্ছেন তা আমারই প্রাপ্য, স্বপ্নে যে অট্টালিকা আপনি দেখেছেন তা আমার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আপনি কি আমার সামনে ইসলাম পেশ করবেন ? আল্লাহ্র কসম আমি ও আমার পরিবারের সকল সদস্য গতরাতে আলভী মহিলার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার মত আমিও স্বপ্নে দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছেন : আলভী মহিলা ও তার কন্যারা কি তোমার কাছে ? আমি বলেছি, জ্বি হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন, এ অট্টালিকা তোমার ও তোমার পরিবারের লোকদের জন্য। তোমরা সকলেই জান্নাতবাসী। আল্লাহ্ তা'আলা আসলে তোমাদের ঈমানদার হিসেবে পয়দা করেছেন। তারপর মুসলমান শহরপতি চিন্তিত ও দুঃখিত অবস্থায় ফিরে গেল।

১. অতঃপর সে তাদেরকে উপাদেয় খাবার পরিবেশন করলো এবং উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করলো। তদুপরি তার বাড়িতে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার সুযোগ করে দিল।

এ ঘটনা থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, বিধবা ও ইয়াতীমদের সাথে সদয় ব্যবহার করলে দুনিয়াতেও কত বেশি লাভবান হওয়া যায়। তাই তো বুখারী ও মুসলিম শরীফ নিম্নের হাদীসখানি উদ্ধৃত করেছেন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ السَّاعِىُ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِيْنَ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, যারা বিধবা ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করে, তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী মুজাহিদদের মত।"

রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন : তারা সারারাত ইবাদতকারী এবং সারা বছর রোযা পালনকারীর মতো (সওয়াব লাভ করবে)। অর্থাৎ ইয়াতীম ও বিধবার তত্ত্বাবধানকারী সারা বছর রোযা পালনের এবং সারারাত নামায পড়ার পুণ্য পাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাদেরকে এই মহৎ কাজ করার তাওফীক এনায়েত করুন। কেননা তিনি দানশীল, দয়ালু, মেহেরবান, ক্ষমাশীল ও পরম দাতা।

# ১৪. মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ .

"যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন তাদের চেহারাগুলোকে কালিমাযুক্ত দেখতে পাবে।" (সূরা যুমার : ৬০)

হাসান বলেন, আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিরা হলো তারা, যারা বলে আমাদের 'ইচ্ছা হলে করবো এবং ইচ্ছা হলে করবো না। আল্লামা ইবনে জাওযী (র) তাঁর তাফসীরে বলেছেন, একদল আলিমের মতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা কুফরী। একাজ দ্বারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে হালালকে হারাম করা এবং হারামকে হালাল মনে করা কুফরী কাজ। আর আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তো আরও জঘন্য।

নবী করীম (সা বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তার জন্য জাহান্নামে একটি ঘর তৈরি করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেন :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার অবস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নিল।"

তিনি আরও বলেছেন : "যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমি যা বলিনি তা আমার ভাষ্য বলে চালিয়ে দেবে, সে মিথ্যাবাদীদের একজন।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : "আমার নামে মিথ্যা বলা অবশ্য অন্যের নামে মিথ্যা বলার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা রটালো সে যেন তার অবস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নিল।" (মুসলিম)

## ১৫. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা

শত্রুবাহিনী যদি মুসলিম বাহিনীর দ্বিগুণ বা তার কম হয় তখন মুসলিম সৈনিকের জন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা মহাপাপ। তবে মুসলিম সৈনিক যদি শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেয়া বা অন্য মুসলিম সৈনিকদের সাথে মিলিত হবার জন্য ময়দান পরিত্যাগ করে বা ময়দান ছেড়ে দূরে চলে আসে তাতে কোন গুনাহ্ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ . وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ .

"সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম। যা অত্যন্ত মন্দ অবস্থান।" (সূরা আনফাল : ১৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সেগুলো কি ? তিনি বললেন, তা হলো আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং কোন সরলপ্রাণ মুসলিম সতী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ .

"যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল সৈন্য থাকে তবে তারা দু'শ শত্রু সৈন্যের উপর জয়লাভ করবে।"

আয়াতটি নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বলে দিলেন যে, শত্রু সৈন্য দু'শো বা তার কম থাকলে বিশজন মুসলিম সৈন্যের তাদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালাতে পারবে না।

আবার নাযিল হলো :

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا . فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ . وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ . وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ .

"এখন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শর উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে একহাজার থাকলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে তারা দু'হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।" (সূরা আনফাল : ৬৬)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, একশ (মুসলমান ধৈর্যশীল সৈন্য) হলে দু'শ কাফিরের মুকাবিলা করতে হবে এবং যুদ্ধের ময়দান হতে পালাতে পারবে না। (বুখারী)[১]

১. প্রথমে আল্লাহ্ একজন ঈমানদার সৈন্যকে দশজন কাফির সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন এবং এ যুদ্ধে ঈমানদাররা জয়ী হবে এমন কথাও বলেন। কিন্তু ঈমানদারদের মনে সম্ভবত কিছুটা দুর্বলতা দেখা দেয়। তারা মনে করে যে, একার পক্ষে দশজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়—করলেও তাতে ঝুঁকি থেকে যায়। বিশ্বাসীদের এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ভার লঘু করেন এবং একজন ঈমানদারকে দু'জন কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেন। দ্বিগুণ শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে পশ্চাদপসারণ করা হারাম। তবে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে পশ্চাদপসারণ এবং নিজ পক্ষের সৈন্যদের সাথে মিলে পুনরায় আক্রমণের জন্য পশ্চাদপসারণ নিষেধ নয়।—অনুবাদক

## ১৬. ইমাম বা নেতা কর্তৃক প্রজাদের ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের উপর যুলুম করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

"যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং যারা যমীনের মধ্যে অন্যায় করে, তারা দোষী। তাদের জন্য রয়েছে কষ্টকর আযাব।" (সূরা শূরা : ৪২)

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ . اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ . مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ . وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ .

"তুমি কখনও মনে করো না যে, যুলুমকারীরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল রয়েছেন। তবে তিনি ওদের সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। হীনতায় আকাশের দিকে চেয়ে ওরা ভীত বিহ্বল চিত্তে ছোটাছুটি করবে, ওদের নিজেদের প্রতি ওদের দৃষ্টি থাকবে না এবং ওদের অন্তর বিকল হবে।"

(সূরা ইবরাহীম : ৪২-৪৩)

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ .

"যালিমরা শীঘ্রই জানবে ওদের গন্তব্যস্থল কোথায়? (সূরা শুআরা : ২২৭)

كَانُوْا لاَ يَتَنَاهُوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ . لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

"তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না। নিশ্চয়ই তারা যা করতো তা অত্যন্ত জঘন্য।" (সূরা মায়িদা : ৮৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

"যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যুলুম বা অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে।"

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

"সাবধান। তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

اَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِى النَّارِ .

"যে নেতা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে জাহান্নামে যাবে।"

مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً ثُمَّ لَمْ يَحِطْهَا بِنُصْحِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

"যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জাতির নেতৃত্ব দান করেছেন সে যদি উপদেশসহকারে তাদের সঠিকভাবে পরিচালিত না করে তবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দেবেন।" (বুখারী)

অপর এক বর্ণনায় আছে—"যেদিন সে মারা যাবে জাতির সাথে প্রতারণারত অবস্থায়, আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন।" (বুখারী)

নবী করীম (সা) আরও বলেন, "এমন যালিম শাসনকর্তা নেই যাকে কিয়ামতের দিন আটক করা হবে না। একজন ফেরেশতা তাকে পশ্চাৎ থেকে ধরে রাখবে। যখন তাকে বলা হবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য, তখন তাকে সে নিক্ষেপ করবে এবং সে দোযখের চল্লিশ খারীফ (ক্রোশ) নিচে চলে যাবে।" (আহমদ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমীর বা নেতাদের জন্য দুর্ভোগ! বুদ্ধিজীবীদের জন্য দুর্ভোগ! এবং আমানতদারদের জন্য দুর্ভোগ। কিয়ামতের দিন কিছু লোক কামনা করবে যে, দুনিয়াতে তাদের চুল সুরাইয়া নক্ষত্রের সাথে বেঁধে যদি ঝুলিয়ে রাখা হত এবং শাস্তি দেয়া হত, যদি তারা কোন কাজ না করত তবে ভাল হত। (আহমাদ)

নবী করীম (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ বিচারকের জন্য এমন এক সময় আসবে যখন সে মনে মনে কামনা করবে যে, যদি সে দু'জনের মধ্যে একটি খেজুর নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয়, এমন ছোটখাট ব্যাপারেও বিচার না করতো তা হলে কত ভাল হতো। (বাযযার ও তাবরানী)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : দশজন লোকের মধ্যে যে নেতা ছিল তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার হাত গলার সাথে বাঁধা থাকবে। তখন তার ন্যায়বিচার হয়তো তাকে মুক্ত করবে অন্যথায় তার অবিচার তাকে ধ্বংস করবে। (আহমদ ও ইবন হিব্বান)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আর মধ্যে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِّى مِنْ اَمْرِهِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ .

"হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন ব্যাপারে কোন দায়িত্ব লাভ করেছে এরপর সে তাদের প্রতি নম্র ব্যবহার করেছে, আপনিও তার প্রতি নম্র ব্যবহার করুন। আর যদি সে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করে থাকে, তাহলে আপনিও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করুন। (মুসলিম ও নাসাঈ)

নবী করীম (সা) আরও বলেন :

مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِّنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخُلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخُلَّتِهِ وَفَقْرِهِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা যাকে মুসলমানদের শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু সে তাদের প্রয়োজন, ভালবাসা ও দারিদ্র্য হতে নিজেকে আড়ালে রেখেছে, আল্লাহ্ও তাকে তার প্রয়োজনে ভালবাসা ও দারিদ্র্য হতে আড়ালে রাখবেন।"

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : শীঘ্রই অসৎকর্মশীল এবং অত্যাচারী নেতার আভির্ভাব হবে। যারা তাদের সাহায্য করবে আমি তাদের কেউ নই এবং তারাও আমার কেউ নয়। তারা কখনো আমার হাউযে কাওসারের কাছে আসতে পারবে না।"

(আহমাদ ও তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : দু'দল লোক কখনো আমার শাফাআত পাবে না। তারা হলো—ক. যালিম ও প্রতারক বাদশাহ্ ও খ. দীনে বিশ্বাস ভঙ্গকারী। সে জনগণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে আর জনগণ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।" (তাবারানী)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ .

"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে অত্যাচারী নেতা।" (তাবারানী)

হাদীসে আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা সে সময় আসার পূর্বে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ যখন তোমাদের দু'আ আল্লাহ্র কাছে কবূল হবে না এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইবে কিন্তু ক্ষমা পাবে না। যখন ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের আলিম শ্রেণী সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বিরত ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নবীদের মাধ্যমে তাদের লা'নত করলেন, তারপর তাদের উপর ব্যাপকভাবে বালা-মুসীবত নাযিল করলেন। (ইসবাহানী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ أَوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا .

"যে ব্যক্তি দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু সংযোজন করবে বা অনুপ্রবেশ করাবে যা দীনের অংশ নয়, তা পরিত্যাজ্য। আর যে ব্যক্তি কোন নতুন কিছু ইসলামে সংযোজন করবে বা কোন বিদ'আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। আল্লাহ্ তার কোন নেককাজ কবুল করবেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে আছে :

مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ .

"যে ব্যক্তি কারো প্রতি দয়া করবে না, সে দয়া পাবে না। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়া করবেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা) বলেছেন : "ন্যায়বিচারক নেতাকে আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।"

(বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা) বলেছেন : "যারা তাদের শাসনের ব্যাপারে, পারিবারিক ব্যাপারে এবং যাদের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে ইনসাফের মানদণ্ডকে সমান রেখেছে, সেসব ন্যায়পরায়ণ লোক কিয়ামতের দিন নূরের মিনারে অবস্থান করবে।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হযরত মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন : যাকাত গ্রহণ করার সময় তাদের শ্রেষ্ঠ মালসমূহ গ্রহণ করবে না। মযলূমের অভিশাপকে ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোন আড়াল নেই। (বুখারী)

তিনি আরও বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। এদের মধ্যে মিথ্যাবাদী বাদশাহের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন : তোমরা নেতৃত্ব লাভের জন্য লোভ করবে, আর এটা হবে কিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ।

নবী করীম (সা) বলেছেন : আল্লাহ্র শপথ, আমি এমন ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করবো না যে নেতৃত্বের প্রার্থনা করে বা লোভ করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত কা'ব (রা)-কে বলেছেন : "হে উজরার পুত্র কা'ব! আল্লাহ্ তোমাকে নির্বোধের নেতৃত্ব থেকে রক্ষা করুন। আমার (ইনতিকালের) পরে নেতাগণ আমার হিদায়াতকে অনুসরণ করে চলবে না এবং আমার আদর্শকে তারা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে না।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারকের পদ প্রার্থনা করে গ্রহণ করেছে এবং যদি তার ন্যায়বিচার অন্যায়-বিচারের চেয়ে বেশি হয় তবে, সে জান্নাত লাভ করবে। আর যার অন্যায়বিচার ন্যায়বিচারের চেয়ে বেশি হবে, সে জাহান্নামে যাবে। (আবু দাউদ)

তিনি আরও বলেন : অতি শীঘ্রই দেখা যাবে যে, লোকেরা নেতৃত্ব লাভের জন্য লোভ করছে অথচ কিয়ামতে তারা এজন্য লজ্জিত হবে।" (বুখারী ও নাসাঈ)

একবার হযরত উমর (রা) আবূ যর (রা)-কে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাকে শোনান। তখন আবূ যর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন শাসনকর্তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুলের উপর নিক্ষেপ করা হবে। তাতে পুলসিরাত থর থর করে কেঁপে উঠবে। তার অস্থিগুলো নিজ নিজ স্থান থেকে সরে যাবে। যদি সে আল্লাহ্র আদেশানুসারে শাসন কাজ পরিচালনা করে থাকে, তাহলে সে পুল পার হয়ে চলে যাবে। আর যদি সে আল্লাহ্র বিধানকে বাদ দিয়ে মনগড়া শাসন কাজ চালিয়ে থাকে, তবে সে পুল ভেঙ্গে জাহান্নামের ভিতর পড়বে এবং পঞ্চাশ বছরের পথ নিচে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। হযরত উমর (রা) বললেন, হে আবূ যর! তাহলে একাজ কেউ চাইবে কি ? তিনি বললেন : যে আল্লাহ্র জন্য নিজের নাক কাটিবে এবং নিজের চেহারায় মাটি লাগাবে। (ইবন আবিদ দুনিয়া)

আমর ইবন মুহাজির বলেন, উমর ইবন আবদুল আযীয (র) আমাকে বলেছেন যে, তুমি যখন দেখবে আমি হক থেকে সরে গেছি, তখন তুমি আমার কাঁধে হাত রেখে বলবে—হে উমর! তুমি কি করছো ?

হে যালিম নামে পরিচিত হওয়ায় সন্তুষ্ট ব্যক্তি! তোমার নামে আর কত যুলুমের অভিযোগ আসতে থাকবে। কয়েদখানা হলো জাহান্নাম, হক হলো বিচারক এবং তুমি যে ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করছো তার কোন দলীল নেই। কবর অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। অতএব, তুমি কবরের কথা স্মরণ করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। হিসাব হবে দীর্ঘতম। তাই তুমি নিজেকে নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ করে নাও। সূর্য যেভাবে দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হয় অনুরূপভাবে তোমার বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি তোমার অর্জিত সম্পদেও খুশি। অথচ তোমার উপার্জন খারাপ। তুমি তোমার বাসনা চরিতার্থের জন্য হন্যে হয়ে ছুটছো, সামান্যতম যুলুমের অপরাধও অমার্জনীয়। সুতরাং যখন কোন যালিমকে যুলুম করতে দেখবে তখন তা অপরের কাছে প্রকাশ করে দেবে। কখনো কখনো রাত যাপনের সময় পাশে পিপীলিকা দেখতে পাবে যা তোমার শরীরকে দংশন করবে। অতএব সাবধান হও এবং যুলুমের প্রতিরোধ গড়ে তোল।

## ১৭. অহংকার ও বড়াই

অহমিকা, ফখর, গৌরববোধ, দাম্ভিকতা, আত্মপ্রসাদ ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ .

"মূসা বলল, যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করে না সে সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি।" (সূরা মুমিন : ২৭)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ .

"অহংকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।" (সূরা নাহ্ল : ২৩)

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তি অহংকার করে গর্বের সাথে পথ চলছিল এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাটির নিচে তলিয়ে দিলেন। সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচে তলাতে থাকবে। (বুখারী ও নাসাঈ)

নবী করীম (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও অহংকারীদের পিপীলিকার ন্যায় জড় করা হবে এবং মানুষ তাদের পদদলিত করতে থাকবে। আর সকল দিক থেকে তাদেরকে অপমান বেষ্টন করবে। (তিরমিযী ও নাসাঈ)।

কোন এক বুযুর্গ বলেছেন : সর্ব প্রথম যে পাপদ্বারা আল্লাহ্কে অমান্য করা হয়েছিল, তা হলো অহংকার।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ .

"স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমের প্রতি নত হও, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হলো। সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো ; ফলে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (সূরা বাকারা : ৩৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক কাজ করতে অহংকার করবে ; তার ঈমান থাকলেও তাতে কোন উপকার হবে না, যেমন অহংকার করেছিল ইবলীস।

নবী করীম (সা) বলেছেন :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ ٠

"যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ٠

"আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা লুকমান : ১৮)

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اَلْعَظْمَةُ اِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ فِيْهِمَا اَلْقَيْتُهُ فِى النَّارِ ٠

"মাহাত্ম্য ও বুযুর্গী আমার পরিধেয় বস্ত্র এবং গর্ব আমার চাদর। যে ব্যক্তি এ দু'টি বিষয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।" (মুসলিম)

নবী করীম (সা) বলেছেন : একবার জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিতর্ক হলো। জান্নাত বলল, কেন আমার এমনটি হলো যে, আমার মধ্যে প্রবেশ করবে মানুষের মধ্যে যারা দুর্বল তারা এবং সমাজে যারা অবহেলিত। জাহান্নাম বলল, অহংকারী এবং অত্যাচারীদের দ্বারা আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে একথা বলে মীমাংসা করে দিলেন যে, "হে জান্নাত! তুমি আমার রহমত। যার প্রতি দয়া করবো তাকে তোমার মধ্যে প্রবেশ করাবো। তিনি জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার গযব। যাকে আযাব দেবো তাকে তোমার মধ্যে প্রবেশ করাবো। তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করে দেবো।" (মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ٠

"মানুষকে ঘৃণা করে তোমার চেহারাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবে না এবং মাটির উপর গর্বভরে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান : ১৮)

হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসে বাম হাতে খাচ্ছিল। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি তা পারি না। তিনি বললেন, তুমি পারবেই না। অহংকার বশতঃ সে ডান হাত ব্যবহার করেনি। এরপর সে আর তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।

নবী করীম (সা) বলেন : আমি কি তোমাদের বলবো না যে, জাহান্নামের অধিবাসী কারা হবে ? তারা হলো উতুল বা মোটাসোটা লোক, জাউয়ায বা কৃপণ। কারো কারো মতে সদর্পে চলাফেরাকারী এবং অহংকারী। কেউ কেউ বলেন, পেটুক।

হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি গর্বভরে চলাফেরা করবে এবং মনে মনে নিজেকে বড় বলে জানবে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। (মাবরানী)

ইব্ন খুযায়মা (র) এবং ইব্ন হিব্বান (র) তাদের সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রথম যে তিন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা হলো অত্যাচারী বাদশাহ, এমন ধনী যে যাকাত দেয় না এবং অহংকারী দরিদ্র।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। তাদের গুনাহ্ মাফ করবেন না এবং তাদের কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। তারা হলো : (ক) যে অহংকারবশত টাখনু গিরার নিচে কাপড় পরিধান করে, (খ) দান বা উপকার করে যে খোঁটা দেয় এবং (গ) যে মিথ্যা কসম করে জিনিসপত্র বিক্রি করে।

হাদীসে বর্ণিত মুসবিল বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে তার লুঙ্গি, পায়জামা বা কাপড় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করে। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَا اَسْبَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান করবে, সে জাহান্নামে যাবে।" (বুখারী)

নিকৃষ্টতম অহংকার হলো ঐ ব্যক্তির যে অন্যদের উপর নিজের ইল্ম বা জ্ঞানের অহংকার করে এবং মনে মনে নিজেকে সর্বচেয়ে বড় জ্ঞানী বলে গণ্য করে। এ ব্যক্তির জ্ঞানদ্বারা তার কোন উপকার হবে না। যে ব্যক্তি আখিরাতের উদ্দেশ্যে ইল্ম অর্জন করে, তার ইল্ম তাকে বিনয়ী করে, তার অন্তরে ভয় থাকে, সে নিজেকে ছোট মনে করে। সে সব সময় সতর্ক থাকে যেন তার মনে অহংকারবোধ না জন্মে। যদি সে অসতর্ক থাকে তবে অহংকার তাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করবে এবং তাকে ধ্বংস করে দেবে। আর যে ব্যক্তি গৌরব করা, ক্ষমতা লাভ, মুসলমানদের উপর নিজের প্রাধান্য প্রমাণ করা বা অর্থ-সম্পদ লাভ করার জন্য ইল্ম বা জ্ঞান অর্জন করে, তার এ কাজ সবচেয়ে বড় অহংকার বলে গণ্য। আর যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

## ১৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

"যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।" (সূরা ফুরকান : ৭২)

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে দু'বার শরীক করাও মিথ্যা সাক্ষ্যদানের সমান অপরাধ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

"তোমরা মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক।" (সূরা হজ্জ : ৩০)

হাদীস শরীফে আছে, কিয়ামতের দিন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য জাহান্নামের আযাব ওয়াজিব না হওয়া পর্যন্ত তাকে তার পদদ্বয় হেলাতে দেয়া হবে না।" (ইব্ন মাজাহ)

গ্রন্থকার (র) বলেছেন—মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী কয়েকটি বড় বড় গুনাহ্ করে থাকে। যেমন :

১. সে মিথ্যা বলে এবং অপবাদ দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত করেন না যে সীমালংঘন করে এবং অধিক মিথ্যা বলে।" (সূরা মুমিন : ২৮)

হাদীসে আছে : মুমিন অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত হলেও তারপক্ষে খিয়ানত এবং মিথ্যা বলা সম্ভব নয়।

২. সে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তার প্রতি যুলুম করে। সে তার সাক্ষ্যদ্বারা ঐ ব্যক্তির ইয্যত, সম্পদ ও জীবন কেড়ে নেয়।

৩. যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাকে হারাম খেতে সাহায্য করে। এজন্য সে জাহান্নামে যাবে।

নবী করীম (সা) বলেছেন : যদি অন্যায়ভাবে কাউকে তার ভাই-এর মাল দেয়া হয় সে যেন তা গ্রহণ না করে। এক্ষেত্রে গ্রহীতা যেনো জাহান্নামের একটি টুকরা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিলো।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪. আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী তা মুবাহ্ করে নেয় এবং এর মাধ্যমে সে তার জানমাল ও সম্মান রক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি তা কি তোমাদের বাতলে দেবো ? তা হলো আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। মিথ্যা বলা হতে তোমরা সাবধান থাকবে, মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে সাবধান থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথা বারবার বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা মনে মনে বলছিলাম তিনি যদি থেমে যেতেন! (বুখারী)

সুতরাং আমরা আল্লাহ্ তা'আলা সকাশে শান্তি, নিরাপত্তা ও বালা-মুসীবত থেকে অব্যাহতি চাই।

## ১৯. মদ্যপান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ . فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু এবং শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়াদ্বারা তোমাদের আল্লাহ্র স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না ?" (সূরা মায়িদা : ৯০-৯১)

এ আয়াতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মাদকদ্রব্য হারাম করে দিয়েছেন এবং তা থেকে সাবধান করে দিয়েছেন। নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ فَاِنَّهُ اُمُّ الْخَبَائِثِ .

"তোমরা মাদকদ্রব্য পরিহার করো। কেননা তা যাবতীয় কুকর্মের মূল।" (বায়হাকী)

যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য হতে বিরত থাকলো না সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে নাফরমানীর জন্য আযাবের উপযোগী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করবে আল্লাহ্তা'আলা তাকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এবং তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (সূরা নিসা : ১৪)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবীগণ একে অপরের নিকট গিয়ে বলাবলি করতে লাগলেন যে, মাদকদ্রব্য হারাম করা হয়েছে এবং তাকে শিরকের সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়েছে। (তাবারানী)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেছেন যে, মাদকদ্রব্য পান হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ্। নিঃসন্দেহে তা সমস্ত পাপের মূল। বহু হাদীসে মদপায়ীকে অভিশাপ করা হয়েছে।

হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن شرب الخمر فى الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمن لم يشربها فى الاخرة .

"প্রত্যেক প্রকারের নেশাদার বস্তু মদ এবং সকল প্রকার মদ হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মাদকদ্রব্য পান করবে এবং তা থেকে তওবা করবে না, সে জান্নাতের পানীয় পান করতে পারবে না।"

মুসলিম শরীফে আছে : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

ان على الله عهدًا لمن شرب السمكر ان يسقيه الله من طينه الخبال . قيل يا رسول الله وما طينه الخبال قال عرق اهل النار اوعصار اهل النار .

"আল্লাহ্ তা'আলা মদ্যপায়ীর জন্য অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তীনাতুল খাবাল কি? তিনি বললেন, তা হলো জাহান্নামীদের ঘাম বা পূঁজ।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا يُحْرَمُهَا فِى الْاٰخِرَةِ .

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদপান করবে, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে।"

**মাদকদ্রব্যে অভ্যস্ত লোক পৌত্তলিকের মত**

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "মদে অভ্যস্ত ব্যক্তি মূর্তি পূজকের মত।"

**মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি তওবা না করে মারা গেলে জান্নাতে যাবে না**

ইমাম নাসাঈ (র) স্বীয় সুনানে হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। এরা হলো : মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও দাইয়ূস অর্থাৎ

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বেপর্দা বা অশ্লীলভাবে চলাফেরা করতে দেখেও কোন প্রতিবাদ করে না। কিংবা স্ত্রীকে অশ্লীল কর্মে জড়িত করে।

## নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তির কোন নেককাজই আল্লাহ্ কবূল করেন না

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "তিন ব্যক্তির নামায কবূল হয় না এবং তাদের কোন নেক আমল আসমানে উঠতে পারে না, ১. পলাতক দাস যে পর্যন্ত না সে তার মালিকের কাছে ফিরে এসে আত্মসমর্পণ করে। ২. যে মহিলার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট এবং যতক্ষণ না তার প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট হয়। ৩. মদ্যপায়ী ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সংশোধন হয়।"

(তাবারানী)

যে বস্তু মানুষের বিবেকবুদ্ধি আচ্ছন্ন বা বিনষ্ট করে, তাকে মদ বলে। তা কাঁচা হোক বা শুকনা হোক। খাদ্যদ্রব্য হোক বা পানীয় হোক। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : মদ্যপায়ীর দেহে যতক্ষণ মদের প্রতিক্রিয়া থাকে, ততক্ষণ তার নামায কবূল হয় না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি মদ্যপান করবে, আল্লাহ্ তার আমল কবূল করবেন না। আর যে ব্যক্তি মদপান করে নেশাগ্রস্ত হয়, তার চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায কবূল হয় না। যে ব্যক্তি তওবা করার পর আবার মদপান করে, আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তাকে জাহান্নামের পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি পান করাবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন : "যে ব্যক্তি এমন পরিমাণে মাদকদ্রব্য পান করে যাতে নেশাগ্রস্ত না হয় তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ দিন বিমুখ থাকেন আর যে ব্যক্তি মদপান করে নেশাগ্রস্ত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নেক আমল গ্রহণ করেন না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে পৌত্তলিকের মত তার মৃত্যু হবে। তাকে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই 'তীনাতুল খাবাল' থেকে পান করাবেন। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'তীনাতুল খাবাল' কি বস্তু ? তিনি বললেন : জাহান্নামবাসীর ঘাম, পুঁজ ও বমি।" (ইবন হিব্বান)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আবি আওফা (রা) বলেন : যে ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় মারা যাবে, সে লাত ও উয্যার উপাসনাকারীর মত মারা যাবে। আরয করা হলো, যে ব্যক্তি মদপান করে জ্ঞান হারায় না বা মাতলামি করে না, এমন ব্যক্তি কি মাদকাসক্ত? তিনি বললেন, না, বরং যে ব্যক্তি মদ পেলেই পান করে এবং যদি তা কয়েক বছর পর পায় তাহলেও পান করে, এমন ব্যক্তিই মাদকাসক্ত।

## মদ্যপায়ী মদপানকালে মুমিন থাকে না

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : "চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন থাকে না এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তি যখন মদপান করে, তখন সে মুমিন থাকে না। পরে তওবা ঈমানকে প্রত্যাবর্তন করায়।" (বুখারী)

হাদীসে আছে, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করলে অথবা মদপান করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার ঈমানকে এমনভাবে খুলে নেন যেমন মানুষ তার পরিধানের জামা মাথার উপর দিয়ে খুলে নেয়।

অপর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতে মদপান করে, তার ভোর হয় মুশরিক অবস্থায়। আর যে ব্যক্তি ভোরে মদপান করে, তার সন্ধ্যা হয় মুশরিক অবস্থায়।

হাদীসে আছে : নবী করীম (সা) বলেছেন : "জান্নাতের খুশবু পাঁচশো বছরের দূরের পথ থেকে পাওয়া যাবে কিন্তু মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান, দান করে খোঁটা দানকারী, মদাসক্ত ব্যক্তি ও মূর্তিপূজক জান্নাতের খুশবু পাবে না।" (তাবরানী)

ইমাম আহমাদ (র) আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : মদ্যপায়ী, যাদুতে বিশ্বাসী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং মাতাল অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে 'আল গাওতাহ' নামক ঝরণা থেকে পানি পান করাবেন। আর তা হলো এমন পানি যা ব্যভিচারী মহিলাদের যৌনাঙ্গ হতে নিঃসৃত। তাদের যৌনাঙ্গের দুর্গন্ধ দোযখবাসীদের পীড়া দেবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ আমাকে সারা জাহানের জন্য রহমত ও হিদায়াত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাকে যন্ত্র সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রসমূহ এবং জাহিলিয়াতের রীতি-নীতি ধ্বংস করে দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তাঁর সম্মানের শপথ করে বলেছেন, আমার যে বান্দা এক চুমুক মদপান করবে, আমি তাকে সে পরিমাণ দোযখের পানি পান করতে দেবো। আর আমার যে বান্দা আমার ভয়ে তা ত্যাগ করবে, আমি তাকে সম্মানিত লোকদের সাথে বেহেশতের পবিত্র পানীয় পান করাবো।

### মদের ব্যাপারে যাদের অভিশাপ করা হয়েছে

আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমি মদ ও মদপানকারী, আপ্যায়নকারী, বিক্রেতা, প্রস্তুতকারক, ক্রেতা, বহনকারী, যার জন্য বহন করা হয় এবং মূল্যগ্রহণকারী এদের সকলকে অভিশাপ দিয়েছি।

ইমাম আহমদ (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : "জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলেছেন : হে মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলা মদ, মদপ্রস্তুতকারক, বিক্রেতা, ক্রেতা, পানকারী, মূল্যগ্রহণকারী, বহনকারী, যার নিকট বহন করা হয়, আপ্যায়ন প্রার্থী ও আপ্যায়নকারী সকলের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।"

### মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে না যাওয়া ও তাকে সালাম না দেওয়া

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তোমরা তাকে দেখতে যাবে না। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, "মদ্যপায়ীকে তোমরা সালাম দেবে না।"

নবী করীম (সা) বলেন :

لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم وان شارب الخمر يجئ يوم القيامة مسودا وجهه . مدلعا لسانه على صدره . يسيل لعابه يقذره كل من راه وعرفه انه شارب خمر .

"তোমরা মদ্যপায়ীদের সাথে ওঠাবসা করবে না, তাদের রুগ্নদের দেখতে যাবে না এবং তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না। কিয়ামতের দিন মদ্যপায়ী অত্যন্ত কালো বর্ণের চেহারা নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জিহ্বা বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়বে এবং লালা বের হবে। যে দেখবে সেই তাকে ঘৃণা করবে এবং বুঝতে পারবে যে, এ লোক মদ্যপায়ী ছিল।" (ইবনে জাওযী)

কোন কোন আলিম বলেছেন : মদ্যপায়ী যেহেতু ফাসিক এবং অভিশপ্ত, সেহেতু তাকে অসুস্থ হলে দেখতে যেতে এবং সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) তাকে অভিশাপ করেছেন। যেমন উপরোল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে। সুতরাং যে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করে এবং তা বিক্রি করে, সে দু'বার অভিশপ্ত, আর যে অন্যাকে পরিবেশন করে, সে তিনবার অভিশপ্ত। এজন্যেই তাকে রুগ্ন হলে দেখতে যেতে এবং দেখা হলে সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যে তওবা করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি সদয় হবেন এবং তার তওবা কবূল করবেন।

### মাদকদ্রব্য দ্বারা ঔষধ তৈরি করা নিষিদ্ধ

হযরত উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার এক কন্যা রোগাক্রান্ত হলে আমি একটি পাত্রে মদ ঢেলে নিয়ে সিদ্ধ করছিলাম। এ সময়ে রাসূল (সা) এলেন। তিনি বললেন, হে উম্মে সালমা! এতে কি ? আমি বললাম, এ দিয়ে আমি আমার কন্যার চিকিৎসা করবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ اُمَّتِىْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا .

"মহান আল্লাহ্ হারামের মধ্যে আমার উম্মতের জন্য কোন নিরাময় রাখেন নি।"

### মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে অন্যান্য হাদীস

হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট এক কড়াই আঙুরের রস ফুটন্ত অবস্থায় আনা হলো। নবী করীম (সা) বললেন, এগুলো এ বাগানে ঢেলে দাও। কেননা যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না, কেবল তারাই তা পান করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যার বক্ষে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও রয়েছে এবং তার উপর মদ ঢেলে দিয়েছে (অর্থাৎ মদ্যপান করেছে) কিয়ামতের দিন সে

আয়াতের অক্ষরগুলো এসে তার কপাল ধরে টেনে নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত করবে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুরআন কিয়ামতে ফরিয়াদী হবে, তার জন্য বড়ই দুর্ভোগ।

নবী করীম (সা) বলেছেন : দুনিয়াতে যারা দলবদ্ধ হয়ে মদ্যপান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জাহান্নামে একত্র করবেন। তখন একজন অপরজনকে ভর্ৎসনা করতে থাকবে। একজন অপরজনকে তার নাম ধরে ডেকে বলবে, আল্লাহ্ যেন তোমার মঙ্গল না করেন। কারণ তুমিই তো আমাকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলে। অপর ব্যক্তিও অনুরূপ অভিযোগ করবে।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন বিষের পানীয় পান করাবেন যা পান করতে গেলে পান করার পূর্বে পানপাত্রে তার চেহারার গোশত খসে পড়বে। যখন তা পান করবে তার শরীরের গোশত ও চামড়া খসে পড়ে যাবে। অন্যান্য জাহান্নামবাসী এতে কষ্ট পাবে।

সাবধান! মদপানকারী, মদপ্রস্তুতকারী, প্রস্তুতকৃত মদবহনকারী, যার নিকট মদ বহন করা হয় সে এবং মদের মূল্যভোগকারী সকলেই সমানভাবে গুনাহের অংশীদার; তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এদের নামায, রোযা, হজ্জ কিছুই কবূল করবেন না। যদি এরা তওবার পূর্বে মারা যায়, তবে দুনিয়াতে তারা যে মদ্যপান করেছে তার প্রত্যেক ঢোক মদের জন্য মহান আল্লাহ্ তাকে দোযখের পুঁজ-রক্ত খাওয়াবেন। তোমরা জেনে রাখো—প্রত্যেক প্রকার নেশাদার বস্তুই মদ এবং সকল প্রকার মাদকদ্রব্যই হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী—"সকল নেশাদার বস্তুই মদ"-এর মধ্যে হাসীস অন্তর্ভুক্ত যার বর্ণনা পরবর্তী সময় দেয়া হচ্ছে। বর্ণিত আছে—মদ্যপায়ীরা যখন (কিয়ামতের দিন) পুলের উপর উপস্থিত হবে, তখন জাহান্নামের ফেরেশতা তাকে ধরে নিয়ে যাবে নহর-ই-খাবাল-এর কাছে এবং সেই নহর-ই-খাবাল থেকে তাকে দুনিয়াতে যত পেয়ালা মদপান করেছিল তত পেয়ালা পান করানো হবে। নহর-ই-খাবালের ঐ পানীয় যদি আসমানে পৌছত তাহলে তার গরমে আসমানসমূহ জ্বলে যেতো। আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

## মাদকদ্রব্য সম্পর্কে বুযর্গানে দীনের অভিমত

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন : মদ্যপায়ী যদি মারা যায় তাহলে প্রথমে তাকে দাফন করবে। তারপর তার কবর খুঁড়ে দেখবে—যদি তার চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখা হয় তাহলে তাকে তুলে কাঠের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে আর যদি তার চেহারা কিবলার দিকেই থাকে, তাহলে তাকে ঐ অবস্থায় রেখে দেবে।

হযরত ফুযায়ল ইব্‌ন আয়ায (র) বলেন, তিনি তাঁর এক ছাত্রের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে কালেমায়ে শাহাদত পড়াতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সে

তা পড়তে পারছিল না। অবশেষে সে বললো, আমি কালেমা পড়বো না। আমি তা পছন্দ করি না। তখন ফুযায়ল (র) কান্নারত অবস্থায় তার নিকট থেকে বের হয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে তিনি স্বপ্নে দেখলেন তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে। ফুযায়ল (র) তাকে বললেন, ওহে সর্বহারা! কেন তোমার নিকট হতে আল্লাহ্র পরিচয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল ? তখন সে বললো, উস্তাদজী! আমার একটা রোগ ছিল। আমি এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে সে আমাকে প্রতি বছর এক পেয়ালা মদপান করতে বলল। আরও বলল যে, তা না করলে এ রোগ ভাল হবে না। তাই আমি তা ঔষধ হিসাবে প্রতি বছর পান করতাম।

ঔষধ হিসাবে পান করলে যদি এ অবস্থা হয় তবে যারা শখ করে বা অন্যের প্ররোচনায় মদপান করে, তাদের অবস্থা কি হবে ? সকল প্রকার বিপদ থেকে আমরা আল্লাহ্র ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করছি। কোন এক তওবাকারীকে তার তওবার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, আমি কবর খুঁড়ে কাপড় চুরি করতাম। অতঃপর আমি এক লোকের কবর খুঁড়ে দেখলাম যে, কিবলা দিক থেকে তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। আমি তার পরিবার-পরিজনের কাছে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা জানালো যে, সে দুনিয়ায় থাকাকালে মদ্যপান করতো এবং তওবা না করে মারা গেছে।

কোন এক বুযর্গ ব্যক্তি বলেছেন, আমার একটি শিশু মারা যায় এবং নির্দিষ্ট এক স্থানে তাকে দাফন করি। কিছুদিন পরে স্বপ্নে দেখলাম যে, তার মাথার চুল পেকে গেছে। আমি বললাম, হে আমার পুত্র! তোমাকে তো শিশু অবস্থায় দাফন করেছিলাম, কি কারণে তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেলে ? সে বলল, আব্বাজান! আমার পাশে এমন এক লোককে দাফন করা হয়েছে, যে দুনিয়াতে থাকাকালে মদ্যপান করতো। তার আগমনে জাহান্নামের আগুন এমনভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে যে, তার শব্দে এখানে কবরস্থ সকল শিশুর মাথার চুল পেকে গেছে।

মহান আল্লাহ্র কাছে পরকালের আযাব থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতএব, প্রত্যেক বান্দার প্রতি অবশ্য করণীয় হলো মৃত্যু আসার পূর্বে তওবা করা। অন্যথায় পাপাচারে লিপ্ত অবস্থায় মারা গিয়ে জাহান্নামে জ্বলতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।

**ফায়দা**

হাসীস উদ্ভিদের পাতাদ্বারা তৈরি করা হয়। মদের মত তা হারাম। এতে পানকারীর মধ্যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যেমনটি মদ্যপানে হয়ে থাকে। হাসীস শরাবের চাইতেও এই দৃষ্টিকোণে খারাপ বলা যায় যে, তা পান করলে বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, মেজাযের ভারসাম্য হারায় এবং অনেক পুরুষ আবার যৌনশক্তি হারিয়ে নপুংসকে পরিণত হয়। আর মদ এই দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ যে, মদ্যপান পারস্পরিক বিবাদ,

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানির সূত্রপাত ঘটায়। তবে মদ ও হাসীস উভয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ করে তোলে এবং নামায থেকে বিরত রাখে।

হাসীস পানের শাস্তি সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। উলামায়ে মুতাআখ্‌খিরীনের কেউ কেউ এর হদ্দ বা শাস্তি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তারা মনে করেন যে, হাসীস পানকারীকে তা'যীর (হাল্‌কা শাস্তি) দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাদের ধারণা হলো এটা পান করলে বিবেক-বুদ্ধিতে বিকৃতি আসলেও তেমন মারাত্মক প্রভাব দেখা দেয় না এবং এতে একেবারে শারীরিক ভারসাম্য লোপ পায় না। এটা অনেকটা ভাং-এর মত। এ সম্পর্কে উলামায়ে মুতাকাদ্দেমীনের কোন প্রকার বক্তব্য পাওয়া যায় না। বস্তুত হাসীস এমন এক প্রকার বস্তু যা পান করলে মাদকদ্রব্যের মত নেশাগ্রস্ত এবং উত্তেজিত হয় এবং একবার যারা অভ্যস্ত হয় তারা আর তা ছাড়তে পারে না এবং এটা মদের চেয়েও বেশি আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। সাথে সাথে এতে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার, নপুংসক হওয়ার এবং জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাওয়ার ও মেজাযের ভারসাম্য হারাবার মত ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

হাসীস যখন খাদ্যদ্রব্য হিসাবে থাকে এবং তা পানীয়তে পরিণত না হয় তখন তা অপবিত্র হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তখনও তা মদ্যপানের মত হারাম। আর এটাই সঠিক অভিমত। কোন কোন আলিম বলেছেন, শুকনা থাকা অবস্থায় হারাম নয়। কিছু সংখ্যক আলিমের মতে শুকনা ও ভেজার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সে যাহোক, সকল অবস্থায়-ই হাসীস হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মাদকাসক্তি সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। হযরত আবূ মূসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে দুই ধরনের মাদকদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এর একটি হলো 'বিতঅ' যা মধুর দ্বারা ইয়ামনের তৈরি, অপরটি হলো মিযার (المزار) যা যবদ্বারা তৈরি।

নবী করীম (সা) অতি অল্প বাক্য প্রয়োগ করে ব্যাপক অর্থ ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ কথা বলতেন। তিনি বললেন : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ অর্থাৎ "প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম।" (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে আছে—নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ .

"যে জিনিস বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে নেশার সৃষ্টি হয় তার অল্প গ্রহণও হারাম।" তিনি শুকনা ও ভেজার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করেননি। পার্থক্য করেননি পানীয় ও কঠিন আহারীয় হওয়ার মধ্যেও।

হাসীস কোন কোন সময় পান করতে এবং কোন সময় আবার তা খেতে দেখা যায়। মদও পানাহার উভয়ভাবে ব্যবহার করা হয়। এ সম্পর্কে আলিমগণ বিশদভাবে

আলোচনা করেননি। কারণ প্রাচীনকালের আলিমদের কাছে এটা ছিল অপরিচিত। তাতারদের আগমনের পরই হাসীস ইসলামী দেশগুলোতে প্রবেশ করে। কবি বলেছেন :

فاكلها وزارعها حلالا × فتلك على الشقى مصيبتان

"হালাল মনে করে হাসীস পানকারী ও উৎপাদনকারী উভয়ের জন্য বিপদ। আল্লাহ্র শপথ, শয়তান হাসীস পানে যত খুশি হয় অন্য কোনটায় তত খুশি হয় না।" কারণ তা অন্তরের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে। ফলে হারামকে হালাল মনে করে। কবি আরও বলেছেন :

قل لمن يأكل الحشيش جهلا × عشت فى اكلها باقبح عيشه

قيمة المرء جوهر فلما ذا × يا اخا الجهل بعته بحشيشة

"অজ্ঞতাবশত যারা হাসীস খায় তাদের বলে দিন, এ খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা মূলত এক কদর্য জীবন যাপন করা বৈকি ? মানুষের মূল্য হলো মণি-মুক্তার মত। ওহে মূর্খ! কিভাবে তুমি এ মূল্যবান জীবনকে হাসীসের বিনিময়ে বেচে দিলে এবং ধ্বংস করলে ?"

### একটি মজার কাহিনী

আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক যুবক ক্রন্দনরত ও চিন্তিত অবস্থায় তার কাছে এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি মহাপাপ করেছি। আমার জন্য তওবার কোন পথ আছে কি ? তিনি বললেন, তুমি কি পাপ করেছো ? সে বললো, আমার পাপ অত্যন্ত জঘন্য। তিনি বললেন, তুমি যে ধরনেরই পাপ করে থাক আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তওবা করো। তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবূল করেন এবং গুনাহ মাফ করেন। সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কবর খুঁড়ে কাফন চুরি করতাম। কবর খুঁড়তে গিয়ে আমি অনেক আশ্চর্য কাণ্ড দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি দেখেছো ? সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এক রাতে আমি একটি কবর খুঁড়ে দেখতে পেলাম যে, মৃত ব্যক্তির চেহারা কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। আমি ভয় পেলাম এবং বেরিয়ে আসতে চাইলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, তুমি কেন মৃত ব্যক্তির কাছে কিবলা হতে তার মুখ ফিরিয়ে রাখার কারণ জিজ্ঞেস করছো না ? তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন তোমার মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে রাখা হয়েছে ? সে বলল, সে নামাযকে অবহেলা করতো। যারা নামাযে অবহেলা করে তাদের শাস্তি এই। যুবকটি বলল, আমি অপর একটি কবর খুঁড়ে দেখতে পেলাম যে, মৃত ব্যক্তি শূকরে পরিণত হয়েছে এবং তার গলা শিকল দিয়ে বাঁধা আছে। আমি ভয় পেয়ে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো, তার আমল কি কি ছিল তা কি তুমি জানতে চাও? আমি বললাম, কেন ? তিনি (অদৃশ্য শক্তি) বললেন, সে পৃথিবীতে থাকাকালে মদ্যপান করতো এবং তওবা না করেই মারা গেছে। হে আমীরুল মুমিনীন! তৃতীয়বারে

আমি এমন এক লোকের কবর খুঁড়লাম যাকে আগুনের তার দিয়ে মাটির সাথে বাঁধা হয়েছে এবং তার জিহ্বা পেছনের দিক থেকে বের করা হয়েছে। আমি ভয় পেলাম এবং ফিরে আসতে চাইলাম। তখন আমাকে ডেকে বলা হলো—তুমি কেন তার এ অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছো না ? আমি বললাম, কেন ? অদৃশ্য থেকে বলা হলো—সে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে বেড়াতো। এধরনের কাজের শাস্তি এরূপ হয়ে থাকে। হে আমীরুল মুমিনীন! চতুর্থবারে আমি একটি কবর খুঁড়ে দেখতে পেলাম যে, মৃত ব্যক্তির লাশ থেকে অগ্নিশিখা বেরুচ্ছে। আমি ভয় পেলাম এবং বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হলাম। হঠাৎ বলা হলো, তুমি কি তার অবস্থা জানতে চাও ? আমি বললাম, তার অবস্থা কি ? তিনি বললেন, সে নামায তরক করতো। হে আমীরুল মুমিনীন! পঞ্চমবারে আমি একটি কবর খুঁড়ে দেখতে পেলাম যে, তার কবর চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত, কবরটি নূরে পরিপূর্ণ। মৃতব্যক্তি খাটের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। তার দেহে রয়েছে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ। এ অবস্থা দেখে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং বের হয়ে আসতে চাইলাম। তখন আমাকে বলা হলো—তুমি কি তার অবস্থা জানতে চাও এবং কেন তাকে এমন সম্মান দেয়া হয়েছে ? আমি বললাম, কেন তাকে এ সম্মান দেয়া হয়েছে ? আমাকে বলা হলো, সে ছিল আল্লাহ্‌র এক অনুগত যুবক। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতে সে তার জীবন অতিবাহিত করেছে।

আবদুল মালিক (র) তার কথা শুনে বললেন, এ ঘটনায় পাপীদের জন্য উপদেশ এবং নেককারদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। যারা এ ধরনের পাপাচারে লিপ্ত আছে তাদের অবশ্যকরণীয় হলো তাড়াতাড়ি তওবা করা এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ্ আমাদের তাঁর অনুগত হবার এবং ফাসেকী আমল থেকে বেঁচে থাকার তওফীক দান করুন।

## ২০. জুয়াখেলা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ – فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ .

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক তীর ঘৃণ্যবস্তু এবং শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়াদ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ্র স্মরণে এবং নামাযে বাধা দিতে চায়। অতএব, তোমরা কি তা পরিহার করতে প্রস্তুত নও ?" (সূরা মায়িদা : ৯০-৯১)

'মায়সির' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যার অর্থ হলো সহজলভ্য। এটা এমন একটি খেলা যারদ্বারা অন্যের অর্থ সহজে নিজের অধিকারে আনা যায়। পাশা, দাবা, হাউজী, লটারি প্রভৃতি মায়সির বা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ সকল খেলাদ্বারা অন্যের মাল অন্যায়ভাবে নিজের অধিকারে আনা হয় বলে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ কাজ হারাম করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .

"তোমরা পরস্পরের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না।"

এরূপ খেলা নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত : "তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্র সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করার তালাশে তৎপর থাকে। কিয়ামতের দিন এদের স্থান জাহান্নামে।"

সহীহ্ আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, চলো জুয়া খেলি সে যেন সদকা আদায় করে।" যদি জুয়া খেলার প্রস্তাব দিলেই কাফ্ফারা বা সদকা দিতে হয় তাহলে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

**অনুচ্ছেদ**

যখন বন্ধক ছাড়াই নারদ (গুটি খেলা) এবং শতরঞ্জ (দাবা) খেলা হয় তখন তা জায়েয হবে কিনা এ নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নারদ বা গুটি খেলা সম্বন্ধে আলিমগণ একমত যে, তা হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من لعب بالنرد شير فكانما صبغ يده فى لحم الخنزير ودمه .

"যে ব্যক্তি নারদ (গুটি খেলা) খেলবে, সে যেন শূকরের রক্ত-মাংসে নিজের হাতকে রাঙালো।" (মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

مَنْ لَعَبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

"যে ব্যক্তি নারদ (গুটি খেলা) খেললো সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন : "নারদ (গুটি খেলা) খেলা এক ধরনের জুয়া যেমন শূকরের চর্বি মিশ্রিত তৈল।"

শতরঞ্জ সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে শতরঞ্জ বা দাবা খেলা হারাম। এ খেলায় বাজি ধরা বা বন্ধক রাখা বা না রাখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি বন্ধক রেখে খেলা করা হয় তবে তা সর্বসম্মত মতে হারাম। বন্ধক না রেখে খেলার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে এটাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। কারো কারো মতে বন্ধক না রাখা হলে তা মুবাহ্। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যদি দাবা খেলা প্রকাশ্যে না হয় এবং কোন ওয়াজিব কাজে বাধার সৃষ্টি না করে ও নামায ওয়াক্তমত পড়ায় বাধাগ্রস্ত না হয়, তবে তা মুবাহ্। ইমাম নববী (র)-এর কাছে শতরঞ্জ খেলা জায়েয, না নাজায়েয তা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে শতরঞ্জ হারাম। তাঁর কাছে আরও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, শতরঞ্জ খেলা জায়েয, না নাজায়েয এবং খেললে গুনাহ্ হবে কি না ? তিনি উত্তরে বলেন, যদি খেলতে গিয়ে সময়মত নামায আদায় ব্যাহত হয়, অথবা অর্থের বিনিময়ে খেলা হয়, তাহলে তা হারাম। অন্যথায় ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মাকরূহ এবং অন্যদের মতে হারাম। (ফাতওয়ায়ে নববী)

অধিকাংশ আলিমের মতে শতরঞ্জ হারাম হবার দলীল হলো : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ الى قوله وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ .

"তোমাদের জন্য মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত, শূকর এবং তীরের দ্বারা বন্টন করা অর্থাৎ জুয়া হারাম করা হয়েছে।"

সুফিয়ান এবং ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ (র) বলেন : এখানে জুয়াদ্বারা শতরঞ্জ (দাবা খেলা)-কে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আলী (রা) বলেন, "শতরঞ্জ প্রাচ্যবাসীদের জুয়া।" তিনি একবার এমন একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা শতরঞ্জ বা দাবা খেলছিল। তিনি বললেন :

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ ؟

এসব মূর্তির কি তোমরা সেবা করছো ? একে স্পর্শ করার চেয়ে আগুনের কয়লা স্পর্শ করা ভাল। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি।

হযরত আলী (রা) আরও বলেন, যারা দাবা খেলে তারা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যুক। তাদের একজনে বলে, আমি মেরেছি। আসলে মারা হয়নি। আবার বলে মরেছে, আসলে কেউ মরেনি।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, পাপী ছাড়া কেউ দাবা খেলে না। ইসহাক ইবনে রাহুবিয়া (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি দাবা খেলাকে অপরাধ মনে করেন? তিনি বললেন, এ খেলা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তারপর পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, যুদ্ধ শেখার জন্য ছাগুর সম্প্রদায় এ খেলা করে থাকে তবুও কি তাতে পাপ হবে? তিনি বলেন, এ খেলা পাপের কাজ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাব' আল-কুরতুবী (র)-কে শতরঞ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, এ খেলার ন্যূনতম অপকারিতা ও ক্ষতি হলো তাদের বাতিলপন্থীদের সাথে হাশর হবে।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-কে শতরঞ্জ লেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা নারদ (গুটি খেলা) থেকে জঘন্য। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-কে শতরঞ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা নারদের মত। আমরা এ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে জানতে পাই যে, তিনি একবার এক ইয়াতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সে ইয়াতীম ঐ মাল পৈতৃক সূত্রে মালিক হয়েছিল। আর সে মাল ছিল শতরঞ্জ দ্বারা অর্জিত অর্থ। তাই তিনি তা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। যদি শতরঞ্জ জায়েয হতো তাহলে তিনি এভাবে ইয়াতীমের মাল জ্বালিয়ে দিতেন না। যেহেতু এ খেলা হারাম, সেহেতু তা তিনি জ্বালিয়ে দিলেন। যেমন কোন ইয়াতীমের মালের মধ্যে মাদকদ্রব্য পাওয়া গেলে তা বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। অনুরূপভাবে শতরঞ্জ দ্বারা লব্ধ অর্থও নষ্ট করে ফেলতে হবে। এটা হিবরুল উম্মাহ্ বা উম্মতের জ্ঞানকোষ-এর অভিমত। ইবরাহীম নাখঈ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, শতরঞ্জ বা দাবা খেলা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বলেন, তা অভিশপ্ত।

আবূ বকর আল-আসরম তাঁর জামি কিতাবে—'ওয়াসিলাহ্ ইবন আল-আসকা' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদিন

তাঁর সৃষ্টির প্রতি ৩৬০ বার দৃষ্টিপাত করেন কিন্তু যারা দাবা খেলে তাদের প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত করেন না। কারণ তারা বলে বাদশা মরে গেছে।

আবূ বকর আল-আজরী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যারা তীর নিক্ষেপ করে লটারি করে এবং নারদ ও শতরঞ্জ খেলে, তাদের তোমরা সালাম দেবে না। তারা যখনই খেলায় লিপ্ত থাকে তখন শয়তান তাদের সাহায্য করে। যদি সে তা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরায়, তখন শয়তান তার দলবলসহ তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে যতক্ষণ না তারা ওখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—যেমন কুকুর মৃত জন্তু পেয়ে পেটভরা শেষ না করে বিচ্ছিন্ন হয় না।"

এছাড়া তারা এ খেলায় মিথ্যা কথাও বলে থাকে। তারা বলে : বাদশা মারা গেছে। নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে দাবাড়ু বা শতরঞ্জ খেলোয়াড়দের। তারা বলে, রাজাকে হত্যা করেছি। আল্লাহ্র শপথ, মরেছে ইত্যাদি। আল্লাহ্র কসম তারা এসব বলে আল্লাহ্র উপর অপবাদ দেয় এবং মিথ্যা আরোপ করে।"

মুজাহিদ (র) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে তার সঙ্গী-সাথীদের দেখতে পায়। এক দাবাড়ুকে তার মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে বলা হলে সে বললো, তোমার রাজা। তারপর সে মারা গেল। জীবিতকালে খেলতে গিয়ে সে যা বলতো, মৃত্যুর সময় তার মুখ থেকে তা-ই বেরিয়ে এলো। সে কালেমায়ে তাওহীদের পরিবর্তে বলল, 'তোমার রাজা'।

অপর এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। সে মদ্যপায়ীদের সাথী ছিল। মৃত্যুকালে কোন এক লোক তাকে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করতে বললে সে বললো, তুমি পান কর এবং আমাকেও পান করতে দাও। তারপর সে মারা গেল। মহান আল্লাহ্র কৃপা ছাড়া পাপাচার থেকে বাঁচা ও নেককাজ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

يَمُوْتُ كُلُّ اِنْسَانٍ عَلٰى مَا عَاشَ عَلَيْهِ وَيُبْعَثُ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ .

"প্রত্যেক ব্যক্তি যেভাবে ও যা করে জীবন যাপন করে, সেভাবেই তার মৃত্যু হয় এবং যেভাবে মারা যায়, সেভাবেই কবর থেকে উঠবে।" (মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমাদের আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদের মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করার সুযোগ দান করেন এবং সকল প্রকার গুমরাহী ও ভ্রান্তি হতে রক্ষা করেন।

## ২০. সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া

মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا الْاٰخِرَةِ . وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ও মুমিন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে—সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দেবেন।" (সূরা নূর : ২৩-২৪)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْا هُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا . وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ .

"যারা সতী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং এর সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী।" (সূরা নূর : ৪)

আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যারা কোন সতী-সাধ্বী এবং পূতচরিত্রের স্বাধীন মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে অভিশপ্ত থাকবে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। দুনিয়াতে কোন ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না উপরন্তু তাকে আশিটি কশাঘাত করতে হবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী পাপাচার হতে বেঁচে থাক। সে সাতটির মধ্যে একটি হলো কোন সতী, সরলা ও মুমিন মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। অপবাদ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কোন অপরিণিতা, স্বাধীন, সতী ও মুসলিম মহিলাকে—ওহে ব্যভিচারিণী

(يَازَانِيَةُ), ওহে সীমালংঘনকারিণী (يَا بَاغِيَةُ) ওহে বেশ্যা (يَا فَاحِشَةُ), ইত্যাদি সম্বোধন করা অথবা তার স্বামীকে—হে বেশ্যার স্বামী, অথবা তার কন্যাকে—হে ব্যভিচারিণীর কন্যা ইত্যাদি বলা। যখন কোন পুরুষ বা মহিলা উল্লেখিত কথাগুলো কোন পুরুষ বা মহিলাকে বলে এবং তার ব্যভিচারী হবার সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে না পারে, তবে তাকে আশিটি কশাঘাত করতে হবে। প্রমাণ পেশ করাদ্বারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা; সাক্ষীদের বলতে হবে যে, এই পুরুষ বা মহিলা সম্পর্কে এই ব্যক্তির অভিযোগ সত্য। যদি অপবাদদানকারী প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারে এবং যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে সে পুরুষ বা মহিলা অপবাদদানকারীর শাস্তি দাবি করে, তবে তাকে (উল্লিখিত) আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন দাস-দাসীকে এধরনের অপবাদ দেয়, তবে তাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে; অন্যথায় তাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যদি কোন লোক তার দাস-দাসীকে অপবাদ দেয় এবং তার প্রমাণ দিতে না পারে তবে কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। অনেক অজ্ঞ লোক এ ধরনের দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তিযোগ্য অশ্লীল কথাবার্তা বলে থাকে। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন কোন কোন ব্যক্তি এমন কথা বলে যার প্রতিক্রিয়ায় তাকে জাহান্নামের এত গভীরে নিক্ষিপ্ত হতে হবে যার প্রশস্ততা বা দূরত্ব হবে মাশরিক (পূর্ব) এবং মাগরিব (পশ্চিম)-এর দূরত্বের সমান। একথা শুনে মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যে সব কথা বলি তাতে কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে ? নবী করীম (সা) বললেন, "হে মুআয! তোমার মা তোমাকে প্রসব না করলেই ভাল হতো, মুখের লাগামহীন কথা ছাড়া অন্য কিছু মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে ফেলবে না।"

আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আছে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ করে থাকে।"

মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে বলেছেন :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে।" (সূরা ক্বাফ : ১৮)

উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুক্তির পথ কি ? তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো, তোমার ঘরে থাকো এবং পাপের জন্য কান্নাকাটি করো। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে দূরে যার অন্তর শক্ত ও কঠোর।" (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

اِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ الْفَاحِشِ الْبَذِىْ يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ وَرَدِّىِ الْكَلَامِ .

"যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে এবং গালি-গালাজ করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্যতম লোক।" (নাসাঈ ও সুনালে কুবরা)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলের স্বীয় জিহ্বার অযথা প্রয়োগ থেকে রক্ষা করুন।

## ২২. গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল আত্মসাৎ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ "খেয়ানতকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।" (সূরা আনফাল : ৫৮)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"কোন নবী অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন বা আত্মসাৎ করতো তা অসম্ভব! এবং যে অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করেছিল তা নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬১)

মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (বক্তৃতা) দান করতে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর খুতবায়—সরকারি তহবিল তসরুফ সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং এ কাজকে তিনি জঘন্য অপরাধ বলে অভিহিত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আমি কিয়ামতের দিন এমন এক লোককে পাবো যার ঘাড়ে থাকবে একটি উট এবং উটটি উচ্চঃস্বরে ডাকতে থাকবে। সে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলবো, আমি তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে কিছুই বলতে পারবো না। আমি তো তোমার কাছে (আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ) পৌছিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের মধ্য হতে এমন লোককে পাবো যে কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে করে একটি ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হবে এবং ঘোড়াটি হ্রেষাধ্বনি দিতে থাকবে। সে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলবো, আমি তোমার হয়ে আল্লাহ্র কাছে কিছুই বলতে পারবো না। আমি তোমার কাছে আল্লাহ্র বিধান পৌছিয়ে দিয়েছি। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের এমন এক লোককে পাবো কিয়ামতের দিন যার কাঁধে থাকবে একটি ছাগল যা ভ্যা ভ্যা করে ডাকতে থাকবে। সে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলবো, আমি তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট কিছুই বলতে পারবো না। আমি তো আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ তোমাকে বলে দিয়েছি। নিশ্চয়ই আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে হতে এমন এক লোককে পাবো যার কাঁধে থাকবে অন্য এক লোক যে চীৎকার করতে থাকবে। সে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলবো, আমি তোমার পক্ষে আল্লাহ্র কাছে কিছুই বলতে পারবো না। আমি তো তোমার কাছে আল্লাহ্র বিধান পৌছে দিয়েছিলাম। কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক

লোক এসে উপস্থিত হবে যার কাঁধে থাকবে এক টুকরা কাপড়। সে কাপড় তাকে প্রহার করতে থাকবে। সে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে সাহায্য করুন! আমি বলবো, আমি তোমার হয়ে আল্লাহ্র কাছে কিছুই বলতে পারবো না। আমার যা বলার ছিল তা দুনিয়াতেই তোমাকে বলে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন অন্য এক ব্যক্তি আসবে যার ঘাড়ে থাকবে একটি নির্বাক বস্তু (অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্য)। সে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা ও সুপারিশ করুন। তখন আমি বলব, আমি আল্লাহ্র কাছে তোমার পক্ষে কিছুই বলতে পারবো না। আমি তো আল্লাহ্র বিধান তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি।" (মুসলিম)

সুতরাং যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত বস্তু হতে কোন বস্তু বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল হতে অথবা ইমামের অনুমতি ব্যতীত সরকারি কোষাগার (বায়তুলমাল) হতে অথবা গরীবদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত যাকাত হতে আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা ঘাড়ে করে নিয়ে উপস্থিত হবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেছেন : "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে, যা সে গোপন করেছিল তা নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬১)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

اَدُّوْا الْخَيْطَ وَالْمَخِيْطَ وَاِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ بِاَنَّهُ عَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"তোমরা যাকাত বাবদ যে সুঁই-সূতা গ্রহণ করবে তাও বায়তুলমালে জমা করো এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করো না। যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার জন্য তা কিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে।"

ইব্ন লুতবিয়াহ্ (রা)-কে নবী করীম (সা) যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। সে যাকাত আদায় করে এসে বলল, এই মালামাল আপনার জন্য আর এগুলো আমার জন্য, আমাকে হাদিয়া (উপঢৌকন) দেয়া হয়েছে। তখন নবী করীম (সা) তার কথা শুনে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসান্তে বললেন : আল্লাহ্র শপথ, তোমাদের কেউ যেন এমন জিনিস গ্রহণ না করে যা তার প্রাপ্য নয়। অন্যথায় তাকে তা ঘাড়ে করে নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে হবে। তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোককে আমি চিনব না যে তার কাঁধে করে উট নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে আর সে উট তখন ডাকতে থাকবে, অথবা গরু নিয়ে উপস্থিত হবে এবং গরু আল্লাহ্র সামনে হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে—অথবা মেষ নিয়ে উপস্থিত হবে এবং তার মেষ তখন ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। তারপর নবী করীম (সা) তাঁর হাত তুলে বললেন : হে আল্লাহ্! আমি কি (আপনার আদেশ-নিষেধ) পৌঁছিয়ে দিয়েছি ? (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে গিয়েছিলাম এবং সে যুদ্ধে আমরা জয়লাভও করেছিলাম। গনীমতের মাল হিসাবে স্বর্ণ-রৌপ্য কিছুই পেলাম না, পেলাম কিছু খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ। তারপর আমরা সেখান থেকে 'ওয়াদিল কুরার' দিকে রওনা হলাম। নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিল বনী দাবীব গোত্রীয় রুফা'আহ্ ইব্ন ইয়াযিদ নামক এক গোলাম যাকে জুযাম গোত্রের এক লোক নবী করীম (সা)-কে দান করেছিলেন। অতঃপর আমরা যখন উপত্যকায় অবতরণ করলাম তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাওয়ারীর পিঠ হতে গদি নামাচ্ছিল। এমন সময় তাকে লক্ষ্য করে একটি তীর ছোঁড়া হলো এবং তাতে সে মারা গেল। আমরা তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে উত্তম শাহাদাত লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কখনো নয়, যার হাতে আমার প্রাণ, সে মহান আল্লাহ্র কসম। তার উপর জ্বলন্ত কম্বলের আগুন জ্বলছে যা সে গনীমতের মাল হতে বন্টনের পূর্বে গ্রহণ করেছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একথা শুনে সকল লোক ভয় পেয়ে গেল। তারপর এক ব্যক্তি একটি বা দুটি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বলল, আমি এটা খায়বারের দিন নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ একটি বা দু'টি ফিতা হবে আগুনের। (বুখারী ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেছেন, কারকারা নামক একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাজকর্ম করতো। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে জাহান্নামে যাবে। অতঃপর সকলে খুঁজে দেখলো যে, সে একটি শেঁরওয়ানী (জামা) আত্মসাৎ করেছিল।

হযরত যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযা পড়তে নিষেধ করেন এবং বলেন, তোমাদের সঙ্গী আল্লাহ্র পথে এসে খিয়ানত করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা তার আসবাবপত্র খুঁজে দেখলাম যে, সে দুই দিরহাম মূল্যমানের ইয়াহূদীদের একটি পুঁতি আত্মসাৎ করেছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন : আমরা জানি না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমতের মাল আত্মসাৎকারী ও আত্মহত্যাকারী ছাড়া অন্য কারো জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন কি না? নবী করীম (সা) বলেছেন, هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ "সরকারি কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের হাদীয়া (বখশিশ) গ্রহণ করা তসরুফ ও খিয়ানতের শামিল।"

এ বিষয়ে আরও বহু হাদীস রয়েছে যার কিছু সংখ্যক যুলুমের অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। যুলুম বা অত্যাচার তিন প্রকার : (১) অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ কুক্ষিগত করা ; (২) হত্যা, মারধর এবং আহত করে মানুষের উপর যুলুম করা, (৩) মানুষকে গালি দিয়ে, অভিশাপ দিয়ে, মন্দ বলে এবং অপবাদ দিয়ে যুলুম করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মীনাতে তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন :

اَلاَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضُوكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بِلاَدِكُمْ هٰذَا .

"মনে রেখো! তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের মান-ইয্যত তোমাদের জন্য হারাম যেমন এ শহরে এ মাসটির এ দিনটি তোমাদের জন্য হারাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেন :

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّلاَ صَدَقَةً مِنْ غَلُوْلٍ .

"পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা নামায কবূল করেন না এবং খিয়ানতকরা মাল দ্বারা দান-সদকা করলে তাও কবূল হয় না।" (মুসলিম)

## ২৩. চুরি করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"পুরুষ কিংবা মহিলা চুরি করলে তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, এ হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী এবং মহাজ্ঞানী।" (সূরা মায়িদা : ৩৮)

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, অপর লোকের মাল চুরি করার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন। চোরের শাস্তি বিধানে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। আর হাত কাটার নির্দেশের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ বিজ্ঞানসম্মত।

নবী করীম (সা) বলেছেন : "মুমিন থাকা অবস্থায় কেউ ব্যভিচার করে না এবং চোর ঈমান থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না। তবে সকলের জন্যেই তওবার সুযোগ রয়েছে।"

হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তিন দিরহাম মূল্যের একটি সাধারণ চুরির অপরাধে হাত কেটেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি মূল্যের কোন বস্তু চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : 'মাজন'-এর কম মূল্যের জিনিস চুরির জন্য হাত কাটা যাবে না। হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো একটি মাজন-এর মূল্য কত? তিনি বললেন, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ। অপর এক বর্ণনায় আছে—তিনি বলেছেন : এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটবে। এর কম মূল্যের জিনিস চুরির জন্য হাত কেটো না। ঐ সময় এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ তিন দিরহাম ছিল এবং বার দিরহামে এক দীনার হতো। (আহমাদ)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ সে চোরকে লা'নত করেন যে লোহার টুপি চুরি করে। অতএব, তার হাত কাটা হবে এবং রশি চুরি করলে তারও হাত কাটা হবে। হযরত আ'মাশ (র) বলেন,

তারা লোহার টুপি এবং রশিকে সামান্য জিনিস মনে করতেন এবং এর সাধারণ মূল্য ছিল তিন দিরহাম। এই মূল্যের অন্যান্য জিনিসকেও তারা সামান্য বস্তু মনে করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযূমী বংশের এক মহিলা আসবাবপত্র ধার নিতো এবং পরে তা অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। তার পরিবারের লোকেরা হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর কাছে এলো এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে বলল। হযরত উসামা (রা) এ ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর সাথে কথা বললে তিনি বললেন : হে উসামা! আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে তুমি কোন কথা বলো তা আমি পছন্দ করি না। তারপর নবী করীম (সা) দাঁড়িয়ে যান এবং খুতবা দেন :

اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدَهَا .

"তোমাদের পূর্বে যে সব জাতি ছিল তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন সম্মানিত লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন গরীব লোকে চুরি করলে তার হাত কাটতো। আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম করে বলছি, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো তবে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।"

তারপর মাখযূমী মহিলার হাত কাটা হলো। (বুখারী ও মুসলিম)

আবদুর রহমান ইবনে জারীর বলেন, আমরা ফুযালাহ্ ইবন উবাঈকে প্রশ্ন করলাম, চোরের হাত কেটে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া কি হাদীসে আছে ? তিনি বললেন, একবার নবী করীম (সা)-এর কাছে এক চোরকে আনা হলে তার হাত কাটা হলো। তারপর তিনি ঐ হাত তার গলার সাথে ঝুলিয়ে দিলেন। উলামায়ে কিরাম বলেছেন, চুরি করা মাল ফেরত না দিয়ে তওবা করলে সে তওবায় কোন ফায়দা নেই। চোর যদি গরীব হয় তবে তাকে মালিকের নিকট হতে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

## ২৪. ডাকাতি এবং ছিনতাই

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ . ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে। অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।" (সূরা মায়িদা : ৩৩)

হযরত ওয়াহেদী (র) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ হলো তাঁদের হুকুম না মানা এবং তাঁদের আনুগত্য না করা। যে ব্যক্তি তোমার কথা অমান্য করবে সে যেন তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো। পৃথিবীতে ফাসাদ বা ধ্বংসাত্মক কাজ করার অর্থ হলো—হত্যা করা, চুরি করা এবং ছিনতাই করা। যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। এটা ইমাম মালিক, আওযাঈ এবং শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্র বাণী—"তাদের হত্যা করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে।" এর ব্যাখ্যায় ওয়ালী (র) বলেন হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'অথবা' (أَوْ) অব্যয়টি তাখয়ীরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে বর্ণিত শাস্তিগুলোর মধ্যে যে কোন একটি দিলে তা মুবাহ হবে। ইমাম ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবেন, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করতে পারবেন, অথবা হাত-পা কাটবেন, অথবা দেশান্তর করবেন। এ হলো হযরত হাসান (র), সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব এবং মুজাহিদের অভিমত।

এক রিওয়ায়াতে আতীয়াহ্ (র) বলেন : এখানে অথবা (أَوْ) অব্যয়টি মুবাহ বা তাখয়ীরের জন্য নয়, বরং বিভিন্ন প্রকার অপরাধে বিভিন্ন শাস্তি বোঝাবার জন্য।

সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষ খুন করবে অথবা মাল ছিনতাই করবে, তাকে হত্যা করা হবে এবং শূলীবিদ্ধ করা হবে। যে শুধু মালামাল ছিনতাই করবে এবং কোন প্রকার হত্যা বা আহত করবে না, তাকে বিপরীত দিক থেকে তার হাত-পা কেটে ফেলতে হবে। যে মালামাল না নিয়ে শুধু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে, তাকে হত্যা করা হবে। আর যে পথিকদের ভীতি প্রদর্শন করবে এবং কাউকে হতাহত করবে না, তাকে শুধু দেশান্তরিত করা হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব। ইমাম শাফিঈ (র) আরও বলেছেন : প্রত্যেক অপরাধীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। অতএব, যাকে হত্যা করা ও শূলীবিদ্ধ করা ওয়াজিব হবে, তাকে প্রথমে হত্যা করে তারপর শূলীবিদ্ধ করতে হবে এবং তিনবার তাকে শূলে চড়ানো হবে। এরপর নামাতে হবে। যার উপর শুধু হত্যা করার শাস্তি অবধারিত হয়েছে, শূলীবিদ্ধ হওয়ার শাস্তি ওয়াজিব নয়, তাকে হত্যা করতে হবে এবং তার লাশ দাফন-কাফনের জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। যার হাত কাটার বিধান কার্যকর হয়েছে হত্যার নয়, প্রথমে তার ডান হাত কাটতে হবে। পুনরায় একই অপরাধ করলে তার বাম পা কাটতে হবে। যদি তারপরও সে সীমালংঘন করে এবং চুরি করে তাহলে তার বাম হাত কাটতে হবে। কেননা আবূ দাউদ ও নাসাঈ শরীফে আছে, নবী করীম (সা) চোরের শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন :

اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ، ثُمَّ اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ ثُمَّ اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ .

"কেউ যদি চুরি করে তার হাত কেটে দাও, তারপর চুরি করলে তার পা কেটে দাও। তারপরও চুরি করলে অবশিষ্ট হাতটি কেটে দাও। তারপর আবার চুরি করলে তার অবশিষ্ট পাটা কেটে দাও।"

তাই তো দেখা যায় যে, হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) তাঁদের খিলাফতের সময় এভাবে চোরকে শাস্তি প্রদান করেছেন এবং সাহাবীদের কেউ-ই এর বিরোধিতা করেন নি। যদি হাত কাটার পর পা কাটার শাস্তি প্রয়োগ করতে হয় তবে বাম পা কাটার ব্যাপারে সকলেই একমত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : مِنْ خِلَافٍ অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে।

উল্লেখিত আয়াতের অংশ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ (অর্থাৎ অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করতে হবে)—এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : ইমাম ইচ্ছা করলে কারো কারো হত্যার শাস্তি বাতিল করে দিতে পারেন। তা না হলে তারা বলবে, ইমাম যাকেই পান হত্যা করেন, কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা তাঁর কাছে নেই। আর ইমাম যাকে চাইবেন বন্দী করে রাখতে পারেন এবং জেলেও পাঠাতে

পারেন। কেননা যখন বন্দী করা হবে এবং শহরে ঘোরাফেরা করায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে তখন নির্বাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফল হবে। যেমন ইবন কুতায়বা কারাবন্দীদের আকুতির কথা তার কবিতায় বলেছেন :

অর্থাৎ দুনিয়ার অধিবাসী হয়েও আমরা দুনিয়ার বাইরে অবস্থান করছি। এখানে আমরা না জীবিত আর না মৃত। যখন কোনদিন কারা-কর্মকর্তা আমাদের কাছে কোন প্রয়োজনে আসে আমরা তখন অবাক হয়ে বলি, এলোক দুনিয়া থেকে এসেছে।

যদি কেউ অভিযোগ করে যে, ডাকাতি এবং পথিকদের ভীতি প্রদর্শন করে টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়া তো কবীরা গুনাহ মাত্র। যদি কেউ মালামাল ফেরত দেয় তারপরও তাকে আহত করা বা নিহত করা কি সুবিচার হলো ? এর উত্তর হলো, ডাকাত বা ছিনতাইকারী শুধু একটা কবীরা গুনাহ্ করে না; ছিনতাই বা ডাকাতির সাথে তার নামায তরক হয়, লুটে পাওয়া অর্থ মাদকদ্রব্য ক্রয়, ব্যভিচার, সমকামিতার মত প্রভৃতি গুনাহর কাজে খরচ করে থাকে। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

## ২৫. মিথ্যা শপথ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَخَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের কসমকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (সূরা আলে-ইমরান : ৭৭)

ওয়াহেদী (র) বলেন, আয়াতটি এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যাদের মধ্যে একখণ্ড জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। বিবাদী কসম করতে চাইলে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তারপর বিবাদী নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে কসম করা থেকে বিরত থাকে এবং বাদীর হক স্বীকার করে নেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অপর কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খায়, সে যখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে আল্লাহ্ তখন তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।"

আশআস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আয়াতটি আমার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমার এবং এক ইয়াহূদীর মধ্যে একখণ্ড জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। সে আমার অধিকার অস্বীকার করলে আমি বিচারের জন্য ব্যাপারটি নবী করীম (সা)-এর নিকট পেশ করলাম। তিনি বললেন : তোমার কোন প্রমাণ আছে কি ? আমি বললাম, না। তিনি ইয়াহূদীকে বললেন, তুমি হলফ করে বলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো হলফ করে আমার জমি নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الى اخر الاية –

"যারা মিথ্যা কসম করে দুনিয়ার সামান্য জিনিস লাভ করে, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। আল্লাহ্ তাদের সাথে এমন কথা বলবেন না যাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে। তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের নেককাজ বাড়াবেন না, তাদের জন্য থাকবে কষ্টদায়ক শাস্তি।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে অপর কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করবে, সে যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে আল্লাহ্কে তার প্রতি অসন্তুষ্ট দেখতে পাবে। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাণীর সমর্থনে আমাদের সামনে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেবেন এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! যদি কেউ সামান্য কোন বস্তু এভাবে আত্মসাৎ করে তাহলে কি হবে ? তিনি বললেন, যদি আরক গাছের ডাল হয় তা হলেও এ অবস্থা হবে।" (মুসলিম)

হাফস ইবন মায়সারা (রা) বললেন, হাদীসের বক্তব্য কত কঠিন। তখন নবী করীম (সা) বললেন : পবিত্র কুরআনে কি নেই—'যারা মিথ্যা কসম করে অপরের হক নষ্ট করবে তাদের জন্য আখিরাতে কিছুই নেই ?"

হযরত আবূ যার (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে—একথাগুলো তিনি তিনবার পাঠ করলেন, তখন হযরত আবূ যার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এসব ক্ষতিগ্রস্ত এবং হতভাগ্যরা কারা ? তিনি বললেন, এরা হলো : (১) পায়ের গিরার নিচে বস্ত্র পরিধানকারী, (২) দান বা উপকার করে খোঁটাদানকারী এবং (৩) মিথ্যা কসম করে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়কারী।" (মুসলিম, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্)

নবী করীম (সা) বলেছেন : কবীরা গুনাহ হলো—আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, নরহত্যা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" (বুখারী)

জেনেশুনে বা স্বেচ্ছায় যে মিথ্যা বলা হয় তাকে গামূস বলা হয়। গামূস অর্থ ডুবিয়ে দেওয়া। যেহেতু মিথ্যা কসম হলফকারীকে গুনাহর মধ্যে ডুবিয়ে দেয়, কেউ বলেছেন—জাহান্নামে ডুবিয়ে দেবে, সেহেতু এর নাম হয়েছে গামূস।

**জরুরী জ্ঞাতব্য**

আল্লাহ্ তা'আলার নাম ছাড়া অন্যের নামে কসম করা মহাপাপ। যেমন—নবী, কা'বা, ফেরেশতা, আকাশ, পানি, জীবন এবং আমানত ইত্যাদির কসম করা। আত্মা,

মাথা, জীবন, বাদশাহ্র খিলাফত এবং অমুকের সমাধির কসম করা আরও অধিক পাপ.।

হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদাদের কসম করতে নিষেধ করেছেন। যদি তোমাদের কসম করতেই হয় তবে আল্লাহ্র নামে করবে (অথবা চুপ থাকবে)।"

সহীহ্ বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে আছে—যদি কারো কসম করতে হয় তবে আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্য কারো নামে করবে না অথবা চুপ করে থাকবে।" আবদুর রহমান ইব্ন সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "তোমরা মূর্তির নামে এবং তোমাদের পূর্বপুরুষের নামে কসম করবে না।" (মুসলিম)

হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে আমানতের কসম করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (আবু দাঊদ)

হযরত বুরায়দা (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কসম করে বলে যে, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত" যদি সে মিথ্যা বলে থাকে তবে সে যা বলেছে তা, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সে নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসতে পারবে না।" (আবূ দাঊদ)

হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে 'কা'বার কসম' বলতে শুনে বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কসম করো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করেছে, সে কুফরী এবং শির্ক করেছে।" (তিরমিযী)

ইব্ন হিব্বান (র) ও হাকেম (র) তাদের সহীহতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, কোন কোন আলিম—"কুফরী করেছে এবং শিরক করেছে" উক্তিটির ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এ কথাটি ধমকের সুরে বলা হয়েছে। যেমন নবী করীম (সা) অন্যত্র বলেছেন—اَلرِّيَاءُ شِرْكٌ (রিয়াও শিরক)

নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করতে গিয়ে বলে وَاللاَّتِ وَالْعُزّٰى "লাত ও উয্যার" কসম সে যেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে। কোন কোন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করার পর অভ্যাসবশত ভুল করে লাত ও উয্যার নামে কসম করে বসতেন। নবী করীম (সা) তাদের অসংগত উক্তির কাফ্ফারা হিসাবে সাথে সাথে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলার নির্দেশ দিলেন।

## ২৬. যুলুম বা অত্যাচার

অপরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা, যুলুম করে কারো ধন-দৌলত কুক্ষিগত করা, মানুষকে মারধর করে এবং গালিগালাজ করে কষ্ট দেওয়া, সীমালংঘন করা, সর্বোপরি দুর্বলদের ওপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালানো—এসবই যুলুম বা অত্যাচার।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ . اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الاَبْصَارُ . مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ – وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ . نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ . اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ . وَسَكَنْتُمْ فِىْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الاَمْثَالَ .

"তুমি কখনও মনে করো না যে, যালিম বা সীমালংঘনকারীরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল রয়েছেন। তবে তিনি ওদের সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন যেদিন তার চক্ষু হবে স্থির। হীনতায় আকাশের দিকে চেয়ে ওরা ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছোটাছুটি করবে। ওদের নিজেদের প্রতি ওদের দৃষ্টি থাকবে না এবং ওদের অন্তর হবে শূন্য। যেদিন তাদের ওপর শাস্তি আসবে, সেদিন সম্বন্ধে তুমি মানুষকে সতর্ক করো। তখন সীমালংঘনকারী বা যালিমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেবো এবং রাসূলগণের অনুসরণ করবো। তোমরা কি পূর্বে কসম করে বলতে না যে, তোমাদের কোন পতন নেই? অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি ওদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম।"

(সূরা ইবরাহীম : ৪২-৪৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ .

"যারা মানুষের ওপর যুলুম করে তাদের জন্য আযাবের পথ খোলা রয়েছে।"
(সূরা শূরা : ৪২)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ .

"যারা যালিম তারা শীঘ্রই জানতে পারবে যে, ওদের গন্তব্যস্থল কোথায় ?"
(সূরা শূরা : ২২৭)

নবী করীম (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দেন এবং যখন পাকড়াও করেন তখন আর তাকে ছাড়েন না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ .

"তোমার রব এভাবে যালিমদের পাকড়াও করবেন। তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টদায়ক।" (সূরা হূদ : ১০২)।

নবী করীম (সা) বলেছেন : "যদি কেউ তার কোন ভাইয়ের ধন-সম্পদ বা সম্মানে হস্তক্ষেপ করে যুলুম করে থাকে, তা হলে সেদিন আসার পূর্বে তা তখনই চুকিয়ে নাও যেদিন দীনার বা দিরহাম (টাকা-কড়ি) থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তবে তার মযলূম (অত্যাচারিত) ভাই তা নিয়ে যাবে, যদি তাও না থাকে তবে তার পাপ যালিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।"

হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا .

"হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করাকে আমার নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যেও হারাম করে দিয়েছি। তোমরা কারো ওপর যুলুম করো না।" (মুসলিম ও তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান প্রকৃত গরীব কে ? তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের মধ্যে যার কাছে টাকা-পয়সা, মালামাল নেই সেই তো গরীব। এরপর তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে গরীব ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল নিয়ে হাযির হবে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ এসে বলবে, সে এই ব্যক্তিকে গালি দিয়েছে, কেউ বলবে সে এই ব্যক্তির ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কেউ বলবে সে তার সম্মান নষ্ট করেছে। কেউ অভিযোগ করবে, সে তাকে মারধর করেছে এবং কেউ বা দাবি করবে সে তার রক্তপাত করেছে। তারপর একের পর এক তার নেক আমলগুলো নিতে থাকবে। যখন নেক আমল শেষ হয়ে যাবে এবং তার ওপর

আরোপিত দাঁবি থেকে যাবে তখন তাদের পাপসমূহ তার মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

হাদীস শরীফে আছে—"যারা আল্লাহ্‌র মালে (সরকারি সম্পত্তিতে) হস্তক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন তারা জাহান্নামে যাবে।"

নবী করীম (সা) হযরত মুআয (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠাবার সময় বলেছিলেন : "তুমি মযলূমের অভিশাপকে ভয় করবে। কেননা মযলূমের আর্তনাদ ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অন্তরায় থাকে না।" (বুখারী)

সহীহ্ হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি যুলুমের মাধ্যমে অর্ধ হাত পরিমাণ জমি আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন ওই পরিমাণের সাতস্তর ভূমি তার গলায় মালা হয়ে জড়িয়ে ধরবে।" কোন কোন গ্রন্থে আছে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "ঐ ব্যক্তির ওপর আমার কঠোর ক্রোধ হয়, যে এমন লোকের ওপর যুলুম করে যার আমি ছাড়া অন্য কেউ সাহায্যকারী নেই।" জনৈক কবি বলেছেন :

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا
فالظلم يرجع عقباه الى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه
يدعو عليك وعين الله لم تنم

"তোমার যখন ক্ষমতা থাকে তখন যুলুম করবে না, কারণ যুলুমের পরিণাম লজ্জা ও অনুশোচনা। তুমি তো ঘুমিয়ে থাকবে কিন্তু মযলূম ব্যক্তি ঘুমাবে না; সে থাকবে সজাগ। সে তোমাকে বদ-দু'আ করবে এবং আল্লাহ্‌র চক্ষু সদা বিনিদ্র।"

কোন এক বুযুর্গ বলেছেন : "তুমি দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করবে না, তাহলে তুমি শক্তিশালী লোকদের মধ্যে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন : অত্যাচারীর অত্যাচারে নিরীহ ব্যক্তি আহত অবস্থায় আপন ঘরে বসে ধুঁকে ধুঁকে মরবে।

কথিত আছে—তাওরাত কিতাবে লিখিত আছে যে, এক আহ্‌বানকারী পুলসিরাতের পেছন থেকে ডেকে বলবে, ওহে উচ্ছৃংখল অত্যাচারী দল! ওহে পাপিষ্ঠগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্মান ও বুযর্গীর কসম করে বলেছেন যে, আজ কোন যালিম এ পুল অতিক্রম করতে পারবে না।

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন : মক্কা বিজয়ের বছর আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এলে তিনি বললেন, তোমরা কি আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়ায়) কোন প্রকার আশ্চর্য বস্তু দেখেছো ? তাদের কয়েকজন যুবক বলল, হ্যাঁ দেখেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একবার আমরা কতিপয় লোক এক জায়গায় বসা ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে এক বৃদ্ধ একটি পানির কলসি নিয়ে যাচ্ছিল। আর এক যুবকও ঐপথ দিয়ে রওনা হলো। সে গিয়ে তার এক হাত বৃদ্ধের

কাঁধে মারলো ফলে সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং তার কলসিটি ভেঙ্গে গেল। অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে যুবকটির দিকে তাকিয়ে বলল, হে বিশ্বাসঘাতক! যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সিংহাসন স্থাপন করবেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকদের একত্র করবেন এবং হাত-পা কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে, সেদিন তুমি আমার সাথে যে ব্যবহার করলে তার প্রতিফল জানতে পারবে। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ঐ বৃদ্ধ ঠিকই বলেছে, যদি কোন সম্প্রদায় সবলের নিকট থেকে দুর্বলের পাওনা না আদায় করে, আল্লাহ্ সে সম্প্রদায়কে কিভাবে পবিত্র করবেন ? কবি বলেন :

اذا ما الظلوم استوطأ الظلم مركبا
ولج عتواى قبيح اكشابه
فكله الى صرف الزمان وعدله
سيبدؤله مالم يكن فى حسابه

"যখন কোন চরম অত্যাচারী দ্বিধাহীনভাবে অত্যাচার করতে থাকে, সে তার অসৎকর্মে সীমালংঘন করে; যুগের অবসানে সে তা এমন আকারে দেখতে পায় যা তার হিসাবে ছিল না।"

নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "পাঁচ প্রকার লোকের ওপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। তিনি ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দিতে পারেন। আর যদি তাদের দুনিয়াতে শাস্তি না দেন তবে আখিরাতে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারা হলো : (১) এমন রাষ্ট্রনায়ক যে তার প্রজাসাধারণের নিকট থেকে তার হক আদায় করে কিন্তু নিজে তাদের প্রতি ইনসাফ করে না এবং তাদের প্রতি যে যুলুম হয় তা প্রতিহত করে না; (২) এমন দলনেতা যাকে তারা সকলে মেনে চলে অথচ সে সবল-দুর্বলের মধ্যে সমতা রক্ষা করে না এবং স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কথা বলে; (৩) ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবার ও সন্তানদের আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ দেয় না এবং তাদেরকে দীনের জ্ঞান দান করে না; (৪) এমন লোক যে কোন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু তার পারিশ্রমিক যথাযথভাবে দেয় না এবং (৫) এমন ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর মোহর আদায় করে না।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন সকল সৃষ্টিকে সৃজন করলেন এবং তাদের নিজ নিজ পায়ে দাঁড়াতে শেখালেন তখন তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল : "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি কার সাথে থাক ? তিনি বললেন, আমি মযলূমের সাথে থাকি যতক্ষণ না তার হক আদায় করা হয়।"

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একবার এক যালিম এক স্থানে মস্ত বড় এক অট্টালিকা তৈরি করলো। তারপর সেখানে এক দরিদ্র মহিলা এসে তারই পাশে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করে বসবাস করতে লাগলো। একদিন ঐ

অত্যাচারী লোকটি তার অট্টালিকার চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখছিল। হঠাৎ ঐ ঝুঁড়ে ঘরের প্রতি দৃষ্টি পড়লে সে জিজ্ঞেস করলো, এ ঘরটি কার ? বলা হলো, এ এক গরীব বৃদ্ধার। এখানে সে বাস করে। সে (যালিম) সেটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিল। বৃদ্ধা এসে দেখলো যে তার ঘরটি ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল, এ ঘরটি ভাঙলো কে ? উত্তর এলো, মালিক এসে দেখেন এবং তারপর ঘরটি ভেঙে দিয়েছেন। তখন বৃদ্ধা আকাশের দিকে চেয়ে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি যদিও অনুপস্থিত ছিলাম, তুমি তখন কোথায় ছিলে ? তুমি তো অনুপস্থিত ছিলে না ? রাবী বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে এ মালিকের অট্টালিকা তার পরিবার-পরিজনসহ ওলট-পালট করার নির্দেশ দেন এবং তা ভেঙে চুরমার করা হয়।"

কথিত আছে যে, খালিদ ইব্‌ন বারমাক এবং তার পুত্রকে বন্দী করা হলে তার পুত্র বলল, আব্বাজান! এত বড় শক্তি ও প্রতাপের পর আমাদের বন্দী জীবনের অভিশাপ ভোগ করতে হচ্ছে! আমরা এখন কয়েদখানায়! পিতা (খালিদ ইব্‌ন বারমাক) বলল, হে আমার পুত্র! মযলূমের ক্রন্দনে রাতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হতো। আর আমরা তখন অচেতন ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ অচেতন ছিলেন না।"

যায়দ ইব্‌ন হাকীম বলেছেন, মযলূমের আর্তনাদ ও বুকভরা ক্রন্দন সম্পর্কে আমি যে কতটা উদ্বিগ্ন তা কেউ জানে না। আমি জানি আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন সাহায্যকারী নেই। সে আমাকে বলে, আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট; আল্লাহ্ আমার ও তোমার মাঝে রয়েছেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ কবি আবুল আতাহিয়্যাকে বন্দী করলে তিনি তাঁর কাছে জেলখানা থেকে নিম্নোক্ত কবিতার পংক্তি দু'টি লিখে পাঠিয়েছিলেন :

اما والله ان الظلم شوم × وما زال المعمى هو المظلوم

ستعلم يا ظلوم اذا التقينا × غداً عند المليك من الملوم

"সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম! যুলুম করা লজ্জাকর কাজ। আর মযলূম সর্বদা যালিমের প্রতি খারাপ ধারণাই পোষণ করে থাকে। ওহে অকথ্য যুলুমকারী। যখন আমরা দু'জন আগামী দিন মালিকের নিকট হাযির হবো তখন তুমি জানতে পারবে যে, কে অভিশপ্ত।"

আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন যালিম ব্যক্তি পুলসিরাতের ওপর ওঠবে তখন মযলূম ব্যক্তি এসে তার প্রতি যে যুলুম করেছিল সে কথা তাকে মনে করিয়ে দেবে এবং নেক আমল ছিনিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না। যদি যালিম ব্যক্তির কোন নেক আমল না থাকে তখন মযলূম ব্যক্তির পাপের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেবে যে পরিমাণে সে তার ওপর যুলুম করেছিল। শেষ পর্যন্ত সে জাহান্নামের শেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছবে। (তাবারানী)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সকলকে উলঙ্গ এবং নগ্নপায়ে একত্র করা হবে। তখন কোন এক

আহ্বানকারী ডেকে বলবে এবং দূরে ও কাছের সকল শ্রোতাই সমানভাবে তা শুনতে পাবে। বলা হবে, আমি মহাবিচারক বাদশাহ্—কোন জান্নাতী জান্নাতে অথবা জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি সে কারো ওপর যুলুম করে থাকে যে পর্যন্ত না আমি তার ফয়সালা করে দেই। এমনকি যদি কেউ কাউকে একটি চড় মেরে থাকে তারও আমি বিচার করবো। তোমার রব কোন ব্যক্তির ওপর অন্যায় বা যুলুম করবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন তো আমাদের কাছে কিছুই থাকবে না। আমরা থাকবো খালি পায়ে এবং উলঙ্গ অবস্থায়! উত্তরে তিনি বললেন, পাপ ও পুণ্যের বিনিময় দ্বারা বিচার করা হবে। তোমার প্রতিপালক কারো ওপর অবিচার করবেন না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যদি কোন লোক অন্যায়ভাবে কারো ওপর একটি কশাঘাত করে, কিয়ামতের দিন তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে।"

বর্ণিত আছে, পারস্য সম্রাট তার পুত্রকে লেখাপড়া ও আদব-কায়দা শেখানোর জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। রাজপুত্রের সকল প্রকার জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিষ্টাচারে পারদর্শিতা অর্জিত হবার পর একদিন শিক্ষক মহোদয় তাকে ডেকে বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রহার করলেন। ফলে রাজপুত্রের মনে শিক্ষকের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হলো। অতপর রাজপুত্র বড় হলো এবং সম্রাট মারা গেলে সে-ই তার সিংহাসনে আরোহণ করলো। তারপর সে তার শিক্ষককে ডেকে এনে বলল, আপনি অমুক দিন অমুক সময় আমাকে বিনাদোষে ও বিনাকারণে কেন মেরেছিলেন তা বলুন ! শিক্ষক মহোদয় বললেন, হে সম্রাট ! তুমি যখন জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদব-কায়দায় পূর্ণ দক্ষতা লাভ করলে, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তুমি তোমার পিতার পরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। তাই আমি ইচ্ছা করলাম তোমাকে যুলুম ও প্রহারের কষ্ট বুঝিয়ে দেবো যাতে তুমি কারো ওপর যুলুম না করো। তখন সে বলল, আল্লাহ্ আপনাকে এর যথার্থ প্রতিদান দিন ! তারপর সে তার শিক্ষাগুরুকে উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করার নির্দেশ দিল।

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করাও যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় যে কথাটি নবী করীম (সা) বলেছিলেন, তা এখানেও প্রযোজ্য। তিনি বলেছিলেন : মযলূমের অভিশাপকে তুমি ভয় করবে। কেননা তার অভিশাপ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরায় থাকে না।

এক রিওয়ায়েতে আছে—মযলূম বা নিপীড়িতের আর্তনাদ মেঘমালা ভেদ করে উপরে উঠে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "আমার সম্মান ও মাহাত্ম্যের কসম! আমি তোমাকে সাহায্য করবোই, তবে তা কিছুদিন পরে হলেও।"

জনৈক কবি বলেছেন :

توق دعا المظلوم ان دعاءه × ليرفع فوق السحب ثم يجاب

توق دعا من ليس بين دعائه × وبين اله العالمين حجاب

ولا تحسبن الله مطرحا له × ولا انه يخفى عليه خطاب
فقد صح ان الله قال وعزتى × لا نصر المظلوم وهو مثاب
فمن بم يصدق ذا الحديث فانه × جهول وإلاعقله فمصاب

"তোমারা মযলূমের অভিশাপকে ভয় করো। তার ফরিয়াদ মেঘমালার উপরে উঠে যায় এবং তারপর কবূল হয়। এমন লোকের অভিশাপকে ভয় করো যার ফরিয়াদ এবং সারাজাহানের মালিকের মাঝে কোন অন্তরায় নেই। তোমরা এটা মনে করো না যে, আল্লাহ্ তাকে উপেক্ষা করবেন আর এটাও মনে করো না যে, তার ফরিয়াদ আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছবে না।"

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইয্যতের কসম করে বলেছেন, "আমি মযলূমকে সাহায্য করবো এবং সে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে।" সুতরাং যে ব্যক্তি এ হাদীসকে বিশ্বাস করবে না, সে অজ্ঞ ও মূর্খ অথবা সে তার বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

**পরিচ্ছেদ**

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির হক আদায় না করা যুলুম। কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ধনী ব্যক্তির পক্ষে কারো হক আদায় না করা যুলুম। অপর এক বর্ণনায় আছে—ধনী ব্যক্তির দান থেকে বিরত থাকা যুলুম এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা এবং তাকে বন্দী করা হালাল।

**পরিচ্ছেদ**

স্ত্রীকে তার মোহর না দেওয়া এবং তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করা যুলুম।" নবী করীম (সা)-এর বাণী : ধনবান ব্যক্তির সমাজের অন্য লোকদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে একাকী থাকা যুলুমের নামান্তর এবং এজন্য তাকে অভিযুক্ত করা ও বন্দী করা বৈধ-এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন কোন এক লোকের বা কোন এক মহিলার হাত ধরে সকলকে ডেকে বলা হবে, এ লোকটি অমুকের পুত্র অমুক। এর কাছে কারো কোন পাওনা থাকলে সে যেন এসে তা নিয়ে যায়। তখন একজন মহিলা এসে তার পিতা অথবা ভাই অথবা স্বামীর কাছে এসে তার দাবি পেশ করবে। তারপর ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) এ আয়াতটি পাঠ করলেন :

فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ .

"সেদিন কোন আত্মীয় কোন আত্মীয়ের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবে না এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞেসও করবে না।"

বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তিনি তার নিজের হক মাফ করে দেবেন কিন্তু মানুষের হক তিনি ক্ষমা করবেন না। তারপর ঐ লোকটিকে জনতার

সামনে দাঁড় করে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : এসো, হকদারগণ ! তোমাদের যার যে পাওনা আছে নিয়ে যাও। তারপর হকদাররা এসে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন, তোমরা এর নেক আমল থেকে দাবিদারদের প্রাপ্য অনুযায়ী দিতে থাক। যদি সে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হয় এবং দাবিদারদের দিয়ে কিছু নেক অবশিষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ্ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাকে জান্নাতে যেতে দেবেন। আর যদি সে বদকার লোক হয় তবে তার নেক আমল দেওয়া শেষ হয়ে গেলে ফেরেশতাগণ বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! এর নেক আমল শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও তার নিকট লোকের পাওনা রয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তাদের পাপগুলো একে দিয়ে দাও। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীসে— নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন : "তোমরা কি জান, দরিদ্র ব্যক্তি কে ? তারপর তিনি স্বয়ং বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র হলো ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ইত্যাদি আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু এক ব্যক্তি এসে বলবে, সে আমাকে গালি দিয়েছে, অপর এক ব্যক্তি বলবে, সে আমাকে মেরেছে, আবার কেউ বলবে, সে অন্যায়ভাবে আমার সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। অতঃপর তার নেক আমল থেকে তাদের দাবি পূরণ করা হবে। যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায় এবং দাবিদার আরও থাকে, তবে অভিযোগকারীদের পাপ তাকে দেওয়া হবে এবং তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম)

**পরিচ্ছেদ**

কোন শ্রমিক বা লোককে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেওয়াও যুলুম। সহীহ আল-বুখারীতে আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো তাকে অভিযুক্ত করে ছাড়বো। এরা হলো ; (১) যে ব্যক্তি আমার সাথে ওয়াদা করে বিশ্বাসঘাতকতা করে; (২) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন লোককে বিক্রয় করে তার মূল্য ভোগ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু তার মজুরি পরিশোধ করে না।"

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন ইয়াহূদী বা খ্রিস্টানের ওপর যুলুম করে অথবা কাউকে অসম্মান করে বা হেয়প্রতিপন্ন করে অথবা তাকে দিয়ে শক্তির অতিরিক্ত কাজ করায় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন প্রকার অর্থ বা সুযোগ আদায় করে, তবে আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো—এর আওতাভুক্ত ও অভিযুক্ত হবে। আর ঐ ব্যক্তি এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ যুলুমের অপরাধে অভিযুক্ত হবে যে কারো নিকট থেকে ঋণ করে কসম করে তা অস্বীকার করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ওপর

জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেবেন এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। যদি কোন সামান্য বস্তু নষ্ট করা হয়, তাহলেও কি এই হুকুম প্রযোজ্য হবে ? তিনি বললেন, যদি তা এরাক গাছের একটি শাখাও হয়।"

কবি বলেছেন :

فخف القصاص غدا اذا وفيت ما
كسبت يداك اليوم بالقسطاس
فى موقف ما فيه الاشاخص
او مهطع او مقنع للراس
اعضاء هم فيه الشهود وسجنهم
نادو حاكمهم شديد الباس
ان تمطل اليوم الحقوق مع الغنى
فغدا تؤديها مع الافلاس

"আজ তুমি যা উপার্জন করছো তার প্রতিদান কিয়ামতের দিনে সঠিকভাবে ও পূর্ণমাত্রায় পাবে। তাই ভবিষ্যতের বিচারকে হালকা করো। এ বিচার এমন এক স্থানে হবে, যেখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা লজ্জার সাথে বিনীত নয়নে দেখা অথবা লজ্জিত অবস্থায় মাথা তুলে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য দেবে। জাহান্নাম হবে তাদের জন্য জেলখানা এবং তাদের বিচারক হবেন মহা ক্ষমতাবান। আজ ঐশ্বর্য থাকা অবস্থায় তুমি যদি কোন লোকের হক নষ্ট করো, তা' আগামী দিনে এমন এক সময় ফিরিয়ে দিতে হবে যখন তুমি হবে সহায়-সম্বলহীন নিঃস্ব।"

বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন বান্দার নিকটে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যাপার হবে এমন কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া যার ওপর সে যুলুম করেছিল। এই ভয়ে যে, সে তার যুলুমের প্রতিশোধ চেয়ে বসে না-কি। যেমন নবী করীম (সা) বলেছেন :

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ .

"কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিংওয়ালা ছাগল হতে শিংবিহীন ছাগলের দাবিও আদায় করা হবে।"

(মুসলিম ও তিরমিযী)

নবী করীম (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন লোকের ধন-সম্পদ বা মান-সম্মান অন্যায়ভাবে নষ্ট করেছে, সে যেন আজই তা পরিশোধ করে দেয়—ঐদিন আসার পূর্বে যেদিন কারো কাছে টাকাকড়ি থাকবে না। যদি তার কাছে নেক আমল থাকে

তবে তা যুলুম অনুপাতে অত্যাচারিত ব্যক্তি গ্রহণ করবে। আর যদি তার কাছে নেক আমল না থাকে তবে সে মযলূমের বদ আমল নেবে এবং তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (বুখারী ও তিরমিযী)

আবদুল্লাহ্ ইবন আবুদ্ দুন্য়া (র) হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যারা আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ নিয়ে আসবে তারা হলো স্বামী ও স্ত্রী। আল্লাহ্র কসম! তার মুখ সেদিন কিছুই বলতে পারবে না। সে স্বামীর প্রতি কিরূপ দুর্ব্যবহার করেছে হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে সে তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করেছে, না খারাপ ব্যবহার করেছে। তারপর মালিক ও চাকর-বাকর এবং অন্যান্য কর্মচারিকে ডাকা হবে। তাদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা নেয়া হবে না বরং যালিমের নেক আমল মযলূমকে দেওয়া হবে এবং মযলূমের পাপের বোঝা যালিমের ঘাড়ে চাপানো হবে। তারপর যালিমদের লোহার শিকলে বেঁধে আনা হবে এবং বলা হবে তাদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও।"

কাযী শুরাইহ্ (র) বলেছেন, যালিম ও যারা অপরের প্রাপ্য যথাযথ আদায় করে না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে যে, যালিম আযাবের জন্য অপেক্ষা করছে এবং মযলূম ব্যক্তি সাহায্য ও সওয়াবের আশায় প্রতীক্ষা করছে।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তির কল্যাণ করতে চান তার ওপর যুলুম করার জন্য কোন যালিমকে তার ওপর ক্ষেপিয়ে দেন। তাউস আল-য়ামানী একবার হিশাম ইব্নে আবদুল মালিকের নিকট গিয়ে তাকে বললেন, তুমি ঘোষণার দিনের জন্য আল্লাহ্কে ভয় করো এবং যুলুম থেকে বিরত থাকো। হিশাম বলল, ঘোষণার দিন কোন্‌টি ? তাউস বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ .

"তখন একজন ঘোষক বা আহ্বায়ক ডেকে বলবে, যুলুমকারীদের ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ।" (সূরা আরাফ : ৪৪) এ কথা শুনে হিশাম চিৎকার করে ওঠলেন। তখন তাউস বললেন, যুলুমের পরিণতি সম্পর্কে পরিচিত হবার পর যার এ শোচনীয় অবস্থা যুলুমের শাস্তি যখন ভোগ করতে হবে তখন কি দশা হবে ? ওহে মানুষ! যারা যালিম নামে পরিচিত হতে সম্মত আছো, তোমরা আর কত অত্যাচার চালাবে ? জাহান্নাম হলো কয়েদখানা এবং বিচারক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্।

### পরিচ্ছেদ

### যুলুম করা থেকে বেঁচে থাকা এবং যালিমদের সাথে ওঠাবসা ও তাদের সহযোগিতা না করা প্রসঙ্গে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ .

"যারা যুলুম করে তোমরা তাদের কাছেও যেয়ো না। এখানে (الركون) শব্দের অর্থ কোন বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা এবং ভালবাসার আকর্ষণে কোনদিকে ঝুঁকে পড়া।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা ভালবাসার জন্য তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। তাদের সাথে নরম কথা বলো না এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।

সুদ্দী এবং ইব্‌ন যায়দ (র) বলেছেন, তোমরা যালিমকে তোষামোদ করো না। ইকরামা (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন—এর অর্থ হলো যালিমদের অনুসরণ করা এবং তাদের ভালবাসা। আবুল আলিয়া বলেছেন—তোমরা ওদের কাজকে সমর্থন করবে না, তাহলে তোমরা জাহান্নামে যাবে এবং জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

বস্তুত আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু বা অভিভাবক নেই—এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেছেন, এমন কেউ নেই যে তোমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে এবং তার আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কেউ সাহায্য করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجُهُمْ .

"যারা অত্যাচার করেছে এবং তাদের যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে, তাদের উপস্থিত করো।" (সূরা সাফফাত : ২২)

ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

سيكون امراء يغشاهم غواش او حواش من الناس يظلمون ويكذبون فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه . ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وانا منه .

"অচিরেই এমন কিছু নেতা বা শাসকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কিছু সংখ্যক (তোষামোদকারী) লোকদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। তারা নিজেরাও যুলুম করবে এবং মিথ্যা বলবে। অতঃপর, যারা এসব যালিমের সাথে চলাফেরা করবে এবং তাদের মিথ্যাকে সমর্থন করবে এবং তাদেরকে অত্যাচারে সাহায্য করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের নই। আর যারা তাদের সংস্পর্শে যাবে না এবং তাদের সাহায্য করবে না, তারা আমার দলভুক্ত এবং আমিও তাদের সাথে থাকবো।" (আহমাদ)

ইব্‌ন মাসউদ (রা) আরও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا سُلِّطَ عَلَيْهِ .

"যে ব্যক্তি কোন যালিমকে সাহায্য করলো তার ওপর অন্য কেউ যুলুম করবে।"

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) বলেছেন : যারা অত্যাচারীকে সাহায্য করে তাদের প্রতি তোমরা অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে। অন্যথায় তোমাদের নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

মাকহুল দামাশ্‌কী (র) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক আহ্বানকারী ডেকে বলবে, যালিমগণ ও তাদের সহযোগিতাকারীরা কোথায় ? তখন (দুনিয়াতে) যারা যালিমদের কাগজ, কলম, দোয়াত ও কালি ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করেছে, তাদের সকলেই উপস্থিত হবে। তারপর তাদেরকে ঘেরাও করে একটি আগুনের সিন্দুকে রাখা হবে। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এক দরজি সুফিয়ান সাওরী (র)-এর নিকট এসে বলল, আমি বাদশাহ্‌র কাপড় সেলাই করে থাকি। এতে আমাকে কি যালিমের সাহায্যকারী বলে গণ্য করা হবে ? সুফিয়ান সাওরী (র) বললেন, তুমি তো শুধু যুলুমের সাহায্যকারীই নও, বরং তুমি নিজেই নিজের ওপর যুলুম করছো। আর যারা তোমার কাছে সুঁই ও সূতা বিক্রয় করছে, তারা যালিমের সাহায্যকারী বলে গণ্য হবে।

নবী করীম (সা) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম ঐসব ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে যাদের হাতে চাবুক থাকতো এবং তা দিয়ে যালিমের সামনে অন্য লোকদের কশাঘাত করতো।"

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, যালিম শাসকের সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী কর্মচারিগণ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের কুকুর হবে। বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলগণ যুলুমের সীমা অতিক্রম করলে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, বনী ইসরাঈলরা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা যারা আমাকে স্মরণ করবে আমিও তাকে স্মরণ করবো। আর তাদেরকে স্মরণ করা হলে বস্তুত তা হবে তাদের ওপর অভিশাপ নিক্ষেপ করা।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তাদের মধ্য থেকে যে আমাকে স্মরণ করবে, আমি তার ওপর অভিশাপ প্রেরণের মাধ্যমে স্মরণ করব। (তাঁবারানী)

নবী করীম (সা) বলেছেন : যেখানে অন্যায়ভাবে কোন লোককে মারধর করা হয় সেখানে গিয়ে তা প্রতিহত করার মত ক্ষমতা যদি তোমাদের না থাকে তবে তোমরা সেখানে থাকবে না! কারণ এই স্থানে যারা উপস্থিত থাকে, তাদের সকলের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয় যদি তা প্রতিহত করা না হয়।

ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তিকে দাফন করার পর বলা হবে, আমরা তোমাকে একশোবার প্রহার করবো। সে তাদের কাছে আকুল মিনতি জানাতে থাকবে। অবশেষে তারা শুধু একটি চাবুক মেরে ছেড়ে দিতে রাযী হবে এবং একটিমাত্র চাবুক মারবে। এতে তার কবরে আগুন জ্বলে উঠবে। তখন সে বলবে, তোমরা আমাকে কেন এ চাবুকটি মারলে ? তারা বলবে, তুমি অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়েছো এবং এক মযলূম (অত্যাচারিত) লোকের পাশ

দিয়ে গিয়েছ অথচ তাকে সাহায্য করনি।" লোকটির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য না করার অপরাধে যদি এই শাস্তি হয় তবে যে ব্যক্তি অত্যাচার করেছে, সে যালিমের শাস্তি কত কঠিন হবে ? (তাবারানী)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

أُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ .

"তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য করো চাই সে যালিম হোক অথবা মযলূম। এক ব্যক্তি আরয করলো—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মযলূম হলে তো আমি তার সাহায্য করবো কিন্তু যালিম হলে সাহায্য করবো কিভাবে ? তিনি বললেন, তাকে যুলুম করা থেকে ফিরিয়ে রাখবে এটাই তাকে সাহায্য করা হবে।"

কথিত আছে যে, কোন এক আরিফ পুণ্যবান লোক বলেছেন—আমি এমন এক লোককে স্বপ্নে দেখলাম, যে যালিম এবং জবরদস্তি করে কর আদায়কারীদের সাহায্য করতো। লোকটিকে তার মৃত্যুর বহুকাল পরে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় স্বপ্নে দেখতে পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অবস্থা কেমন ? সে বলল, অত্যন্ত দুরবস্থায় আছি। তারপর আমি বললাম, তুমি কোথায় আছো? সে বলল, আল্লাহ্র আযাবে লিপ্ত আছি। আমি বললাম, যালিম লোকটির অবস্থা কি ? সে বলল, অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছে, তুমি কি শোননি যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

وَسَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ .

"যালিমগণ শীঘ্রই জানতে পারবে যে তার গন্তব্য কোথায় ?"

বর্ণিত আছে যে, অপর এক বুযর্গ বলেছেন : আমি এক লোককে দেখতে পেলাম যার হাত কাঁধ পর্যন্ত কাটা। সে লোকদের চিৎকার করে ডেকে বলছে—যে আমাকে দেখেছে সে যেন কারো ওপর যুলুম না করে। অতঃপর আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, হে ভাই! তোমার ঘটনা কি ? সে বলল, হে ভাই। আমার কাহিনী খুবই আশ্চর্যজনক। ঘটনাটি হলো, আমি ছিলাম যালিমের সহযোগিতাকারীদের একজন। একদিন এক মাছ শিকারীকে বড় একটি মাছ শিকার করতে দেখে আমার লোভ হলো। অতঃপর আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, মাছটি আমাকে দাও। সে বলল, না আমি এ মাছটি তোমাকে দিতে পারবো না। এটি বিক্রয় করে তার মূল্য দিয়ে আমি আমার পরিবারের জন্য খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করবো। তখন আমি তাকে মারধর করে জোরপূর্বক মাছটি নিয়ে গেলাম। যখন আমি মাছটি নিয়ে ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন মাছটি জোরে আমার বৃদ্ধ আঙ্গুলটি কামড়ে ধরলো। আমি সেটা নিয়ে ঘরে এলাম এবং তা হাত হতে নিক্ষেপ করে দেখলাম যে, আমি হাতে খুব ব্যথা পেয়েছি।

রাতে ব্যথায় আমার ঘুম হলো না এবং আমার হাত ফুলে গেল। সকাল হলে আমি ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম এবং আমার ব্যথার কথা বললাম। সে বলল, তোমার হাতে পচনধরা রোগ হয়েছে। এ আঙ্গুলটি কেটে ফেলতে হবে অন্যথায় তোমার হাত কেটে ফেলতে হবে। অতঃপর সে আমার বৃদ্ধ আঙ্গুলটি কেটে ফেলে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। অসহ্য ব্যথায় আমার আর ঘুম হলো না। তারপর আমাকে বলা হলো কব্জি পর্যন্ত তোমার হাত কেটে ফেল। তাই করা হলো কিন্তু তারপরও ব্যথা রয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে ব্যথা উপরের দিকে বিস্তার লাভ করতে থাকলো এবং ব্যথায় আমি চিৎকার করছিলাম। আমাকে বলা হলো, হাতটি কনুই পর্যন্ত কেটে ফেল। তাই করলাম। তারপর ব্যথা বাহুর দিকে বিস্তার করতে থাকলো এবং ব্যথা ও কষ্ট চরমরূপ ধারণ করলো। আমাকে বলা হলো—তোমার হাতটি কাঁধ পর্যন্ত কেটে ফেলো। অন্যথায় তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। তখন তাও করলাম। এরপর এক ব্যক্তি আমার দুরবস্থার কথা জানতে চাইলে আমি তাকে মাছের ঘটনাটি বললাম। সে বলল, তুমি যদি প্রথম অবস্থায় মাছওয়ালার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে তাকে রাযী করে নিতে, তাহলে তোমার হাতটি কাটতে হতো না। অতএব, তুমি ব্যথা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে এখনই গিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে নাও। আমি তাকে খোঁজ করার জন্য শহরে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে তাকে পেয়ে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। সে বলল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি ঐ ব্যক্তি যে তোমার নিকট থেকে জোরপূর্বক মাছ কেড়ে নিয়েছিল। আমি তাকে আমার দুরবস্থার কথা বললাম এবং আমার হাত দেখালাম। সে আমার অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললো। অতঃপর সে বলল, ভাই! আমি তোমার এ বিপদ দেখে অত্যন্ত পীড়িত হলাম এবং তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি বললাম, হে আমার মালিক! আমি তোমার নিকট থেকে যে মাছটি কেড়ে নিয়েছিলাম সেজন্য কি তুমি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলে? সে বলল—হ্যাঁ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মুনাজাত করেছিলাম, হে আল্লাহ্! আমি দুর্বল বলে সে জোরপূর্বক তোমার দেওয়া আমার রিয্ক কেড়ে নিয়েছে। তুমি আমাকে এ ব্যাপারে তোমার ক্ষমতা দেখাও। তখন আমি বললাম, ভাই! আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাকে তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছেন। আমি মহান আল্লাহ্র কাছে তওবা করছি, আমি আর কখনও অত্যাচার করবো না এবং আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন কখনও যালিমদের কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবো না এবং এপথ মাড়াবো না। আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করুন!

### উপদেশ

বন্ধুগণ! মৃত্যুর কালো থাবা কত মানুষকে যে গৃহহারা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত প্রতিবেশীর সাথে সে অপ্রতিবেশিসুলভ আচরণ করে ধরাশায়ী করেছে সে খবর

কে রাখে এবং স্থায়িত্বলাভের পর ঝরণাধারার মত কত চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত করেছে তা কে জানে ? কবি বলেন :

يا معرضا بوصال عيش ناعم
ستصد عنه طائعا او كارها
ان الحوادث ترعج الاحرار عن
او طانها والطير عن او كارها

"ওহে আরাম-আয়েশে নিমজ্জিত ব্যক্তি! যে এর অন্যথা কল্পনাও করতে পার না অনতি বিলম্বে তোমাকে এ সুখ নিদ্রা থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করা হবে, তা তোমার ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ শান্তিকামী ও স্বাধীনচেতা মানুষকে অশান্তির মধ্যে ঠেলে দেয় এবং তাকে গৃহহারা করে আর পাখিকে করে নীড়হারা।"

একদিন যারা সারা পৃথিবীর মালিক ছিল তারা আজ কোথায় ? কোথায় তারা যারা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আবাদ করেছিল, যারা বাগ-বাগিচাদ্বারা সুশোভিত করেছিল পৃথিবীকে, পূর্ণ করেছিল নিজেদের বাসনা এবং কত ঘাড়ে তারা হয়েছিল সাওয়ার ? হঠাৎ অশুভ পাঁয়তারা শুরু হলো। তাদের তামাশার মাঝে দুঃসংবাদ বয়ে এলো, তাদের ওপর বজ্রপাত ও বিদ্যুতের চমক ভীতির সঞ্চার করলো। মাথার কাল চুল পেকে সাদা হয়ে গেল। যে সব বন্ধু ছিল তার নিত্য সহচর তারা তাদের ঘৃণা করতে লাগলো, প্রকৃত বন্ধুরা তাকে পরিত্যাগ করলো এবং সৃষ্টির প্রতিবেশীর থেকে স্রষ্টার প্রতিবেশীতে পরিণত হলো। যে মৃত্যুকে সে গুরুত্ব দেয়নি সেই মৃত্যু এসে অবতরণ করলো, বন্ধুদের সম্মান প্রদর্শনের পর তার পরিবর্তে জোরপূর্বক অপমান চেপে বসলো। তার শরীরকে কীটপতঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দিল তার কাপড় চোপড় ছিন্নভিন্ন করার মত এবং অত্যন্ত অশান্তির জীবন শুরু হলো। বন্ধুদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, সে যেন কোনদিন ছিলোই না। আল্লাহর কসম! বিরত থাকায় তার কোন উপকার হলো না। তার ধন-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারলো না, বরং নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্পদ ও পাথেয় তাকে কষ্ট দিতে শুরু করলো। সে অত্যাচারী ও আক্রমণকারীদের শিক্ষার উপকরণে পরিণত হলো। কষ্টদায়ক দূরত্বে পথ কেটে গেল। সে যামিন ও বন্ধক হিসাব রয়ে গেল। কেউ জানে না যে, সে ধ্বংস হয়েছে, না সফল হয়েছে। এটা তোমার হলো কয়েকদিনে। এখন আর তা তোমার নিকট স্বপ্নের বস্তু নয়। দুনিয়া তোমার কাজে আসছে না, আগামীতে তোমার কাছে দুনিয়া হবে সম্পূর্ণ গোপন বস্তু তা তুমি কি শোননি। তোমার-আমার তথা সকলের জীবনেই একদিন এ অবস্থা আসবে। তোমার ধ্বংস হোক! একথা কি তোমার মাঝে কোন প্রভাব বিস্তার করেছে ?

## ২৭. বিক্রয়কর বা তোলা আদায় করা

বিক্রয় কর বা তোলা আদায়কারী আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর আওতায় পড়ে। আল্লাহ্ বলেছেন :

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের ওপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।" (সূরা শূরা : ৪২)

বিক্রয়কর আদায়কারিগণ হলো যুলুমের প্রধান সহযোগী। বস্তুত সে ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেদের ওপর যুলুম করে। কেননা সে যা গ্রহণ করে তাতে তার কোন অধিকার নেই এবং যাকে দেয় তারও কোন অধিকার নেই। তাই তো নবী করীম বলেছেন : اَلْمَكَّاسُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ "বিক্রয়কর বা তোলা আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

"বিক্রয়কর আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (আবূ দাউদ)

যেহেতু সে মানুষের ওপর যুলুম করে তাই তার জন্য এ ব্যবস্থা। সে মানুষের নিকট থেকে যা গ্রহণ করে কিয়ামতের দিন সে তা কোথা থেকে ফেরত দেবে ? যদি তার নেক আমল থাকে তবে মযলূমরা তার নেক আমল গ্রহণ করবে। সে নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের আওতায় আসে :

"তোমরা কি জান দরিদ্র কে ? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। যার কাছে টাকা-পয়সা এবং অর্থ-সম্পদ নেই সেই তো আমাদের মধ্যে দরিদ্র। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র হবে ঐ ব্যক্তি যে নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, যাকাত দিয়েছে এবং হজ্জ করেছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে যে, সে অমুককে গালমন্দ করেছে, অমুককে মারধর করেছে এবং অমুক ব্যক্তির মালামাল আত্মসাৎ করেছে। অতঃপর অভিযোগকারীরা তার নেক আমলসমূহ নিয়ে যাবে। যদি পাওনা পরিশোধের আগে তার নেকী শেষ হয়ে যায় তবে সে তাদের পাপ নিজের ঘাড়ে নেবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম ও তিরমিযী)

যে মহিলা ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে স্বেচ্ছায় প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে—সে এমন তওবা করলো যদি বিক্রয়কর আদায়কারী অনুরূপ তওবা করতো তাহলে তাকে ক্ষমা করা হতো অথবা তার তওবা কবূল করা হতো। (রাবীর সন্দেহ) টোল বা তোলা আদায়কারী ডাকাত সমতুল্য এবং সে চোরদের অন্তর্ভুক্ত। তোলা আদায়কারী, তার লেখক, সাক্ষী এবং তা গ্রহণকারী, শহরপতি, লেখক যেই হোক সকলেই সমভাবে সুদখোর ও হারামখোর বলে গণ্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ اَلنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ ·

"হারাম খাদ্য থেকে উৎপাদিত গোশত জান্নাতে যাবে না। জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত স্থান।"

'সুহত' হলো প্রত্যেকটি হারাম জিনিস যা উল্লেখ করাই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ·

"বল, পবিত্র ও অপবিত্র উভয় সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের কাছে চমকপ্রদ মনে হয়।"

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করতাম এবং এ ব্যবসার মাধ্যমে আমি কিছু অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করেছি। আমি যদি এ সম্পদ আল্লাহ্র পথে বা নেককাজে ব্যবহার করি, তাহলে কি আমি সওয়াব পাবো? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "তুমি যদি তা দিয়ে হজ্জ করো অথবা জিহাদ করো অথবা দান করে দাও, তা আল্লাহ্র কাছে একটি মশার ডানার সমান বলেও বিবেচিত হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছুই কবূল করেন না।" আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত কথার সমর্থনে এই আয়াত নাযিল করলেন :

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ·

"বলুন, পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের নিকট চমকপ্রদ মনে হয়।" আতা এবং হাসান (র) উভয়ে বলেছেন : এখানে পবিত্র ও অপবিত্রদ্বারা যথাক্রমে হালাল ও হারামকে বুঝানো হয়েছে।

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই।

## ২৮. হারাম খাওয়া—তা যেভাবেই হোক

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۔

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" অর্থাৎ অবৈধভাবে একে অপরের মাল আত্মসাৎ করো না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মানুষ তার ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকে। বাতিল বা অবৈধভাবে মালামাল আত্মসাৎ করার দু'টি পদ্ধতি হতে পারে। এর একটি পদ্ধতি হলো, যুলুমের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা। যেমন জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া, গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা ও চুরি করা। অপর অবৈধ পদ্ধতিটি হলো প্রহসন এবং খেলার মাধ্যমে অর্থ লাভ করা। যেমন জুয়া, হাউজী, লটারী ইত্যাদি খেলার মাধ্যমে অর্থ লাভ।

সহীহ আল-বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "মানুষের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা আল্লাহ্র দেয়া অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে কুক্ষিগত করার জন্য সুযোগ সন্ধানে থাকে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।" এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন : "কোন ব্যক্তি দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে এসে দূলো-ধূসরিত অবস্থায় আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক, হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম এবং তার পোশাকও হারাম এবং সে হারামের মাঝে লালিত-পালিত। সুতরাং তার দু'আ কিভাবে কবূল হবে?"

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের দু'আ কবূল করেন। নবী করীম (সা) উত্তরে বললেন : "হে আনাস! তুমি তোমার উপার্জনকে পবিত্র (হালাল) করো, তা হলে তোমার দু'আ কবূল হবে। কোন ব্যক্তি যদি এক লোকমা হারাম খাবার তার মুখে তুলে নেয়, তাহলে চল্লিশ দিন তার দু'আ কবূল হয় না।"

বায়হাকী বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তোমাদের মাঝে রিয্ক বন্টন করেছেন, তেমনি তোমাদের মধ্যে আখলাকও দান করেছেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়া দান করেন। আর যে দুনিয়াকে ভালবাসে না, তাকেও দুনিয়া দান করেন কিন্তু দীন কেবল তাকেই

দান করেন যে, দীনকে ভালবাসে। আল্লাহ্ যাকে দীনদারী দান করেছেন, তাকে তিনি ভালবাসেন। কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপায়ে মাল উপার্জন করে তা হতে ব্যয় করে এবং দান-সাদকা করে, আল্লাহ্ তাতে বরকত দান করেন না এবং তা কবূলও করেন না। আর যদি তা উত্তরাধিকারের জন্য রেখে যায়, তা তার জন্য জাহান্নামের পাথেয় হবে। আল্লাহ্ পাপ দ্বারা পাপ মোচন করেন না, বরং নেকদ্বারা পাপ মোচন করেন।" (আহ্‌মাদ)

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "দুনিয়া সবুজ রঙের মিষ্টিবিশেষ। যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে উপার্জন করবে এবং সঠিক পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তাকে সওয়াব দান করবেন এবং জান্নাতের অধিবাসী করবেন। আর যে ব্যক্তি অবৈধ জিনিস উপার্জন করবে এবং হারাম বা অবাঞ্ছিত পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তাকে অপমানজনক স্থান অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। কিয়ামতের দিন এমন অনেক লোক জাহান্নামে যাবে যারা দুনিয়াতে হারাম উপার্জনের সন্ধানে থাকতো।"

নবী করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে অর্থ উপার্জন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করাতে পরোয়া করবেন না।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন : "হারাম উপায়ে উপার্জিত খাদ্য মুখে দেওয়ার চেয়ে মাটি দিয়ে মুখ পুরে দেওয়া উত্তম।"

ইউসুফ ইব্‌ন আসবাত (র) বলেছেন, যখন কোন যুবক ইবাদত ও নেক আমলে ব্রতী হয়, তখন শয়তান তার সহযোগীদের বলে, তোমরা খোঁজ-খবর নিয়ে দেখ তার রুযী-রোযগার কোন পথে আসে ? যদি তার আয়-উপার্জন অর্থাৎ খাদ্য হারাম হয় তবে শয়তান বলে, তাকে ছেড়ে দাও, সে যত পারে ইবাদত করুক তার জন্য সে নিজেই যথেষ্ট। হারাম পানাহাররত অবস্থায় তার কোন প্রচেষ্টাই কোন কাজে আসবে না। ইউসুফ ইব্‌নে আসবাতের এ উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যায় নবী করীম (সা)-এর এ বাণীতে :'যে ব্যক্তির খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আয়-উপার্জন হারাম তার দু'আ কি করে কবূল হবে ?'

হাদীস শরীফে আছে, একজন ফেরেশতা বায়তুল মাকদাস হতে দিনরাত ঘোষণা করতে থাকে—যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন খাবে, তার কোন নফল এবং ফরয ইবাদত আল্লাহ কবূল করবেন না।"

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (র) বলেন, হালাল কি হারাম এরূপ সন্দেহজনক একটি দিরহাম গ্রহণ করার চেয়ে একলক্ষ টাকা সাদকা করাকে আমি শ্রেয় বলে মনে করি।

নবী করীম (সা) বলেছেন : কোন ব্যক্তি হারাম মালদ্বারা হজ্জ করতে গিয়ে লাব্বায়ক (হে আল্লাহ আমি উপস্থিত) বললে একজন ফেরেশতা তার উত্তরে বলে—তুমি উপস্থিত হওনি, তোমার কোন মঙ্গল নেই, তোমার হজ্জ তোমাকে ফেরত দেয়া হলো।" (তাবারানী)

ইমাম আহমাদ (র) তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ .

"কোন লোক যদি দশ দিরহাম দ্বারা একটি কাপড় ক্রয় করে এবং ঐ দিরহামগুলোর মধ্যে যদি একটি দিরহাম হারাম উপায়ে উপার্জিত হয়, তবে যতদিন সে ঐ কাপড় পরে নামায পড়বে তার নামায আল্লাহ্ কবূল করবেন না।"

ওয়াহাব ইব্‌ন ওয়ারদ (র) বলেন, তুমি যদি সীমান্তরক্ষীর মত রাত জেগে নফল ইবাদত করো তবে তা কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ না তুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ যে, তোমার পেটে হালাল যাচ্ছে না হারাম যাচ্ছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন : "যে ব্যক্তির পেটে হারাম খাদ্য যায়, আল্লাহ তা'আলা তার নামায কবূল করবেন না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র কাছে এ কাজ থেকে তওবা করে।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে প্রস্রাব দিয়ে কাপড় পবিত্র করে। কাপড় পানি ছাড়া পবিত্র হয় না এবং হালাল ছাড়া গুনাহের প্রায়শ্চিত হয় না।

হযরত উমর (রা) বলেছেন, হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকায় আমরা দশ ভাগের নয় ভাগ হালাল ছেড়ে দিতাম।

হযরত কা'ব ইবন উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ .

"ঐ দেহ জান্নাতে যাবে না যার পুষ্টিসাধন হয়েছে হারামদ্বারা।"

হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর একজন চুক্তিবদ্ধ গোলাম ছিল যে রোযগার করে তাঁকে দিত। সে প্রতিদিন তার উপার্জিত অর্থ নিয়ে আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসতো এবং তিনি তা কিভাবে উপার্জন করেছে তা জিজ্ঞেস করতেন। তারপর যদি তাঁর পছন্দ হতো তবে গ্রহণ করতেন অন্যথায় পরিত্যাগ করতেন। একদিন রাতে সে খাদ্য নিয়ে আসল। আবূ বকর (রা) সেদিন রোযা রেখেছিলেন। তিনি ভুলবশত এ খাদ্য খেয়েছিলেন এবং পরে সন্দেহ হলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখাদ্য কিভাবে লাভ করেছ ? সে বললো, আমি জাহিলী যুগে ভাগ্য গণনা করতাম। তবে আমি তখনও ভাল গণক ছিলাম না। মানুষকে ধোঁকা দিতাম (আজও তাই করছি)। একথা শুনে হযরত আবূ বকর বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি আমাকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছো। তারপর তিনি তাঁর হাত মুখে ঢুকিয়ে বমি করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে তা বের হলো না। কেউ কেউ বললো, পেটভরে পানি খেয়ে বমি করলে তা বেরিয়ে আসবে। তারপর তিনি পানি আনিয়ে পান করে বমি করতে লাগলেন এবং এভাবে বমি করে পেটে যা কিছু ছিল বের করে ফেললেন। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, এক গ্রাস খাবারের জন্য এত কিছু করার কি

প্রয়োজন ছিল ? উত্তরে তিনি বললেন, যদি প্রাণ বিসর্জন দিয়েও এই খাদ্য-লোকমা বের করতে হতো, তা করতেও আমি কোন প্রকার দ্বিধা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি—"যে সব দেহ হারাম খাদ্যে পুষ্ট, তা জাহান্নামের উপযোগী।"

আমার ভয় হলো হয়ত এ খাদ্য গ্রাসদ্বারা আমার দেহের কিছুটা পুষ্টি সাধিত হবে। ফলে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি উদ্ধৃত করা হয়েছে : "হারাম খাদ্যদ্বারা পুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

আলিমগণ বলেছেন, আর যারা এ পাপ কাজের অন্তর্ভুক্ত তারা হলো—মাক্কাস (তোলা গ্রহণকারী), আমানতের খিয়ানতকারী, ধোঁকাবাজ, চোর, অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী, সুদখোর ও সুদগ্রহীতা, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী, ঘুষখোর, ওজনে কমদানকারী এবং সামগ্রীর ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রয়কারী, জুয়াড়ী, যাদুকর, জ্যোতিষী, চিত্রকর বা প্রতিকৃতি তৈরিকারী, ব্যভিচারিণী, শোকগাথা পাঠকারিণী, ঐ দালাল যে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রেতার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করে এবং ক্রেতাকে অধিক মূল্যের সংবাদ দেয় এবং কোন স্বাধীন লোককে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করে।

### পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন এমন কিছু সংখ্যক লোককে উপস্থিত করা হবে যাদের নেককাজের পরিমাণ হবে তিহামার পাহাড়ের মত। অতঃপর যখন তা উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্ তা'আলা তা ধূলাবালির মতো উড়িয়ে দেবেন। তারপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। "সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এমনটি কেন হবে ? তিনি বললেন : "তারা নামায পড়তো, রোযা রাখতো, যাকাত দিতো এবং হজ্জ করতো কিন্তু তাদের সামনে হারাম গ্রহণের কোন সুযোগ আসলে তা হাতছাড়া করতো না। তাই আল্লাহ্ তাদের আমল বাতিল করে দেবেন।"

জনৈক বুযর্গ থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন এক নেককার লোককে মৃত্যুর পর একব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো, সে বললো, আপনার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? সে বললো, আল্লাহ্ আমার সাথে খুব ভাল আচরণ করেছেন তবে আমাকে জান্নাতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ আমি ধার নিয়ে তা ফেরত দেইনি।

### উপদেশ

আল্লাহ্র বান্দাগণ ! রাত এবং দিন কি আমাদের আয়ু শেষ করে দিচ্ছে না ? দুনিয়াবাসী কি ধীরে ধীরে পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে না ? সুস্থতার শেষে কি তা অসুস্থতায় পরিণত হয় না ? কুশলের পরিণতি কি পূর্ণতার অবনতি নয় ? আশার স্থায়িত্বের পরে কি মৃত্যুর আক্রমণ চলে না ? তুমি যাত্রা করা সম্পর্কে সংবাদ পাওনি অথচ ইনতিকালের সময় তো নিকটবর্তী। তোমাদের জন্য কি উপদেশ বর্ণনা করা হয়নি এবং উপমা ও উদাহরণ তুলে ধরা হয়নি ?

কবি বলেন—অনেক শক্তিশালী নম্র ও বিনয়ী লোক আছে যাদের জন্য সকল বন্ধুর ও উঁচু ঘাঁটি অতি সহজে অধীন হয়ে যায় এবং লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। সুতরাং দীর্ঘদিন নরম ও মোলায়েম পোশাক-পরিচ্ছেদ পরার পর তাকে মোটা ও খসখসে কাপড় পরানো হলো তার অসন্তুষ্টি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অনেক ফুটফুটে ও সুন্দর চেহারার সুন্দর রঙ ধূসর রঙে পরিবর্তিত হয়, অনেক উদীয়মান আলো পরে ডুবে গিয়ে অন্ধকারে পরিণত হয়। অনেক উঁচু পর্যবেক্ষণ অট্টালিকার নরম এবং নড়বড়ে খুঁটি রয়েছে। দুনিয়ার জন্য আফসোস ! ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং দায়িত্বে অবহেলা ছাড়া তার আর কি চরিত্র রয়েছে ? অতএব, তোমরা মুক্তির জন্য তাঁবু ওঠাবার পূর্বে পাথেয় তৈরি করো এবং নেক আমল করো।

ওহে সে ব্যক্তি, যে চাকচিক্যের সাথে জড়িত যার অবশিষ্ট আয়ু বিদ্যুতের চমকের ন্যায় অস্থায়ী হয়। হে প্রবৃত্তির দাবিতে অবশ্য করণীয় কাজগুলো বিনষ্টকারী ! তুমি কি সৃষ্টিকর্তার সাথে পাল্লা দিতে চাও এবং সৃষ্টজীবকে লজ্জা করো ? ওহে সকল প্রকার পাপাচারের সাথে উত্তম সম্পর্ক স্থাপনকারী ! সাবধান হও, অতি শীঘ্র এর প্রতিফল দেখতে পাবে। প্রবৃত্তির দোলনার প্রতি যারা আকৃষ্ট তারা ধ্বংসের জেলে নিক্ষিপ্ত। তুমি দুর্বল ব্যক্তিত্বের জন্য কান্নাকাটি করো, কেননা তুমি কান্নারই যোগ্য। ঐ ব্যক্তির জন্য বিস্ময় যে তার সাথীর মৃত্যু দেখে তার ধ্বংস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও নিজের পরিণামের ফয়সালা গ্রহণ করে না। পরকালের প্রতি বিশ্বাস তার অন্তরে গেঁথে গেছে এবং অচেতন ও গাফিল অবস্থায় চিত হয়ে শুয়ে কাটাচ্ছে। আর সে তার অপরাধের প্রতিফলের কথা ভুলে গেছে এবং তাঁর প্রতিপালক থেকে তার প্রবৃত্তির কাম্য আরাম ও আয়েশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সে যেন এ নিয়েই আছে এবং মৃত্যুর পেয়ালা পান করছে এবং তা পান করার জন্য আকুতি জানাচ্ছে। আর মৃত্যু তাকে পরিবার-পরিজন ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং তাকে তার কবরের দিকে প্রেরণ করেছে এবং তার সুদিনের পর কবরে অপমানিত হয়েছে। ওহে বিজ্ঞ ব্যক্তি ! তার কবরের ওপর কান্নাকাটি করো এবং চিৎকার করো। বহুবার ওয়ায-নসীহতের বাণী তার কানকে বিদীর্ণ করেছে কিন্তু সে তা আগ্রহের সাথে শ্রবণ করেনি এবং উপকৃত হতে চায়নি। অবশ্য তার কাছে উদ্দেশ্যের আলো প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সে উদ্দেশ্য থেকে অন্ধ রয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের সামনে উপদেশ বিকশিত হয়েছে সে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, যে অন্যের মৃত্যুদ্বারা ধোঁকাপ্রাপ্ত হয়েছে। তার কি হলো সে কাঁদছে না। আফসোস ! সেই কলবের জন্য যে হকের আলোচনা শুনেও ভীত হয় না। তার মাঝে কামনার থাবা প্রতিফলিত হয়েছে। ওহে সে ব্যক্তি যে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছো। তুমি কি ভেবে দেখেছো যে, তোমার যে বয়স চলে গেছে তা কি ফিরে পাবে ? যা অবশিষ্ট আছে সে সম্পর্কে সচেতন হও, বিরত থাকো এবং অনুরক্ত হও। বিপদ অত্যন্ত ভয়ংকর, হিসাব শক্ত, রাস্তা দীর্ঘ। তোমার প্রভুর আযাব অবশ্যই অবতীর্ণ হবে, যা কেউই রোধ করতে পারবে না।

## ২৯. আত্মহত্যা করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا. وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا.

"তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। এবং যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা (হত্যা) করবে, আমি অবশ্য তাকে অগ্নিদগ্ধ করব। আল্লাহ্র কাছে একাজ অতি সহজসাধ্য।"

(সূরা নিসা : ২৯-৩০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ওয়াহেদী (র) বলেছেন, وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না—" এর অর্থ হলো একে অপরকে হত্যা করো না, কেননা তোমরা একই দীনের অনুসারী। সুতরাং তোমরা যেন সকলে মিলে একই প্রাণ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) ও অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই।

একদল আলিমের মতে এ আয়াতের অর্থ হলো "তোমরা আত্মহত্যা করো না।" এ ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা সমর্থিত হয় আবূ মনসূর বর্ণিত হযরত আমর ইবন আ'স (রা)-এর একটি ঘটনার মাধ্যমে। হযরত আমর ইব্ন আস (রা) বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। আমার ধারণা হলো আমি যদি গোসল করি তাহলে মারা যাবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লাম। অতঃপর আমি এ ঘটনাটি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে পেশ করলে তিনি বললেন : হে আমর ! তুমি অপবিত্র অবস্থায় সাথীদের নিয়ে কি করে নামায পড়লে ?" আমি তখন গোসল করা থেকে বিরত থাকার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে বলতে শুনেছি "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" আমার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না। এ হাদীসদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতদ্বারা আমর (রা) আত্মহত্যা বুঝিয়েছেন এবং অন্যকে হত্যা করা বুঝাননি এবং এ ব্যাখ্যায় নবী করীম (সা)-ও প্রতিবাদ করেন নি। وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ "যে তা করবে"—আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ সূরার প্রথম হতে এ পর্যন্ত যে সব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা সবই এ আয়াতে বর্ণিত (وعيد) ভীতির অন্তর্ভুক্ত।

একদল আলিম বলেছেন, আয়াতে প্রদর্শিত ভীতি হারাম উপায়ে অপরের মাল আত্মসাৎ করা ও অন্যায়ভাবে নরহত্যা চালানোর ব্যাপারে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী عُدْوَانًا وَّظُلْمًا-এর অর্থ হলো আল্লাহ্র দেয়া নির্দেশ লংঘন করা।

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا "আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে একাজ অতি সহজ।" এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করার যে ওয়াদা করেছেন তা করা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ। জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের মধ্যে এক লোক আহত হয়েছিল এবং ব্যথায় ছটফট করছিল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে সে একখানা চাকু নিয়ে ক্ষত হাতটি কেটে ফেললো। তারপর সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে এবং সে মারা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার বান্দা তাড়াহুড়া করে আত্মহত্যা করেছে। আমি তারজন্য জান্নাত হারাম করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি লৌহ নির্মিত অস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে উক্ত অস্ত্রদ্বারা নিজেকে চিরকাল আঘাত করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে নিজ হাতে বিষপান করতে থাকবে ও জাহান্নামের আগুনে চিরদিন অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে স্বেচ্ছায় মারা যাবে, সে জাহান্নামের আগুনে চিরদিন নীচের দিকে নামতে থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সাবিত ইবনে দাহহাক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "কোন মুমিন ব্যক্তিকে অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার শামিল। যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে কাফির বলে অপবাদ দেবে, সে যেন তাকে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ করলো। আর যে ব্যক্তি যে বস্তুদ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সেই বস্তু দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। "সহীহ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি আহত হয়ে ব্যথায় ছটফট করছিল। সে তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার জন্য ধারাল ছুরিদ্বারা আত্মহত্যা করলো। এ ঘটনা জেনে নবী করীম (সা) বললেন : সে জাহান্নামে যাবে।"

### উপদেশ

আদম সন্তান ! তুমি কিভাবে ধারণা করলে যে, তোমার আমল খুবই মযবুত। তুমি কি জান যে তা নিশ্চিত ধোঁকা ? কি করে তুমি মালিকের সাথে সম্পৃক্ত কাজ-কারবার ছেড়ে দিলে অথচ তুমি কি জান যে তা উপকারী ? একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, রাস্তা অনেক দীর্ঘ তবুও তুমি কিভাবে পাথেয়-এর পরিমাণ হ্রাস করছো ? ওহে আমাদের থেকে বিমুখ ! এভাবে কতকাল আর তুমি ঘৃণা ও বিমুখতা প্রদর্শন

করবে ? ওহে সে ব্যক্তি যে বয়স ও মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন ! জেনে রাখ যে তোমার বয়স কমছে। ওহে সে ব্যক্তি যে তার আশার মরীচিকার পেছনে ধোঁকা খাচ্ছ এবং মৃত্যুর সামনে তার বয়স কাঁচিদ্বারা কাটা হচ্ছে। যে ব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার কারণে ধোঁকায় পড়ে আছ, প্রতিদিন তোমার আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। ওহে সে ব্যক্তি যার কিছু অংশ প্রতিদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং বাকি অংশও অতি শীঘ্র ধ্বংস হয়ে যাবে। ওহে সে ব্যক্তি যে পাথেয়-এর ব্যাপারে উদাসীন অথচ তোমাকে লিখিতভাবে এ ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়েছে। ওহে স্বল্প রক্ষিত, মৃত্যুর কবলে পতিত এবং অধিক বিমুখ ! ওহে সে ব্যক্তি যে ধ্বংসের দিকে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছ এবং কূপে পড়ে গেছো। ওহে সে ব্যক্তি যে হেসে কাটাচ্ছ আর ধ্বংসের চোখ ঘুমাচ্ছে না। এ সকল ভয়াবহ অবস্থা যার সম্মুখে সে কি করে ঘুমিয়ে সময় কাটাতে পারে ?

## ৩০. কথায় কথায় মিথ্যা বলা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ .

"সাবধান, মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ।"

قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ "মিথ্যাবাদীদের ধ্বংস হোক।" (সূরা যারিয়াত : ১০)

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী এবং মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা মুমিন : ২৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا .

"সত্যবাদিতা নেকীর দিকে পরিচালিত করে এবং নেকী জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকলে আল্লাহ্র নিকট তার নাম সিদ্দীক অর্থাৎ মহাসত্যবাদী বলে লেখা হয়। আর মিথ্যা অপকর্মের দিকে পরিচালিত করে। অপকর্ম জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। যখন কোন লোক সদা সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্র নিকট কায্যাব অর্থাৎ মহামিথ্যাবাদী বলে তার নাম লেখা হয়।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে। নবী করীম (সা) বলেছেন :

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ وَاِنْ صَلّٰى وَصَامَ وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ، وَاِذَا ائْتُمِنَ خَانَ .

"মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং মনে করে যে, সে একজন মুসলমান। যখন সে কোন কথা বলে তা মিথ্যা বলে, সে ওয়াদা

করলে তা ভঙ্গ করে, আর তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন :

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا كَانَ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

"যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে সে হবে খাঁটি মুনাফিক, আর যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে যতক্ষণ সে তা পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ তার মধ্যে মুনাফিকের স্বভাব আছে বলে বিবেচিত হবে—যখন তার কাছে আমানত রাখা হবে সে তা খিয়ানত করবে। সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে। আর যখন সে কারো সাথে ঝগড়া বা প্রতিবাদে লিপ্ত হবে তখন সে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করবে।"

সহীহ্ আল-বুখারীতে নবী করীম (সা)-এর স্বপ্নের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন : আমরা এক লোককে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় দেখতে পেলাম এবং অপর এক ব্যক্তিকে তার পাশে লোহার ছুড়ি নিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। সে ঐ লোকের মুখের দুই পাশ ভেতর থেকে বাইরের দিকে কাটছে এবং তার চোখ দুটোও কাটছে। সে একদিকের চোখ ও গাল কেটে সে যখন অপরদিকের চোখ ও গাল কাটতে থাকে, তখন আগেরদিকের চোখ ও গাল ঠিক হয়ে যায়। সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে তার চোখ ও গাল কাটতে থাকবে। নবী করীম (সা) বলেন, আমি তাদের দু'জন (সাথের ফেরেশতা দু'জন)-কে বললাম, এ লোকটি কে ? তারা বললো, সে সকালে ঘর থেকে বের হয়ে মিথ্যা কথা ছড়াতে থাকতো এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত একাজে লিপ্ত থাকতো।

নবী করীম (সা) আরও বলেন :

يَطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَتِ الْخِيَانَةُ وَالْكِذْبُ .

"ঈমানদারের পক্ষে সকল প্রকার গুনাহের সাথে জড়িয়ে পড়া সম্ভব। কিন্তু তার পক্ষে খিয়ানত করা ও মিথ্যা বলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।"

إِيَّاكَ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ .

"তোমরা কারো প্রতি অযথা সন্দেহ পোষণ করো না। কেননা ভুল ধারণা বা সন্দেহপূর্বক কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।" (বুখারী ও মুসলিম)

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের রয়েছে

কষ্টদায়ক শাস্তি। এরা হলো, বয়স্ক ব্যভিচারী পুরুষ, মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রপতি এবং অহংকারী দরিদ্র লোক।" (মুসলিম)

"যে ব্যক্তি মানুষের হাসির খোরাক সরবরাহ করার জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য দুর্ভোগ। তার জন্য আক্ষেপ ও তার জন্য জাহান্নাম।" (আহমাদ)

এরচেয়েও জঘন্য পাপ হলো মিথ্যা কসম করা। যেমন—মুনাফিকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

"ওরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম করে অথচ তারা জানে যে, তারা মিথ্যা বলছে।" (সূরা মুজাদালা : ১৪)

আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এরা হলো; (১) ঐ ব্যক্তি যে সচ্ছল ও ধন-দৌলতের মালিক হয়ে অসহায় পথিককে বঞ্চিত করে; (২) ঐ ব্যক্তি যে তার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করার সময় কসম করে বলে যে, আমি এ দ্রব্য এত টাকায় খরিদ করেছি অথচ তার ক্রয় মূল্য তা নয় এবং ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করে তা চড়া দামে ক্রয় করে এবং (৩) ঐ ব্যক্তি যে পার্থিব কোন সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করে এবং যদি ইমাম তাকে স্বার্থ দেয়, তাহলে সে তার আনুগত্য প্রদর্শন করে। আর যদি তাকে ইমাম (সুযোগ-সুবিধা) না দেয়, তবে সে আনুগত্য হতে বিরত থাকে।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ .

"সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে কোন কথা বললে এবং সে তোমার কথা বিশ্বাস করলো কিন্তু তুমি যে কথাটি বলেছো সেটি একটি মিথ্যা কথা।" (তিরমিযী)

হাদীস শরীফে আছে, "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলবে, তাকে দু'টি যবের বীজ দেয়া হবে জোড়া লাগানোর জন্য কিন্তু সে জোড়া লাগাতে পারবে না।" (বুখারী)

অর্থাৎ স্বপ্নে কিছুই দেখল না অথচ আমি এই স্বপ্ন দেখেছি বলা।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন : বান্দা যখন মিথ্যা বলে এবং মিথ্যার খোঁজে থাকে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। তারপর এভাবে তার সমস্ত অন্তর কাল হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলার দপ্তরে তার নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় লেখা হয়।

অতএব, একজন মুসলমানকে এমন কথা বলতে হবে যাতে কল্যাণ রয়েছে এবং আজেবাজে কথা থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করতে হবে। কেননা চুপ থাকার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। আর নিরাপত্তার সমতুল্য কোন বস্তু নেই। বুখারী শরীফে আছে, আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে তাকে ভাল কথা বলতে হবে অথবা চুপ করে থাকতে হবে।" এ সহীহ্ হাদীসদ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভাল কথা ছাড়া খারাপ কথা বলা উচিত নয়।

হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন মুসলমান সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন :

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

"যার কথা এবং হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, কোন কোন মানুষ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এমন কথা বলে যা হারাম। সে ঐ কথার জন্য জাহান্নামের এত গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে যার দূরত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত।

ইমাম মালিক (র) তার মুয়াত্তায় বিলাল ইব্ন হারিস আল-মুযানী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কোন ব্যক্তি হয়ত এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, একথা যে এত বড় সুফল বয়ে আনবে সে ধারণাও তার থাকে না, এবং একথার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার ওপর সন্তুষ্টি লিখে ফেলেন। আবার কোন ব্যক্তি হয়ত এমন কথা বলে বসে যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। একথার কারণে আল্লাহ্ তার প্রতি এত অসন্তুষ্ট হতে পারেন সে ধারণাও তার থাকে না। আর এজন্য তার প্রতি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি কিয়ামত পর্যন্ত লেখা হয়ে যায়। এ ধরনের আরও বহু সহীহ্ হাদীস এ বিষয়ে রয়েছে। এখানে যেটুকু ইঙ্গিত করা হয়েছে তা-ই যথেষ্ট।

কোন এক বুযর্গকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি মানব জাতির মধ্যে কতগুলো দোষত্রুটি লক্ষ্য করেছেন ? তিনি বললেন, তা অসংখ্য। তবে আমি যা হিসাব করেছি তার পরিমাণ হলো আট হাজার। আর আমি এমন একটা স্বভাবের পরিচয় পেয়েছি যদি মানুষ তা পালন করে তাহলে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়। তা হলো জিহ্বাকে সংযত রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জিহ্বাকে সংযত রাখার এবং তাঁর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন।

**উপদেশ**

হে বান্দা! তোমার জীবনকাল তুমি নিজেই যদি নষ্ট করে ফেল, কেউ তা ধরে রাখতে পারবে না। শয়তানের মত অতবড় শত্রু আর কেউ নেই অথচ তুমি তারই

অনুকরণ করছো। তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করার চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই অথচ তুমি তার সহযোগিতা করছো। সুস্থতার সময়গুলোর মত মূল্যবান আর কিছু নেই অথচ তুমি তা অপচয় করছো। তোমার জীবনকাল থেকে বহু সময় চলে গেছে—চুলের গোছা সাদা হয়ে যাবার পর আর কি অবশিষ্ট রয়েছে ? ওহে সে ব্যক্তি যার দেহ উপস্থিত কিন্তু আত্মা অনুপস্থিত। বার্ধক্যজনিত ক্রটিগুলোই বড় বিপদ। বাল্যকাল এবং বন্ধুদের ভালবাসা চলে গেছে। চুলের গোছা সাদা হয়ে যাওয়াই ভীতি প্রদর্শন এবং উপদেশ প্রদানের জন্য যথেষ্ট। হে গাফিল! এ উদাসীনতাই দুশ্চরিত্র। বড় ভীতিকর অন্বেষণকারীর জন্য ক্রন্দন কোথায় ? সেই সময় কোথায় যা তুমি খেলাধুলায় নষ্ট করেছ। সেদিকে তুমি সর্বশেষে দৃষ্টি দিলে। কিয়ামতে তুমি সেসব গুনাহের জন্য কতইনা অশ্রু বিসর্জন করবে যা লেখকের দপ্তরে রেকর্ড করা হয়েছে ? আমার কি অবস্থা হবে বা কে হবে আমার সাহায্যকারী যখন আমি হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াবো এবং আমাকে বলা হবে যে, সকল কর্তব্যের ব্যাপারে তুমি কি করেছ ?

কি করে তুমি মুক্তির আশা করছো এবং বন্ধু-বান্ধবের সাথে খেলাধুলায় কাটাচ্ছ? যখন মিথ্যে ধারণার বশীভূত হয়ে তোমার আশার সঞ্চার হয়েছে। মৃত্যু একটি শক্ত ঘাঁটি যার পানীয় তিক্ত। তার অপকারিতা পেয়ালার সাথেই অন্তরে অনুভূত হবে। অতএব, তুমি অদৃশ্যের উপস্থিতির অপেক্ষা করতে থাক। অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় এসে সঠিকভাবে তীর নিক্ষেপ করবে। ওহে বিপদমুক্ত জীবনের আশা পোষণকারী! তুমি এমন তাসের ঘর তৈরি করেছো যেরূপ মাকড়সা তৈরি করে থাকে। যারা সওয়ারীর পিঠে চড়ে বেড়াতো তারা কোথায় ? মৃত্যু তাদের চলার পথকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে এবং কিছুক্ষণ পরে তুমিও বিপদের সাথী হবে। সুতরাং তুমি দেখ, চিন্তা ও ভাবনা বিপদের পূর্বেই এসব করে নাও।

## ৩১. দুর্নীতিপরায়ণ বিচারক

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ‏.

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন (অর্থাৎ কুরআন) তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারা কাফির।" (সূরা মায়িদা : ৪৪)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ‏.

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা অত্যাচারী।" (সূরা মায়িদা : ৪৫)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ‏.

"যারা আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে নির্দেশ দেয় না তারা ফাসিক বা পাপাচারী।" (সূরা মায়িদা : ৪৭)

হাকীম তার বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন :

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ اِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ‏.

"আল্লাহ্ তা'আলা ঐ নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নামায কবূল করেন না, যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান আল-কুরআনের পরিপন্থি নির্দেশ দেয়।"

হাকীম তার সনদ সূত্রে স্বীয় বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ قَاضٍ فِى الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِى النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ قَضٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ فِى النَّارِ قَالُوْا فَمَا ذَنْبُ الَّذِىْ يَجْهَلُ ؟ قَالَ : ذَنْبُهٗ اَنْ لاَ يَكُوْنَ قَاضِيًا حَتّٰى يَعْلَمَ ‏.

"তিন প্রকার বিচারক রয়েছে। এর মধ্যে এক প্রকার বিচারক জান্নাতে এবং দু'প্রকার যাবে জাহান্নামে। যে বিচারক সত্যকে জানতে পেরেছে এবং সে অনুসারে বিচার-ফয়সালা করেছে, সে জান্নাতে যাবে। যে বিচারক সত্যকে উপলব্ধি করেও

বিচার করার ব্যাপারে ইচ্ছা করে যুলুম ও অবিচার করেছে, সে যাবে জাহান্নামে। আর যে বিচারক অজ্ঞতা সত্ত্বেও বিচার-ফয়সালা করেছে, সে-ও জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত রায় দিয়েছে তার দোষ কি? নবী করীম (সা) বললেন : তার দোষ হলো সে কেন না জেনে বিচার করলো।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যাকে কাযী বা বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে যেন ছুরি ছাড়া (অন্যকিছু দ্বারা) যবেহ্ করা হয়েছে।"

ফুযায়ল ইব্ন আয়ায (র) বলেছেন : "কাযীর উচিত একদিন মীমাংসায় কাটিয়ে পরের দিন কান্নাকাটিতে অতিবাহিত করা।"

মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসে (র) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে বিচারের জন্য ডাকা হবে সে হলো কাযী বা বিচারক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারককে উপস্থিত করে এমন কঠোর হিসাবের সম্মুখীন করা হবে যে, সে মনে মনে বলবে, যদি দুনিয়াতে একটি খেজুর নিয়ে দু'জনের মাঝে যে ঝগড়া হয় এমন ছোটখাট ব্যাপারেও বিচার না করতো তাহলে তার জন্য মঙ্গল ছিল।

হযরত মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : জাহান্নামের মধ্যে কাযী এমনভাবে পিছলিয়ে পড়বে যাতে সে আদনের দূরত্বের পরিমাণ দূরত্বে পড়ে যাবে।

হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন শাসক এবং বিচারক নেই যাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে পুলসিরাতের উপর দাঁড় করিয়ে তার আমলনামা খোলা হবে না। অতঃপর তার আমলনামা সকল সৃষ্টিকুলের সামনে পড়ে শোনান হবে। যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ন্যায়বিচারের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেবেন। অন্যথায় পুলটি তাকে নিয়ে টলমল করতে থাকবে। ফলে তার এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গের দূরত্ব হবে এতো এতো। তারপর পুলটি তাকে নিয়ে জাহান্নামে ভেঙে পড়বে।

হযরত মাকহূল (র) বলেছেন, যদি আমাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করার এবং ঘাড় মটকিয়ে দেয়ার এ দুটির একটি গ্রহণ করতে বলা হতো তাহলে ঘাড় মটকিয়ে দেয়াকে অর্থাৎ মেরে ফেলাকেই আমি পছন্দ করতাম।

আইয়ূব আল-সাখতিয়ানী (র) বলেছেন, আমি ঐ ব্যক্তিকেই সবচেয়ে বড় জ্ঞানী বলে মনে করি যে বিচারকের পদ গ্রহণ করা থেকে যত বেশি দূরে থাকে।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র)-কে কোন এক লোক জানালেন যে, শুরায়হ্ (র) কাযীর পদ গ্রহণ করেছেন। তখন তিনি বললেন, কোন্ ব্যক্তি তাকে নষ্ট করলো।

মালিক ইব্ন মুনযির মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিকে বসরার কাযী বানানোর জন্য ডেকে পাঠালে তিনি এ পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর মালিক ইব্ন মুনযির তাঁকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই এ পদ গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তোমাকে বেত্রাঘাত করা হবে। তিনি বললেন, যেহেতু আপনি সুলতান (বাদশাহ) সেহেতু আপনি ইচ্ছা করলে বেত্রাঘাত করতে পারেন (কিন্তু এ দায়িত্ব পালন আমারদ্বারা হবে না)। কেননা আখিরাতে অপমানিত হওয়ার চেয়ে দুনিয়ায় অপমানিত হওয়া উত্তম।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেছেন, যখন কোন শাসক যুলুমের পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার দেশবাসীকে অভাব অনটনে পতিত করেন। তখন বাজারে, রিযকে, ফসলে, গরুর দুধে তথা সর্বত্র অভাব দেখা দেয়। আর যখন শাসক প্রজাসাধারণের কল্যাণে ব্রতী হন অথবা ন্যায়বিচার করতে চান, তখন আল্লাহ্ তা'আলা দেশবাসীর উপর বরকত নাযিল করেন। হেম্স প্রদেশের এক শাসক হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে লিখলেন যে, অতঃপর হেম্স শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। এর সংস্কার প্রয়োজন। জবাবে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) লিখে পাঠালেন, শহরটিকে ইনসাফদ্বারা মযবূত করো এবং এর পথ-ঘাটকে যুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করো। সালামান্তে ... ...

তিনি বলেছেন, ক্রোধ অবস্থায় বিচার-মীমাংসা করা কাযীর জন্য হারাম। যখন কোন কাযীর মধ্যে স্বল্প জ্ঞান, খারাপ উদ্দেশ্য, অসৎ চরিত্র এবং কম আল্লাহ্ভীতি থাকে, তখন তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে পড়ে এবং অবিলম্বে তার দায়িত্বমুক্ত হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ্ আমাদের এমন আমলের তৌফিক দান করুন, যে আমলে তিনি রাযী ও সন্তুষ্ট থাকেন।

## ৩২. বিচারের জন্য (বিচারকের) ঘুষ গ্রহণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের সামনে পেশ করো না।" (সূরা বাকারা : ১৮৮)

এ আয়াতে—"তোমাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে হাকিম বা বিচারকের নিকট যেয়ো না"-এর অর্থ হলো বিচারককে ঘুষ দিও না। যাতে সে অপরের হক নষ্ট করে ঘুষের বিনিময়ে তোমাকে দান করে। অথচ তুমি জান যে, তা তোমার জন্য হালাল নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِى الْحُكْمِ .

"বিচারের ব্যাপারে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন।" (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন।

আলিমগণ বলেছেন, যে ঘুষ দেয় তাকে বলা হয় 'রাশী' বা ঘুষদাতা এবং যে ঘুষ গ্রহণ করে তাকে বলা হয় 'মুরতাশী' বা ঘুষ গ্রহীতা। ঘুষদাতা যদি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার জন্য অথবা তার প্রাপ্য নয় এমন বস্তু বা সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য ঘুষ দেয় তবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত বা অভিশাপ নাযিল হবে। যখন নিজের হক পাবার জন্য অথবা যুলুম থেকে বাঁচার জন্য কোন ব্যক্তি ঘুষ দেবে, তখন তা লা'নতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ সম্পর্কে হাকিম (র)-এর অভিমত হলো, সর্ব অবস্থায় ঘুষ হারাম। তা কারো হক নষ্ট করার জন্য হোক বা এর মাধ্যমে যুলুম বন্ধ করা হোক। অপর এক হাদীসে আছে, যার মাধ্যমে ঘুষের লেনদেন হয় তার উপরও লা'নত বর্ষিত হয়। যদি এ ঘুষদানের উদ্দেশ্য খারাপ না হয় তবে মাধ্যম হিসাবে যে উভয়ের মাঝে কাজ করে, সে অভিশপ্ত হবে না। অন্যথায় সে-ও ঘুষদাতার মতই অপরাধী হবে।

**পরিচ্ছেদ**

এ প্রসঙ্গে আবূ দাঊদ (র) তাঁর সুনানে আবূ উসামা আল-বাহিলী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ شَفَعَ لِرَجُلٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى عَلَيْهَا هَدْيَةً فَقَدْ اَتٰى بَابًا كَبِيْرًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا .

"কোন ব্যক্তি যদি কারো জন্যে সুপারিশ করে এবং এজন্য তাকে হাদিয়া বা উপঢৌকন দেয়া হয়, তবে সে যেন সুদের প্রধান দরজায় এসে উপনীত হলো।"

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেছেন : সুহ্‌ত বা ঘুষ হলো সেই অর্থ বা মালামাল যা তোমাকে তোমার কোন ভাই তার কোন স্বার্থ বা প্রয়োজন পূরণের সহযোগিতা করার জন্য উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে থাকে এবং তুমি তা গ্রহণ করো।

মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত আছে। ইব্ন যিয়াদ একবার অত্যাচারের মাধ্যমে এক ব্যক্তির কিছু মালামাল কুক্ষিগত করেছিল। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) ঐ ব্যক্তির পক্ষ হয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করলে তিনি তা ফেরত দিলেন। অতঃপর অত্যাচারিত ব্যক্তি ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে কিছু উপহার পাঠালে তিনি তা ফেরত পাঠালেন এবং গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, আমি ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি যদি কোন লোকের নিকট থেকে যুলুম পূর্বক নেয়া দ্রব্য উদ্ধার করে দেয় এবং সে জন্য তাকে যদি সামান্য কিছু বা বেশি কিছু দান করে তবে তা সুহ্‌ত বা ঘুষ। লোকটি বললো, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা ঘুষ কেবল তাকেই বলতাম বা মনে করতাম যা বিচারককে প্রভাবিত করার জন্য তাকে দেয়া হতো। তিনি বললেন, তাতো শুধু ঘুষ নয় বরং কুফরী। (তাবারানী)

**কাহিনী**

ইমাম আবূ উমর আওযাঈ (র) যখন বৈরুতে বসবাস করছিলেন তখন এক খ্রিস্টান তার কাছে এসে অভিযোগ করলো যে, বালাবাক্কার প্রশাসক আমার ওপর যুলুম করেছে। আমার আশা, আপনি যদি তার কাছে আমার জন্য একটি পত্র লিখতেন। সে তাঁকে এক কলসি মধু দিলো। তখন আওযাঈ (র) বললেন, তুমি তোমার মধুর কলসিটি ফেরত নিতে পারো। আমি তোমার পক্ষে তার কাছে লিখছি। তারপর তিনি তার পক্ষে প্রশাসকের কাছে তার খারাজ (রাজস্বকর) মওকূফ করার জন্য পত্র লিখলেন। অতঃপর সে মধুর কলসি ও চিঠি নিয়ে প্রশাসকের নিকট গেল এবং চিঠিটি হস্তান্তর করলো। তখন তিনি ইমামের সুপারিশে ঐ খ্রিস্টান লোকটির রাজস্ব ত্রিশ দিরহাম কমিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত করুন এবং হাশরে আমাদেরকে তাঁর সাথী হবার তৌফিক দিন।

**উপদেশ**

আল্লাহ্র বান্দাগণ! শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন। মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে থাকুন। পরিণাম ও প্রতিফলকে ভয় করুন এবং আপনারা ছিনতাইকারীর ছিনতাইকে ভয় করুন। আল্লাহ্র কসম! বিজয়ী অন্বেষণকারী তারাই যারা আশাকে পরিপূর্ণ করার জন্য বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল। বিদায়ের ঘর তৈরির জন্য তারা ঘর তৈরি করেছে এবং পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। তারা খুব কমই বসবাস করেছে। তারা যা করেছিল সে জন্য লজ্জিত হয়েছে এবং কবরের গর্তে বসে মনে মনে অনুশোচনা বোধ করেছে। জনৈক কবি বলেন :

যদি সৃষ্টজীব জানতো যে, কি উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাহলে তারা ঘুমাতো না। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ কাজের জন্য যদি তাদের অন্তরের চোখ তা দেখতো তাহলে তারা দুঃখিত ও মর্মাহত হতো। মৃত্যুর পর কবর, তারপর হাশর, ভীতি প্রদর্শন, বিপদ ও ভয় রয়েছে হাশরের দিনে। এ ভয়ে অনেক লোক বিচ্ছিন্ন ও চুপ হয়ে গেছে। আমাদের অবস্থা এই যে, আমাদেরকে কোন নির্দেশ দেওয়া হলে বা নিষেধ করা হলে জেগে ঘুমাই যেমন আসহাবে কাহফ ঘুমিয়ে ছিল।

ওহে সেই লোক! যে গুনাহের অপবিত্রতা ও ময়লার মধ্যে ডুবে আছো এবং বিপদ-আপদে জড়িয়ে পড়েছো! ওহে সেই ব্যক্তি : যে দোষারোপকারীর সমালোচনা শুনেছো! সে সকালে তওবা করে সন্ধ্যায় তা ভঙ্গ করে। ওহে বাচাল ব্যক্তি! তোমার কথা ফেরেশতারা হিসাব করে রেকর্ড করে রাখছে। ওহে সেই ব্যক্তি! যার প্রবৃত্তির কামনা অন্তরে বিচরণ করছে এবং বাসা তৈরি করে বাচ্চা দিয়েছে। মৃত্যু উঁচু পাহাড়ের মত কত রাজা-বাদশাহকে ধ্বংস করেছে এবং কত অহংকারী নেতাকে নড়বড়ে ও ধরাশায়ী করেছে এবং যাদেরকে কবরের অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করিয়েছে এবং তার পেছনে আছে বারযাখ। ওহে সে ব্যক্তি! যার বলবদ্ধ অন্তর গুনাহের কারণে ময়লা হয়ে গেছে। ওহে গুনাহের কাজে প্রতিযোগিতাকারী! তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তোমাদের নিয়ে যমীন ধসে যাবে না? ওহে সে লোক! যে, বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও দোষত্রুটি করে যাচ্ছো, তোমার কাজের তারিখ লিখে রাখা হয়েছে। সর্বদা সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই নিবেদিত।

## ৩৩. পোশাক-পরিচ্ছদে নারী ও পুরুষের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি

সহীহ আল-বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ .

"যে সমস্ত মহিলা পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং যে সমস্ত পুরুষ মহিলাদের মত পোশাক এবং আচার ব্যবহার করে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করেন।"

অপর এক বর্ণনায় আছে, পুরুষসুলভ আচরণকারী মহিলাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ .

"যে সব মহিলা কথা এবং পোশাকে পুরুষের মত এবং যেসব পুরুষ কথায় এবং পোশাকে মহিলাদের মত আরচণ করে তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত।" (বুখারী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الْمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ .

"যে নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করে এবং যে পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করে, তাদের আল্লাহ্ লা'নত করেন।" (আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ)

সুতরাং যখন কোন মহিলা পুরুষের মত আট-সাঁট পোশাক পরিধান করবে এবং সে পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করার কারণে পুরুষ বলে মনে হবে, তখন আল্লাহ্ এবং রাসূলের অভিশাপের উপযোগী হবে। তার স্বামী যদি তার এ ধরনের চাল-চলনে সম্মত থাকে এবং বাধার সৃষ্টি না করে, তাহলে সেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপের উপযোগী হবে। কারণ সে তার স্ত্রীকে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে পরিচালনা করার এবং তার নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রাখার জন্য আদিষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .

"তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।" (সূরা তাহরীম : ৬)

স্বামী স্ত্রীকে আদব শিক্ষা দেবে, জ্ঞান দান করবে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য আদেশ করবে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখবে। স্ত্রীরদ্বারা এগুলো করানো তার কর্তব্য—যেমনটি তার নিজের জন্য এ কাজগুলো কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেছেন : "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সা) বলেছেন :

"সাবধান! বহুলোক ধ্বংস হয়েছে যখন তার স্ত্রীদের অনুসরণ করেছে।"

হাসান (র) বলেছেন : যে পুরুষ স্ত্রীর কথামত চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন। নবী করীম (সা) বলেছেন :

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَبِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا ، وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا .

"দু'প্রকার লোক জাহান্নামে যাবে; অবশ্য আমি এদের দেখিনি। তাদের এক দলের সাথে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে যা দিয়ে তারা লোকদের মারধর করবে। অপর দল হবে মহিলা যারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেও উলঙ্গ বা নগ্নদেহী হবে। তারা পুরুষদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। তাদের মাথা বড় বড় উটের ঝুঁকে পড়া চুটের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তারা এর সুগন্ধিও পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।" (মুসলিম)

আলোচ্য হাদীসে 'কাসিয়াতু' (পরিধানকারিণী) দ্বারা কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নিয়ামতে আচ্ছাদিত এবং 'আরিয়াত' (নগ্নদেহ) দ্বারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর থেকে বিমুখ বোঝাবার কথা বলেছেন। অর্থাৎ যে সব মহিলা আল্লাহ্‌র নিয়ামতে আচ্ছাদিত হয়েও তার শোকর আদায় করে না। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো ঐসব মহিলা যারা মিহি কাপড় পরিধান করবে এবং কাপড়ের উপর দিয়ে দেহ দেখা যাবে। "মায়েলাতুন" অর্থ হলো তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত বিমুখ হবে এবং পর্দা-পুশিদায় থাকতে অস্বীকার করবে। 'মুমিলাতুন' মানে হলো তারা অন্য মহিলাদেরকেও পাপাচার-অসৎকাজ

শেখাবে। কেউ কেউ বলেছেন 'মায়েলাতুন' অর্থ ঐ সকল মহিলা যারা চুলে সিঁথিকেটে তা প্রদর্শন করে বেড়ায় এবং 'মুমিলাত' অর্থ যাদেরকে অন্যরা অনুকরণ করে। তাদের মাথা উটের ঝুঁকে পড়া কুঁজের মত হবার অর্থ হলো পট্টিবেঁধে অথবা খোঁপা বেঁধে কুঁজের মাথাকে দেখাবার প্রবণতা প্রদর্শন করা।

নাফে' (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) একবার যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের নিকট উপস্থিত ছিলেন, তখন এক মহিলা ছাগল তাড়াতে তাড়াতে এসে সেখানে উপস্থিত হলো। তার কাঁধে ছিল তীর, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, তুমি পুরুষ না মহিলা ? সে বললো, আমি মহিলা। তারপর সে ইব্‌ন উমর (রা)-এর দিকে তাকালে তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তাঁর নবীর ভাষায় ঐ সকল মহিলাকে লা'নত করেছেন যারা পুরুষের বেশে চলাফেরা করে এবং ঐসব পুরুষকেও লা'নত করেছেন যারা মহিলাবেশে চলাফেরা করে।"

যে সকল কাজের জন্য মহিলাদের উপর লা'নত আসে, তা হল বোরকার নীচ হতে স্বর্ণ, মুক্তা ইত্যাদির অলংকার বের করে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা এবং তারা যখন ঘরের বাইরে বের হয়, তখন মিশক আম্বর ইত্যাদি সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হওয়া আর ঘরের বাইরে যাবার সময় রং-বেরঙের শাড়ি-কাপড়, রেশমী পোশাক, আট-সাঁট ব্লাউজ বা পরিধানের কাপড়ের আঁচল ঝুলাতে ঝুলাতে চলা, এভাবে বাইরে ঘুরে বেড়ালে তাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এবং যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের জন্যও এটা দুনিয়া ও আখিরাতের অসন্তুষ্টি ও অনিষ্ট বয়ে আনে। বর্তমান সমাজে এ ধরনের নগ্নতা ও শালীনতা বিবর্জিত চালচলন অনেক মহিলাকেই পেয়ে বসেছে এবং এটা তাদের মতে একটা ফ্যাশনও বটে। নবী করীম (সা) বলেছেন : "আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।" (বুখারী ও মুসলিম) নবী করীম (সা) আরও বলেছেন, আমার পরে পুরুষরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হলো মহিলাদের আচরণ।"

মহান আল্লাহ্ আমাদের নারী সমাজকে ঐসব বেহায়পনা, নগ্নতা ও শালীনতা বিবর্জিত আচরণের অভিশাপ হতে রক্ষা করুন এবং তাদের শালীনতাপূর্ণ আচরণের তৌফিক দান করুন।

**উপদেশ**

আদম সন্তান! তুমি যেন মৃত্যুর সাথেই রয়েছো এবং হঠাৎ এসে আক্রমণ করে তোমাকে তাদের সাথে মিশিয়ে দেবে যারা আগেই চলে গেছে। আর তোমাকে একাকীত্বের অন্ধকার ঘরে বদলি করবে। মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে তাঁবুর মধ্যে তুমি আবদ্ধ থাকবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তোমার জমাকৃত সম্পদ থেকে এবং তোমার সংগঠন ও দল থেকে। তুমি তোমার অঢেল সম্পদ ও চাকর-চাকরাণীর শক্তি দিয়ে তাকে তাড়াতে পারবে না এবং তুমি চরমভাবে লজ্জিত হবে। কি আশ্চর্য সে চোখের

জন্য যে ঘুমায় এবং তার অনুসন্ধানকারী ঘুমায় না। কবে তুমি ভয়ের আগুন তোমার অন্তরে প্রজ্বলিত করবে? আর কতকাল তোমার নেককাজ ধ্বংস হতে থাকবে এবং পাপ কাজ নতুন রূপ লাভ করবে? আর কতকাল ওয়ায নসীহত তা যতই জোরালো হোক, তোমার মাঝে কোন পরিবর্তন আনবে না? আর কতকাল তুমি অবহেলা ও অলসতায় বিভোর থাকবে? কবে তুমি ভীত হবে সেদিন সম্পর্কে, যেদিনে চামড়া কথা বলবে ও সাক্ষ্য দেবে? কবে তুমি সে বস্তু ছেড়ে দেবে যা ফুরিয়ে যায় ঐ বস্তুর পরিবর্তে যা ফুরায় না? কবে তুমি ভয় ও আশার আবেগের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে থাকবে? কবে তুমি রাত যখন অন্ধকার হবে তখন নফল নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবে? তারা কোথায় যারা তাদের মালিকের জন্য একাকী আমল করেছে এবং অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রুকূ-সিজদা করেছে? আর তারা তার দরজায় শেষরাতে দাঁড়িয়ে বিচরণ ও আসা-যাওয়া করেছে। দিনের আমল হিসাবে রোযা রেখে ধৈর্য ধারণ ও সাধনা করেছে। তারা চলে গেছে এবং তোমার ইনতিকাল বাকি আছে। আর তুমি যা করবে তাই পাবে। তুমি তাদের পেছনে পড়ে আছো যদিও তুমি শত্রুর সাথে মিলিত হওনি। কবি বলেন :

يَا نائم الليل متى ترقد × قم يا حبيبى قد دنا الموعد

من نام حتى ينقضى ليله × لم يبلغ المنزل او يجهد

فقل لذوى الالباب اهل التقى × قنطرة العرض لكم موعد

"ওহে গভীররাতে ঘুমে মগ্ন ব্যক্তি। তুমি কখন জাগবে? ওঠ হে আমার বন্ধু! প্রতিজ্ঞার সময় নিকটবর্তী। যে ব্যক্তির ঘুমোতে ঘুমোতে রাত ফুরিয়ে যায়—সে যতই চেষ্টা করুক সে তার লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না। অতএব জ্ঞানী ও নেককারদের বলে দাও যে, সূক্ষ্ম পুল হলো তোমাদের ওয়াদার বস্তু।"

## ৩৪. দাইয়ূস এবং যে দু'জনের মধ্যে বিবাদ ঘটানোর চেষ্টা করে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

"ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক মহিলা ছাড়া অন্যকে বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী মহিলা ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক ছাড়া বিবাহ করে না। ঈমানদারদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।" (সূরা নূর : ৩)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না—মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান, দাইয়ূস এবং মহিলার পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ ধারণকারী পুরুষ।" (নাসাঈ, বাযযার ও হাকিম)

ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। মদাসক্ত, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূস, যে নিজ স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে পছন্দ করে।" (এরূপ ন্যক্কারজনক কাজ হতে আল্লাহ্র পানাহ চাচ্ছি)।

গ্রন্থকার (র) বলেন : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর অশালীনতা সম্বন্ধে জ্ঞাত অথচ সে তাকে ভালবাসে বলে তাকে প্রতিবাদ করে না অথবা সে স্ত্রীর কাছে ঋণী বলে তার প্রতি দুর্বল অথবা তার মোহর দিতে পারবে না বলে কিছু বলে না অথবা তার ছোট ছোট সন্তান রয়েছে, যদি তাকে তালাক দেয় তবে সে এসব সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য কাযীর কাছে মামলা দায়ের করবে। আর কাযীর দায়িত্বে এমন লোক রয়েছে যে তার প্রতিপক্ষ। অথবা এমন লোক যার কোন ব্যক্তি-মর্যাদার অনুভূতি নেই এবং নির্লজ্জ বলে স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারের বিরোধিতা করে না, সে হলো দাইয়ূস।

### উপদেশ

ওহে সেসব লোক, যারা নশ্বর কামনার পেছনে লিপ্ত! সমাগত মৃত্যুর জন্য কখন প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? অতীতের যাত্রীদের সাথী হওয়ার প্রচেষ্টা তুমি করনি। তুমি কি লোভ করছো? অথচ তোমাকে কি যাওয়ার জন্য যামিন রাখা হয়নি? আফসোস! আফসোস! আফসোস! ... যে ভোগের আশায় বুক বেঁধে আছ, ভোগের নেশা

ধ্বংসকারীর আক্রমণকে ভয় করো। তার কৌশল ও ফন্দিকে ভয় করো যা মুহূর্তের মধ্যে সকল আশা নিরাশায় পরিণত করে। কবি বলেন :

"তুমি যে স্বাদ লুকিয়ে রেখেছো তা চলে যাবে এবং তারপর অবশিষ্ট থাকবে পর্যায়ক্রমিক তিক্ততা। হায় আফসোস! তাদের প্রতিজ্ঞার দিনের জন্য, যদি তারা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হতো তাহলে কতই না ভাল হতো। যারা দোষত্রুটি গোপন করছে, তাদের যদি লজ্জা থাকতো তবে আরো আফসোস বৃদ্ধি পেতো।"

ওহে সেসব লোক, যাদের আমলনামা গুনাহদ্বারা বেষ্টিত হয়ে গেছে এবং অধিক গুনাহের কারণে নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে গেছে! তুমি কি দেখনি যে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে! তুমি কি দেখনি যে, এক এক করে কবরে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছে! তুমি কি দেখনি যে শৌখিন লোকদের দেহ কাফনের মধ্যে আবৃত করা হয়েছে। হে অহংকারী! তুমি কি দেহের স্তর সম্পর্কে অবগত আছো যে, তা কিভাবে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা লাভ করছে মায়ের পেটে এবং তুমি নিজের মুক্তির জন্য কবে সতর্ক হবে? অপরের অবস্থা দেখে তুমি কবে নিজে শিক্ষা গ্রহণ করবে? পারস্যের বীর রাজা-বাদশাহগণ কোথায়? কোথায় আশীর্বাদপ্রাপ্ত দাসীগণ যারা দম্ভভরে চলতো? কোথায় বীর্যবান অহংকারী অসচেতন লোকেরা? যারা প্রশস্ত অট্টালিকায় বসবাসে অভ্যস্ত, তারা কোথায় ? কবরের সংকীর্ণ বন্দীশালায় আবদ্ধ করা হয়েছে। যারা ছিল পোশাক-পরিচ্ছদে শৌখিন তারা আজ বস্ত্রহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। যারা ছিল পরিবার-পরিজন ও আশার ব্যাপারে উদাসীন, তারা কোথায়? আক্রমণকারীর ছোবল তাকে নিঃশেষ করেছে। কোথায় সম্পদ জমাকারী? সংরক্ষণকারী ও সংরক্ষিত সবই ধ্বংস হয়েছে। যারা দুনিয়ার ধোঁকা সম্পর্কে সচেতন, তাদের উচিত দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা। আর যে আত্মভোলা, তার উচিত সচেতন হওয়া। যার স্থানান্তরের সময় এসেছে, তার উচিত উপদেশ গ্রহণ করা। যারা প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে আছে, তাদের উচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর যার জান্নাতের আহ্বান এসেছে, তার উচিত কামনার ময়দানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সেখানে উপস্থিত হওয়া।

## ৩৫. কুট-কৌশলী এবং যার জন্যে কুট-কৌশল করা হয়[1]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাল্লিল (হিলাকারী) এবং মুহাল্লাল্লাহু (যার জন্য হিলা করা হয়) উভয়কেই লা'নত করেছেন।

(নাসাঈ, তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। অর্থাৎ হিলাকে অবৈধ মনে করতেন। তাঁদের মত তাবিঈনের মধ্যে যারা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা এবং অন্যান্য আলিমও একাজকে অবৈধ মনে করতেন। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে এবং নাসাঈ তাঁর সুনানে রিওয়ায়াত করেছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুহাল্লিল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : "না, তা জায়েয নয়। মনে রেখো, বিবাহ হতে হবে আগ্রহের সাথে, গোপন চুক্তি বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়াকে বিবাহ বলা চলে না। আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে ঠাট্টা করা যাবে না এবং যৌনসম্ভোগ বা পাণি গ্রহণ না করা হলে বিবাহ হবে না।" এ হাদীসটি আবূ ইসহাক আল-জাওজানী বর্ণনা করেছেন।

উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

"তোমাদেরকে ধারকরা পাঁঠার কথা বলবো কি? সাহাবীগণ বললেন, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন, তা (ধারকরা পাঁঠা) হলো মুহাল্লিল বা হিলাকারী। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাল্লিল এবং মুহাল্লাল্লাহু উভয়ের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।"

(ইব্ন মাজাহ)

---

১. হিলা : কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী ঐ স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। কোনক্রমেই সে ঐ স্বামীর জন্য হালাল নয়। তবে ঘটনাচক্রে যদি এমন হয় যে, সেই মহিলার অপর কোন পুরুষের সাথে বিয়ে হয় এবং সে স্বামী তাকে আবার তালাক দেয় অথবা সে স্বামী মারা যায়, তবে ইদ্দত শেষ হবার পর প্রথম স্বামী তাকে আবার বিবাহ করতে পারে। অনেকে এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ করে। প্রথমত রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দেয়। পরে তাকে রাখার জন্য কোন ব্যক্তির সাথে এই মর্মে চুক্তি করে যে, সে ঐ মহিলাকে বিয়ে করে তালাক দেবে এবং প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করবে। এরূপ বিবাহ নামক প্রবঞ্চনাকে হিলা বলে। যে হিলা করে তাকে মুহাল্লিল এবং যার জন্য হিলা করে তাকে মুহাল্লালাহু বলে।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি তার পূর্ব স্বামীর জন্য তাকে হালাল করার উদ্দেশ্যে। সে আমাকে এটা করার নির্দেশও দেয়নি এবং আমাকে শিখিয়েও দেয়নি। এ বিয়ে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ইব্‌ন উমর (রা) তাকে বললেন, না, আগ্রহ ছাড়া বিবাহ হয় না। তোমার যদি ভাল লাগে তবে রেখে দাও অন্যথায় তাকে ছেড়ে দাও। এ ধরনের বিয়েকে রাসূল (সা)-এর সময় আমরা ব্যভিচার বলে গণ্য করতাম। এ সম্পর্কে সাহাবীগণ এবং তাবিঈনের অভিমত নিম্নে দেওয়া হলো :

আসরম এবং ইব্‌নুল মুনযির (র) হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "আমার নিকট হিলাকারী ও যার পক্ষে হিলা করা হয় তাকে আনা হলে আমি তাদেরকে প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ছাড়বো।" হযরত উমর (রা)-কে প্রথম স্বামীর সাথে যাওয়ার জন্য মহিলাদের হিলায় সম্মত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এতো ব্যভিচার।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শারীক আল-আমিরী (রা) বলেন, আমি শুনেছি—"একবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—এক ব্যক্তি তার চাচাত বোনকে বিয়ে করে পরে তালাক দিয়েছে। তারপর ঐ ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়েছে এবং তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এখন এক ব্যক্তি ঐ মহিলাকে তার স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে, এটা কি জায়েয হবে? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, তারা উভয়ই ব্যভিচারী যদিও তারা বিশ বছর বা তদনুরূপ সময়ের জন্য হিলার ইচ্ছা করে থাকে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আমার চাচাত ভাই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। অতঃপর সে এ জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। তিনি বললেন, তোমার চাচাত ভাই তার প্রতিপালকের নাফরমানী (অবাধ্যতা) করেছে যা তাকে অনুতপ্ত করেছে। সে শয়তানের অনুসরণ করেছে তাই তার স্ত্রীকে পাবার জন্য কোন পথ নেই। ঐ ব্যক্তি আবারও প্রশ্ন করলো, যদি কেউ তার স্ত্রীকে হালাল করে দেয়, তাহলে কেমন হবে? তিনি বললেন : যে আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোঁকা দেবে সে ধোঁকা খাবে।

ইবরাহীম নাখাঈ (র) বলেছেন : প্রথম স্বামী, দ্বিতীয় স্বামী অথবা মহিলা এ তিন জনের কোন একজনের হিলা করার নিয়ত থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এবং প্রথম স্বামীর জন্য ঐ মহিলা হালাল হবে না।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, তিনজনের কোন একজনের তাহলীলের (হিলা করার) নিয়ত থাকলে বিয়ে ফাসিদ হয়ে যাবে।

তাবিঈনের ইমাম হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র) বলেছেন : কেউ যদি কোন মহিলাকে তার পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে, তবে তা হালাল হবে না।

মালিক ইব্ন আনাস (র), লাইস ইব্ন সা'আদ (র), সুফিয়ান সাওরী (র) এবং ইমাম আহ্মদ (র) প্রমুখ এমত পোষণ করেন। ইসমাঈল ইবন সা'আদ বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি কেউ কোন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে এবং মহিলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার জানা না থাকে, তবে এ বিয়ে কি জায়েয হবে? তিনি বললেন, সে হবে মুহাল্লিল। তার উদ্দেশ্য যদি থাকে হিলা করা, তবে সে হবে অভিশপ্ত। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব হলো, বিবাহের শর্ত যদি তাহ্লীল হয় তবে বিবাহ প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ ধরনের বিবাহ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বন্ধন নয়, বরং বিচ্ছেদ। তাই এ বিয়ে মুত'আহ বিয়ের মত বাতিল হবে। যদি আকদ বা বিবাহ প্রস্তাবের পূর্বে এ শর্ত হয়, তাহলে আকদ সহীহ হবে। আর যদি আকদের সময় বা তার পূর্বে শর্ত না হয়, তবে আকদ নষ্ট হবে না।

যদি এই শর্তে বিবাহ করে যে, যখন তাকে হালাল করা হবে তখন-ই তালাক দেবে। তবে এ ধরনের শর্তের ক্ষেত্রে দুটি অভিমত আছে। বিশুদ্ধ অভিমত হলো বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। আর এ বিবাহ বাতিল হবার কারণ হলো, এটা এমন একটি শর্ত যা বিবাহ বন্ধন স্থায়ী হবার পরিপন্থি। দ্বিতীয় কারণ হলো, একটি আকদের সাথে সংযুক্ত একটি ফাসিদ শর্ত। কাজেই বিবাহ বাতিল হবে না যেমন কোন ব্যক্তি যদি এই শর্ত সাপেক্ষে বিয়ে করে যে, সে আর অন্য কোন মহিলাকে তার বর্তমানে বিয়ে করবে না এবং তার সাথে ভ্রমণ করবে না, তবে তার বিয়ে বাতিল হয় না।

## ৩৬. পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা যা খ্রিস্টানদের স্বভাব

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "তোমার ভূষণ পবিত্র কর।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির : ৪)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, "এদের দু'জনের আযাব হচ্ছে, তবে এ আযাব বড় কোন অপরাধের জন্য নয়। তাদের একজন পরনিন্দা করে বেড়াতো এবং অপরজন পেশাব হতে বেঁচে থাকতো না।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "তোমরা পেশাব থেকে সতর্ক থাকো। কেননা অধিকাংশ কবর আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে।" (দারা কুতনী)

যে ব্যক্তি তার দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পেশাব হতে রক্ষা করে না, তার নামায কবূল হয় না। হাফিয আবূ নুআয়ম তার 'আল-হিলয়াহ্' নামক গ্রন্থে শাকী ইব্‌ন মাতি' আল-আসবাহী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : চার শ্রেণীর লোক জাহান্নামে তাদের প্রাপ্ত শাস্তিদ্বারা অন্যান্য জাহান্নামীকে কষ্ট দেবে—তারা জাহান্নামের গরম পানির মধ্যে দৌড়াতে থাকবে এবং ধ্বংস কামনা করতে থাকবে। জাহান্নামীরা একে অপরকে বলবে, এদের কি হলো? এমনিতেই আমরা কষ্ট ভোগ করছি, তার সাথে তারা আবার কষ্ট দিচ্ছে। নবী করীম (সা) বললেন, তাদের এক ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের সিন্দুকে আবদ্ধ থাকবে। অপর এক বক্তি নিজের অন্ত্র নিজেই টেনে বের করবে, অন্য একজনের মুখ দিয়ে বমি এবং রক্ত বের হতে থাকবে এবং আর এক লোক সে তার নিজের শরীরের গোশ্‌ত নিজেই খেতে থাকবে। হযরত নবী করীম (সা) বলেন, তখন সিন্দুকে আবদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে জাহান্নামীরা জিজ্ঞেস করবে, ওহে বিশ্বাসঘাতক! কি অপরাধ করেছিলে, আমাদের কষ্টের ওপর আবার কষ্ট দিচ্ছো? তখন বলা হবে, এ বিশ্বাসঘাতক এমন অবস্থায় মারা গেছে যে, তার ওপর ঋণের বোঝা ছিল। অতঃপর যে নিজের অন্ত্র টেনে বের করছে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, এ হতভাগার এ অবস্থা কেন? আমাদের কষ্টের ওপর সেও আমাদের কষ্ট দিচ্ছে! তখন বলা হবে, এ লোক পেশাব থেকে বেঁচে থাকতো না এবং সাফ করতো না। অতঃপর যার মুখ দিয়ে রক্ত ও মাংস বেরুচ্ছে তার সম্বন্ধে জাহান্নামবাসীরা জিজ্ঞেস করবে, এ বিশ্বাসঘাতকের কি হয়েছে, সে আমাদের কষ্টের সাথে আরও কষ্ট বাড়াচ্ছে? বলা হবে, সে যেখানেই কুকথার চর্চা হতো সেখানেই

অংশগ্রহণ করতো এবং তাতে সে আনন্দ পেতো। অপর এক রিওয়ায়েতে আছে—সে মানুষের গোশ্‌ত খেতো এবং চোগলখোরী করতো। অবশেষে যে নিজের গোশ্‌ত খাবে তারা তার এ দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে। বলা হবে, এ খিয়ানতকারী কেন আমাদের শাস্তির সাথে সে আরো কষ্ট বাড়াচ্ছে? বলা হবে, সে মানুষের মাংস খেতো অর্থাৎ গীবত করতো।

## উপদেশ

হে বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেখানে হোঁচট বা আঘাত খেয়েছে, সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তারা কোথায় চলে গেছে এবং তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছে তা চিন্তা করে দেখো। জেনে রাখো! তারা পরস্পর ভাগ হয়ে বিভিন্ন পথে চলে গেছে। তবে যারা নেককার ও ভাল, তারা সফল হয়েছে এবং তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে এবং যারা বদকার, তারা ধ্বংস হয়েছে। অতএব তুমি তোমার নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করো সমাগত অবস্থার উপস্থিতির পূর্বে।

কবি বলেছেন :

"জন্মলগ্নে মানুষের অবস্থা হলো নব চাঁদের মত। ছোট্ট আকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর আস্তে আস্তে প্রসারতা লাভ করে। বেড়ে বেড়ে যৌবন পূর্ণতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসে বিলীন হয়ে যায়। যৌবন একটি সুদর্শন চাদরের মত ছিল এবং উড়ে উড়ে তা পুরাতন কাপড়ের ন্যায় অকেজো হয়ে গেছে। চাঁদ যেমন আকাশের শেষপ্রান্তে হেসে হেসে ডুবে যায়, বার্ধক্যে মানুষও অনুরূপভাবে বিলীন হয়ে যায়। তুমি অবাক হলেও যুগের আশ্চর্যসমূহ শেষ হবে না দুনিয়াদারদের জন্য—তারা যা বলেছে, সত্যই বলেছে। পরিষ্কারভাবে বলে দেয়ার পরেও যে সব লোক বাতিল দেখে ধোঁকা খায় এবং ধোঁকাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তাদের জন্য আক্ষেপ। প্রবৃত্তি আমাকে চাকচিক্যের দিকে ডাকে, আর আমি বলি, কোথায় মানুষের রাজ্য ও রাজত্ব, প্রভুত্ব এবং বাজার। তাদের পূর্বে যারা দুনিয়ার আরাম আয়েশে আকৃষ্ট হয়েছিল তারা কোথায়?

তাদের বসবাসের স্থান এখন শূন্য ও বদ্ধ ঘরে পরিণত হয়েছে। দেখে মনে হয় যে, তাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়নি। হে ভোগের নেশায় মত্ত লোকেরা! এ পৃথিবী এমন একটি স্থান যার কোন স্থায়িত্ব নেই। বিলীন উন্মুখ ছায়ায় যে ধোঁকা খায়, সে নির্বোধ।

## ৩৭. রিয়া (লোক দেখানো কাজ)

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলেছেন :

١. يُرَءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ الاَّ قَلِيْلاً.

১. "তারা মানুষকে দেখায়। আসলে তারা খুব কমই আল্লাহ্কে স্মরণ করে।" (সূরা নিসা : ১৪২)

٢. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ . اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ . وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ .

২. "সুতরাং দুর্ভোগ সে সব নামায আদায়কারীর জন্যে, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। যারা তা করে (নামায পড়ে) লোক দেখানোর জন্য এবং গৃহস্থালির ছোটখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।" (সূরা মাউন : ৪-৬)

٣. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَا لَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ

৩. "হে ঈমানদারগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং খোঁটা দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করো না—ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক-দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না।" (সূরা আল-বাক্বারা : ২৬৪)

٤. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا .

৪. "সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও অংশী না করে।" (সূরা কাহফ : ১১০) অর্থাৎ সে যেন আমলের প্রদর্শনী না করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে লোকটির বিচার করা হবে, সে হলো আল্লাহ্র পথে শহীদ। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার যে সব নিয়ামত রয়েছে—তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হবে, তুমি কি আমল করেছো? সে বলবে, আমি তোমার পথে যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি

যুদ্ধ করেছো এজন্য যে, তেমাকে বীর বলা হবে। তোমাকে তা বলা হয়েছে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে ফেলা হবে! তারপর এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিপুল পরিমাণে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা অকাতরে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে। তাকে আল্লাহ্ তা'আলার দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হবে, তুমি এসবে কি আমল করেছো? সে বলবে, যেসব খাতে ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হও আমি এর কোন খাতে ব্যয়করা বাদ দেইনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তোমার দান করার উদ্দেশ্য ছিল এ দান পেয়ে লোকেরা তোমাকে দানবীর বলবে। তোমাকে তা বলা হয়েছে। তারপর তাকে উপুড় করে টেনেহেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে, এবং তা-ই করা হবে। তারপর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্র আদালতে উপস্থিত করা হবে সে হলো এমন ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করেছে (অর্থাৎ আলিম) এবং তা শিক্ষা দিয়েছে; কুরআন শরীফ পাঠ করেছে। তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, তুমি কি আমল করেছো? সে বলবে, আমি ইল্‌ম শিখেছি, অন্যদের শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তোমাকে মানুষে আলিম বলে ডাকবে, সে জন্য তুমি ইল্‌ম শিক্ষা করেছো। আর লোক তোমাকে ক্বারী সাহেব বলে ডাকবে, সেজন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছো। তারপর তাকে জাহান্নামের ফেলার নির্দেশ দেয়া হবে এবং উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِىْ يُرَاءِىْ بِهِ ‎.

"যে ব্যক্তি নিজের সুখ্যাতি ও সুনাম চায়, আল্লাহ্ তাকে সুখ্যাতি দান করেন আর যে নিজেকে প্রদর্শন করতে চায়, আল্লাহ্ তাকে প্রদর্শন করতে দেন।"

(বুখারী, মুসলিম)

ইমাম খাত্তাবী (র) এ হাদীসের ব্যখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতা ছাড়া কোন আমল করে এবং লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে তা করে, আর এ কাজের উদ্দেশ্য হয় খ্যাতি লাভ। আল্লাহ্ তাকে প্রসিদ্ধি দান করেন এবং পরিণামে তাকে লজ্জিত করেন। তার ভেতরের উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। নবী করীম (সা) বলেছেন : "সামান্যতম রিয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : আমি তোমাদের পক্ষ থেকে ছোট শিরক হবার বেশি ভয় করছি। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন : রিয়া বা লোকদেখানো কাজ করা। যেদিন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের আমলের প্রতিদান দেবেন, সেদিন তিনি বলবেন : তাদের কাছে যাও যাদের তোমরা

নিজেদের আমল দেখাতে এবং দেখ, তাদের কাছে কোন প্রতিদান বা পুরস্কার পাও কি না? কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ .

"আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য প্রকাশ হয়ে পড়বে যা তারা ধারণা করেনি।" (সূরা যুমার : ৪৭)

অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে যে সব নেক আমল করেছে এবং কল্যাণকর মনে করেছে, কিয়ামতের দিন তা পাপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। কোন কোন বুযর্গ আয়াত পাঠ করার সময় বলতেন (وَيْلٌ لِأَهْلِ الرِّيَاءِ) "প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে আমলকারীদের জন্য দুর্ভোগ।"

কথিত আছে, কিয়ামতের দিন রিয়াকারীদের চারটি নামে সম্বোধন করে ডাকা হবে, যথা হে প্রদর্শনকারী! হে বিশ্বাসঘাতক! হে পাপিষ্ঠ এবং ওহে ক্ষতিগ্রস্ত! অতঃপর বলা হবে—যাও, যাদের উদ্দেশ্যে আমল করতে, তাদের নিকট থেকে তোমার কৃতকর্মের প্রতিদান গ্রহণ করো। আমার কাছে তোমার জন্য কোন প্রতিদান নেই।

হাসান (র) বলেছেন : প্রদর্শনকারীরা চায় আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা পরিবর্তন করতে। তারা আসলে খারাপ লোক কিন্তু তারা চায় যে, লোকেরা তাদের ভাল বলুক। লোকেরা তাদের কি করে ভাল বলবে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের নিকৃষ্টদের স্থানে নামিয়ে দিয়েছেন। অতএব, মুমিনদের কর্তব্য হলো এদের চিনে নেয়া। কাতাদা (র) বলেছেন : বান্দা যখন রিয়া করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "তোমরা দেখো! বান্দা কিভাবে আমার সাথে ঠাট্টা করছে।"

বর্ণিত আছে—একবার হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে ঘাড় নিচু করে চলতে দেখে ডেকে বললেন, "হে ঘাড়ওয়ালা! তোমার ঘাড়টি উঠাও। ঘাড় নিচু করা বিনয়ের চিহ্ন নয়, এতে বিনয়ের প্রকাশ পায় না, বিনয়ের স্থান হলো অন্তর।"

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) এক ব্যক্তিকে মসজিদে সিজদারত অবস্থায় কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে দেখে বললেন, তুমি যদি এ কাজ তোমার ঘরে বসে করতে, তাহলে ভাল হতো। রাতের বেলা যিকর-আযকার এবং দু'আ বা মুনাজাত করা দিনের বেলায় তা উচ্চৈঃস্বরে করার চেয়ে উত্তম। দিনের বেলায় উচ্চৈঃস্বরে যিকর আযকার করা হয় মানুষের জন্য এবং রাতে তা করা হয় নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।

হযরত আলী (রা) বলেছেন : রিয়াকারের চিহ্ন তিনটি, ১. যখন সে একা থাকে তখন সে অলসতা করে; ২. যখন সে মানুষের মধ্যে থাকে তখন উৎসাহ ও তৎপরতা প্রদর্শন করে এবং ৩. যখন তার প্রশংসা করা হয় তখন সে বেশি বেশি আমল করে এবং তিরস্কার করা হলে আমল কমিয়ে দেয় বা ছেড়ে দেয়।

ফুযায়ল ইব্‌ন আয়ায (র) বলেছেন : মানুষের সমালোচনার কারণে আমল ছেড়ে দেওয়া ও মানুষের জন্য আমল করা শিরক এবং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করা ইখলাস বা আন্তরিকতা।

আমরা কথা, কাজ তথা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ মহান আল্লাহ্‌র কাছে রিয়ামুক্ত ও আন্তরিকতা সহকারে করার তৌফিকদানের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি।

## উপদেশ

আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমার দিন অনেক কম এবং তোমার উপদেশ হত্যাকারী। অতএব, তার আদি-অন্তের সংবাদ রাখা উচিত এবং অভিযাত্রী দলগুলোর রওনা হওয়ার পূর্বে গাফিলের জেগে ওঠা উচিত। ওহে সেই ব্যক্তি যে বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই তাকে যাত্রা করতে হবে এবং তার কোন পাথেয় এবং সওয়ারী নেই। ওহে প্রবৃত্তির কামনার সমুদ্রে অবগাহনকারী! তুমি কখন তীরে অবতরণ করবে? তুমি কি ঘুম থেকে সতর্ক হবে? আর সচেতন মনে উপদেশ শুনবে? বিজ্ঞের মত রাতে জাগবে এবং অশ্রু দিয়ে চিঠি লিখবে এবং তা দিয়ে লজ্জার লেলিহান শিখা নির্বাপিত করবে? হে অচেতন! বার্ধক্যের পর পাপে তোমার ঘাড় ভারী হয়ে পড়েছে। আর যৌবনকালকে অজ্ঞ মূর্খের মত নষ্ট করেছো। কামনার সওয়ারীতে আসক্ত সওয়ারীর মত সওয়ার হয়েছো। সে মযবুতভাবে বিজ্ঞের ন্যায় ঘর-বাড়ি করেছে অথচ কবরের স্মরণ থেকে অচেতন। এরপরও সে দাবি করছে যে, সে জ্ঞানী। আল্লাহ্‌র কসম! অনেক যুবক প্রতিযোগিতায় তাকে হারিয়ে দিয়ে উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। আর সে কর্মী যুবকদের মত সফলতা কামনা করছে! হায় আফসোস, হায় আফসোস! বাতিল তার শক্তিদ্বারা সফলতা লাভ করতে পারলো না।

কবি বলেছেন :

"হে বড় বড় ঘরবাড়িতে গর্বের সাথে বসবাস করে আত্মতৃপ্তি লাভকারী! দুনিয়া রাতে জেগে নফল ইবাদত করা ও বিনয়ভাব প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছুর স্থান নয়। আগামীতে তুমি খোদাই করা আটসাঁট ঘরে অবতীর্ণ হবে। নীরব ভাষায় অনেক জাতিই একথা বর্ণনা করেছে। যারা ভাল ভাল কাপড়-চোপড় পরে এবং ভাল ভাল খেয়ে বৃদ্ধ হয়েছে এবং আরাম-আয়েশ থেকে মাকড়সার ঘরের মত সংকীর্ণ ঘরকে ঘর হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারপর বলো হে লোক! এ তোমার বসবাসের স্থান, কাজেই তুমি মরে যাও।"

## ৩৮. পার্থিব উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন এবং ইল্‌ম গোপন করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা আলিম বা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির : ৮)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তারা-ই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা— আমার সৃষ্টি জগতের মধ্যে কেবল সে-ই আমাকে ভয় করে যে আমার মাহাত্ম্য, সম্মান ও ক্ষমতার সাথে পরিচিত। মুজাহিদ (র) এবং শা'বী (র) বলেছেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে তারা-ই আলিম। হযরত রবী ইব্‌ন আনাস (রা) বলেছেন : যে আল্লাহকে ভয় করেনা, সে আলিম নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُوْلٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ .

"আমি যে সব নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য, খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদের অভিশাপ দেয়।" (সূরা বাকারা : ১৫৯)

এ আয়াতটি ইয়াহূদী আলিমদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এখানে بِالْبَيِّنٰتِ 'প্রমাণ বা নিদর্শন' দ্বারা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, খুনের বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, বেত্রাঘাত করা এবং অন্যান্য আহকামকে বোঝানো হয়েছে। হিদায়াত (اَلْهُدٰى) দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালত সম্পর্কিত বাণীসমূহকে বোঝানো হয়েছে।

মানুষের জন্য ব্যক্ত করার পর مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ দ্বারা বনী ইসরাঈলদের নিকট তা পৌছাবার পরকে বোঝানো হয়েছে। اُوْلٰٓئِكَ এখানে ঐসব লোকদ্বারা বনী ইসরাঈলগণ যার নিদর্শনসমূহ গোপন করেছে তাদের বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ এবং

লা'নতকারিগণ লা'নত করে يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ এর অর্থ হলো শুধু জ্বিন এবং মানুষই অভিশাপ দেয় না, বরং প্রতিটি বস্তুই অভিশাপ দেয়। সুতরাং আয়াতটির অর্থ হলো—ব্যভিচারের শাস্তি, নরহত্যার শাস্তি এবং অন্যান্য আহকাম সম্বলিত আয়াতসমূহ তাওরাতে অবতীর্ণ হবার পর যে সকল ইয়াহূদী তা গোপন করেছে, তাদের আল্লাহ্ তা'আলা এবং সকল প্রকার বস্তু অভিশাপ দিয়ে থাকে। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন : যখন দু'জন মুসলমান পরস্পরকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশাপ ঐ সব ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানের উপর বর্তায় যারা মুহাম্মদ (সা)-এর নবূয়ত এবং গুণাবলী ও পরিচয় গোপন করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاۤءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ.

"স্মরণ কর! যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ্ তাদের ওয়াদা নিয়েছিলেন, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা পৃষ্ঠের পেছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট।" (সূরা আল-ইমরান : ১৮৭)

ওয়াহিদী বলেন, আয়াতটি মদীনার ইয়াহূদীদেরকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। যা প্রকাশ করার জন্য তাওরাতে তাদের নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা নেওয়া হয়েছিল, তা হলো মুহাম্মদ (সা)-এর নবূয়ত, তাঁর পরিচয় এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে বলেছেন : لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ. "তোমরা তা মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।"

হযরত হাসান (র) বলেছেন : ইয়াহূদী আলিমদের নিকট থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল তারা তাদের কিতাবে যা আছে তা লোকদের নিকট বলে দেবে। আর এর মধ্যে রয়েছে নবী করীম (সা)-এর বর্ণনা। "তারা তা তাদের পেছনের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল।" فَنَبَذُوْهُ وَرَاۤءَ ظُهُوْرِهِمْ এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, তারা ঐ প্রতিজ্ঞাকে পেছনের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল।" "তারা এর বিনিময় স্বল্পমূল্য গ্রহণ করেছিল" وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا এ কথার অর্থ হলো, তারা শিক্ষার কারণে ছিল নেতৃস্থানীয়। তাই তারা অজ্ঞ লোকদের নিকট হতে টাকা-পয়সা আদায় করত। এ ছিল তাদের স্বল্পমূল্য যা দুনিয়ার স্বল্প প্রয়োজন মিটাতে পারে। "তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট" فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, তাদের ক্রয় ছিল

অত্যন্ত মন্দ, যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ, যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য জ্ঞান অর্জন করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" (আবূ দাউদ)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, হাদীসে যে তিন ব্যক্তির জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে নিক্ষেপ করার কথা আছে—তাদের একজন হলো আলিম। তাকে বলা হবে, তুমি তো ইল্ম হাসিল করেছো এজন্য যে, তোমাকে লোকে আলিম বলবে, অবশ্য তোমাকে তা বলা-ও হয়েছে।

নবী করীম (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য অথবা অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিদের ঠকাবার জন্য ইল্ম অর্জন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।" (তিরমিযী)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ .

"যাকে ইল্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় কিন্তু সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ সমূহের একটি হলো : اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ "হে আল্লাহ্! তোমার কাছে এমন ইল্ম থেকে আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না।" (মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ)

নবী করীম (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইল্ম শিক্ষা করে সে অনুযায়ী আমল করেনি, ঐ ইল্ম তাকে অহংকারী করা ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারবে না।"

হযরত আবূ উসামা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : বদকার আলিমকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর সে জাহান্নামের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে যেমন গাধা তার খুঁটির চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। তখন অন্যান্য জাহান্নামী তাকে বলবে, তোমার এমনটি কেন হলো? আমরা তো তোমার মাধ্যমেই হিদায়াত লাভ করেছি। সে বলবে, "আমি তোমাদের যে সব কাজ করতে নিষেধ করতাম, সে সব কাজ নিজেই করতাম।"

হিলাল ইবন আলা (র) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা কঠিন কাজ, তা স্মরণ রাখা আরও কঠিন, সে অনুযায়ী আমল করা স্মরণ রাখার চেয়ে কঠিন এবং ইল্ম বা জ্ঞান হতে নিরাপদ থাকা আমল করার চেয়েও কঠিন।"

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জ্ঞান অর্জন ও তার হক আদায় করার তৌফিক দান করুন।

**উপদেশ**

হে আদম সন্তান! শেষ পরিণতির কথা তুমি কবে স্মরণ করবে? কখন এ অট্টালিকা ছেড়ে যাত্রা করবে? যারা তোমাদের আগে ঘরবাড়িতে ছিল তারা কোথায়? যারা অসৎ কল্পনা ও ষড়যন্ত্র করেছিল এবং ধারণা করেছিল যে, তাদের আর ফিরে যেতে হবে না, তারা কোথায়? আল্লাহ্র কসম! তারা সকলেই চলে গেছে এবং কবরদেশে একত্রিত হয়েছে। তাদের আবাস হয়েছে অমসৃণ ও খসখসে বিছানা এবং এ বিছানায় তারা শিঙ্গায় ফুৎকারের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। যখন আসমান ফেটে যাবে এবং তারা বিচারের জন্য উঠবে, তখন সকল গোপন পর্দা উন্মুক্ত করা হবে এবং সকল গোপন তথ্য প্রকাশ করা হবে। আশ্চর্য আশ্চর্য কাজগুলো প্রকাশ পাবে এবং অন্তরে যা গোপন ছিল, তা বের করা হবে। পুলসিরাত প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তোমরা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। সেখানে অহংকারীদের দর্প-চূর্ণের জন্য কাঁটাগুল্ম রাখা হয়েছে।

নেককার বান্দাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চমকাতে থাকবে এবং তারা এমন ব্যবসা নিয়ে ফিরবে যার মুনাফা কোনদিন কমবে না। বদকাররা মৃত্যু এবং ধ্বংস কামনা করতে থাকবে। জাহান্নামকে শিকল লাগিয়ে নিকটে উপস্থিত করা হবে এবং তার আগুন হবে চরম আগ্রাসী। যখন এ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার হাঁক শোনা যাবে এবং রাগে ফেটে পড়বে। যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী, তাদের জন্য দুনিয়া খুশির বস্তু নয়। যারা অজ্ঞ ও কাফির, কেবল তারাই দুনিয়াতে সন্তুষ্ট হয়।

انما الدنيا متاع × كل ما فيها غرور

وفتذكر هول يوم × السماء فيه تمور

"বস্তুত দুনিয়া হলো ফায়দা গ্রহণের বস্তু। এতে যা কিছু আছে সবই ধোঁকা। সুতরাং সে দিনের ভয়ে উপদেশ গ্রহণ কর, যে দিন আসমান ফেটে যাবে।"

## ৩৯. খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

"তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোন, তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যেও (খিয়ানত করবে) না।" (সূরা আনফাল : ২৭)

ওয়াহিদী (র) বলেছেন : এ আয়াতটি আবূ লুবাবা (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বনী কুরায়যা গোত্রের ইয়াহূদীদেরকে ঘেরাও করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ লুবাবা (রা)-কে তাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা তখন তাদের সাথেই অবস্থান করতো। ইয়াহূদীরা বলল, হে আবূ লুবাবা? যদি সা'দ ইবন মুআয আমাদের বিচারক হয়ে আসেন, তাহলে তা কেমন হবে? আবূ লুবাবা (রা) তখন তার হাতদ্বারা গলার দিকে ইঙ্গিত করে বোঝাতে চাইলেন যে, সে তোমাদের হত্যার নির্দেশ দেবে। কাজেই এটা করা ঠিক হবে না। এটা ছিল আবূ লুবাবার পক্ষ হতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। হযরত আবূ লুবাবা (রা) বলেন, আমি এ স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই বুঝতে পারলাম যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

এর অর্থ হলো—"তোমরা জেনেশুনে তোমাদের নিকট গচ্ছিতসমূহের ব্যাপারে খিয়ানত করো না।" হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এখানে আমানতের অর্থ হলো বান্দার আমল যা করার জন্য তাকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের উপর যা ফরয করেছেন তা পালনের ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলা করো না।

কালবী (র) বলেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অর্থ হলো—তাঁদের হুকুম পালন না করা। আর আমানতে খিয়ানত করার অর্থ হলো—আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর যা কিছু ফরয করেছেন প্রত্যেকেই এজন্য আমানতদার। সে ইচ্ছা করলে তা পূরণ করতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন লোক তা জানতে পারে

না। وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-এর অর্থ নিঃসন্দেহে তোমরা জান যে, এটা তোমাদের নিকট আমানত।

আল্লাহ্ তা'আলা অপর এক আয়াতে বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ .

"আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেন না।"

(সূরা ইউসুফ : ৫২)

যারা তার আমানতে খিয়ানত করে, পরিণামে তারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয় এবং হিদায়াত থেকে মাহরূম হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

"মুনাফিকদের নিদর্শন তিনটি—যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে আর তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।"

(বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন :

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهٗ وَلاَدِيْنَ لِمَنْ لاَّ عَهْدَ لَهٗ .

"যে আমানত রক্ষা করে না, তার ঈমান নেই এবং যে ওয়াদা পালন করে না, তার দীন নেই।"

যে ব্যাপারেই খিয়ানত করা হোক, তা অত্যন্ত খারাপ ও গুনাহের কাজ। এর কোন-কোনটি আবার অপরগুলোর তুলনায় অধিক খারাপ। যে ব্যক্তি তোমার টাকা-পয়সা নিয়ে খিয়ানত করেছে, সে ঐ ব্যক্তির সমান নয় যে তোমার পরিবার ও অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে খিয়ানত করে এবং জঘন্য রকম পাপাচারে লিপ্ত থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اَدِّ الاَمَانَةَ إِلٰى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

"যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে, তুমি তার আমানত রাখা বস্তু ফেরত দাও এবং যে তোমার সাথে খিয়ানত করেছে, তার সাথে তুমি খিয়ানত করো না।"

হাদীস শরীফে আছে, মুমিন বা ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে সকল প্রকার অপরাধে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়, তবে তার পক্ষে কোনক্রমেই খিয়ানত করা এবং মিথ্যা বলা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : মহান আল্লাহ্ বলেন : "আমি দুই অংশীদারের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, যতক্ষণ না তাদের কোন একজন খিয়ানত করে।"

এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম মানুষের নিকট থেকে আমানত তুলে নেবেন এবং শেষে যা থাকবে তা হলো নামায এবং এমন অনেক নামাযী রয়েছে যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই।" (আবূ দাউদ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন : "তোমরা খিয়ানত থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা তা অত্যন্ত খারাপ কাজ।" (আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ্)

নবী করীম (সা) আরও বলেন : আমি এইভাবে জাহান্নামীদের শাস্তি দিতে দেখেছি। এর মধ্যে ঐ লোকের কথাও উল্লেখ করেন, যে কোন কাজ গোপন করতো না এবং সে সুযোগ পেলেই বিশ্বাসঘাতকতা করতো।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, যেসব লোক আমানতে খিয়ানত করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে উপস্থিত করে বলা হবে—তুমি তোমার নিকট গচ্ছিত দ্রব্য ফেরত দাও। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে তা শোধ করবো? দুনিয়া তো চলে গেছে। তখন জাহান্নামের নিচে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, যে পরিবেশে সে আমানত গ্রহণ করেছিল। তারপর তাকে বলা হবে যাও, ঐ স্থান থেকে আমানতের মাল নিয়ে এসো। তখন সে সেখানে অবতরণ করে তা কাঁধে তুলে নেবে কিন্তু তা তার কাছে দুনিয়ার পাহাড়ের চেয়েও ভারী অনুভূত হবে। সে নাজাত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকবে এবং চিৎকার করতে থাকবে। আর বোঝার ভারে নিচের দিকে নামতে থাকবে। অতঃপর ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, নামায আমানত, ওযূ আমানত, গোসল আমানত, ওজন ও পরিমাপ আমানত এবং শ্রেষ্ঠতম আমানত হলো প্রতিজ্ঞাসমূহ।

## উপদেশ

ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! কত মূল্যবান সময় তোমরা হাতছাড়া করেছো—আত্মভোলা ও চরম অবুঝ প্রবৃত্তির অনুকরণ করে! কতই না সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসাবাদ হবে সম্পদ সম্পর্কে! কাজেই ভেবে দেখো, কিভাবে তোমরা সঞ্চয় করেছো! আমলনামা কতই না সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা হয়। কাজেই তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তাতে কি জমা রেখেছো? এ ব্যাপারে তোমাদের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনা করতে হবে অনতিবিলম্বে এবং ছোট বড় সকল ব্যাপারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার ও কবরে অবতরণের পূর্বে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে তোমরা হবে কীটের খাদ্য। যদি কবরস্থ কোন পাপীকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমার কামনা কি? সে বলবে, আমি (দুনিয়াতে) ফিরে যেতে চাই এবং নেক আমল করতে চাই, কখনও আর পাপাচারে লিপ্ত হবো না।

اين أهل الديار من قوم نوح

ثم عاد من بعد هم وثمود

بينما القوم فى النمارق والاستبرق

افضت إلى الشراب الخدود

وصحيح اضحى يعود مَرِيْضًا

وهو ادنى للموت ممن يعود

"নূহ সম্প্রদায় এবং তাদের পরে আদ ও সামূদ সম্প্রদায় এখন কোথায়? যারা ছিল সুরম্য অট্টালিকা ও ঘরবাড়ির মালিক। এক সময় তারা জাঁকজমক ও জৌলুসপূর্ণ জীবন যাপন করতো। হঠাৎ তারা মাটির গর্তে নিমজ্জিত হয়েছে। আজ যারা সুস্থ-সবল, কাল তারা অসুস্থ ও রুগ্নে পরিণত হয়। আর যে আজ সুস্থতা লাভ করে, সে কাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়।"

## ৪০. খোঁটা দেওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالاَذٰى

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের দান-সাদকাগুলো খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে বাতিল করো না।" (সূরা বাকারা : ২৬৪)

ওয়াহিদী (র) বলেছেন, মান্ন ( مَنْ ) অর্থ হলো যা কিছু দান করা হয়েছে তার জন্য খোঁটা দেওয়া। কালবী (র) বলেন, এর অর্থ সাদকার প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে দাবি করা এবং সাদকা গ্রহীতাকে খোঁটা দিয়ে কষ্ট দেওয়া।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দেবেন না, তাদেরকে (গুনাহ হতে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। এরা হলো (১) পায়ের গিরার নিচে পাজামা, জামা, লুঙ্গি ইত্যাদি কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী; (২) খোঁটা দানকারী ও (৩) মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রয়কারী। কেননা হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, যে পায়ের টাখনু গিরার নিচে কাপড় পরবে, সে জাহান্নামে যাবে।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে—তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না : মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান , মদ্যপায়ী এবং যে দান করে খোঁটা দেয়। (নাসাঈ)

তিরমিযী শরীফে আছে :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَّانٌ.

"প্রতারক, বখিল এবং খোঁটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" যে প্রতারণা করে তাকে 'খাব্বু' বলা হয়, কৃপণকে 'বখিল' এবং যে দান করে খোঁটা দিয়ে দানগ্রহণকারীকে কষ্ট দেয়, তাকে 'মান্নান' বলে।

হযরত নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : তোমরা দান করে খোঁটা দেওয়া থেকে সাবধান থেকো। কেননা একাজ শোকরকে বাতিল করে এবং সওয়াবকে ধ্বংস করে দেয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী তিলাওয়াত করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالاَذٰى

"হে ঈমানদারগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করো না।" (সূরা বাকারা : ২৬৪)

ইব্ন সীরীন (র) জনৈক ব্যক্তিকে অপর এক লোকের কাছে বলতে শুনেছেন, তোমার জন্য এই এই কাজ করেছি এবং তোমার এই এই উপকার করেছি। তখন ইব্ন সীরীন (র) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি চুপ করো, উপকার করে তার হিসাব দিলে কোন কল্যাণ হয় না। কোন কোন বুযর্গ অভিমত পেশ করেছেন যে, উপকার করে খোঁটা দিলে সে শোকরের সওয়াব পাবে না। যে ব্যক্তি নিজের আমলকে সুন্দর মনে করবে, তার সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন :

لا تحملن من الانام × بان يمنوا عليك منه
واختر لنفسك حظها × واصبر فان الصبر جنه
منن الرجال على القلوب × اشد من وقع الا سنه

"সৃষ্টি জগতের কোন বস্তু যেন তোমাকে খোঁটাদানে উদ্বুদ্ধ না করে। খোঁটাদান থেকে বিরত থেকে তুমি তোমার প্রতিদান গ্রহণ করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। কেননা ধৈর্য হলো ঢালস্বরূপ। দান-সাদকা বা কাউকে উপকার করে খোঁটা দেয়া অন্তরের উপর যে ব্যথা ও মনকষ্টের সৃষ্টি করে, তা বর্শার আঘাতের চেয়েও কঠোরতর।"

কোন এক কবি বলেছেন :

وصاحب سلفت منه إلى يد × ابطأ عليه مكافاتى فعادانى
لما تيقن ان الدهر حاربنى × ابدى الندامة مماكان او لانى
وافسدت بالمن ما قدمت من حسن × ليس الكريم اذا اعطى بمنان

"আমি এক দানশীলের কাছ থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছি, তা পরিশোধ করতে দেরি হওয়ায় সে আমার সাথে দুশমনী করছে। কারণ তার ধারণা, যে লজ্জাকর অবস্থায় আমি পতিত হয়েছি কালের চক্রে চিরদিন আমি এ অবস্থায়ই সংগ্রামরত থাকবো। তুমি যে সওয়াব লাভ করেছিলে তা খোঁটা দিয়ে নষ্ট করেছ। যে দান করে খোঁটা দেয়, সে প্রকৃত দানশীল ও শরীফ নয়।"

### উপদেশ

ওহে এমন ব্যক্তি যে পাপাচারে লাগামহীনভাবে অগ্রসর হচ্ছো! কোন্ বস্তু তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে? অপরাধের কাজে অবকাশ পেয়ে কতদিন তুমি ধোঁকা খেতে থাকবে? তুমি তো মৃত্যুর সাথেই অবস্থান করছো এবং সে প্রথমেই তোমাকে তার পেয়ালা পান করাবে। এজন্য ফেরেশতা তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছে যাত্রার পূর্বক্ষণে।

তোমার শুভবুদ্ধির উদয়ের জন্য বিপদাপদ তোমাকে বন্দী করেছে। যে পাপ তোমার আমলনামা ভারী করেছে, তা তোমাকে লজ্জিতও করেছে। ওহে নশ্বর, পৃথিবীকে পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্ত ব্যক্তি! এর চেয়ে পদস্খলনের চরম আর কি হতে পারে? ওহে উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি! মনে হয় যত নসীহত সবই তোমার জন্য প্রযোজ্য। তোমার সে সব বন্ধু কোথায় যারা তোমার চারধারে বেষ্টন করে থাকতো? ওয়ায-নসীহত কি তাদের দেহ ও কার্যকলাপের কাছে বিলীন হয়ে গেছে? অঢেল সম্পদ এবং অনেক আশা কোথায়? সে কি শুধু আমল নিয়ে কবরে একাকী নেই? যারা গাফিল অবস্থায় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ গর্বভরে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে চলতো তারা কোথায় গেল? সে কি তার আমল নিয়ে গন্তব্যের পথে ভ্রমণরত নেই? যারা তাদের অট্টালিকা ও বালাখানায় আরাম-আয়েশে মশগুল ছিল তারা কোথায়? তারা দুনিয়াতে যতদিন অবস্থান করেছিল তা যেন কবরে অবস্থানের তুলনায় সামান্য এবং কবরের জীবন অনন্ত। যারা ছিল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার এবং বড় বড় অনুষ্ঠান করে বেড়িয়েছে, তারা কোথায়? আল্লাহ্র কসম, তাদের সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হয়েছে এবং ডুবে গেছে। কোথায় অতীতের সে রাজা-বাদশাহ, অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীগণ? তাদের সম্পদ আজ অন্যদের হাতে এবং এভাবেই দুনিয়ার সব কিছুর রদবদল ও হাত বদলের পালা চলছে।

## ৪১. তাকদীরকে অবিশ্বাস করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছি তার কার্যসীমা নির্ধারণ করে।"

(সূরা কামার : ৪৯)

ইব্‌ন জাওযী (র) বলেন : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে :

(১) মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তাকদীর সম্পর্কে প্রতিবাদ করলে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (মুসলিম) হযরত আবূ উসামা (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এ আয়াতটি কাদরিয়া অর্থাৎ যারা তাকদীরকে বিশ্বাস করে না, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

(২) নাজরানের ধর্মযাজকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললো : হে মুহাম্মদ ! আপনি কি মনে করেন মানুষ যেসব পাপ করে : তাও তাকদীর অনুযায়ী অথচ এটা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন : তোমরা তো আল্লাহ্‌র সাথে বিতণ্ডাকারী। তখন এ আয়াতটি নাযিল হলো—

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِى ضَلَلٍ وَّسُعُرٍ . يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ . ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ . اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ .

"অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন ওদের উপুড় করে ফেলে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেদিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো। নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি।" (সূরা কামার : ৪৭-৪৯)

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম মানুষটি হতে শেষ মানুষ পর্যন্ত সকলকে একত্র করবেন, তখন তিনি এক ঘোষককে ঘোষণা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন। অতঃপর সে ঘোষণা করবে যা প্রথম মানুষটি থেকে শুরু করে শেষ মানুষটি পর্যন্ত সকলেই শুনতে পাবে। সে বলবে : আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিতণ্ডাকারীরা কোথায়? তখন কাদরিয়ারা উঠে দাঁড়াবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন :

ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ . اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ .

"জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো। অবশ্য আমি প্রত্যেক বস্তুকে তার কার্যসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি।" কাদরিয়াদের আল্লাহ্‌র সাথে বিতণ্ডাকারী বলার কারণ হলো—তারা এই মর্মে বিতণ্ডা করতো যে, কোন ব্যক্তির তাকদীরে নাফরমানী লিপিবদ্ধ থাকা জায়েয নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঐ পাপের শাস্তি দেবেন তা হতে পারে না।

হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান (র) হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম ! কাদরিয়া (তাকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি) পাহাড়ের সমান বোঝা রাখে, এবং নামায পড়তে পড়তে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায় তবুও তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাকে বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে তার কার্যসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি।

ইমাম মুসলিম (র) হযরত ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزَ وَالْكَيْسَ .

"প্রত্যেক জিনিস তাকদীর অনুসারে হয়, এমনকি অপারগতা বা নির্বুদ্ধিতা এবং বুদ্ধিমত্তাও তাকদীর অনুসারে হয়ে থাকে।" হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তা সংঘটিত হবার পূর্ব থেকেই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ .

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা আমল করবে, তাও সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা সাফফাত : ৯৬)

হযরত ইব্‌ন জারীর (র) বলেছেন, এখানে দু'টি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথম অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এবং তোমাদের হাতদ্বারা প্রতিমা তৈরির মত যে সব আমল করো, তাও সৃষ্টি করেছেন। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, বান্দার আমলও এক ধরনের সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا .

"তারপর তিনি তার অন্তরে নিক্ষেপ করেছেন, কোন্‌টা পাপ এবং কোন্‌টা আল্লাহ্‌ভীরুতা।" (সূরা শামস : ৮)

হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেছেন : আয়াতের অর্থ হলো তিনি অনিবার্য করে দিয়েছেন কোন্‌টা পাপ আর কোনটা আল্লাহ্‌ভীরুতা।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আল্লাহ্‌ভীরুতাপূর্ণ কাজ করার তওফিক দেন এবং পাপের জন্য তাকে হীন করে দেন। আসল অর্থ আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হাদীস শরীফে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : "আল্লাহ্ কোন গোত্রের উপর সদয় হয়ে ভাল কাজের ইল্‌হাম করেন এবং তাদেরকে তাঁর রহমতের সামিয়ানার নিচে প্রবেশ করান। আবার কোন কোন গোত্রকে তিনি তাদের আমলের জন্য পরীক্ষা করেন এবং তাদেরকে তাঁর রহমতের সামিয়ানার নিচে প্রবেশ করান। আবার কোন কোন গোত্রকে তিনি তাদের আমলের জন্য পরীক্ষা করেন এবং তাদের হীন ও লজ্জিত করেন। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, তাদের শাস্তি দেন। অবশ্য তিনি এ ব্যাপারে ন্যায়বিচারক।" তিনি কি করেন সে ব্যাপারে তাঁকে কারো নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে না, বরং সকলকে তাঁর নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে—

لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ ·

"তিনি যা করেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তারাই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া : ২৩)

হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি যার উম্মতের মধ্যে কাদরিয়া এবং মুরযিয়া নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সত্তরজন নবীর মুখের মাধ্যমে কাদরিয়া এবং মুরযিয়া শ্রেণীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন।"

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কাদরিয়া সম্প্রদায় এই উম্মতের অগ্নিপূজক। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে মজূসী ছিল, এ উম্মতের মজূসী হলো ঐ সকল লোক যারা মনে করে যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই। প্রত্যেক ব্যাপার এমনি (পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া) ঘটে থাকে। তিনি বলেন, যদি তোমাদের সাথে এদের কারো সাক্ষাত হয় তবে বলে দেবে যে, আমি তাদের দায়িত্বমুক্ত এবং তারাও আমার দায়িত্বমুক্ত অর্থাৎ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর হযরত নবী করীম (সা) আরো বললেন : যাঁর হাতে আমার জীবন সে মহান সত্তার কসম করে বলছি, তাদের কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তবুও তা কবূল করা হবে না, যদি না তারা তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তারপর বর্ণনাকারী হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হাদীসটি উল্লেখ করলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর কাছে আরয করলেন, ঈমান কি জিনিস? তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তাকদীরের ভাল-মন্দে বিশ্বাস করবে।"

আলোচ্য হাদীসে 'আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস' স্থাপনের মানে হলো এই মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ্ মহত্ত্ব ও পূর্ণত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি এক এবং সকল প্রকার অভাবমুক্ত এবং সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিজগতে যেমন এবং যখন চান হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তিনি তাঁর রাজ্যে যা চান তাই করেন। আর ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাসের মানে হলো তারা যে আল্লাহ্র অনুগত সৃষ্টি, তা বিশ্বাস করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ . لاَ يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ .

"বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু ওদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।" (সূরা আম্বিয়া : ২৬-২৮)

রাসূলের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য হলো—এই মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে, রাসূলগণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে যা কিছু প্রচার করেছেন সে ব্যাপারে তাঁরা সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে মুজিযা (অলৌকিক শক্তি) প্রদান করে সাহায্য করেছেন যা তাঁদের সত্যতা প্রমাণ করছে। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে প্রাপ্ত তাঁর রিসালাতের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের যে সব নির্দেশ দেন তা মানুষের কাছে বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের সম্মান করা সকলের প্রতি ওয়াজিব এবং নবী-রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান করা অন্যায়।

পরকাল বা কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করার মানে হলো এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে, সকলকে হাশরের ময়দানে সমবেত হতে হবে, আমলের হিসাব হবে, পাল্লাদ্বারা নেক-বদের ওজন করা হবে, সবাইকে পুলসিরাত পার হতে হবে এবং তারপর রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম। নেককার লোকেরা তাদের নেক আমলের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত লাভ করবে আর বদকাররা তাদের কর্মের শাস্তিস্বরূপ যাবে জাহান্নামে। এসবই পরকালে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তাকদীরের উপর বিশ্বাস আনার তাৎপর্য সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে যার সারমর্ম হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

١. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ .

১. "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কে কি করবে তাও।" (সূরা সাফ্ফাত : ৯৬)

২. اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ .

২. "আমি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছি তার কার্যসীমা নির্ধারণ করে।"

(সূরা বাকারা : ৪৯)

এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : জেনে রাখ! যদি তোমার উপকার করার জন্য সকল মানুষ সমবেত হয়, তবুও তোমার তাকদীরে যা থাকে তার বাইরে কোন উপকার করতে পারবে না, অদ্রূপ তকদীরে না থাকলে ক্ষতিও করতে পারবে না। তোমার ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

প্রাচীন বুযর্গানে দীন এবং পূর্ববর্তী আলিমদের মতে যে ব্যক্তি উল্লেখিত বিষয়গুলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে এবং এ বিশ্বাসে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে, তবে সে হবে খাঁটি মুমিন, সে বিশ্বাস যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে হোক অথবা যুক্তিহীন অনড় বিশ্বাসের ভিত্তিতে হোক।

তাবিঈন, মুসলমানদের ইমামগণ, পূর্ববর্তী আলিমগণ এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের সত্তরজন একমত হয়েছেন যে, যে সুন্নাতের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেছেন, তার প্রথমটি হলো—আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর আদেশ মেনে নেয়া এবং ধৈর্যসহকারে সে হুকুম পালন করা। আল্লাহ্ যে সব কাজ করার জন্য হুকুম দিয়েছেন তা পালন করা এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমল করা, তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখা, দীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ না করা, মোজার উপর মাসেহ করা, ভাল হোক বা খারাপ হোক সর্বাবস্থায় খলীফার পক্ষ হয়ে জিহাদ করা এবং যারা কিবলার দিকে ফিরে নামায পড়ে, তাদের জানাযার নামায পড়া।

**ঈমান :** কথা, কাজ ও নিয়ত-এ তিনের সমন্বয় হলো ঈমান। নেক আমলদ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারের কারণে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী যা দিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে পাঠিয়েছেন। তা সৃষ্ট বস্তু নয়। বাদশাহ ন্যায়পরায়ণ হোক বা অত্যাচারী হোক, ধৈর্যের সাথে তার পতাকাতলে অবস্থান করা এবং যুলুম করলেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করা। তবে কুরআন-সুন্নাহর বিরোধীতাকারী শাসকের আনুগত্য ফরয নয়। যারা নামায পড়ে তারা যদিও কবীরা গুনাহের কাজ করে, তবুও কাফির না বলা, তবে যদি সে হালাল মনে করে, কবীরা গুনাহ করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। নবী করীম (সা) যাদের জান্নাতী হবার ধারণা

দিয়েছেন তাদের ছাড়া অন্য কাউকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য না দেয়া। সাহাবাদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে সে সম্বন্ধে কাউকে দোষারোপ না করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর শ্রেষ্ঠতম মানব হযরত আবূবকর (রা), তারপর হযরত উমর (রা), তারপর হযরত উসমান (রা) এবং তারপর হযরত আলী (রা) বলে বিশ্বাস করা। তারপর নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণ এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি এবং সাহাবীদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ করা ইত্যাদি কাজ ঈমানের দাবি।

আলিমদের মতে, যে সকল কথা বলার কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায় তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

আল্লাহ্ তা'আলার নামগুলো থেকে কোন নাম তথা তাঁর কোন নির্দেশ অথবা কোন ওয়াদা অথবা ভীতিকে উপহাস করা কুফরী। যদি কেউ বলে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বললেও একাজ আমি করবো না, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে যে, কিবলা এইদিকে হলে আমি নামায পড়বো না, তাহলে সে যেন কুফরী করলো। যদি কোন লোক বলে যে, তুমি কি নামায ছেড়ে দিয়েছো অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য তোমাকে পাকড়াও করবেন। তখন সে যদি বলে, যদি তিনি রোগ ও দুঃখকষ্টে থাকা সত্ত্বেও আমাকে পাকড়াও করেন, তাহলে তিনি আমার উপর যুলুম করবেন, তা কুফরী বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে যে, এই এই বিষয়ে আমার কাছে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও ফেরেশতাগণ এসে সাক্ষ্য দিলেও তা আমি সত্য বলে গ্রহণ করবো না, তাহলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তোমার নখগুলো কেটে ফেল। কেননা নখকাটা সুন্নাত। তখন যদি সে বলে, আমি তা কাটবো না, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে, অমুক আমার দৃষ্টিতে ইয়াহূদীর মত, তাহলে সে কুফরী করলো। যদি কেউ বলে, আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়বিচারের জন্য বসে আছেন বা দাঁড়িয়ে আছেন, তাহলে সে কুফরী করলো।

অপর এক বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, যদি কেউ কোন মুসলমানকে বলে, তোমাকে যেন আল্লাহ্ তা'আলা ভাল চিহ্নিত না করেন অথবা তোমার ঈমান বিলোপ করে দেন তাহলে সে কুফরী করলো। যদি কেউ বলে যে, আমার সাথে তোমার দেখা-সাক্ষাত হওয়া মৃত্যুর সাথে দেখা হওয়া সদৃশ, তাহলে কারো কারো মতে সে কুফরী করলো বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি নবী হলে আমি তার উপর ঈমান আনতাম না, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে সে যা বলছে তা সত্য হলে আমরা মুক্তি পাবো, তাহলে সে কুফরী করলো। যদি কেউ উপহাস করে বিনা ওযুতে নামায পড়ে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি দু'ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং এক ব্যক্তি লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ বলে এবং অপর ব্যক্তিও তাকে উদ্দেশ্য করে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ

বিল্লাহ বলে এবং আরো বলে যে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে অভাব অনটন থেকে মুক্ত না করেন তাহলে সে কুফরী করলো। যদি কেউ মুয়াযযিনের আযান শুনে বলে যে, সে যা বলছে তা মিথ্যা, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে যে, আমি কিয়ামতকে ভয় করি না, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কোন লোক যদি তার মালামাল রেখে দিয়ে বলে যে, আমি এ মালামাল আল্লাহ্র নামে সোপর্দ করলাম, একথা শুনে যদি অপর এক লোক বলে, তুমি এমন একজনের কাছে তোমার মালামাল, অর্পণ করলে চোর যার তোয়াক্কা করে না, তাহলে কুফরী করলো। যদি কেউ খুতবা প্রদানকারী বক্তার বেশভূষা ধারণ করে উঁচু স্থানে আসন গ্রহণ করে, অতঃপর তার কাছে মাসায়েল জিজ্ঞেস করলে সে তা হেসে উড়িয়ে দেয় অথবা কেউ যদি বলে যে, ইল্মের চেয়ে রুটি-রুযীর গুরুত্ব বেশি, তবে সে কুফরী করলো। যদি কেউ বিপদে পড়ে বলে যে, তুমি তো আমার ধন-সম্পদ নিলে এবং ছেলেমেয়ে শেষ করে দিলে, এখন আর কি করা বাকি আছে? তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ তার ছেলেকে মারধর করে অথবা গোলামকে মারধর করে, আর তা দেখে এক ব্যক্তি বলল, তুমি কি মুসলমান নও? যদি সে স্বেচ্ছায় বলে দেয়—না, আমি মুসলমান নই। তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ আক্ষেপের সাথে বলে যে, আল্লাহ্ যদি ব্যভিচার হারাম না করতেন, অথবা আল্লাহ্ যদি নরহত্যা হারাম না করতেন। অথবা যুলুম হারাম না করতেন, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ তার গলায় রশি বাঁধে এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বলে যে, এটি পৈতা (যা হিন্দুরা ব্যবহার করে থাকে) তাহলে অধিকাংশের মতে সে কুফরী করলো বলে গণ্য হবে। যদি শিশুদের কোন শিক্ষক বলে, ইয়াহূদীরা মুসলমানদের চাইতে উত্তম। কারণ তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে যে, মজূসীদের (অগ্নিপূজারীদের) চেয়ে খ্রিস্টানরা ভাল, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোন লোককে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ঈমান কাকে বলে? তখন সে বলে—জানি না, তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে। এমন কিছু কথা আছে যা অশালীন ও অপছন্দনীয়। এ ধরনের কথা বলা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম এবং এরদ্বারা ঈমান বিলোপ হবার এবং চিরতরে জাহান্নামী হবার আশংকা রয়েছে। যেমন তোমার ঈমান নেই, তোমার বিশ্বাস নেই, তুমি মুনাফিক, তুমি যিন্দীক (যে আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করে না), তুমি ফাসিক (পাপাচারী) ইত্যাদি বলা। মহান আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হিসেবে মৃত্যুবরণের তৌফিক দান করুন।

**উপদেশ**

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ। যারা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং গোপন স্থানে জমা রেখে

অতীব আগ্রহের সাথে ভোগ করে কামনার নেশা চরিতার্থ করেছিল, তারা কোথায়? তারা যা ভোগ করেছিল তা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। তারা যে ছলনার মোহে নিমজ্জিত ছিল, তা তাদের আয়ুষ্কালকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। শয়তান তাদের জন্য কামনার ফাঁদ পেতেছিল এবং তাতে তারা পতিত হয়েছিল। তাদের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা আসলেন এবং তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলো। আর তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিলো। আল্লাহ্র কসম! তারা আর ফিরে আসবে না। সুতরাং তারা এখন বিচ্ছিন্নভাবে কবরে অবস্থান করছে এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তারা একত্রিত হবে। জনৈক কবি বলেছেন :

"জ্ঞানীদের চোখ কি করে পরিতৃপ্ত হতে পারে বা হীন উপভোগে ডুবে থাকতে পারে বা ঘুমিয়ে থাকতে পারে? মৃত্যু তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ভয় প্রদর্শন করছে যদি লোকদের কান থাকতো অবশ্যি তা তারা শুনতে পেতো। জাহান্নাম তাদের খুবই নিকটে রয়েছে এবং অবশ্যই তারা তাতে পতিত হবে। তারা জানে না যে, কে এতে পড়বে এবং কে মুক্তি পাবে। পাখি, জীবজন্তু, সমুদ্রের মাছের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। তারা নিরাপদে কালাতিপাত করে কিন্তু মানুষের পেছনে রয়েছে অতন্দ্র প্রহরী যে তার গোপন কর্মেরও হিসাব সংরক্ষণ করে জানিয়ে দেয় এবং তার উপর নির্ভর করবে তার জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা।"

হাশরের দিন প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে তার আমলনামা দেখতে পাবে এবং ত্বক, চোখ ও কান সবই তার প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করবে। সেদিন প্রত্যেকের সামনেই নিজ নিজ আমলনামা উন্মুক্ত অবস্থায় এসে উপস্থিত হবে এবং এতে প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ে বর্ণিত থাকবে। সুতরাং তুমি যেহেতু জান না যে, সেদিন তোমাকে কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে অথচ ছোট বড় সকল ব্যাপারই প্রকাশিত হওয়ার জন্য সেদিনের অপেক্ষায় রয়েছে, তাই মানুষের সে দিনের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হওয়া কিভাবে সমীচীন হতে পারে? সে জানে না, সে কি জান্নাত পেয়ে চিরস্থায়ী শান্তি ও কামিয়াবী লাভ করবে, না জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং যেখান থেকে সে আর পরিত্রাণ পাবে না? তোমরা তাদের মত জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার আশা পোষণ করো কিন্তু যখন তোমরা কামনাদ্বারা তাড়িত হও, তখন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যাও। অনেক কেঁদে ও আফসোস করে তখন কোন লাভ হবে না। আফসোস, কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ এবং অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না।

## ৪২. কান পেতে অন্য লোকের গোপন কথা শোনা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَلَا تَجَسَّسُوْا "তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বন করো না।"

হযরত ইব্ন জাওযী (র) বলেন, আবূ যায়দ (র), হাসান (র), দাহহাক এবং সিরীন (র) وَلَا تَجَسَّسُوْا-এর স্থলে وَلَا تَحَسَّسُوْا পড়েছেন। অর্থাৎ জীমের স্থলে 'হা' পড়েছেন। আবূ উবায়দা (রা) বলেছেন, 'তাজাসসুস' এবং তাহাসসুস' উভয় শব্দের অর্থ এক এবং অভিন্ন। তাহাসসুস মানে হলো অপরের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা এবং তাজাসসুস শব্দ থেকে 'জাসূস' শব্দটি গঠিত হয়েছে যার অর্থ হলো গুপ্তচর।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) বলেন : 'তাজাস্সুস' মানে হলো অন্যের দোষ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা এবং 'তাহাস্সুস' অর্থ পরের গোপন কথা কান পেতে শোনা।

মুফাস্সিরগণ বলেন : তাজাস্সুস হলো কোন মুসলমানের গোপন কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা। সুতরাং 'ওয়ালা তাজাস্সুস' মানে হলো আল্লাহ্ যখন কারো দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন তখন তোমরা কেউ তোমাদের সে ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ফাঁস করে দেবে না। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট অভিযোগ করা হয়েছিল যে, এই দেখুন ওয়ালীদ ইব্ন উকবার দাঁড়ি থেকে মদের ফোঁটা ঝরছে। তিনি বললেন : আমাদেরকে অপরের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কোন দোষ-ত্রুটি আমাদের সামনে প্রকাশ পায়, তাহলে আমরা এজন্য অভিযুক্ত করবো এবং কৈফিয়ত তলব করবো।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب فى اذنيه الانك يوم القيامة .

"যদি কোন ব্যক্তি অপরের কথা কান পেতে শোনে যা তারা কাউকে শোনাতে চায় না, তাহলে কিয়ামতের দিন তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়া হবে।" (বুখারী)

আল্লাহ্ তা'আলা যা পছন্দ করেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন এমন কাজ করার তৌফিক তিনি আমাদের দান করুন।

## ৪৩. চোগলখোরী করা

যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের নিকট বলে বেড়ায়, তাকে বলে 'নামমাম' বা চোগলখোর। সর্বসম্মত মতে চোগলখোরী করা হারাম। এ কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلاَ تَطِعْ كُلَّ حَلَّفٍ مَّهِيْنٍ . هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ .

"অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় কসম করে যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায় অর্থাৎ চোগলখোর।"

(সূরা কালাম : ১০, ১১)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ .

"চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

হাদীস শরীফে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুটি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এ দু'টি কবরেই আযাব হচ্ছে। এমন কোন বড় গুনাহের জন্য তাদের আযাব হচ্ছে না, যদিও তা কবীরা গুনাহ। তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করতো না, অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর নবী করীম (সা) একটি খেজুরের কাঁচা ডাল নিয়ে তা দ্বিখণ্ডিত করে এক-এক খণ্ড করে প্রত্যেক কবরে প্রোথিত করলেন। তারপর তিনি বললেন : যতদিন পর্যন্ত তা তাজা থাকবে ততদিন তাদের উপর কবর আযাব লাঘব হতে থাকবে। এমন কোন বড় অপরাধের জন্য তাদের আযাব হচ্ছে না—এর অর্থ হলো ঐ অপরাধ ত্যাগ করা তাদের জন্য তেমন কোন কঠিন কাজ ছিল না অথবা তারা একাজকে তেমন কোন অপরাধ বলে মনে করতো না। সে জন্য অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে (بلى انه كبير) বরং তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ومن كان ذا السانين فى الدنيا فان الله يجعل له لسانين من النار يوم القيامة .

"কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে তোমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট দেখতে পাবে যে ছিল দুনিয়াতে দুই চেহারাবিশিষ্ট। কিছু লোকের সাথে এক চেহারায় মিশতো। আবার কিছু লোকের সাথে অন্য চেহারায় মিশতো। যারা এ পৃথিবীতে দুই জিহ্বাওয়ালা অর্থাৎ দুই কথার লোক হবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য আগুনের দুটি জিহ্বা বানাবেন।" এখানে দুই জিহ্বা বিশিষ্ট হওয়ার অর্থ হলো—একজনের সাথে বলে এক কথা, অপরজনের কাছে বলে অন্য কথা।

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাযালী (র) বলেছেন : একজনের কথা অপরজনের নিকট বিকৃত করে বলাকে চোগলখোরী বলে। যেমন বলা হলো, অমুক তোমার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছে। চোগলখোরী শুধু মুখে বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বিভিন্নরূপ হতে পারে। এমন কোন কিছু প্রকাশ করে দেয়াকে চোগলখোরী বলে যা প্রকাশ হওয়া যার নিকট থেকে প্রকাশ করা হয় সে অথবা যার কাছে প্রকাশ করা হয় সে বা তৃতীয় কেউ তা অপছন্দ করে। চোগলখোরীর প্রকাশ কথায়, চিঠিপত্রে, ইশারা-ইঙ্গিতে বা কাজেকর্মে ইত্যাদি নানাভাবে হতে পারে। কোন প্রকার দোষক্রটি সম্বন্ধে হতে পারে, আবার দোষক্রটি ছাড়া অন্য বিষয়ও হতে পারে। মূল কথা হলো—কারো গোপন রহস্য যা সে প্রকাশ করতে চায় না, তা প্রকাশ করে দেয়াকে চোগলখোরী বা কুৎসা রটনা বলে। অপরের দোষক্রটি দেখা গেলে মানুষের উচিত চুপ থাকা। তবে যদি দেখা যায় যে, এটা প্রকাশ করে দিলে মুসলিম জনতার উপকার হবে অথবা অপরাধ রোধ করা যাবে, তাহলে অবশ্য তা প্রকাশ করতে হবে। যদি কোন লোক কারো নিকট গিয়ে চোগলখোরী আরম্ভ করে, তখন তার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত। যথা—

১. তাকে বিশ্বাস করবে না। কেননা সে চোগলখোর, পাপাচারী এমন ব্যক্তির খবর গ্রহণের অযোগ্য।

২. তাকে একাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে হবে এবং তার কাজ যে জঘন্য ও খারাপ, তা তাকে বোঝাতে হবে।

৩. আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ঘৃণা করতে হবে। কেননা সে আল্লাহ্র নিকট ঘৃণার পাত্র। আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

৪. যার সম্পর্কে চোগলখোরী করা হবে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা গ্রহণ না করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ .

"তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান পাপ।" (সূরা হুজুরাত : ১২)

৫. তার নিকট যা বলা হয়েছে তার সত্যতা যাচাই করার পরও এর পেছনে লেগে থাকবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না।"

৬. চোগলখোর লোকটি যা বলেছে তাতে রাজী না হওয়া এবং তার রটিত কুৎসা সম্পর্কে অন্যকে অবহিত না করা। একবার এক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট এসে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথা বললো। তিনি বললেন, ওহে তুমি যদি ভাল মনে করো তবে আমি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি। যদি তোমার অভিযোগ সত্য হয় তবে এ আয়াতে বর্ণিত লোকদের পর্যায়ে পড়বে—

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا .

"যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসিক লোক কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে।" (সূরা হুজুরাত : ৬)

আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে তুমি নিম্নবর্ণিত আয়াতে উল্লিখিত লোকদের পর্যায় পড়বে— هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ "পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়।" (সূরা কালাম : ১১) আর যদি তুমি চাও তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। তখন লোকটি বললো, হে আমিরুল মুমিনীন। আমাকে ক্ষমা করুন! আমি আর কোনদিন একাজ করবো না।

এক ব্যক্তি সাহিব ইব্‌ন ইবাদ (র)-এর নিকট এক ঐশ্বর্যশালী ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করায় অনুপ্রাণিত করে চিঠি পাঠালো। তিনি ঐ চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখে পাঠালেন, চোগলখোরী করা এক জঘন্য অপরাধ যদিও তা সত্য হয়। মৃত ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত করুন, ইয়াতীমের ক্ষতি পূরণ করে দিন, অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র দেয়া ফল, যে তা নষ্ট করতে চায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অভিশাপ দেন।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, যে অন্যের কথা তোমার কাছে বলে, মনে রাখবে সে তোমার কথাও অন্যের কাছে বলবে। একথাটি একটি প্রবাদ বাক্য—'যে তোমার কাছে এসে বলে সে অন্যের কাছে গিয়েও বলবে।' অতএব, তাকে ভয় করো।

হযরত ইব্‌ন মুবারক (র) বলেছেন : জারজ সন্তান কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। এ উক্তিদ্বারা তিনি এইদিকে ইশারা করেছেন যে, যারা কথা গোপন রাখে না এবং কুৎসা রটনা করে বেড়ায়, বুঝতে হবে এরা জারজ সন্তান। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীদ্বারাও একথা প্রমাণিত। যেমন—আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ "সে পেটুক এবং এছাড়াও সে জারজ সন্তান।"

কোন এক বুযর্গ তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করলে তার কোন এক ভাই সম্পর্কে সে এমন কিছু কথা বললো যা ছিল তার কাছে খুবই অপ্রিয়। তখন তিনি তাকে বললেন, হে ভাই! তুমি কিন্তু গীবত করেছো এবং আমার কাছে তিনটি অপরাধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছো। তুমি আমার ভাইকে আমার কাছে নিন্দনীয় করেছো, আমার অন্তরকে ঐদিকে লিপ্ত করেছো এবং তুমি নিজকে অবিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিয়েছো।

অপর এক বুযর্গ বলেছেন : যে ব্যক্তি তোমাকে জানাবে যে তোমার অমুক ভাই তোমাকে গালি দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেই তোমার গালিদাতা।

এক ব্যক্তি হযরত আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর কাছে এসে বললো যে, অমুকে আপনাকে গালমন্দ করেছে এবং সে আপনার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছে। তখন তিনি বললেন, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। তারপর তিনি তাকে সাথে করে তার কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন, আমার সম্পর্কে তুমি যা কিছু বলেছো তা যদি সত্য হয় তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর তুমি যা বলেছো তা যদি মিথ্যা ও অসত্য হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : حَمَّالَةَ الْحَطَبِ "জ্বালানী বহনকারিণী"-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী চোগলখোরী করে এবং কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো। চোগলখোরীকে জ্বালানী বলার তাৎপর্য হলো— জ্বালানি যেমন আগুন জ্বালানোর মাধ্যম, তেমনি চোগলখোরী শত্রুতার আগুন জ্বালানোর মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। বলা হয়ে থাকে যে, চোগলখোরী করা শয়তানের অনিষ্টকর আমল থেকে মারাত্মক ও ক্ষতিকর। কেননা শয়তানের কাজ হলো অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়া এবং চোগলখোরের কাজ হলো কথা বা আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে সরাসরি একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া।

## কাহিনী

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয়ের জন্য বাজারে গিয়ে দেখলো যে, বিক্রয়ের জন্য একটি গোলাম আছে এবং সে ডেকে ডেকে বলছে যে, চোগলখোরী করা ব্যতীত তার অন্য কোন দোষ নেই। সে এটাকে সামান্য ত্রুটি মনে করে খরিদ করে আনলো। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে তার মালিকের স্ত্রীকে বললো, আমার মালিক (আপনার স্বামী) আর একটা বিয়ে করতে চান। তিনি আপনাকে ভালবাসেন না। আপনি যদি তার ভালবাসা পেতে চান তাহলে তিনি যখন ঘুমিয়ে থাকবেন তখন একটি ক্ষুর দিয়ে দাড়ির নিচ এবং গলার নিম্নভাগ থেকে এক গোছা দাঁড়ি কেটে এনে নিজের সাথে রাখবেন। তবে তিনি আপনাকে ভালবাসবেন এবং দ্বিতীয় বিয়ে করবেন না। অতঃপর স্ত্রীলোকটি মনে মনে এই চিন্তা করতে লাগলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তার স্বামী ঘুমালে সে গিয়ে দাঁড়ি কেটে আনবে। তারপর গোলামটি মহিলার স্বামীর নিকট গিয়ে বললো, প্রভু হে, আপনার বেগম সাহেবা (প্রভুপত্নী) এক লোকের সাথে গোপন প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তার প্রতি তিনি খুব আসক্ত। তিনি আপনার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আজ রাতে আপনাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে ঘুমের ভান ধরে শুয়ে থাকবেন, তাহলেই দেখতে পাবেন তিনি কি নিয়ে যবেহ করার জন্য আসছেন। তার মালিক তার কথা বিশ্বাস করলেন এবং রাতে ঘুমের

ভান করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহিলা একটি ক্ষুর নিয়ে গলা থেকে দাঁড়ি কেটে আনার জন্য তার কাছে গেল। তখন মালিক মনে মনে ভাবলেন যে, আল্লাহ্র কসম! গোলাম ঠিকই বলেছে। তারপর মহিলা ক্ষুরটি তার গলায় রাখলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তার হাত থেকে ক্ষুরটি নিয়ে তাকে যবেহ করে ফেললেন। এবার মহিলার আত্মীয়-স্বজন এসে মহিলাকে নিহত অবস্থায় দেখে তাকেও হত্যা করলো এবং দুই পরিবারের মাঝে মারামারি ও হানাহানি বেধে গেল। আর এত বড় দাঙ্গার কারণ হলো এ পাপিষ্ঠ চোগলখোর গোলাম। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা চোগলখোরকে কুরআন মজীদে ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন :

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ .

"যদি কোন ফাসিক (সত্যত্যাগী, পাপাচারী) তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না করো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (সূরা হুজুরাত : ৬)

### উপদেশ

ওহে সব লোক! যাদেরকে প্রবৃত্তি কামনাবন্দী করে রেখেছে এবং মুক্তিলাভ করতে পারছো না। ওহে ধ্বংস সম্পর্কে অচেতন অথচ বারবার তাকে এ ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে। ওহে সে ব্যক্তি যে তার সুস্থতাহেতু ধোঁকায় নিমজ্জিত, অথচ মৃত্যু তার জন্য লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে বসে আছে। তুমি তোমার বিদায় বা পরপারের যাত্রা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো। অথচ দেখা যাচ্ছে তুমি তোমার অবস্থাতেই রয়েছো। যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করো।

بكيت فما تبكى شباب صابك × كفاك نذير الشيب فيك كفاك
الم تر ان الشيب قد قام ناعيا × مكان الشباب الغض ثم نماكا
الم تر يوما مر الا كانه × باهلاكه للهالكين عناك
الا ايها الفانى فقد حان حينه × اتطمع ان تبقى فلست هناك
ستمضى ويبقى ماتراه كما ترى × فينساك ما خلفته هو ذاكا
تموت كما مات الذين نسيتهم × وتنسى ويهوى الحى بعد هواكا
كانك قد اقصيت بعد تقرب × اليك وان باك عليك بكاكا
كأن الذى يحثو عليك من الثرى × يريد بما يحثو عليك رضاك

كان خطوب الدّهر لم تجر ساعة × عليك اذا الخطب الجليل اتاك
ترى الارض كم فيها رهون دفينه × غلقن فلم يقبل لهن فكاكًا

১. যৌবনকাল অবসানের জন্য তুমি কাঁদনি বরং কেঁদেছ বার্ধক্যে উপনীত হবার জন্য। কেননা বার্ধক্যই তোমার মধ্যে ভীতি সঞ্চারের এবং ভয় প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট।

২. তুমি কি দেখনি যে, বার্ধক্য শোকবার্তা নিয়ে উপস্থিত। তাই যৌবন তার দৃষ্টি অবনত করে শোকবার্তা জানাচ্ছে।

৩. তুমি কি দেখনি যে, বার্ধক্য প্রতিদিন ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

৪. ওহে নশ্বর ও ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তি। ধ্বংসের সময় এসে উপস্থিত। তুমি কি চিরস্থায়ী হয়ে পৃথিবীতে থাকতে চাও? তবে জেনে রাখো—এখানে কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়।

৫. তুমি চলে যাবে এবং তুমি যা কিছু দেখছো তা পড়ে থাকবে। অতঃপর তুমি যাদের রেখে যাবে তারা তোমাকে ভুলে যাবে এবং পৃথিবী যেমন ছিল তেমনি পড়ে থাকবে।

৬. তুমি যাদের ভুলে গেছো তাদের মত তুমিও মারা যাবে এবং তোমাকেও ভুলে যাবে এবং তোমার পরে গোত্রের লোকেরা নতুনভাবে অনুরূপ আশার জাল বুনতে থাকবে।

৭. যেন তুমি নৈকট্য লাভের পর দূরে চলে গেছো এবং তোমার বিফলতার জন্য শুধু কান্না ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না।

৮. মনে হয় কেউ যদি তোমাকে মাটির অর্থাৎ কবরের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতো, তাহলে তুমি সন্তুষ্ট হতে।

৯. আর মহাকালের কালথাবা যখন তোমার উপর চরমভাবে আঘাত হানবে, তখন তোমাকে আর অবকাশ দেবে না, মুহূর্তের জন্যেও।

১০. তুমি দেখতে পাবে যে, মাটির মধ্যে কত বন্দী যে দাফন করা অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের মুক্তির আবেদন নাকচ করা হয়েছে।

## ৪৪. লা'নত করা বা অভিশাপ দেয়া

হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন :

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

"কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী (গুনাহের) এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।" (আবূ দাঊদ)

হযরত নবী করীম (সা) আরো বলেন :

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ .

"কোন ঈমানদার লোককে লা'নত করা তাকে হত্যা করার শামিল।" (বুখারী)

মুসলিম শরীফে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন : "অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন কারো পক্ষে সুপারিশকারী এবং সাক্ষী হতে পারবে না।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : "সিদ্দীক (সত্যবাদী) লোক কাউকে অভিশাপ করতে পারে না।" (মুসলিম)

হাদীস শরীফে আছে :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلاَ بِلَعَّانٍ وَلاَ بِالْفَاحِشِ وَلاَ بِالْبَذِيِّ .

"মুমিন ব্যক্তি পরনিন্দাকারী, অভিসম্পাৎকারী, অশ্লীলভাষী এবং নির্লজ্জ হতে পারে না।"

আবূ দাঊদ শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "বান্দা যখন কোন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয় তখন ঐ অভিশাপ আকাশে উঠে যায় কিন্তু আকাশের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় বলে ঐ অভিশাপ আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। তখন যমীনেও নামতে দেয়া হয় না—তার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়, তারপর ঐ অভিশাপ ডানে বামে পথ ও আশ্রয় খুঁজতে থাকে। তখন সে অন্য কোন পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ করা হয়েছে সে যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয় তবে তার নিকট যায়, অন্যথায় অভিশাপকারীর নিকট ফিরে আসে।" (আবূ দাঊদ)

এক ব্যক্তি তার উটকে অভিশাপ দিলে নবী করীম (সা) তাকে শাস্তি দেন এবং উটটিকে মুক্ত করে দেন। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন, এক সফরের সময় এক আনসার মহিলাকে নিয়ে তার উট বসে পড়লে মহিলা ঐ উটটিকে অভিশাপ দিল।

নবী করীম (সা) তাকে অভিশাপ দিতে শুনে বললেন : উটের উপর যা কিছু আছে তা নামিয়ে রেখে ওটাকে ছেড়ে দাও। কেননা ওটা অভিশপ্ত। ইমরান (রা) বলেন, আমি যেন এখনও ঐ উটটিকে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাচ্ছি এবং কেউই তাকে বাধা দিচ্ছে না বা ব্যবহার করছে না। (মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "সবচেয়ে বড় সীমালংঘন হলো কোন মুসলমান ভাইয়ের মানসম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করা।" আমর ইবনে কায়েস বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি কোন পশুর উপর আরোহণ করে তখন ঐ পশু বলে, হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে আমার সদয় সাথী করুন। অতঃপর যখন সে তাকে অভিশাপ দেয় তখন পশুটি বলে, আমার উপর এমন লোক আরোহণ করেছে, যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে উপেক্ষা করেছে। তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ রয়েছে।

**পরিচ্ছেদ**

কাউকে নির্দিষ্ট না করে অপরাধীদের সকলকে অভিশাপ দেয়া জায়েয আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ .

"সাবধান! যালিম বা অত্যাচারীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হয়।" (সূরা হূদ : ১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা অপর এক আয়াতে বলেছেন :

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ .

"তারপর আমরা বিনীত নিবেদন জানাই এবং রাখি মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। (সূরা আলে ইমরান : ৬১)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী এবং লেখককে অভিশাপ দিয়েছেন।"

তিনি আরও বলেছেন : "হিলা বিবাহকারী এবং যার জন্য হিলা করেছে তাদের উভয়ের উপর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন।"

নবী করীম (সা) অন্যত্র বলেছেন :

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ .

"যে মহিলা চুলে জোড়া লাগায় (পরচুলা ব্যবহার করে) এবং যে অন্য কারো দ্বারা একাজ করায়, যে মহিলা দেহে উল্কি সূচিবিদ্ধ করে (চিত্র অংকন করে) এবং যে

তা করায় এবং যে স্ত্রীলোক ভ্রূ বা পশম উঠিয়ে ফেলে এবং যে একাজ করে, অপরের দ্বারা করায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর লা'নত বর্ষণ করেন।"

নবী করীম (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা সেসব মহিলার উপর অভিশাপ বর্ষণ করছেন যারা বিপদের সময় চিৎকার এবং হৈ-হুল্লোড় করে, মাথার চুল ছিঁড়ে এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) চিত্রকর এবং জমির সীমানা চিহ্ন পরিবর্তনকারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ্ তা'আলাও তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং যে তার মাকে গালি দেয়, তাকে তিনি লা'নত করেন।"

সুনানে আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন : যারা অন্ধকে ভুল পথ দেখায়, তাদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেন, যারা পশু মৈথুন করে, আল্লাহ্ তাদের উপর অভিশাপ দেন এবং যারা লূত (আ)-এর গোত্রের লোকদের স্বভাব গ্রহণ করবে অর্থাৎ পুং মৈথুন করবে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেন। আর যারা গণকের কাছে যাবে, যারা মহিলার গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে, আল্লাহ্ তাদের লা'নত করেন। যে সব মহিলা বিলাপ করে, তাদের ওপরও আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হয়। যে মহিলা তার স্বামীর অসন্তুষ্টি অবস্থায় রাত কাটায়, তার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ পড়ে। যে ব্যক্তি এমন একটি দল বা জাতির নেতৃত্ব দেয় যার প্রতি তারা সন্তুষ্ট নয়, তার প্রতিও আল্লাহ্র লা'নত। যে ব্যক্তি حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (নামাযের জন্য আস) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এবং (কল্যাণের জন্য আস) আহ্বান শুনেও জবাব দেয় না, তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ। যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তার নামে যবেহ্ করে, তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হয়।

আর যাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ পড়ে, তারা হলো, চোর, যারা সাহাবীদেরকে গালি দেয়, যে পুরুষ নপুংসক হয়ে যায়, পুরুষবেশী মহিলা, মহিলাবেশী পুরুষ, যে পুরুষ মহিলাদের পোশাক পরিধান করে, যে মহিলা পুরুষের পোশাক পরিধান করে, যে মানুষের চলাফেরার পথে পায়খানা-পেশাব করে, যে সব মহিলা হাতে মেহেন্দী লাগায়নি, ঐসব মহিলা যে সুরমা লাগায়নি, যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় অথবা দাস ও মালিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, যে ব্যক্তি গুহ্যদ্বারে মৈথুন করে অথবা ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রদ্বারা হত্যার হুমকি দেয়, যে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, যে পিতার নাম গোপন করে অন্যের মাধ্যমে পরিচয় দেয়, অথবা মালিক ছাড়া অন্যের হুকুম তামিল করে, যে পশুর চেহারা লোহা পুড়িয়ে দাগ দেয়, আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি বিধান কার্যকর না করার জন্য যে ও যার জন্য সুপারিশ করে, যে মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর হতে বের হয়, যে মহিলা স্বামীর

সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে অন্যত্র রাত কাটায়, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করে না, সমকামী বা পুংমৈথুনকারী ও যার সাথে পুং মৈথুন করে, মদাসক্ত ও যে মদ পান করায়, যে মদ তৈরি করে, যে মদ বিক্রয় করে, যে মদ বহন করে, যার কাছে বহন করে এবং নিয়ে যায়, যে তার মূল্য ভোগ করে এবং যে এই অপকর্মে উদ্বুদ্ধ করে।"

নবী করীম (সা) বলেছেন : "ছয় প্রকার লোককে আমি অভিশাপ দিয়েছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। আর প্রত্যেক নবীর দু'আই কবূল হয়ে থাকে। এরা হলো—যারা তাকদীরে অবিশ্বাস করে, আল্লাহ্র কিতাব অর্থাৎ কুরআন মজীদের হুকুমের সাথে আরও সংযোজন করে, যাদের আল্লাহ্ অপমানিত করেছেন তাদেরকে সম্মান দেখানোর জন্য এবং যাদের আল্লাহ্ সম্মান দিয়েছেন তাদের অপমানিত করার জন্য বলপ্রয়োগ করে, যারা আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে, অবৈধভাবে যারা আমার বংশধরদের হত্যা করবে, যারা আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে। যে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ পড়বে। যে হস্তমৈথুন করে তার উপর লা'নত করেছেন। যে মাতা ও কন্যার সাথে ব্যভিচার করে, তার উপর অভিশাপ করেছেন। বিচার বা প্রশাসনকে প্রভাবিত করার জন্য যে ঘুষ দেয়, যে ঘুষ গ্রহণ করে এবং যে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তার উপর অভিশাপ করেছেন। তিনি আরও অভিশাপ বর্ষণ করেছেন তাদের উপর যারা ইল্ম গোপন করে, খাদ্যদ্রব্য মওজুদ করে, মুসলমানকে অপমান করে এবং তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না, যে শাসনকর্তার অন্তরে দয়ামায়া নেই। যে পুরুষ বা মহিলা বিবাহ না করে কুমারিত্ব অবলম্বন করে, যে একাকী বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এবং যে পশু মৈথুন করে।"

আমরা মহান আল্লাহ্র কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপ বর্ষণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

**পরিচ্ছেদ**

মুসলিম উম্মাহ্ এই মর্মে একমত যে, কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া হারাম। অসচ্চরিত্রের অধিকারী লোকদেরকে অভিশাপ দেয়া জায়েয আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা যালিমদের অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অভিসম্পাত করেছেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানকে আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন। ফাসিকদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, চিত্রকরদের আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন। ইতিপূর্বেও এ ধরনের আরও অনেকের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা সরাসরি পাপাচারে লিপ্ত যেমন ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, অত্যাচারী, ব্যভিচারী, চোর বা সুদখোর এদেরকে অভিশাপ দেয়া হারাম নয় তা হাদীসদ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ইমাম গাযালী (র)-এর মতে, সাধারণভাবে অভিশাপ করা হারাম। তবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, অমুক ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাহলে তার উপর লা'নত বা অভিশাপ করা যায়। যেমন আবূ জাহল, আবূ লাহাব, ফিরআউন, হামান প্রমুখ কাফির। কেননা লা'নত করা বা অভিশাপ দেয়ার মানে হলো কাউকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। অথচ আমাদের জানা নেই যে, এ ফাসিক ও কাফির কিভাবে ও কোন্ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদের অভিশাপ দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন : হে আল্লাহ্! আপনি রা'ল, যাকওয়ান ও উসায়্যাহ গোত্রের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আরবের এ তিনটি গোত্রের লোকদের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হবে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জানা ছিল। তাই এরূপ অভিশাপ দেয়া জায়েয হয়েছে।

অভিশাপ দেয়ার ন্যায় কারো জন্যে বদদু'আ করাও সমীচীন নয়। এমনকি কেউ যদি কোন যালিমকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, তার শরীর যেন আল্লাহ্ সুস্থ না করেন, আল্লাহ্ যেন তাকে শান্তি না দেন এবং এভাবে সে যেন কষ্ট পেতে থাকে—বলা ঠিক নয়। অনুরূপভাবে কোন জীব-জন্তু অথবা জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়া অত্যন্ত খারাপ কাজ। কোন কোন আলিম বলেছেন : যে ব্যক্তি অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য নয়, তাকে অভিশাপ দেয়া হলে তাকে সাথে সাথে বলতে হবে সে অভিশাপের যোগ্য নয়, সে এ অভিশাপের আওতাভুক্ত নয়।

## পরিচ্ছেদ

সৎকাজের আদেশদাতা অসৎকাজের নিষেধকারী এবং প্রত্যেক শিষ্টাচার শিক্ষা দানকারীর জন্য তার সম্বোধিত ব্যক্তিকে তোমার ধ্বংস হোক, অথবা ওহে নিজের উপর যুলুমকারী ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা জায়েয আছে। তবে কোনক্রমেই এসব সম্বোধন যেন মিথ্যার আওতায় না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তথা কোনক্রমেই যেন তা অপবাদের পর্যায় না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদিও সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী। যেসব ক্ষেত্রে অভিশাপ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হতে হবে আদব বা শিষ্টাচার শিখানো এবং ভয় প্রদর্শন করা। আর কথাগুলো মনে রেখাপাত করতে হবে।

হে আল্লাহ্ ! আমাদের অন্তরগুলো তুমি ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ থেকে পবিত্র করে দাও এবং এমন গোত্রের বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো যাদেরকে তুমি ভালবাস এবং তারাও তোমাকে ভালবাসে। আমাদেরকে এবং আমাদের মাতাপিতাকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দাও।

### উপদেশ

ওহে স্বল্প পাথেয় নিয়ে দূর পথের যাত্রী! ওহে ক্ষতিকর বস্তুকে গ্রহণকারী এবং উপকারী বস্তুকে পরিত্যাগকারী! তুমি কি বুঝতে পারছো যে, তোমার কাছে সঠিক কাজ অনুপস্থিত। আর কতকাল তুমি সময় নষ্ট করবে? অথচ এ সময়কে হিসাব করে রাখছেন একজন সক্ষম রক্ষক।

### কবিতা

مضى امسك الماضى شهيداً معدلا × وأعقبه يوم عليك شهيد

فان كنت بالامس اقترفت إساءة × فبادر باحسن وانت حميد

لا تبق فضل الصالحات الى غد × فرب غد ياتى وانت فقيد

اذا ما المنايا اخطأتك وصادقت × جميعك فاعلم انها سعود

১. যে দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে সে অতীত নিরপেক্ষ সাক্ষ্য হিসেবে বিরাজ করছে এবং পরে এমন একদিন এসে উপস্থিত হবে যেদিন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

২. যদি তুমি অতীতে গুনাহের কাজ করে থাকো তাহলে তুমি অতি সত্বর নেক কাজে ব্রতী হয়ে প্রশংসার পাত্রে পরিণত হও।

৩. কোন নেক ও কল্যাণকর কাজের অবশিষ্ট অংশ আগামীকাল করার আশায় ফেলে রেখো না, কেননা আগামীতে এমন অনেক দিন আসবে যখন তুমি আর থাকবে না।

৪. যখন মৃত্যু তোমাকে ভুলে গিয়ে অর্থাৎ ছেড়ে গিয়ে তোমার বন্ধুকে আক্রমণ করে, তখন তুমি একথা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও যে, সে অনতিবিলম্বে আবার ফিরে আসছে।

## ৪৫. ওয়াদা করে তা রক্ষা না করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ٠

"তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করো, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪)

হযরত যুজাজ (র) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যা করতে আদেশ করেছেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন—তা সবই প্রতিশ্রুতি।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ٠

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা প্রতিশ্রুতিসমূহ পালন কর।" (সূরা মায়িদা : ১)

হযরত ওয়াহিদী (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে এক রিওয়ায়াতে বলেছেন, যা হালাল করা হয়েছে, যা হারাম করা হয়েছে, যা ফরয করা হয়েছে এবং কুরআন মজীদে যার জন্য শাস্তির আদেশ দিয়েছেন, তা সবই প্রতিশ্রুতিসমূহের (اَلْعُقُوْدُ) অন্তর্ভুক্ত।

হযরত দাহ্হাক (র) বলেছেন : হালাল, হারাম এবং নামায ইত্যাদি যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের উপর ফরয করেছেন তা সবই পূরণ করা ওয়াদাসমূহ বা প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। উহূদ (عهود) শব্দটি আহ্দ (عهد) শব্দের বহুবচন। আকদ (عقد) অর্থ মযবূত করে বাঁধা। আল্লাহ্ তা'আলা যা আমাদের উপর ফরয করেছেন তা মযবূত করে দিয়েছেন তাই ফরযসমূহ উকূদ বা প্রতিশ্রুতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কোনক্রমেই তা ভঙ্গ করা যাবে না।

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (র) বলেছেন, (اوفو بالعقود) "তোমরা প্রতিশ্রুতি বা চুক্তিসমূহ পালন কর।" এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যে সব অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করেছেন। অর্থাৎ যেসব করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা প্রতিশ্রুতি পালনের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে যে চুক্তি সাধিত হয়েছে এবং একজন মানুষ অন্যজনের সাথে যেসব চুক্তি করে বা প্রতিশ্রুতি দেয়, তা-ও আহদ বা প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন :

اربع من كن فيه كان منافقا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب واذا ائتمن خان ، واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر .

"যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে প্রকৃত মুনাফিক। যার মধ্যে এর একটি বৈশিষ্ট্য বা খাসলত থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকের একটি বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধরে নিতে হবে—যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। সেই চারটি বৈশিষ্ট্য হলো—যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, আর কারো সাথে ঝগড়া বাধলে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর জন্য একটি করে পতাকা থাকবে। বলা হবে—এটি অমুক বিশ্বাসঘাতকের পতাকা এবং এটা অমুকের পুত্র অমুক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর পতাকা।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "আমি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। তারা হলো—আমার নামের দোহাই দিয়ে যে সুবিধা পেয়েছে এরপর সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন লোককে বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছে এবং যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে পূর্ণমাত্রায় তার কাজ আদায় করেছে কিন্তু তার যথার্থ মজুরী দেয়নি।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من خلع يدًا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .

"যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন সে যখন আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে হাযির হবে তখন তার কিছু বলার থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (কোন আমীর বা ইমামের) আনুগত্যের শপথ ছাড়া মারা যাবে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন : "যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে যেতে চায়, তাকে অবশ্যই আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান নিয়ে মারা যেতে হবে এবং নিজের জন্য যা ভালবাসে, অন্যের জন্যেও তা ভালবাসতে হবে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমামের (নেতার) হাতে হাত রেখে ও আন্তরিকতা সহকারে তার প্রতি আনুগত্যের শপথ নেবে, তাকে ইমামের প্রতি যথাসাধ্য অনুগত থাকতে হবে। যদি কেউ ইমামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেগে পড়ে, তখন তোমরা ঘাড় মটকিয়ে দেবে।" (মুসলিম)

## ৪৬. গণক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা

• আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا .

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।"

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ওয়াহিদী (র) তার তাফসীরে লিখেছেন যে, হযরত কালবী (র) বলেছেন, এর অর্থ হলো—যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তুমি কিছু বলো না। হযরত কাতাদা (রা) বলেছেন, এর অর্থ হলো–তুমি যা শোননি তা শুনেছি, যা দেখোনি তা দেখেছি এবং যা জান না তা জান বলো না। অর্থাৎ যে ব্যাপারে তুমি জান না, সে ব্যাপারে তুমি অভিমত ব্যক্ত করো না।

কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তরের জিজ্ঞাসিত হওয়া সম্পর্কে হযরত ওয়ালী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের চোখ, কান ও অন্তরের যথার্থ ব্যবহার করেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করবেন। এ আয়াতে যা দেখা হালাল নয় তা দেখা, যা শোনা হারাম তা শোনা এবং যেসব কামনা ও বাসনা জায়েয নয় তার আশা করা সম্পর্কে কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ .

"তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত।"

হযরত ইব্‌ন জাওযী (র) বলেন, অদৃশ্যের জ্ঞাতা হলেন সে মহান আল্লাহ্ যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যাঁর রাজ্যে কোন অংশীদার নেই। তিনি তাঁর অদৃশ্য জগত সম্বন্ধে তাঁর নির্বাচিত রাসূল ছাড়া অন্য কোন লোককে কিছুই জানার সুযোগ দেন না। কেননা রাসূলদের সত্য হবার দলীল হলো তাঁদের অদৃশ্য সম্বন্ধে জানাতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করেন তাঁকে অদৃশ্য সম্বন্ধে যতটুকু প্রয়োজন

বা আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু চান ততটুকু জ্ঞান দান করেন। এ আলোচনা ও দলীলসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল, যারা ধারণা করে যে, নক্ষত্রের মাধ্যমে অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, তারা কাফির। আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ اَتَى عِرَافًا اَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ .

"যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী অথবা গণকের কাছে যাবে এবং সে যা বলবে তা বিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। হযরত যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষ হলে তিনি উপস্থিত নামাযীদের দিকে ফিরে বসে বললেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন তা কি তোমরা জান? তারা আরয করলেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা) সর্বাধিক জ্ঞাত। নবী করীম (সা) বললেন, (আল্লাহ্ বলেছেন) আমার কোন কোন বান্দা ভোরে মুমিন হিসাবে অথবা কাফির হিসাবে ঘুম থেকে ওঠে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্র রহমত এবং করুণায় আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমানদার এবং নক্ষত্রের উপর অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে যে, অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যক্তি হয় আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের উপর ঈমানদার। অর্থাৎ সে আমার উপর বিশ্বাস হারিয়ে নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস এনেছে।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ)

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যদি কোন মুসলমান বলে যে, অমুক নক্ষত্রের কারণেই বৃষ্টি হয় এবং ঐ নক্ষত্রই বৃষ্টিদাতা, তবে সে নিঃসন্দেহে ইসলামত্যাগী কাফিরে পরিণত হবে। আর যদি কেউ এ বিশ্বাস নিয়ে বলে যে, অমুক নক্ষত্রের অবস্থান বা অমুক নিদর্শন বৃষ্টি হওয়ার আলামত এবং এ সব নিদর্শন যখন দেখা যায়, তখনই বৃষ্টি হয় এবং মূলত আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই বৃষ্টি হয়, তবে সে কাফির হবে না। তবে এ ধরনের উক্তিও কারো কারো মতে মাকরূহ। এ ধরনের কথাকে মাকরূহ জ্ঞান করা এজন্যই দাবি রাখে যে, এ সব কথা সাধারণত নাস্তিক এবং কাফিররাই বলতে পারে। হাদীসের শব্দাবলী থেকেও এটা অনুমিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না।" (মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গণকের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী কোন বাস্তব কথা নয়। তাঁরা আরও আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! তাদের অমুক অমুক কথা তো ঠিক হয়েছে। তাহলে তা কি করে হলো? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যে সব কথা সত্য হয়েছে তা কোন জ্বিন সংগ্রহ করে তাকে বলে দিয়েছে। সে এর সাথে শতেক মিথ্যা কথা মিলিয়ে বলেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতাগণ মেঘমালায় নেমে আসেন এবং আসমানে যে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং যেসব হুকুম জারি হয়েছে, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন। শয়তান তখন চুরি করে কান পেতে শুনতে থাকে এবং পরে এসে তা গণকদের কাছে বর্ণনা করে। তারপর গণকরা এর সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা কথা সংযোজন করে বলে বেড়ায়। (বুখারী)

হযরত কাবীসাহ ইব্ন আবিল মুখায়রিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ইয়াফাহ তায়রাহ এবং তুরুক মূর্তিপূজার শামিল। (আবূ দাঊদ) ইয়াফাহ মানে হলো রেখা অংকনদ্বারা শুভাশুভ গণনা করা। তায়ারাহ অর্থ হলো পাখি উড়িয়ে শুভাশুভ নির্ধারণ করা। আর তুরক মানে হলো পাখিকে তাড়িয়ে দেয়া। তারপর পাখি ডানদিকে গেলে শুভ যাত্রা এবং বামদিকে গেলে অশুভ যাত্রা মনে করা।

হযরত জাওহারী (র) বলেছেন, 'জিবত' শব্দদ্বারা প্রতিমা, গণক, যাদুকর ইত্যাদি বোঝায়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর নিকট হতে কোন কিছু গ্রহণ করলো, সে যেন যাদুকরের নিকট হতে কিছু গ্রহণ করলো এবং বেশি গ্রহণ করলে বেশি গ্রহণ করবে। হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) বলেছেন, গণক হলো যাদুকর, আর যাদুকর হলো কাফির। ইয়া আল্লাহ্! পানাহ্ চাই।

### উপদেশ

আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পাথেয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। তোমাদের ধ্বংসের পূর্বে এবং কবরে প্রবেশের পূর্বে তোমাদের কাজের প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করো। আর সামর্থ্য থাকতে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নাও। কোথায় সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধব এবং ভাই-ভ্রাতাগণ? কোথায় তারা, যারা সুন্দর অনুপম অট্টালিকা তৈরি করেছিল? আল্লাহ্র কসম! তারা ওদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এবং তাদের কাফনের কাপড় কবরে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ও পুণ্যাত্মাগণ ডেকেছিল প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল বলে। যুগের সাথে

তাল মিলিয়ে তারা খেল-তামাশায় মত্ত ছিল। তারা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেল এবং কিছুদিন পর বন্ধু-বান্ধবেরা তাদের ভুলে গেল। তারা মাটিকে আলিঙ্গন করলো এবং ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। যদি তাদের কাউকে বলতে দেয়া হতো, তা হলে অবশ্যই বলতো :

من رانا فليحدث نفسه × انه وقف على قرب زوال
وصروف الدهر لا يبقى لها × ولما تأنى به صم الجبال
رب ركب قد اناخوا حولنا × يشربون الخمر بالماء الزلال
ولاباريق عليهم قدمت × وعتاق الخيل تردى بالجلال
عمر وادهرا بعيش ناعم × ابيض دهرهم غير محال
ثم اضحوا لعب الدهر بهم × وكذالك الدهر يودى بالرجال

১.যারা আমাদের দেখেছে তাদের মনে মনে ভাবা উচিত যে, সেও ধ্বংসের মুখোমুখি।

২. মহাকালের কালথাবা থেকে কেউই রক্ষা পায় না। যখন সে আক্রমণ চালায় তখন পাহাড়ের ন্যায় নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। অনেক লোক তাদের সওয়ারী আমাদের আশেপাশে বসিয়ে রেখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মিষ্টি পানির সাথে মিশিয়ে মাদকদ্রব্য পান করতো।

৩. তাদের সামনে মদের পেয়ালাগুলো পরিবেশন করা হতো এবং তাদের উৎকৃষ্টমানের ঘোড়া জৌলুসের সাথে চলাফেরা করতো, তারা কিছুকাল আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করেছে। তবে চিরকাল তারা একইভাবে চলতে পারেনি।

৪. তারপর কাল তাদের সাথে ক্রীড়া প্রদর্শন শুরু করলো। এভাবেই কালের চক্রে লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

## ৪৭. স্বামীর অবাধ্য হওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

"স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা করো তাদের উপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদের প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অবলম্বন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান এবং শ্রেষ্ঠ।" (সূরা নিসা : ৩৪)

হযরত ওয়াহিদী (র) বলেছেন, আয়াতে বর্ণিত (نُشُوْزًا) 'নুশূয' শব্দের অর্থ হলো স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং তার কথা না মানা। হযরত আতা (র) বলেন, এর অর্থ হলো স্বামীর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা, তাকে যৌন মিলনে বাধা দেয়া এবং তার প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করতো, তা না করা। (فَعِظُوْهُنَّ) তাদেরকে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনিয়ে এবং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ জানিয়ে উপদেশ দেয়া এবং কর্তব্য সচেতন করে তোলা। (وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ) তাদের শয্যা বর্জন করার ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তাদের দিকে পিঠ রেখে শয়ন করবে, তাদের সাথে কোন কথাবার্তা বলবে না। শা'বী (র) এবং মুজাহিদ (র) বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদেরকে এক বিছানায় শয়ন করতে দিও না। (وَاضْرِبُوْهُنَّ) তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করো যাতে কোন প্রকার যখম না হয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করতে হবে যেমনটি আদব শিখাবার জন্য করা হয়ে থাকে। যেমন—কঞ্চিদ্বারা প্রহার করা।

এ আয়াতে স্বামীকে তার স্ত্রীর অবাধ্যতা শোধরাবার জন্য হালকাভাবে প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং স্ত্রীকে সঠিক পথে পরিচালিত করা স্বামীর দায়িত্বও বটে। (فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ) যদি তারা ঠিক হয়ে যায় এবং তোমাদের আনুগত্য করতে থাকে (فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً) তাহলে তাদের উপর অত্যাচার বা বাড়াবাড়ি করো না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে শয়নের জন্য ডাকে এবং স্ত্রী যদি তার কাছে না যায়, তবে ফেরেশতাগণ তাকে ভোর পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকেন।

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, স্বামী যদি তার কাছে না যাওয়ার জন্য অসন্তুষ্ট থাকে, তবে ভোর হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে থাকেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, স্ত্রী যদি স্বামীর বিছানায় না শুয়ে অন্যত্র রাত কাটায় এবং স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে, তবে স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না এবং তাদের নেক আমল আসমানে তোলা হয় না। যথা—ঐ গোলাম যে তার মালিকের নিকট থেকে পালিয়ে গেছে, যতক্ষণ না সে মালিকের কাছে ফিরে আসে এবং তার মালিকের কাছে আত্মসমর্পণ না করে। ঐ মহিলা যার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে যতক্ষণ না সে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং যে মদাসক্ত ব্যক্তি মদ্যপান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে—যতক্ষণ না সে সংশোধন হয়।

হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শুনেছেন এমন একলোক বলেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ;

اَوَّلُ مَا تُسْأَلُ عَنْهُ الْمَرْأَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ صَلَاتِهَا وَعَنْ بَعْلِهَا .

"কিয়ামতের দিন মহিলাদেরকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হলো তার নামায এবং তার স্বামীর সাথে ব্যবহার সম্পর্কিত।" (কানযুল উম্মাল)

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে মহিলা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা জায়েয নয় এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়াও বৈধ নয়। (বুখারী)

রোযা রাখা জায়েয না হওয়ার কারণ হলো স্বামীর হক আদায় করা এবং তার অনুগত থাকা হলো ফরয আর রোযা হলো নফল।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا .

"আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতে পারতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।" (তিরমিযী)

হুসায়ন ইব্ন মুহসিনের ফুফু বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তার স্বামী সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বলেন, দেখ, তোমার স্থান কোথায় এবং তোমার স্বামীর স্থান কোথায়? সে তোমার জন্য জান্নাত এবং জাহান্নাম। (নাসাঈ)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى اِمْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِىَ لاَ تَسْتَغْنِى عَنْهُ .

"স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ মহিলার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেন না, অথচ সে তার স্বামীর মুখাপেক্ষী।"

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) আরও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যখন কোন মহিলা তার স্বামীর ঘর থেকে অনুমতি ছাড়া বের হয়ে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকেন। (নাসাঈ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন :

اَيُّمَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَزَوْجِهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ .

"যে মহিলা স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করবে, সে জান্নাতে যাবে।" (ইব্‌ন মাজাহ্ ও তিরমিযী)

অতএব, স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান, সে যাতে রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং যখন সে তাকে পেতে চাইবে তখন তার কাছে যাওয়া মহিলাদের ওপর ওয়াজিব। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْتَأْتِهٖ وَاِنْ كَانَ عَلَى التَّنُّوْرِ .

"কোন মহিলা যদি রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে এবং এমতাবস্থায় তার স্বামী যদি তাকে তার সাথে শয়ন করার জন্য ডাকে, তবে তখনও তাকে তার ডাকে সাড়া দিতে হবে।"

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, তবে স্ত্রীর যদি হায়য, নেফাস ইত্যাদির মত অসুবিধা থাকে তবে তার ডাকে সাড়া না দেয়া ওয়াজিব। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ডাকাও হালাল নয়। যে পর্যন্ত না সে গোসল করে পবিত্র হবে, সে পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْاهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ .

"স্ত্রীগণ হায়িয (মাসিক ঋতু) হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সঙ্গম করবে না।"

ইব্‌ন কুতায়বা (র) বলেন, يَطْهُرْنَ (পবিত্র হওয়ার) মানে হলো হায়িযের রক্ত বন্ধ হওয়া এবং فَاِذَا تَطَهَّرْنَ মানে হলো পানিদ্বারা গোসল সেরে নেয়া।

নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوْ اِمْرَأَةً مِنْ دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ .

"যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো অথবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করলো সে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যা নাযিল হয়েছে তার (কুরআন মজীদের) সাথে কুফরী করলো।"

অপর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে অথবা তার গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে, সে অভিশপ্ত। নিফাসের জন্য একই হুকুম। তবে নিফাসের সর্বোচ্চ সময় হলো চল্লিশ দিন এবং হায়যের সর্বোচ্চ সময় হলো দশ দিন। স্বামী যদি হায়য অথবা নিফাস অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায়, তবে তার কথা মানা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়। স্ত্রীকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে তার স্বামীর কর্তৃত্বাধীন। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নিজেকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা ও তার অর্থ-সম্পদে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয় এবং সে নিজের উপর স্বামীর গুরুত্ব দেবে। তার আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, তার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের অধিকার তার নিজের আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের ঊর্ধ্বে। স্বামীকে সার্বিকভাবে পরিতৃপ্ত করার জন্য তাকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাকতে হবে। নিজের সৌন্দর্যের জন্য স্বামীর সাথে গর্ব বা অহংকার করবে না এবং স্বামীর কোন ত্রুটি থাকলে সেজন্য তাকে ঘৃণা করবে না।

হযরত আসমাঈ (র) বলেন, একবার আমি এক গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে এক সুন্দরী মহিলার অত্যন্ত কুৎসিত স্বামীকে দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কিভাবে এ কুৎসিত স্বামীর ঘর করছো? মহিলা বললো, ওহে শোন! হয়ত তার সৃষ্টিকর্তার সাথে তার যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত সুন্দর। তাই তার প্রতিদানে আমাকে তার জীবন সাথী করেছেন অথবা আমি হয়ত কোন অপরাধ বা গুনাহের কাজ করেছি যার শাস্তিস্বরূপ তাকে আমার স্বামী করেছেন। (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ)

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, "ওহে নারী নমাজ! তোমাদের উপর তোমাদের স্বামীদের যে অধিকার রয়েছে তা যদি জানতে, তাহলে নিজ গণ্ডদেশদ্বারা নিজ নিজ স্বামীর পায়ের ধুলো-বালি মুছে দিতে।"

নবী করীম (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ সব মহিলা জান্নাতবাসী যাদেরকে কষ্ট দিলেও স্বামীকে ভালবাসে এবং তার হাতে হাত রেখে বলে—আমি সন্তুষ্টচিত্তে আছি, আমাকে যতই চাপ দেবে ততই আমার কাছে ভাল লাগবে। (তারগীব)

স্বামীর সামনে সর্বদা লজ্জাবোধ করা, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, তার আদেশ পালন করা, আর তার কথা বলার সময় চুপ থাকা, তার আগমনে উঠে দাঁড়ানো, যাতে সে রাগান্বিত হয় তা থেকে দূরে থাকা, বাইরে যাওয়ার সময় তার সাথে কিছু দূর গিয়ে বিদায় অভ্যর্থনা জানানো, তার শয়নকালে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করা, তার অনুপস্থিতিতে তার বিছানা, অর্থ-সম্পদ এবং ঘরের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সুগন্ধী ব্যবহার করা, নিয়মিত মেসওয়াকের মাধ্যমে দাঁত মাজা এবং পরিপাটিভাবে থাকা, তার সাথে সৌন্দর্য চর্চা করা, তার অনুপস্থিতিতে সাজ-গোজ পরিহার করা, তার পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্মান ও আদর-যত্ন করা এবং তার নিকট হতে সকল পাওয়াকে বড় করে দেখা প্রত্যেক মহিলার জন্য ওয়াজিব।

**পরিচ্ছেদ : স্বামীর আনুগত্যের সুফল ও অবমাননার কুফল প্রসঙ্গে**

যে সকল মহিলা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও স্বামীর আনুগত্য করা এবং স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া। স্বামীই তার জান্নাত এবং স্বামীই তার জাহান্নাম। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন :

اَيُّمَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ .

"যে মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হাদীস শরীফে আছে :

اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ .

"কোন মহিলা যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে তার ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।" (আহমদ)

নবী করীম (সা) বলেছেন : স্বামীর জন্য নিবেদিত প্রাণ ও অনুগত মহিলার জন্য শূন্যমণ্ডলে বিচরণশীল পাখি, পানির মাছ, আকাশের ফেরেশতা, চাঁদ-সুরুজ সকলেই মাগফিরাত (ক্ষমা) কামনা করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর অনুগত থাকে। আর যে মহিলা স্বামীর অবাধ্য হয়, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাগণ ও গোটা মানবজাতি অভিশাপ বর্ষণ করেন। যে মহিলার আচরণে স্বামীর চেহারায় অসন্তুষ্টির কালছায়া নেমে এসেছে, সে যতক্ষণ তার স্বামীর মুখে হাসি ফোটাতে না পারবে এবং সন্তুষ্ট করতে না পারবে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্র রোষানলে থাকবে। যে মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার ঘর থেকে বের হবে, না ফেরা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন : চার প্রকারের মহিলা জান্নাতে যাবে এবং চার প্রকারের মহিলা জাহান্নামে যাবে। যারা জান্নাতে যাবে তারা হলো—১. যে সতী-সাধ্বী নারী আল্লাহ্ এবং তার স্বামীর অনুগত; ২. বহু সন্তানবিশিষ্ট, ধৈর্যশীলা এবং স্বামী যা কিছু দিতে পারে তা নিয়েই সন্তুষ্ট; ৩. লজ্জাশীলা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে এবং তার ধন-সম্পদকে হেফাযত করে এবং স্বামী উপস্থিত হলে নিজের জিহ্বাকে সংযত করে এবং ৪. যে মহিলা তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তার কচি কচি সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিবাহ থেকে বিরত রাখে এবং নিজের সতীত্ব হেফাজত করে।

যে চার মহিলা জাহান্নামে যাবে তারা হলো—যে মহিলা স্বামীর সাথে কর্কশ ব্যবহার করে এবং অশ্লীল কথা বলে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে সংযত ও পবিত্র রাখে না এবং স্বামী উপস্থিত হলে কথা দিয়ে কষ্ট দেয়; ২. যে মহিলা তার স্বামীকে

তার ক্ষমতার বাইরে কিছু করার জন্য বাড়াবাড়ি করে; ৩. যে মহিলা পুরুষের নিকট হতে পর্দা করে না এবং বেপর্দা অবস্থায় এবং অর্ধনগ্ন দেহে ঘর হতে বের হয় এবং ৪. যে মহিলা পানাহার ও বিশ্রাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন কাজে আগ্রহী নয় এবং নামায, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং স্বামীর আনুগত্যের প্রতি আগ্রহশীল নয়।

সুতরাং যে সমস্ত মহিলা উপরোল্লিখিত স্বভাবের হবে এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় বাইরে ঘোরাফেরা করবে, সে আল্লাহ্র কাছে তওবা না করা পর্যন্ত জাহান্নামী, অভিশপ্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী হলো মহিলা। এর কারণ হলো—আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ও তাদের স্বামীদের প্রতি তাদের আনুগত্যের মাত্রা অত্যন্ত কম এবং তারা অধিক পরিমাণে তাবাররুজ ( تَبَرُّج ) (খোলামেলা অবাধ মেলামেশা) করে থাকে। তাবাররুজ করার মানে হলো মহিলাদের বাইরে যাবার উদ্দেশ্যে গৌরবমণ্ডিত দামী পোশাক পরিধান করা, সৌন্দর্য চর্চা ও সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা, প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করা এবং অন্যদের আকর্ষিত করার জন্য বেরিয়ে পড়া—যদিও সে নিরাপদে ফিরে আসে কিন্তু সে মানুষকে নিরাপদে থাকতে দেয় না। তাইতো নবী করীম (সা) বলেছেন :

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ .

"মহিলারা হলো গুপ্তধন। যখন তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, শয়তান তাদেরকে দখল করে নেয়।"

মহিলাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত ও উপযুক্ত স্থান হলো ঘর। হাদীস শরীফে আছে, মহিলারা হলো গুপ্তধন (গোপনীয় বস্তু)। কাজেই তাদেরকে ঘরে অবস্থান করতে দাও। কেননা মহিলারা যখন রাস্তায় বের হয় তখন তার পরিবারের লোকেরা বলে—তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলে রোগাক্রান্তকে শুশ্রূষা করে আসি। জানাযায় অংশগ্রহণ করে আসি। অতঃপর শয়তান তার সাথী হয় এবং ঘর থেকে বের করে ছাড়ে। মহিলারা ঘরে অবস্থান করেই আল্লাহ্র ইবাদত করলে এবং স্বামীর সেবাযত্ন করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকেন।

হযরত আলী (রা) তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে ফাতিমা! মহিলাদের জন্য উত্তম কি? তিনি বললেন, তারা কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না এবং কোন পুরুষও তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। হযরত আলী (রা) আরও বলেছেন : তোমরা কি লজ্জাবোধ করো না, তোমরা কি ঘৃণাবোধ করো না যে, তোমাদের মধ্য থেকে কোন লোক তার স্ত্রীকে পুরুষদের মাঝে ছেড়ে দেবে এবং সেও পুরুষদের দেখবে এবং পুরুষরাও তাকে দেখবে?

একবার হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত হাফসা (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে বসেছিলেন। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাকতূম (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা দুজন তার থেকে পর্দা করো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তো অন্ধ। তিনি তো আমাদের

দেখতে পান না এবং আমাদেরকে চিনতেও পারবেন না ? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা দু'জন তো অন্ধ নও, তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না ?

(আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও তিরমিযী)

পুরুষরা যেমন মহিলাদের দেখলে চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে অবনমিত করবে, তেমনি মহিলাদেরকেও পুরুষদেরকে দেখলে দৃষ্টি অবনমিত করতে হবে। যেমন ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা)-এর বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, মহিলাদের জন্য মঙ্গলজনক হলো তারা কোন পুরুষের দিকে তাকাবে না এবং পুরুষরা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। যদি কোন মহিলার মাতাপিতাকে অথবা আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে, অথবা হাম্মামখানায় যেতে হয়, তাহলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। তবে সে সাজগোজ করে এবং প্রসাধনী ব্যবহার করে বের হতে পারবে না। আর তখন সাধারণ পোশাকের উপর বড় চাদর ও ওড়নাদ্বারা আবৃত হয়ে বের হতে হবে। চলার সময় সে তার নিজের চোখ নিচের দিকে রাখবে এবং ডানেবামে তাকাবে না। অন্যথায় সে গুনাহগার হবে।

বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা পর্দা করতো না এবং সেজেগুজে নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াতো। সে মারা গেলে তার এক আত্মীয় স্বপ্নে দেখলো যে, তাকে মিহি কাপড়পরা অবস্থায় আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তারপর বাতাস প্রবাহিত হলো এবং তার কাপড় উড়িয়ে নিয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : একে নিয়ে বামদিকের জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। কেননা সে দুনিয়াতে বেপর্দা অবস্থায় এবং সাজগোজ করে ঘুরে বেড়াতো।

হযরত আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি এবং ফাতিমা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি খুব কান্নাকাটি করছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান। আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, হে আলী! যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছে এবং আমাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে রাতে আমি আমার উম্মতের বহু মহিলাকে নানা প্রকার আযাব ভোগ করতে দেখেছি। তাদের কঠোর আযাব দেখে আমি কেঁদে দিয়েছি। এক মহিলাকে তার চুলদ্বারা বেঁধে লটকানো অবস্থায় দেখেছি এবং তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটছিল। অপর মহিলাকে তার জিহ্বা দ্বারা লটকানো অবস্থায় দেখেছি এবং তার মুখের ভেতরে গরম পানি ঢালা হচ্ছে। অন্য এক মহিলাকে দেখলাম তার পা স্তনের সাথে এবং হাত কপালের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। অপর এক মহিলাকে তার স্তনদ্বারা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় দেখতে পেলাম। অপর এক মহিলাকে দেখলাম তার মাথা শূকরের মত এবং দেহ গাধার মত, তার উপর রয়েছে হাজারো প্রকার আযাব। অপর এক মহিলাকে কুকুরের আকৃতিতে দেখলাম। আগুন তার মুখ দিয়ে ঢুকে গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে এবং ফেরেশতাগণ আগুনের হাতুড়ি দিয়ে তাকে প্রহার করছে।

একথা শুনে ফাতিমা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আমার প্রিয়তম ও নয়নের তৃপ্তি পিতা! এ সব মহিলার কোন্ আমলের কারণে এরূপ আযাব হচ্ছে ? তিনি

বললেন, হে আমার কন্যা। যে মহিলাকে চুল বেঁধে লটকিয়ে রাখা হয়েছে সে মাথার চুল ঢেকে চলাফেরা করতো না। যাকে জিহ্বাদ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে সে তার স্বামীকে কথাদ্বারা কষ্ট দিতো। যাকে স্তনের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সে তার স্বামীর বিছানায় অন্য লোককে স্থান দিতো। যার দু'পা স্তনের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং হাত দু'টো কপালের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং যাকে সাপ-বিচ্ছুতে কাটছে সে মহিলা যৌন মিলনের পর এবং ঋতু বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে পবিত্র হতো না এবং নামাযের সাথে উপহাস করতো। আর যার মাথা শূকরের মত এবং দেহ গাধার মত সে ছিল চোগলখোর ও মিথ্যুক। যে মহিলার আকৃতি ছিল কুকুরের মত এবং মুখ দিয়ে আগুন প্রবেশ করে গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে, সে হলো হিংসুক এবং খোঁটাদানকারী।

মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কোন স্ত্রী তার স্বামীকে দুনিয়াতে যখন কষ্ট দেয়, তখন তার জান্নাতের সাথী হূরগণ বলে তোর জন্যে ধ্বংস, ওকে কষ্ট দিস না। সাবধান ওহে মহিলা সমাজ! যে মহিলা তার স্বামীর অবাধ্য, তার রয়েছে দুর্ভোগ।

**পরিচ্ছেদ**

মহিলাদের কঠোরভাবে তাদের স্বামীর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে স্বামীকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করার এবং তার প্রতি নম্র ব্যবহার করার জন্য। তার কোন প্রকার খারাপ অভ্যাস প্রকাশ পেলে তাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং তাকে ভরণ-পোষণ, জামা-কাপড়ও সাহচর্য প্রদান করে তার প্রতি কর্তব্য পালনে তৎপর হতে হবে। وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ "তোমরা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করো" (সূরা নিসা : ১৯) নবী করীম (সা) বলেছেন : স্ত্রীদেরকে উপদেশ প্রদান করো, স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের অধিকার হলো তাদের খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর তোমাদের অধিকার হলো যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করো তাদেরকে তোমাদের বিছানা স্পর্শ করতে দেবে না এবং যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো না তাদেরকে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না। হুকুম পালনের ব্যাপারে নবী করীম (সা) মহিলাদেরকে বন্দীর সাথে তুলনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِه "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম—যে তার স্ত্রীর কছে সর্বোত্তম।"

অন্য রিওয়ায়াতে আছে তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে স্ত্রীর প্রতি নম্র ব্যবহার করে। নবী করীম (সা) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সবচেয়ে বেশি নম্র ব্যবহার করতেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর খারাপ ব্যবহারের উপর ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঐ পরিমাণ সওয়াব দান করবেন যে পরিমাণ সওয়াব তিনি হযরত আইয়ূব' (আ)-কে বিপদে ধৈর্যধারণের জন্য দিয়েছিলেন। আর যে

মহিলা তার স্বামীর অনাচারের উপর ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তাকে ঐ পরিমাণে সওয়াব দান করবেন যে পরিমাণ সওয়াব তিনি দিয়েছিলেন হযরত আসিয়া বিনতে মুযাহিম (রা) অর্থাৎ ফিরআউনের স্ত্রীকে।

বর্ণিত আছে যে, একবার একব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য হযরত উমর (রা)-এর নিকট গেল। সে হযরত উমর (রা)-এর দরজায় তাঁর বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে শুনতে পেল যে, হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রী তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি করছেন এবং তার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করছেন আর উমর (রা) চুপ করে আছেন এবং কোন প্রকার উত্তর দিচ্ছেন না। তখন লোকটি ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলো এবং মনে মনে বললো, আমীরুল মুমিনীন হয়ে হযরত উমর (রা)-এর মত লৌহমানবের অবস্থা যদি এই হয়, তবে আমার অবস্থা কি হবে? তখন উমর (রা) বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, লোকটি তাঁর দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে এনে বললেন, ওহে! তুমি কি জন্য এসেছিলে? সে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এসেছিলাম আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য। সে আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে না এবং আমাকে বকাবকি করে কিন্তু এখানে এসে আপনার স্ত্রীর অনুরূপ কথাবার্তা শুনে আমি ফিরে যাচ্ছিলাম এবং মনে মনে ভাবছি—যদি আমিরুল মুমিনীনের এ অবস্থা হয় তবে আমাদের অবস্থা কি হতে পারে—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতঃপর হযরত উমর (রা) বললেন, ওহে ভাই! আমি তার এ সব আচার-আচরণ এজন্য সহ্য করে নিচ্ছি যে, আমার উপর তার কতগুলো অধিকার আছে। যেমন—১. সে আমার খাদ্য পাকাবার জন্য পাচকিনী; ২. রুটি বানানোর জন্য রুটি তৈরিকারিণী; ৩. কাপড় ধোয়ার জন্য ধোপিনী এবং ৪. আমার সন্তানদের ধাত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে অথচ এর কোন কাজই তার উপর ওয়াজিব নয়। সাথে সাথে সে আমাকে হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করছে। তাই আমি তার এসব দুর্ব্যবহার নীরবে সহ্য করে যাচ্ছি। এবার লোকটি বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রীও তো একই ভূমিকা পালন করছে। উমর (রা) বললেন : হে ভ্রাতা! তাহলে তুমিও তার অনাচারগুলো সহ্য করে নাও। দুনিয়ার জীবন তো ক্ষণিকের জন্য।

কথিত আছে যে, কোন এক নেককার লোকের এক নেককার বন্ধু ছিল। সে প্রতিবছর একবার তার সাথে দেখা করার জন্য আসতো। একবার সে দেখা করতে এসে বন্ধুর দরজায় নাড়া দিলো। তার বন্ধুর স্ত্রী বললো, কে? সে বললো, আমি আপনার স্বামীর বন্ধু। আমি তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য এসেছি। বন্ধুর স্ত্রী বললো, সে তো লাকড়ি সংগ্রহের জন্য গেছে। আল্লাহ্ যেন তাকে ফিরিয়ে না আনেন এবং নিরাপদে না রাখেন। তারপর সে তার স্বামীর নানা প্রকার বদনাম করছিল। আগন্তুক বন্ধু তার দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, তার বন্ধু পাহাড়ের দিক থেকে আসছেন এবং লাকড়ির বোঝা বহন করে আনছেন এক বাঘের পিঠে করে এবং তিনি ঐ বাঘটির পেছনে থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছেন। তিনি এসে বন্ধুকে সালাম দিলেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং

লাকড়িগুলো ঘরে তুলে রাখলেন। আর বাঘটিকে বললেন, এখন চলে যাও—আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন! তারপর তিনি তার বন্ধুকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, তখনও তার স্ত্রী তাকে বকাবকি করছিল কিন্তু তার স্বামী তার কোন জবাবই দিলেন না। অতঃপর আগন্তুক বন্ধুর সাথে খাওয়া-দাওয়া করে তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলো। সারাটি পথ সে তার বন্ধুর স্ত্রীর সাথে সহিষ্ণুতাপূর্ণ ব্যবহারে অবাক বোধ করছিল।

পরের বছর লোকটি আবার তার বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য আসলো এবং দরজায় নাড়া দিলো। তার স্ত্রী বললো, আপনি কে? সে বললো, আমি আপনার স্বামীর বন্ধু অমুক। মহিলা বললো, শুভাগমন! বেশ আপনি বসুন। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্ নিরাপদে ফিরে আসছেন। আগন্তুক বন্ধুর স্ত্রীর সৌজন্যমূলক ব্যবহারে অবাক হলো। হঠাৎ দেখল যে তার বন্ধু পিঠে করে লাকড়ি নিয়ে আসছেন। এতেও সে আশ্চর্য হলো, বন্ধু এসে তাকে সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করলেন এবং তাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর বন্ধুর,স্ত্রী উভয়ের জন্য খাবার পরিবেশন করলেন এবং অত্যন্ত ভদ্রোচিতভাবে কথাবার্তা বললেন। অবশেষে বিদায়ের পূর্বে সে তার বন্ধুকে বললো, বন্ধু! আমি একটি ব্যাপার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, সে আবার কি? সে বললো, গত বছর এসে দেখেছিলাম যে, আপনার স্ত্রী আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করছে, আপনার সাথে বকাবকি করছে এবং আপনার দুর্ণাম রটাচ্ছে। আর আপনাকে দেখেছিলাম বাঘের পিঠে করে লাকড়ি আনতে, তখন বাঘটি ছিল আপনার বাধ্যগত। কিন্তু এবার দেখছি আপনার স্ত্রীর কথাবার্তা অতি চমৎকার এবং কোন প্রকার বাকবিতণ্ডা বা দুর্নাম করছে না এবং লাকড়ির বোঝা আপনি নিজের ঘাড়ে করে বইছেন এর কারণ কি? তিনি বললেন : ভ্রাতা! সে অভদ্র মহিলা মারা গেছে। আমি তার আচরণে ধৈর্যধারণ করতাম এবং তার দুর্ব্যবহার সহ্য করতাম, তাই আল্লাহ্ তা'আলা আমার ধৈর্য ও সহ্যের বিনিময়ে ঐ বাঘটিকে আমার অনুগত করে দিয়েছিলেন। সে মারা যাওয়ার পর আমি এ ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করেছি এবং তার সাথে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছি। বিয়ের পর থেকেই বাঘটি কেটে পড়েছে। যেহেতু আমি এ আনুগত্যশীল মহিলার সাথে শান্তিতে ঘরে সময় কাটাই, সেহেতু আমাকে কাঠ কেটে ঘাড়ে করে বহন করতে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তার পছন্দীয় কাজগুলো ধৈর্যের সাথে আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দান করুন।

## ৪৮. প্রতিকৃতি বা চিত্রাংকন করা

কাপড়ে, প্রাচীরে, পাথরে, মুদ্রায় এবং যাবতীয় দ্রব্যে মোম, লোহা, তামা অথবা পশম দিয়ে চিত্র অংকন করা এবং তা ধ্বংস করা প্রসঙ্গে :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا .

"যারা আল্লাহ্ এবং রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্তো তাদের জন্য কষ্টদায়ক আযাব প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : ৫৭)

হযরত ইকরামা (রা) বলেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তারা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা চিত্র অংকন করে।

হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ .

"যে সব লোক প্রতিকৃতি বা প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তাদের আযাব দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা কিছু সৃষ্টি করেছিলে তা এখন জীবন্ত করে দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি ঘরের আঙ্গিনায় একটি পর্দার কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, যাতে কিছু সংখ্যক ছবি বা প্রতিকৃতি ছিল। যখন তাঁর দৃষ্টি এদিকে পড়লো তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ঐ সব লোকের, যারা মহান আল্লাহ্র সৃষ্টির অনুকরণ করে সৃষ্টি করে। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর আমি তা কেটে দু'টি বালিশ তৈরি করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "সব ধরনের চিত্রকর জাহান্নামে যাবে। সে যতগুলো চিত্র অংকন করেছে, তার প্রত্যেকটি দ্বারা একটি প্রাণী তৈরি করা হবে, যারদ্বারা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কোন চিত্র বা প্রতিকৃতি অংকন করেছে, কিয়ামতের দিন তাতে তাকে জীবন দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তাতে কোনদিনই প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করে? তারা পারলে একটি শসাবীজ সৃষ্টি করুক অথবা একটি যব তৈরি করুক অথবা একটি অণু সৃষ্টি করুক।" (বুখারী)

নবী করীম (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি মোটা তাজা ষাঁড় বের হয়ে বলবে, তিন ব্যক্তিকে শায়েস্তা করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এরা হলো—১. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছে; ২. যে যুলুম করেছে এবং ৩. যারা প্রতিকৃতি বা চিত্র অংকন করেছে। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ .

"যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি রয়েছে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"
(বুখারী ও মুসলিম)

সুনানে আবূ দাঊদে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ وَلاَ جُنُبٌ .

"যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি অথবা অপবিত্র লোক (যার উপর গোসল ফরয) রয়েছে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।"

ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, এখানে ফেরেশতা বলতে রহমত ও বরকতের ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আমল রেকর্ড করতে যে সকল ফেরেশতা সাথে থাকেন তাদেরকে বোঝানো হয়নি। তারা পবিত্র-অপবিত্র কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন হন না। এখানে অপবিত্র লোক বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়নি যারা অপবিত্র হবার পর নামাযের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং নামাযের ওয়াক্ত শেষ হবার আগেই গোসল করে নেয়, বরং এখানে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা গোসল ফরয হবার পর আদৌ গোসল করে না অথবা গোসল করলেও নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবার পর গোসল করে। গোসলের ব্যাপারে অলসতা করে এবং এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কেননা নবী করীম (সা) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার পর একবারে গোসল করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোসল ফরয হবার পর নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে গোসল করে নেয়া যায়। সাথে সাথে গোসল

করা জরুরী নয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন : নবী করীম (সা) গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ঘুমাতেন এবং এর মাঝে পানি ব্যবহার করতেন না। (তিরমিযী)

যে সব কুকুর খামার পাহারা দেয়ার জন্য অথবা গাভী, ছাগল, ভেড়া পাহারা দেয়ার জন্য অথবা শিকার করার জন্য রাখা হয়, সেগুলো রহমতের ফেরেশতা আগমনে প্রতিবন্ধক নয়। অনেক সময় চোর-ডাকাত হতে রক্ষার জন্যও কুকুর রাখা হয় এবং এগুলো রাতে পাহারা দেয়। এ ধরনের কুকুর রাখা যেতে পারে। এসব কুকুর ফেরেশতা প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে না। উল্লিখিত প্রয়োজন ছাড়া যে কুকুর ঘরে থাকে, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এখানে ছবি বলতে কোন প্রাণীর ছবিকে বুঝানো হয়েছে। তা মূর্তি হোক অথবা ছাদে বা প্রাচীরে অংকিত নকশা হোক অথবা কাপড় বা ঘরে খোদাই করা নকশা হোক, সকল প্রকার ছবি পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা সাধারণভাবে ছবি পরিত্যাগ না করা হলে এ থেকে বাঁচা সম্ভব হবে না।

যাদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, তাদের জন্য ছবি ধ্বংস করা ও সরিয়ে ফেলার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা ওয়াজিব। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর হাদীস গ্রন্থে হায়্যান ইব্‌ন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আলী (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন এক কাজে প্রেরণ করবো, যে কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা হলো—যেখানে যত প্রতিকৃতি বা ছবি পাবে তা ধ্বংস করে ফেলবে এবং যত উঁচু কবর পাবে তা সমান করে দেবে।

(আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

মহান আল্লাহ্ আমাদের সেসব কাজ করার তৌফিক দিন, যা তিনি ভালবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

## ৪৯. বিপদে অধৈর্য হওয়া

বিপদের সময় গালে চড় মারা, বিলাপ করা, কাপড় ছেঁড়া, মাথার চুল ছেঁড়া এবং নিজের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করা। সহীহ্ আল-বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوى الْجَاهِلِيَّةِ .

"যারা নিজের গালে চড় মারে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং যে জাহেলিয়াতের কোন প্রথার দিকে আহ্বান জানায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে। আবূ মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, যে সব মহিলা বিলাপ করে উচ্চঃস্বরে কাঁদে, যে সব মহিলা বিপদে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলে এবং যেসব মহিলা বিপদের সময় জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে (অর্থাৎ বিপদে ভারসাম্যহীন হয়ে যায়), নবী করীম (সা) তাদের দায়িত্ব হতে মুক্ত। এগুলো হারাম হবার ব্যাপারে আলিম সমাজ ঐকমত্য পোষণ করেন। অনুরূপভাবে চুল তোলা, গালে চড় মারা, মুখমন্ডলে খামচানো এবং ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করা হারাম।

উম্মে আতী'আহ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমাদের নিকট থেকে যে বায়আত (শপথ) গ্রহণ করেছিলেন তাতে এটাও উল্লেখ ছিল যে, আমরা বিলাপ করে কান্নাকাটি করবো না। (বুখারী)

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, দুই ধরনের লোক কুফরী কাজে লিপ্ত : ১. যারা বংশের নিন্দা করে এবং ২. যারা মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপের সাথে উচ্চস্বরে কাঁদে। (মুসলিম)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাপকারিণী এবং যেসব মহিলা শোকগাঁথা গায়, তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। (আবূ দাউদ)

আবূ বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ মূসা আশ'আরী (রা) অসুস্থ অবস্থায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। তাঁর পরিবারের এক মহিলা তাঁর মাথা কোলের উপর রেখে সুর করে কান্নাকাটি করতে থাকে, কোনক্রমেই তাকে বিরত রাখা গেল না। অতঃপর আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর জ্ঞান ফিরে আসলে (তিনি ঐ মহিলাকে এভাবে কাঁদতে দেখে) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কাজ অপছন্দ করতেন

আমিও সে কাজ অপছন্দ করি। তিনি (সা) বলেছেন, আমি সালিকাহ (বিলাপকারিণী) হালিকাহ (বিপদে যে মহিলা মাথার চুল ছিঁড়ে) এবং শাক্কাহ (যে মহিলা বিপদে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে)-এর দায়িত্ব হতে মুক্ত। (বুখারী)

নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বেহুঁশ হলে তার বোন তার বিভিন্ন গুণের কথা বলে কাঁদতে লাগলো। সে বললো—হায়! তিনি এমন ছিলেন, তিনি এমন ছিলেন। অতঃপর তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তার বোনকে বললেন, যখনই তুমি বলেছো আমার ভাই এমন ছিল, আমার ভাই এমন ছিল, তখনই আমাকে বলা হয়েছে তুমি কি এমন ছিলে? (বুখারী)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "বিলাপ করার জন্য মৃত ব্যক্তিকে কবরে আযাব দেয়া হয়।"

আবূ মূসা (রা) বলেন, কোন লোক মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন বা বিলাপকারীরা যদি একথা বলে কাঁদতে থাকে যে, হায় নেতা! হায় মহাপুরুষ! তুমি এই এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলে, তাহলে তাকে মারপিট করার জন্য দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। তারা তাকে মারপিট করতে থাকে এবং বলতে থাকে, তুমি কি ঠিকই এরূপ ছিলে? (তিরমিযী)

নবী করীম (সা) বলেছেন : বিলাপকারিণী মহিলা যদি তওবা না করে মারা যায়, তবে সে কিয়ামতের দিন আলকাতরার তৈরি শাড়ি এবং ছেঁড়া জামাপরা অবস্থায় উঠবে।

নবী করীম (সা) বলেছেন : আমাকে দু'প্রকার বোকামি প্রসূত পাপের ধ্বনি শুনতে নিষেধ করা হয়েছে। এর একটি হলো গানের সুর, খেলাধুলার কোলাহল এবং যন্ত্র সঙ্গীতের তান আর অপরটি হলো–বিপদের সময় চেহারা খামচানোর বা থাবড়ানোর শব্দ, কাপড় ছেঁড়ার শব্দ এবং শয়তানের কান্নার শব্দ।

হাসান বলেন, দু'প্রকার আওয়াজ অভিশপ্ত : ১. সঙ্গীতের সাথে বাদ্য বাজানোর আওয়াজ এবং ২. বিপদের সময় বিলাপের আওয়াজ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : এসব বিলাপকারিণী মহিলা জাহান্নামের মধ্যে দুই সারিতে দাঁড়াবে এবং জাহান্নামীদের মাঝে থেকে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে।

আওযাঈ (র) বর্ণনা করেন, একবার হযরত উমর (রা) কান্নার শব্দ শুনে ভেতরে প্রবেশ করলেন, সাথে সাথে অন্যরাও ভেতরে গেলেন। তিনি বিলাপকারিণীকে প্রহার করতে লাগলেন, ফলে মাথার ওড়না পড়ে গেল। তিনি বললেন, একে মারতে থাক যেহেতু এ উচ্চস্বরে বিলাপ করছে। তার প্রতি কোন প্রকার সম্মান দেখানোর প্রয়োজন নেই। সে তোমাদের কোন প্রকার শোকানুভূতি নিয়ে কাঁদছে না, বরং সে তোমাদের টাকা-পয়সা নেয়ার জন্য কাঁদছে। তারা তোমাদের মৃতদেরকে তাদের কবর আযাবে পতিত করেছে এবং জীবিতদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। আর এটা সবর বা ধৈর্যের পরিপন্থি

অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছেন। বিলাপকারিণী তোমাদের আদেশ করছে হৈ চৈ করার জন্য আর আল্লাহ্ তা'আলা একাজ করতে নিষেধ করছেন।

প্রকাশ থাকে যে نِيَاحَةٌ। শব্দের অর্থ হলো—বিলাপ করা বা শোক-গাথা পরিবেশন করা। আর মৃত ব্যক্তির গুণাবলী কান্নাকাটির সাথে এক এক করে বলে যাওয়া ও গণনা করাকে 'নিয়াহাহ্' বা বিলাপ করা বলে। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা এবং কেঁদে কেঁদে তার গুণাবলী উল্লেখ করা।

উলামায়ে কিরাম বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা হারাম। কিন্তু শব্দ না করে এবং বিলাপ ছাড়া মৃতের জন্য কাঁদা হারাম নয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে—হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'আদ ইব্ন উবাদা (রা)-এর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা), সা'আদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁকে দেখে কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাঁদতে দেখে উপস্থিত সকলে কাঁদতে লাগলেন। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা কি একথা শোননি যে, আল্লাহ্ তা'আলা অশ্রুবিসর্জন এবং মনে মনে দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হওয়ার জন্য কাউকে আযাব দেবেন না বরং 'এর জন্য' আযাব দেবেন বলে আঙুলদ্বারা জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাঁদতে দেখে সা'আদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কেন কান্নাকাটি করছেন? তিনি বললেন ; "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে যে মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন যাদের অন্তরে দয়ামায়া আছে।"

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পুত্র ইবরাহীমের অন্তিম শয্যাপাশে উপস্থিত হলে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এটা দেখে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আপনিও কাঁদছেন? তিনি বললেন, হে আউফের পুত্র! এটা রহমত—সন্তান বাৎসল্য। তারপর তিনি আবার কেঁদে বললেন, "চক্ষু অশ্রুবিসর্জন করে এবং হৃদয় দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হয়। আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট হন তাছাড়া অন্য কোন কথা আমরা বলবো না, হে ইবরাহীম! আমি তোমার বিচ্ছেদে দুঃখিত।"

যে সব সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের কান্নার জন্য আযাব দেয়া হয়"—তা প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। এসব হাদীস ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তবে এসব হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, কান্নার কারণে শাস্তি হয়। আবার কেউ বলেছেন, যদি মৃত ব্যক্তি কান্নার জন্য ওসীয়ত করে যায় এবং সে অনুসারে কাঁদা হয়, তাহলে শাস্তি হয়।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর অনুসারীগণ বলেছেন, মৃত্যুর আগে ও পরে কান্নাকাটি করা জায়েয আছে। তবে মৃত্যুর আগে কান্নাকাটি করা উত্তম। কারণ হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন মৃত্যু হয়ে যায় তখন আর কান্নাকাটি করো না।

ইমাম শাফিঈ (র) ও তার অনুসারীগণ বলেন : মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করা মাকরূহ তানযীহ, হারাম নয়। আর নিষেধের হাদীস দ্বারা মাকরূহ বোঝানোই উদ্দেশ্য।

### পরিচ্ছেদ

বিলাপকারিণীদের আযাব হওয়া এবং তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার কারণ হলো—এরা কান্নাকাটি ও অধৈর্যতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) ধৈর্যধারণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, আত্মসমালোচনা করতে বলেছেন এবং অধৈর্য ও অসন্তুষ্ট না হওয়ার জন্য বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারা : ১৫৩)

আতা (র)-এর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর নিম্নোক্ত উক্তি রিওয়ায়াত করেন—'আয়াতের অর্থ হলো—আমি তোমাদের সাথে থেকে সাহায্য করি এবং তোমাদেরকে অপমানিত করি না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ . الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ .

"(আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো)" অর্থাৎ আমি তোমাদের বিপদে পতিত করে পরীক্ষকের অনুরূপ ভূমিকা পালন করবো এবং প্রমাণ করে দেব যে, তোমাদের মধ্যে কে ধৈর্যশীল এবং কে অধৈর্য। সুতরাং যে ধৈর্যধারণ করবে সে তার প্রতিদান বা সওয়াব পাবে। আর যে ধৈর্যধারণ করবে না, সে প্রতিদানের যোগ্য হবে না।

(সূরা বাকারা : ১৫৫)

বস্তুত আমার জানার জন্য পরীক্ষার কোনই প্রয়োজন নেই। এর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের সওয়াবের যোগ্য করা। (কিছু ভয় ও ক্ষুধার দ্বারা) এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, এখানে ভয় মানে হলো শত্রুর ভয় এবং ক্ষুধার অর্থ অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ। (মাল সম্পদের লোকসান দ্বারা) অর্থাৎ মালামালের

ক্ষতি সাধন করে, পেশায় ক্ষতিগ্রস্ত করে। (প্রাণ সংহার দ্বারা) অর্থাৎ মৃত্যু, হত্যা, রোগ এবং বার্ধক্যদ্বারা তিনি পরীক্ষা করেন। (ফল কম করে দিয়ে) অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ ফসল হয় তা না দিয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা করেন। তারপর ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ দিয়ে বলেন—(ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ) আর ধৈর্যশীলদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন : "বিপদে পতিত হলে যারা বলে, আমরা তো আল্লাহ্র দাস। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। আমরা তাঁর নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব।" অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের কাছেই আমাদের আবার আত্মসমর্পণ করতে হবে পরকালে—এরাই ধৈর্যশীল দুনিয়াতে যারা বিভিন্নভাবে ক্ষমতাশীল সে দিন তাদের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র কাছে সকলকে আত্মসপর্মণ করতে হবে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَامِنْ مُصِيْبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُؤْمِنُ اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتّٰى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا .

"মুমিন ব্যক্তি যে সব বিপদে আপদে পতিত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তার ফলস্বরূপ তার গুনাহ্ মাফ করেন—এমনকি একটি কাঁটাও যদি তার পায়ে বিঁধে তবে তাও তার গুনাহ্ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তির কোন সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা তো আমার বান্দার সন্তানকে ছিনিয়ে এনেছো বা মেরেছো (তখন তারা কি করছিল)? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' বলেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং এ ঘরের নাম রাখো 'বায়তুল হামদ' বা প্রশংসার ঘর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : যখন আমি আমার কোন বান্দার দুনিয়ার একমাত্র উত্তরাধিকার সন্তানের জান কবয করি এবং তারপর সে সওয়াবের আশায় এতে ধৈর্য ধারণ করে, তার জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পুরস্কার নেই। (বুখারী)

নবী করীম (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা মানুষের নেককার হওয়ার নিদর্শন। আর আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা বদকার বা পাপাচারী হওয়ার নিদর্শন।"

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত আজরাঈল (আ) কোন মুমিনের জান কবয করার পর তিনি কিছু সময়ের জন্য ঐ ঘরের দরজায় দাঁড়ান। তখন ঘরের অধিবাসীরা চিৎকার ও কান্নাকাটি করতে থাকে। তাদের কেউ তার মুখমণ্ডলে চড় মারতে থাকে, কেউ তার মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে এবং কেউ আবার নিজের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করতে থাকে। তখন আজরাঈল (আ) বলেন,

তোমরা কেন এরূপ হা হুতাশ করছো? আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কারো আয়ু শেষ হয়নি, তোমাদের কারো রিযিক কেড়ে নেইনি এবং তোমাদের কারো উপর কোন প্রকার যুলুমও করিনি। যদি তোমাদের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এবং ক্ষোভ থাকে, সে ব্যাপারে আমি অত্যন্ত অসহায় এবং বাধ্য। কেননা আল্লাহ্‌র কসম! আমি একাজ (জান কবয) করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর যদি তোমাদের ক্ষোভ মৃত ব্যক্তির ওপর হয় তাতে কি লাভ হবে, সে তো এখন পরাজিত। আর যদি তোমাদের ক্ষোভ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ওপর হয়, তাহলে তোমরা তাঁর অবাধ্য এবং কাফির। আমাকে বার বার তোমাদের কাছে এভাবে আসতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমাদের কেউ জীবিত থাকবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যাঁর হাতে আমার জীবন সে মহান আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তারা যদি মৃত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে জানতো এবং তার কথা শুনতো, তাহলে তারা তাদের মৃতদের কথা ভুলে যেতো এবং নিজেদের জন্য কান্নাকাটি করতো।

**পরিচ্ছেদ : সান্ত্বনা প্রদান প্রসঙ্গে**

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেবে, সে বিপদগ্রস্ত লোকের মত সওয়াব পাবে। (তিরমিযী)

আবূ বুরদাহ (রা) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমা (রা)-কে বলেছেন : যে ব্যক্তি সন্তানহারা মা-কে সান্ত্বনা দেবে, তাকে জান্নাতের চাদর পরানো হবে। (তিরমিযী)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে ফাতিমা! কি কারণে তুমি ঘর ছেড়ে বাইরে এলে? তিনি বললেন, আমি এ ঘরবাসীদেরকে মৃত্যুশোকে সান্ত্বনা দেওয়া ও সমবেদনা প্রকাশের জন্য এসেছি। (আবূ দাউদ)

আমর ইবন হাযম (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَامِنْ مُؤْمِنٍ يَعِزُّ أَخَاهُ بِمُصِيْبَتِهِ إِلاَّ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যে মুমিন ব্যক্তি তার ভাইকে তার বিপদে সান্ত্বনা দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্মানের অলংকার পরিধান করাবেন।" (ইব্‌ন মাজাহ্)

প্রকাশ থাকে যে, তাযিয়াহ বা সান্ত্বনা দেয়ার মানে হলো, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্যধারণের জন্য উপদেশ দেয়া এবং এমন কথা বলা যাতে তাদের দুঃখ লাঘব হয় এবং বিপদকে হালকা মনে করে। এরূপ সান্ত্বনা দেয়া মুস্তাহাব। কারণ এতে সৎকাজের প্রতি আদেশ দান এবং অসৎকাজের প্রতি নিষেধ করা হয়। অবশ্য একাজ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীতে রয়েছে। তিনি বলেছেন :

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ‏.

"তোমরা নেককাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা কর।"

(সূরা মায়িদা : ২)

তাযিয়া বা সান্ত্বনায় যেহেতু সবর করার উপদেশ দেয়া হয়, তাই তা দাফনের আগে ও পরে উভয় ক্ষেত্রেই মুস্তাহাব। ইমাম শাফিঈ (র)-এর অনুসারীদের মতে কোন লোক মারা যাওয়ার সময় হতে দাফনের তিনদিন পর তা'যিয়াহ করা মাকরূহ। কারণ তা'যিয়াহ করা হয় সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আর তিনদিন পর স্বাভাবিকভাবেই তা শান্ত হয়ে যায়। তাই তিনদিন পরে তা'যিয়াহ করার মানে হলো দুঃখ বা বিপদের কষ্টকে নবায়ন করা। এটা আমাদের মাযহাবভুক্ত অধিকাংশ আলিমেরও অভিমত।

আমাদের মাযহাবের অনুসারী আবু আব্বাস (র) নামে এক ব্যক্তি বলেছেন, তিন দিনের পর তা'যিয়াহ করতে কোন প্রকার দোষ নেই, বরং এটি যুগ যুগ ধরে করা যেতে পারে। ইমাম নববী (র) বলেন : সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো তিন দিনের পর তাযিয়াহ না করা। তবে আমাদের মতে দুই অবস্থায় তা'যিয়াহ করা যেতে পারে—১. বিপদগ্রস্ত লোক যদি অনুপস্থিত থাকে এবং তিনদিন পর উপস্থিত হয়, তবে তাকে তাযিয়াহ করা যাবে। তাযিয়াহ দাফনের আগে করার চেয়ে দাফনের পরে করা উত্তম। কারণ তখন তারা মৃতব্যক্তির দাফন-কাফন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আর দাফনের পরেই আত্মীয়-স্বজনের কাছে মৃত ব্যক্তির বিচ্ছেদ বেশি ধরা পড়ে। যদি দেখা যায় যে, আত্মীয়-স্বজন বেশি বিচলিত, তবে দাফনের আগে সান্ত্বনা দেয়াতে কোন দোষ নেই।

তা'যিয়াহ বা সান্ত্বনাদানের জন্য কোন অনুষ্ঠান করা এবং বিশেষ কোন বৈঠকের ব্যবস্থা করে মৃতব্যক্তির গুণাগুণ আলোচনা করা মাকরূহ। হযরত উসামা ইবন যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা)-এর কোন এক কন্যা তাঁর কাছে লোক মারফত খবর পাঠালেন যে, তার এক পুত্র মারা গেছে। নবী করীম (সা) সংবাদ বাহককে বললেন :

اِرْجِعْ اِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهٗ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ‏.

"তুমি তার কাছে যাও এবং তাকে বলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা নিয়েছেন তা তাঁরই ছিল, যা দিয়েছেন তাই নিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় আছে যা কেবল তিনিই জানেন। তাকে ধৈর্যধারণ করতে এবং সওয়াবের জন্য (আল্লাহ্র কাছে) প্রার্থনা করতে বলো।"

ইমাম নববী (র) বলেন, এ হাদীসটিতে ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মূলনীতি প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামী শিষ্টাচার, বিপদে ধৈর্য

এবং বিলাপ ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণের অভিব্যক্তি ঘটেছে। হাদীসের বক্তব্য নিম্নরূপ :

(আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা তাঁরই) এ কথার অর্থ হলো বিশ্ব জাহানের মালিক ও স্বত্তাধিকারী হলেন আল্লাহ্। তিনি তাঁর বান্দাদের কিছু নেন না। তিনি যা নেন তা তাঁরই। মানুষ ধার বা আমানত হিসেবে এসব কিছুদিনের জন্য পায় এবং ভোগ করে। তিনি যা দিয়েছেন তা-ই নিয়েছেন কথাটির অর্থ হলো—আল্লাহ্ যা তোমাদের দিয়েছেন তা তাঁর মালিকানার বাইরে নয়, বরং তা তাঁরই। তিনি এতে যেভাবে চান হস্তক্ষেপ করেন এবং যখন চান নিয়ে যান। প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। অর্থাৎ তিনি এসব একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দিয়েছেন। সময় শেষ হলে তাঁর জিনিস তিনি নিয়ে যান। সুতরাং কেউ মারা গেলে তোমরা বিচলিত হয়ো না। যেহেতু তার জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে, তাই তার মৃত্যু আগে বা পরে করা সম্ভব নয়। তোমরা যখন জানতে পারলে এসবই আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে, তখন ধৈর্যধারণ করো এবং সকল বিপদ-আপদ, বিচ্ছেদ ও বিরহে আল্লাহ্র কাছে সওয়াবদানের প্রার্থনা করতে থাক।

মুআবিয়াহ্ ইব্ন আয়্যাশ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) একবার তাঁর এক সাহাবীকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তার কথা জিজ্ঞেস করা হলে সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! ঐ লোকটির যে ছেলে ছিল আপনি দেখেছিলেন, সে মারা গেছে। পরে নবী করীম (সা) তার সাক্ষাত পেয়ে তার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে নবী করীম (সা)-কে জানালো যে, তার ছেলেটি মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : হে অমুক! তাকে দিয়ে দুনিয়াতে উপকৃত হওয়া ভাল না পরকালে তুমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে তাকে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিতে দেখতে পাওয়া ভাল মনে কর? তখন লোকটি বললো—ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমি চাই যে, সে জান্নাতের দরজায় আমার আগে পৌঁছে আমার জন্য দরজা খুলে রাখুক। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি তাকে সে ভাবেই পাবে। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এটা কি কেবল তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, না সকল মুসলমানের জন্য এপথ উন্মুক্ত ? তিনি বললেন, এ সুযোগ সকল মুসলমানের জন্যই রয়েছে।

আবূ মুসা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার নবী করীম (সা) জান্নাতুল বাকীর দিকে গেলেন এবং সেখানে এক মহিলাকে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদতে দেখলেন। তিনি মহিলাকে বললেন, হে আল্লাহ্র দাসী (বান্দী)! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। মহিলা বললো, ইয়া আবদাল্লাহ্ ! আমি শোকসন্তপ্ত। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র দাসী! তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। মহিলা বললো, ইয়া আবদাল্লাহ্ ! যদি তুমি আমার মত বিপদগ্রস্ত হতে, তাহলে আমার অবস্থা বুঝতে। নবী করীম (সা) বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দী! তুমি

আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। মহিলা বললো, ইয়া আবদাল্লাহ্! আমাকে অনেক কথাই শুনালে, এবার বিদায় হও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে চলে আসলেন। একজন মুসলমান দূর থেকে ব্যাপারটি দেখছিল। সে মহিলার নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, লোকটি তোমাকে কি বলেছে ? মহিলা তাঁদের উভয়ের কথোপকথন সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। লোকটি বললো, তুমি কি তাকে চেন ? মহিলা বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাকে চিনি না। সে বললো, ইনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তোমার কাজটি ভাল হয়নি। অতঃপর মহিলা দ্রুত গিয়ে পথেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দেখা করে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমি ধৈর্যধারণ করবো। নবী করীম (সা) বললেন, ধৈর্য তো প্রথম চোটেই করতে হয়। অর্থাৎ হঠাৎ যখন বিপদ এসে পড়ে, তখন ধৈর্যধারণ করতে হয়। (আহমদ, নাসাঈ)

মুসলিম শরীফে আছে, উম্মে সুলায়ম (রা)-এর গর্ভজাত আবূ তালহার এক পুত্র মারা গেলে আবূ তালহার স্ত্রী বললো, আমি বলার পূর্বে আবূ তালহার কাছে এ সংবাদ কেউ দেবে না। অতঃপর আবূ তালহা (রা) আসলে সে তাঁর রাত্রিকালীন খাবার পরিবেশন করল। আবূ তালহার পানাহার শেষ হলে সে তার সাথে এমন সোহাগ ও প্রাণঢালা ভালবাসা প্রদর্শন করলো যা সে ইতিপূর্বে কখনও করেনি। তারপর তার স্বামী তাকে উপভোগ করলেন। স্ত্রী যখন দেখলো যে, তার স্বামী দৈহিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করে তৃপ্তি লাভ করেছে, তখন বললো, হে আবূ তালহা। যদি কেউ তাকে কিছু ধার দেয় এবং তারপর তা ফেরত নিতে চায়, তাহলে কি তাকে বাধা দেওয়া উচিত হবে? তিনি বললেন, না। উম্মে সুলায়ম বললো, তাহলে তোমার পুত্রকে তুমি এ ধরনের ধার মনে কর। অর্থাৎ তোমার পুত্র যিনি দিয়েছিলেন তিনিই নিয়ে গেছেন, সে আর বেঁচে নেই। এ কথা শুনে আবূ তালহা (রা) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি আমাকে আমার সন্তানের মৃত্যুর সংবাদটি জানাতে বিলম্ব করেছো। আল্লাহ্‌র কসম। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠায় আমি তোমার কাছে পরাজিত। অতঃপর আবূ তালহা (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে সংঘটিত ঘটনাটি সবিস্তারে জানালেন। নবী করীম (সা) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দু'জনকে এ রাতেই এর বরকত দান করুন। হাদীসের অবশিষ্টাংশ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। হাদীস শরীফে আছে—সবর বা ধৈর্যের চেয়ে বড় নিয়ামত কাউকে দেয়া হয় না।

হযরত আলী (রা) আশআস ইব্‌ন কায়স (রা)-কে বলেন, তুমি ঈমান ও সওয়াব লাভের আশায় ধৈর্যধারণ করতে পারতে, অন্যথায় চুপে চুপে এবং নিঃশব্দে চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে অশ্রু বিসর্জন দেয় সেভাবে তুমি অশ্রু বিসর্জন দিতে, তাহলে ভাল হতো।

হাকীম বিপদে পতিত এক ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন—তুমি যে সব ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলে, তা চলে গেছে। এর বিনিময়ে তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা যেন হাতছাড়া না হয়। অর্থাৎ অধৈর্য হয়ে তুমি যেন সওয়াব লাভ থেকে বঞ্চিত না হও।

অপর এক ব্যক্তি বলেছেন, জাহিল ব্যক্তি মুসীবতে পতিত হলে যা করে পাঁচ দিন পরে, জ্ঞানী ব্যক্তি তা করে এক দিন আগে। আমি বললাম, কারো এটা অজানা নয় যে, যুগের আবর্তন ও সময়ের প্রবাহের সাথে অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয় এজন্য বিচলিত না হয়ে বিপদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যধারণ করাটাই হলো ইসলামের বিধান।

ইমাম শাফিঈ (র) জানতে পারলেন যে, আবদুর রহমান ইবন মাহদীর একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে এবং সে জন্য তিনি অত্যন্ত অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পড়েছেন।

ইমাম শাফিঈ (র) তাকে লিখে পাঠালেন, "ভ্রাতা! অন্যদের যেভাবে সান্ত্বনা দিয়ে থাক, সেভাবে নিজেকে সামলে নাও এবং যে কাজ অন্যের জন্য অন্যায় ও পাপ বলে মনে করো, নিজের জন্যও তা করো। জেনে রেখো, বিপদ-আপদ চলে যাওয়ার সাথে সাথে সওয়াব লাভের সুযোগ ও আনন্দ হাতছাড়া হয়ে যায়। সুতরাং এ দুটি লাভ করার সুযোগ ঘটলে তাকে বোঝা মনে করা ঠিক নয়। অতএব, হে ভাই! এ সময় তুমি তোমার হিস্‌সা আদায় করে নাও। কেননা তুমি চাওয়ার আগেই তা তোমার কাছে এসেছে। বিপদে আল্লাহ্ তোমাকে ধৈর্য ধারণের সুযোগ দান করুন। এ ধৈর্যের মাধ্যমেই তুমি লাভ করতে সক্ষম হবে অশেষ কল্যাণ ও পুরস্কার।

এরপর ইমাম শাফিঈ (র) এই ছন্দ দুটি তার উদ্দেশ্যে লিখলেন : ১. যেহেতু সান্ত্বনা দেয়া দীনের একটি রীতি, তাই আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। সান্ত্বনা দিয়ে কি হবে জীবন ও আয়ুষ্কালের উপর কোন ভরসা আমার নেই; ২. আজ যে মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনার বাণী শুনায়, কাল সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হয়তো কেউ আগে আবার কেউ পরে।

একব্যক্তি তার কোন এক ভাইয়ের পুত্র মারা গেলে তিনি তার শোক বাণীতে লেখেন, "সন্তান যত দিন বেঁচে থাকে পিতাকে ততদিন চিন্তিত থাকতে হয় এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং যখন তাকে রহমত ও প্রাচুর্যের পথে প্রেরণ করেছো তখন আর তার জন্য চিন্তা, দায়িত্ব ও পরীক্ষার বস্তু হারানোর জন্য চিন্তা করো না এবং মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য তোমাকে যে রহমত ও ক্ষমা লাভের সুযোগ দিয়েছেন তা নষ্ট করো না।"

মূসা ইব্‌ন মাহদী (র) ইবরাহীম ইব্‌ন সালামাহ-এর পুত্র মারা যাওয়ায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, যা বিপদ এবং পরীক্ষার বস্তু তাতে খুশি থাকো এবং যা করুণা ও দয়া লাভের মাধ্যম তাতে চিন্তিত ও দুঃখ না করাই তোমার কর্তব্য।

অপর এক ব্যক্তি এক লোকের প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়ে বলেন, যে তোমার জন্য পরকালে সওয়াব লাভের উপকরণ হবে, সে তার চাইতে কি উত্তম নয় যে শুধু দুনিয়াতে আনন্দ সন্তুষ্টির উপকরণ?

বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর এক ছেলের দাফন কাজ শেষ করে তাঁর কবরের কাছে হেসে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কবরের

কাছে গিয়ে আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন, আমি শয়তানকে লজ্জিত করার জন্য এ কাজ করছি।

হযরত ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বালা-মুসীবত এবং বিপদ-আপদের মুকাবিলা করে সওয়াব লাভে সক্ষম হয় না তার জীবন চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় গতিহীন। হুমায়দুল আ'রাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা)-কে তাঁর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনেছি—আমি তোমার মধ্যে একটি উত্তম বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছি। জিজ্ঞেস করা হলো, তা কি? তিনি বললেন—তুমি মারা গেলে তা আমার জন্য সওয়াব লাভের মাধ্যম হবে।

হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির এক পুত্র সন্তান মারা গেলে সে অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত মনে এসে তাঁর কাছে অভিযোগ ও আক্ষেপ প্রকাশ করলো। হাসান (র) বললেন : তোমার ছেলে কি মাঝে মাঝে তোমার নিকট থেকে অদৃশ্য হতো না? সে বললো, সে আমার কাছে থাকার চেয়ে দূরেই বেশি থাকতো। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাকে অদৃশ্য ও দূরে থাকতে দাও। কেননা এরূপ অদৃশ্য থাকায় তোমার জন্য সওয়াব হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে দৃশ্য হলে অর্থাৎ বেঁচে থাকলে তুমি এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে। তাই এটা তোমার জন্য জীবিত থাকার চেয়ে উত্তম। তখন লোকটি বললো, হে আবু সাঈদ! আমার ছেলের প্রতি আমার যে আবেগ ছিল, তা আপনি হালকা করে দিলেন।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত পুত্রের কাছে গিয়ে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বললেন : হে আমার প্রাণ প্রিয় পুত্র! আমি তোমাকে কি অবস্থায় পাবো? সে বললো, আমাকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় পাবেন। তিনি বললেন : হে আমার পুত্র! তুমি আমার নেকের পাল্লায় অবস্থান করো তোমার নেকের পাল্লায় আমার অবস্থানের চেয়ে তা আমার কাছে পছন্দনীয়। সে বললো, হে আমার আব্বাজান! আপনি যা পছন্দ করেন আমিও তা পছন্দ করি।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর এক পুত্র মারা গেলে তিনি বলেন :

وما الدهر الا هكذا فاصطبر له × رزيه مال او فراق حبيب ٠

"যুগের অবস্থা তো ধন-সম্পদের ক্ষতি অথবা বন্ধুর বিচ্ছেদ ছাড়া আর কি? তাই ধৈর্যধারণ ছাড়া আর কোন উপায় নেই এবং ধৈর্যধারণ করে যাবো।"

উরওয়াহ্ আল-আকিলার এক পা অবশ হয়ে গেলে হাঁটুর নিচ থেকে তা কেটে ফেলা হলো। তিনি যেহেতু একজন নামযাদা আলিম ছিলেন, তাই তার এ পা রক্ষার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হলো না। কিন্তু কেউই তাঁর পা রক্ষা করতে পারলেন না। যেদিন তাঁর পা কাটা হলো সেদিনের পূর্বেকার রাতে তিনি ওযীফা যথারীতি আদায় না করে ছাড়লেন না। তবে তিনি বলেছিলেন, আমি এ সফরে আমার প্রাপ্য অংশই পেলাম। আর নিম্নোক্ত ছন্দের মাধ্যমে তিনি উপমা পেশ করলেন :

لعمری ما اهویت کفی لریبه × وَلا نَقَلتنی نحو فاحشة رجلی
ولا قادنی سمعی ولا بصری لها × ولا دلنی رایی علیها ولا عقلی
واعلم انی لم تصبنی مصیبة × من الدهر الا اصابت فتی قبلی

১. আমার জীবনকালের কসম, আমি আমার হাত কোন প্রকার সন্দেহজনক কাজের প্রতি সম্প্রসারণ করিনি এবং আমার পা কোন অশ্লীল কাজে আমাকে নিয়ে যায়নি।

২. আমার কান এবং চোখও কোন প্রকার অশ্লীলতার প্রতি আমাকে ধাবিত করেনি, আমার বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তিও আমাকে সেদিকে পরিচালিত করেনি।

৩. জেনে রাখ! কালের চক্রে আমার উপর যে বিপদ এসেছে–তা কেবল আমার উপরই চাপেনি, বরং অতীতের যুবকরাও আমার পূর্বে আক্রান্ত হয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন, হে আল্লাহ্! আপনি যদি আমাকে পরীক্ষায় ফেলে থাকেন তাহলে তা দূর করে দিন। যদি আপনি গ্রহণ করে থাকেন তাহলে চিরস্থায়ী করুন। আপনি একটি অঙ্গ নিয়েছেন এবং অনেকগুলো অঙ্গ অবশিষ্ট রেখেছেন এবং একটি পুত্র নিয়ে অনেকগুলো রেখেছেন।

ঐ রাতে ওয়ালীদের কাছে বনি আবস গোত্রের এক অন্ধ লোক আসলো। তিনি তার কাছে তার চোখের অবস্থা এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, একবার আমি ময়দানে রাত যাপন্ করছিলাম। আমার জানামতে আবস বংশে আমার চেয়ে ঐশ্বর্যশালী আর কেউ ছিল না। সেরাতে প্রবল ঝড় হলো। একটি উট ও একটি ছেলে ছাড়া আমার আর কোন ধন-সম্পদ ও পরিবারের সদস্য অবশিষ্ট রইল না। ঐ উটটি ছিল চরম বেয়াড়া প্রকৃতির। অতঃপর একবার সে রেগে রওনা হলো। আমিও সেটাকে অনুসরণ করলাম। উটটি যখন ছেলেটির নিকট থেকে যাচ্ছিল তখন আমি তার চিৎকার শুনতে পেলাম এবং তার কাছে গিয়ে দেখলাম যে, আমার ছেলের মাথা ঐ উটটির পেটে। ফলে সে মারা গেল। তারপরও আমি উটটিকে ধরার জন্য পিছু ছুটলাম, সে আমাকে তার পা দিয়ে লাথি মারলো এবং তা আমার চেহারায় লেগে যায়। আমি আহত হলাম এবং আমার চোখ নষ্ট হয়ে গেল। এবার আমি এমন এক নিঃস্ব লোকে পরিণত হলাম যে, আমার না আছে পরিবার-পরিজন বা ছেলে-সন্তান, আর না আছে সম্পদ বা উট। একথা শুনে ওয়ালীদ বললেন, হে লোকেরা তোমরা একে নিয়ে উরওয়ার নিকট যাও, তাহলে সে বুঝবে যে, পৃথিবীতে তার চেয়েও অধিক বিপদগ্রস্ত লোক রয়েছে।

স্মরণীয় যে, হযরত উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা আহত হয়ে তাঁর দাঁড়ি বেয়ে রক্ত ঝরছিল এবং তিনি বলছিলেন :

لا اله الا انت سبحنك انى كنت من الظالمين . اللّهم انى استعين بك عليهم ، واستعينك على جميع امورى ، واسالك الصبر على ما ابتليتنى .

"হে আল্লাহ্ ! তুমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ওদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য চাচ্ছি। সকল কাজে তোমার সাহায্য চাচ্ছি, এবং যে পরীক্ষায় আমাকে ফেলেছো সে ব্যাপারে তোমার কাছে ধৈর্য কামনা করছি।"

হযরত মাদায়িনী (র) বলেছেন : একবার আমি এমন এক গ্রাম্য সুন্দরী মহিলাকে দেখলাম যার ত্বক ও চেহারার সৌন্দর্যের ন্যায় অপর কোন মহিলাকে আর দেখিনি। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! এ সৌন্দর্য আপনার জন্য আনন্দ ও সৌভাগ্যের উপকরণ। সে বললো, আপনার কথা আদৌ ঠিক নয়। আল্লাহ্র কসম! আমার মত হতভাগা, চিন্তিতা ও দুঃখিনী আর কেউ নেই। আমি আপনাকে ব্যাপারটি খুলে বলছি। আমার স্বামী ও তাঁর পক্ষের আমার দুই পুত্র ছিল। এক কুরবানীর ঈদের দিনে তাদের পিতা একটি বকরী যবেহ করলো। তারা দু'জন তখন খেলছিল। অতঃপর বড় ছেলেটি ছোট ছেলেকে বললো, আব্বা কিভাবে বকরীটি যবেহ করেছেন, তুমি কি তা দেখতে চাও? সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর সে তাকে যবেহ করে দিল। যখন সে তার ভাই-এর রক্তের দিকে তাকাল তখন সে ভীতবিহ্বল হয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটলো এবং তাকে বাঘে খেয়ে ফেললো। তারপর তার পিতা পুত্রের সন্ধানে বের হলে সেও পিপাসায় মারা গেল। এবার কালের কষাঘাত আমাকে নিতান্ত অসহায় ও একা ছেড়ে গেল। আমি ঐ মহিলাকে বললাম, এরপরও আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করছেন? তখন মহিলা বললো, ধৈর্য যদি চিরকাল আমার সাথে থাকে আমিও তার সাথী হয়ে থাকবো কিন্তু এসব বিয়োগব্যথার ক্ষত আমার রয়েছে, যা আমি বন্ধ করে রাখি।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "আমার উম্মতের মধ্যে যার দুটি সন্তান নাবালেগ মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন, যার একটি সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মারা যাবে, তার কি হবে? নবী করীম (সা) বললেন : যার এক সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মারা যাবে, সেও জান্নাতে যাবে বা জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাবে। আমি বললাম, আপনার উম্মতের মধ্যে যার নাবালেগ সন্তান মারা যাবে না, তার কি হবে? তিনি বললেন, আমার উম্মতের জন্য অপেক্ষা কবর। আমার মত কেউই এত বেশি দুঃখ পায়নি।

হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যার তিনটি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে তার সামনে মারা গেছে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। একথা শুনে আবূদ দারদা (রা) বললেন, আমার দু'টি সন্তান সাবালক হওয়ার আগে মারা গেছে। তিনি বললেন, দুই সন্তান মারা গেলেও তারা প্রাচীর হবে। শ্রেষ্ঠতম ক্বারী উবাই ইব্ন কাব (রা) বললেন, আমার এক সন্তান আমার সামনে মারা গেছে। নবী করীম (সা) বললেন, একজন মারা গেলেও সে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। তবে প্রথম থেকেই ধৈর্যধারণ করতে হবে।

ওয়াকী (র) বর্ণনা করেন, ইবরাহীম আল-হারাবী-এর দশ বছরের একটি পুত্র ছিল। সে কুরআন মজীদ হিফয করেছিল এবং হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেছিল। অতঃপর সে ছেলেটি মারা গেলে আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য গেলাম। ইবরাহীম বললেন : আমি আমার এ ছেলের মৃত্যু কামনা করছিলাম। আমি বললাম : হে আবূ ইসহাক! তুমি বিশ্ব বিখ্যাত আলিম (জ্ঞানী) হয়ে এমন কথা বলতে পারলে? এমন একটি ছেলের মৃত্যু কামনা করলে যে ছিল ভদ্র, হাফিয-ই কুরআন, ফিকহ্ ও হাদীস বিশেষজ্ঞ? তিনি বললেন, তোমার কথা ঠিক আছে। আমি একবার দেখলাম যেন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক শিশু পানির মশক নিয়ে পান করানোর জন্য অপেক্ষা করছে। সেদিন ছিল অত্যধিক গরমের দিন। আবূ ইসহাক বলেন, তারপর আমি তাদের একজনকে বললাম যে, এখান থেকে আমাকে পানি দাও। সে আমার দিকে চেয়ে বললো, তুমি তো আমার পিতা নও। আমি বললাম, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা মুসলমান পিতামাতার সন্তান এবং নাবালেগ অবস্থায় মারা গিয়েছিলাম এবং পিতামাতাকে দুনিয়ায় ফেলে রেখে এসেছিলাম। আমরা এখন তাদেরকে অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছি। তারা আসলেই আমরা পানিদ্বারা আপ্যায়ন করবো। ইবরাহীম বললেন, সেজন্য আমি আমার পুত্রের মৃত্যু কামনা করছিলাম।

ইমাম মুসলিম (র) আবূ হাসসান (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললাম, আপনি আমাদের এমন একটি হাদীস শোনান যা শুনলে আমাদের মৃতদের সম্পর্কে প্রশান্তি লাভ হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। যে সমস্ত শিশু নাবালেগ অবস্থায় মারা গেছে তারা জান্নাতের দা'আমীস' (প্রজাপতি) হবে। যখন তারা তাদের পিতামাতাকে দেখতে পাবে তারা তখন পিতামাতার আঁচল বা কাপড় ধরে টানতে থাকবে এবং এভাবে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছবে।

মালিক ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জীবনে প্রথমদিকে খেলাধুলা এবং মদ্যপানে আসক্ত ছিলাম। আমি একটি দাসী কিনে তার সাথে রাত কাটাতাম। এ দাসীর গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আমি ওকে অত্যন্ত ভালবাসতাম। সে চলাফেরা করতে শিখলো। আমি যখন মদ্যপানের জন্য বসতাম,

ও এসে আমাকে টানাটানি করতো, ফলে আমার সামনে থেকে মদ পড়ে যেত। তার বয়স দুই বছর হলে সে মারা গেল এবং আমি অত্যন্ত শোকাভিভূত হলাম। তারপর শাবান মাসের মধ্যরাতে আমি মদ্যপান করে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম যেন কিয়ামত হয়ে গেছে এবং আমি আমার কবর থেকে বেরিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, আমাকে সাবাড় করার জন্য প্রকাণ্ড দু'টি অজগর আমাকে আক্রমণ করছে। আমি দৌড়াতে লাগলাম এবং সাপও আমার পিছে ধাওয়া করলো। আমি যতই দৌড়াই, সাপও তত দ্রুতগতিতে আমাকে অনুসরণ করে। আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে গেলাম। অতঃপর পথে এক দুর্বল প্রকৃতির বৃদ্ধ লোককে দেখলাম যার পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমি তাকে বললাম, ওহে বৃদ্ধ লোক! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে এ অজগরের কবল থেকে রক্ষা করুন। আমাকে এ অজগর কামড়াতে ও ধ্বংস করতে চাচ্ছে। সে বললো, হে বৎস! আমি অতি বৃদ্ধ লোক। সাপটি আমার চেয়ে শক্তিশালী, তাই আমি ওর সাথে মোকাবিলা করতে পারবো না; বরং তুমি দৌড়াতে থাক হয়ত আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষার একটা ব্যবস্থা করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি দৌড়াতে থাকলাম এবং সাপও আমার পিছু পিছু চললো। অবশেষে আমি এসে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলাম। আর জাহান্নাম তখন ক্রোধে উত্তেজিত ছিল। আমি এ জাহান্নামে প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হলাম এমন সময় এক আহ্বানকারী বললো, তুমি আমার অধিবাসী নও। তারপর আমি আবার দৌড়াতে লাগলাম আর ঐ অজগরও আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। তারপর আমি এক পাহাড়ের উপর কতগুলো অট্টালিকা দেখতে পেলাম যার দরজায় পর্দা ঝুলছিল। হঠাৎ যেন কে বলে ওঠলো, এ বিপদগ্রস্ত লোকটিকে তার শত্রু ধরে ফেলার আগে রক্ষা কর। এ কথা বলার সাথে সাথে দরজাগুলো খুলে গেল এবং পর্দার কাপড় সরে গেল। কতগুলো শিশু বেরিয়ে আসলো যার মধ্যে আমার মেয়েটিও ছিল। তাদের চেহারা ছিল চাঁদের মত। আমাকে দেখে মেয়েটি একটি আলো নিয়ে নেমে আসলো এবং ডান হাত দিয়ে অজগরটিকে আঘাত করলো। অজগরটি তখন পালিয়ে গেল। তারপর সে আমার কোলে বসে বললো, হে আমার পিতা!

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۔

"যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি আসেনি?" আমি বললাম, হে আমার কন্যা। তোমরা কি কুরআন মজীদ জান? সে বললো, আমরা তোমাদের চেয়ে ভাল জানি। আমি বললাম, হে আমার কন্যা! তোমরা এখানে কি কর ? সে বললো, মুসলমান পরিবারের যে সকল সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মারা গেছে, আমরা হলাম তারা। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করবো এবং তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতে

থাকবো। আমি বললাম, আমার কন্যা হে! যে সাপটি আমার পেছনে ধাওয়া করেছিল এবং আমাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, ওটা কি? ওটা তোমার বদআমল যাকে তুমি সবল করে তুলেছো। তাই ও তোমাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। আমি বললাম, যে দুর্বল বৃদ্ধের সাথে আমার দেখা হয়েছিল সে কে? সে বললো, সে হলো তোমার নেক আমল, যাকে তুমি এমন দুর্বল করে ফেলছো যে, সে এখন আর বদ আমলের সাথে মুকাবিলা করার ক্ষমতা রাখছে না। সুতরাং তুমি আল্লাহ্র কাছে তাদের দলভুক্ত হয়ো না। তিনি বলেন, তারপর আমি জাগ্রত হলাম এবং ঐ মুহূর্তেই তওবা করলাম।

দেখুন, সাবালক হওয়ার আগে সন্তান মারা গেলে কত সওয়াব এবং বরকত লাভ হয়। তবে এ বরকত কেবল তখনই পাওয়া যাবে যখন মাতাপিতা ধৈর্যধারণ করবে ও সওয়াব লাভের কামনা করবে এবং বলবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, আমরা আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যাবো।" তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে যে ওয়াদা করেছেন তা লাভ করতে সে সক্ষম হবে—আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "তারাই ধৈর্যশীল যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, আমরা ও আমাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্রই।" তাই তিনি যেরূপ ইচ্ছা আমাদের সাথে ব্যবহার করতে পারেন এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁরই কাছে ফিরে যাব। (সূরা বাকারা : ১৫৬) অর্থাৎ বাঁচা-মরা তাঁরই হাতে।

হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, দুটি কারণের যে কোন একটি কারণে বান্দার উপর বিপদ-আপদ আসে। হয়তো সে এমন কোন গুনাহের কাজ করেছে যা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বিপদ না দিয়ে মাফ করবেন না অথবা তাকে এমন কোন মর্যাদা আল্লাহ্ দান করতে চান যেখানে পৌঁছা এ বিপদের মুকাবিলা না করে সম্ভব নয়।

সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে বিপদের সময় বলার জন্য এমন বাণী শিখিয়েছেন যা পূর্বের অন্য কোন নবীকে প্রদান করেন নি। তা হলো—( اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ) "আমরা তা আল্লাহ্রই এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করব।" যদি তা অন্য কোন নবীকে দেয়া হতো তাহলে অবশ্যই তা ইয়াকুব (আ)-কে দেয়া হতো। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইউসুফ (আ)-কে তিনি না পেয়ে বলেছেন ( يَا اَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ ) "হায় ইউসুফের জন্য আমার দুঃখ।" কিন্তু ইন্নালিল্লাহ্ পড়েন নি।

হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি বিপদে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলে বলবে, হে আল্লাহ্ ! আমাকে এ বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এ থেকে

উত্তম কিছু দান করুন। তাহলে আল্লাহ্ তাকে সওয়াব দান করবেন এবং যা হারিয়েছে তার চেয়ে উত্তম কিছু প্রদান করবেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমার স্বামী আবূ সালামা মারা গেলে আমি এ দু'আ পাঠ করলাম এবং মনে মনে বললাম, আবূ সালামার চেয়ে ভাল লোকও কি আছে? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ সালামার পরিবর্তে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে (স্বামী হিসেবে) দিলেন। (মুসলিম)

শা'বী (র) বলেন, হযরত শুরায়হ (র) বলেছেন, আমার উপর কোন প্রকার বালা-মুসীবত আসলে আমি চারবার আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি। অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ্ বলি।

প্রথমত তিনি আমাকে এর চেয়ে বড় বিপদ দিতে পারতেন কিন্তু তা করেন নি, তাই আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রশংসা করি। দ্বিতীয়ত তিনি আমাকে এ বিপদে ধৈর্যধারণের সুযোগ দিয়েছেন সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। তৃতীয়ত সওয়াবের আশায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করায় এবং ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করার সুযোগ দিয়েছেন তাই আমি তাঁর প্রশংসা করি। চতুর্থত যেহেতু যিনি আমার বিপদকে বৈষয়িক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং এর প্রভাব আমার দীনের উপর পড়েনি, তাই আমি তাঁর প্রশংসা করি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .

"যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে, ইন্না লিল্লাহ্ পড়ে, আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও তাঁর করুণা। আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক।" (সূরা বাকারা : ১৫৭)

কারো মতে এখানে হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার মানে হলো জান্নাত লাভের পথ প্রশস্ত হওয়া।

হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (র) বলেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন, ধৈর্যের প্রতিদানে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন অর্থাৎ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাত ও রহমত অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ দান এবং হিদায়াত লাভ হলো অতিরিক্ত প্রতিদান।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যখন অসন্তুষ্ট হয় এবং ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করে অথবা গালে চড় মারে অথবা কাপড় ছিঁড়ে অথবা চুল ছিঁড়ে, ছেঁটে বা মুড়িয়ে ফেলে, তখন তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন। সে পুরুষ হোক বা মহিলা, উভয়ই এ ব্যাপারে সমান। আরও বর্ণিত আছে যে, বিপদের সময় কেউ যদি তার রানে আঘাত করে, তবে তার সওয়াব কমে যায়। বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বিপদে পড়ে পরণের কাপড় ছিঁড়ে অথবা গাল চাপড়াতে থাকে অথবা জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে অথবা মাথার চুল উপড়ে ফেলে, তবে সে যেন একজন তীরন্দাজ এবং তীরধনুক নিয়ে তার রবের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অশ্রু বিসর্জনের জন্য এবং অন্তরে মর্মাহত

হবার জন্য কাউকে আযাব দিবেন না; বরং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার মুখে যা বলবে, সে জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ ও চিৎকার করে কান্নাকাটি করা হলে তাকে কবরে আযাব দেওয়া হয়। যেমন বিলাপকারিণী মহিলা বললো, হায়রে আমার লালন-পালনকারী, হায়রে আমার সাহায্যকারী, ওহে আমার জামা-কাপড়দানকারী, তাহলে মৃত ব্যক্তির সাথে আক্রোশমূলক ব্যবহার করা হয় এবং বলা হয় তুমি কি তার লালন-পালনকারী? তুমি কি তার সাহায্যকারী? তুমি কি তার পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদানকারী? সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ ও চিৎকার করা হারাম। কেননা কান্নাকাটি চিন্তা-ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ধৈর্যকে বিদূরিত করে। আর এটা আল্লাহ্‌র হুকুম অকাতরে মেনে নেয়ার পরিপন্থি কাজ এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার নামান্তর।

## কাহিনী

সালেহ আল-মুররী (র) বলেন, কোন এক জুমুআর রাতে আমি কবরস্থানে ছিলাম এবং সেখানে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ স্বপ্নে দেখলাম যে, কবরগুলো ফেটে গেছে এবং মৃত ব্যক্তিরা কবর থেকে উঠে বহু দলে বিভক্ত হয়ে গোল হয়ে বসে আছে। তাদের মধ্য হতে এক যুবককে নানাভাবে আযাব দিতে দেখলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি ঐ যুবকের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এত কবরবাসীর মধ্যে তোমার এভাবে শাস্তি হওয়ার কারণ কি? সে বললো, হে সালেহ! আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলছি, আমি তোমাকে যে নির্দেশ দেব তা পৌঁছে দেবে এবং আমার এ আমানত আদায় করে আমার এ দুরবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্ হয়তো তোমার মাধ্যমে আমার মুক্তির একটা ব্যবস্থা করতে দেবেন। আমার মা এখনও জীবিত আছেন। আমি মারা গেলে তিনি বিলাপকারিণী ও শোকগাথা পরিবেশনকারিণী মহিলাদের সমবেত করে আমার জন্য বিলাপ ও শোকগাথা পরিবেশন শুরু করলেন এবং প্রতিদিনই আমার জন্য বিলাপ চলছে। একারণে আমাকে আযাব দেয়া হচ্ছে। ডান, বাম, সামনে, পিছে তথা সকল দিক থেকে আগুন এসে আমার মায়ের অশোভনীয় উক্তির জন্য শাস্তি দিচ্ছে এবং পোড়াচ্ছে। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন। তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমিও তার কান্নায় প্রভাবিত হয়ে কেঁদে দিলাম। তারপর সে বললো, হে সালেহ! আমার মা অমুক স্থানে, আমার অমুক বাড়িতে থাকেন, আল্লাহ্‌র কসম! তার কাছে গিয়ে বলুন—হে অমুকের মা, আপনি আপনার ছেলেকে আর আযাব দেবেন না। ওহে মা! তুমি আমাকে লালন-পালন করলে, বিপদ-আপদ থেকে হেফাযত করলে তারপর যখন মারা গেলাম আমাকে আযাবে নিক্ষেপ করলে !

মাগো! যদি তুমি আমার গলার শিকল ও পায়ের বন্ধন, ফেরেশতাদের দেয়া শাস্তি ও ধমক তথা আমার দুরবস্থা দেখতে তাহলে অবশ্য আমার উপর দয়া করতে। তুমি যে বিলাপ ও কান্নাকাটি করছো তা থেকে যদি বিরত না থাক তবে যেদিন

আসমান ফেটে গিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের বিচার সংঘটিত হবে সে দিন আল্লাহ্ তোমার ও আমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। সালেহ বলেন, তারপর আমি ভয়ে বিহ্বল হয়ে ঘুম থেকে জাগলাম এবং ভোর পর্যন্ত সেখানে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে কাটালাম।

ভোর হলে আমি শহরে প্রবেশ করলাম এবং ঐ যুবকের মাতার ঘর খুঁজে বের করা ছিল আমার মনের প্রধানতম উদ্বেগ। অতঃপর আমি সে মহিলার ঘর খুঁজে বের করলাম। দরজায় পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, দরজায় শোকের কালচিহ্ন শোভা পাচ্ছে এবং ঘরের ভেতর থেকে বিলাপ ও শোকগাথার করুণ সুর ভেসে আসছিল। অতঃপর আমি দরজা ধাক্কালে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে বললো, ও মিয়া কাকে চাচ্ছো? আমি বললাম, যে যুবক মারা গেছে আমি তার মাকে চাচ্ছি। সে বললো, তার সাথে তোমার কি দরকার? সে তো শোকসন্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে? আমি বললাম, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন আমার সাথে তার ছেলের পক্ষ থেকে বার্তা রয়েছে। অতঃপর সে গিয়ে সংবাদ দিলে যুবক লোকটির মা উপস্থিত হলো। তার পরনে ছিল কাল রং-এর কাপড়-চোপড় এবং অধিক কান্নাকাটি ও মুখমণ্ডলে থাবড়ানোর ফলে চেহারা কাল হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে বললো, তুমি কে?

আমি বললাম, আমি সালেহ আল-মুররী। গতরাতে আপনার ছেলের সাথে কবরস্থানে এই এই কথা হয়েছে। আমি তাকে আযাব পেতে দেখেছি সে তখন বলছিল "মাগো! তুমি আমাকে লালন-পালন করেছো, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে বড় করে তুলেছো এবং মরার পর আমাকে আযাবে নিক্ষেপ করেছো! তুমি যা করছো তা থেকে যদি বিরত না থাক তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমার ও তোমার মাঝে এর ফয়সালা করবেন।" একথা শুনে সে সংজ্ঞাহারা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে আসলে সে খুব রকম কান্নাকাটি করলো। তারপর সে বললো, পুত্র হে! তুমি আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছ, আমি তোমার অবস্থা জানলে এরূপ কাজ করতাম না। আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে একাজ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করছি। তারপর সে ঘরে গিয়ে বিলাপকারিণীদের তাড়িয়ে দিলো, কালো কাপড় ছেড়ে দিয়ে অন্য কাপড় পরলো এবং অনেক টাকাভর্তি থলে বের করে এনে বললো, হে সালেহ! তুমি আমার ছেলের পক্ষ থেকে এসব টাকা দান করে দাও। সালেহ বলেন, তারপর আমি তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম এবং টাকাগুলো তার ছেলের পক্ষ থেকে দান করে দিলাম।

পরের জুমুআর রাতে আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী আবার ঐ কবরস্থানে গেলাম। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লে দেখতে পেলাম কবরবাসী তাদের কবর থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং তাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তারা বসে পড়েছে। তাদের ওপর এক প্রকার পর্দা এসে তাদেরকে ঢেকে ফেলল। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, সেই যুবক হাসতে হাসতে এসে সারিতে দাঁড়িয়ে। সে আমাকে দেখে আমার নিকট আসলো

এবং বললো, হে সালেহ! আল্লাহ্ তোমাকে যথার্থ ও উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আল্লাহ্ আমার আযাব হ্রাস করে দিয়েছেন। আর এটা হয়েছে আমার মা যা করছিলেন তা পরিত্যাগ করার ফলে। আর আমার পক্ষ থেকে যা দান করেছেন তা আমি পেয়েছি। সালেহ বলেন, আমি বললাম এ আচ্ছাদনকারী বস্তু কি? সে বললো, এ হলো সেসব উপহার যা জীবিত ব্যক্তিগণ মৃতদের জন্য প্রেরণ করেন। যেমন দান-সাদকা, কুরআন তিলাওয়াত এবং দু'আ। আর এসব উপহার প্রতি জুমুআর রাতে এসে পৌছে এবং বলা হয়, এটা অমুকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি উপহার। আমার মায়ের কাছে গিয়ে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম বদলা দান করুন। সে যা দান করেছে তা আমি পেয়েছি আর আপনি অতি সত্বর আমার কাছে আসছেন। অতএব প্রস্তুত থাকুন।

সালেহ বলেন, তারপর আমি সজাগ হয়ে গেলাম এবং কয়েকদিন পর ঐ যুবকের মাতার ঘরের দরজায় গিয়ে দেখলাম একটি বাক্স দরজায় রাখা আছে। আমি বললাম, এটা কার বাক্স? উপস্থিত লোকজন বললো, যুবকটির মায়ের। আমি তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করলাম এবং ঐ কবরস্থানে নিয়ে তার সন্তানের পাশে দাফন করলাম। তারপর তাদের উভয়ের জন্য আমি দু'আ করলাম এবং বিদায় নিলাম।

আল্লাহ্ আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দিন, নেককার লোকদের দলভুক্ত করুন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয় তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠতম দাতা।

## ৫০. সীমালংঘন করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ .

"কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা শূরা : ৪২)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ أَوْحٰى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَبْغِىْ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ .

"আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করবে যাতে কেউ কারো ওপর যুলুম বা সীমালংঘন করতে না পারে এবং কেউ কারো ওপর গর্ব করতে না পারে।" (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যদি এক পাহাড় অপর পাহাড়ের ওপর সীমালংঘন করে অর্থাৎ চড়াও হয় তাহলে চড়াওকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : যুলুম বা সীমালংঘন করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মত এমন কোন পাপাচার নেই যার জন্য পরকালে শাস্তি সত্ত্বেও দুনিয়াতেও শাস্তি পেতে হয়। (ইব্ন মাজাহ, তিরমিযী)

কারূন যখন তার কওম (গোত্র)-এর উপর যুলুম করলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধ্বসিয়ে দিলেন। কালামে পাকে এ সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ إِلٰى قَوْلِهٖ ..... فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ .

"কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধন-ভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদের

পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। ইহকালে তোমার অংশকে তুমি উপেক্ষা করো না; তুমি সদাশয় হও যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না, আল্লাহ্ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। সে বললো, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি। সে কি জানতো না আল্লাহ্ তার পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়েও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদের ওদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না? কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁক-জমকসহকারে উপস্থিত হয়েছিল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, আহা কারূনকে যা দেয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমরা পেতাম! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। এবং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বললো, ধিক তোমাদের ! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কারই শেষ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এ কেউ পাবে না। অতঃপর আমি কারূনকে এবং তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম।" (সূরা কাসাস : ৭৬-৮১)

ইবন জাওযী (র) বলেন, এ আয়াতসমূহে কারূনের যুলুম ও সীমালংঘন সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য রয়েছে। যথা : ১. ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কারূন এক বদকার মহিলা দ্বারা মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল যা ঐ মহিলা নিজেই স্বীকার করেছিল । এটা ছিল তার সীমলংঘন; ২. দাহহাক (র) বলেছেন : কারূন মহান আল্লাহ্কে অস্বীকার করে সীমালংঘন করেছিল; ৩. কাতাদা (রা) বলেছেন, সে সীমালংঘন করে কুফরী করেছিল; ৪. আতা খুরাসানী (র) বলেছেন : সে জামা-কাপড় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে সীমালংঘন করেছিল; ৫. মাওয়াদী (র) বলেছেন যে, সে ফিরআউনের চাকরি করতো তাই সে বনী ইসরাঈলের ওপর অত্যাচার করে সীমালংঘন করেছিল।

কারূন যখন মহিলাকে দিয়ে মূসা (আ)-এর ওপর অপবাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র করলো এবং মহিলাকে অপবাদ দিতে নির্দেশ দিল, তখন মূসা (আ) রাগান্বিত হয়ে তার ওপর অভিশাপ দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে মূসা (আ)-কে জানিয়ে দিলেন যে, আমি মাটিকে তোমার হুকুম মানার নির্দেশ দিয়েছি। তুমি এখন মাটিকে যা নির্দেশ দেবে সে তাই পালন করবে। তারপর মূসা (আ) যমীনকে বললেন, হে যমীন! তুমি ওকে ধর। যমীন তাকে ধরলো। এমন কি তার খাট-পালঙ্ক ধসিয়ে দিল। কারূন তা দেখে মূসা (আ)-এর কাছে দু'আ প্রার্থনা করলো। মূসা (আ) বললেন, হে যমীন! তাকে পাকড়াও কর। যমীন তার দু'পা ধসিয়ে দিল। তারপর মূসা বলতে থাকলেন, "তাকে গ্রাস করে ফেল"। তাকে গ্রাস করে ফেল যে পর্যন্ত না সে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়ে বললেন : হে মূসা! আমার মাহাত্ম্য ও ক্ষমতার কসম, সে যদি আমার কাছে ফরিয়াদ করতো, তাহলে আমি তার ফরিয়াদ শুনতাম।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যমীন তাকে সর্ব নিম্নস্তরে তলিয়ে দিল। সামুরা ইবন জুনদুব (রা) বলেন, সে প্রত্যেক দিন তার উচ্চতার সমপরিমাণ জায়গা তলিয়ে যায়। মুকাতিল (র) বলেছেন, কারুন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বনী ইসরাঈলগণ বলতে শুরু করলো যে, মূসা (আ) তার মালামাল ও বাড়িঘর হস্তগত করার জন্য তাকে ধ্বংস করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার ধন-সম্পদ এবং ঘরবাড়ি তিনদিন পর তলিয়ে দিলেন। তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আযাবের) বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। (সূরা কাসাস : ৮১)

হে আল্লাহ্ ! তোমার মা'রিফাতের নূরদ্বারা আমাদেরকে পাপাচারের অন্ধকার হতে দূরে রাখ। যাদের তুমি কবূল করেছো আমাদেরকে তাদের মধ্যে শামিল কর। তুমি ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে আমাদের ফিরে থাকার তওফীক দাও। তুমি আমাদের তথা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের পাপরাশি ক্ষমা করে দাও। আমীন।

## ৫১. দুর্বল, দাস-দাসী, স্ত্রী এবং পশুর প্রতি কঠোর হওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য আদেশ দিতে গিয়ে বলেন :

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোন কিছু তাঁর অংশীদার করবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না।" (সূরা নিসা : ৩৬)

হযরত ওয়াহিদী (র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে তাঁর অংশীদার করবে না"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম মেহেরজানী সনদ উল্লেখপূর্বক হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী করীম (সা)-এর সাথে একই গাধার পিঠে সওয়ার হয়েছিলাম। নবী করীম (সা) বললেন, হে মু'আয! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি উপস্থিত আছি। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি কি জান যে, বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র কি হক এবং আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার কি হক? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হক হলো—বান্দারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক হলো—যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তাকে আযাব দেবেন না। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : একবার এক বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন : "আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে কেটে ফেলা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তুমি যথাসময় নামায আদায় ছাড়বে না। কেননা এটা করা আল্লাহ্‌র জন্য তোমার কর্তব্য এবং মাদকদ্রব্য পান করবে না। কেননা এটা সকল পাপাচারের চাবি।"

(তাবারানী, আহমদ, ইবন মাজাহ ও বায়হাকী)।

"পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে অর্থাৎ বিনয়ের সঙ্গে তাদের সাথে আচরণ করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তরে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা যাবে না, তাদের প্রতি কটু দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না, কথা বলার সময় উচ্চস্বরে কথা না বলা, বরং তাদের সামনে এমন ভূমিকা পালন করতে হবে যেমন দাস-দাসী তার মালিকের সাথে করে থাকে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। ইয়াতীমের সাথে নম্র ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে কাছে টেনে নিতে হবে এবং মাথায় হাত বুলাতে হবে। অভাবগ্রস্তকে উদার হস্তে দান করতে হবে এবং ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় জানাতে হবে। আত্মীয়-স্বজনের তিন প্রকার অধিকার রয়েছে—আত্মীয়তার অধিকার, প্রতিবেশী হিসেবে অধিকার এবং মুসলমান হিসেবে অধিকার। প্রতিবেশী অর্থাৎ যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, অথচ পাশাপাশি বাস করে তাদের প্রতি কর্তব্য অপরিসীম। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ .

"হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বসময় আমাকে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য তাগিদ করতেন। এমনকি আমার ধারণা হচ্ছিল যে, বোধহয় প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।" (আবূ দাউদ)

হযরত আনাস ইবন মালিক (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে জড়িয়ে ধরে বলবে, হে আমার প্রভু! আমার এ ভাইকে তুমি প্রাচুর্য দিয়েছিলে এবং সে ছিল আমার প্রতিবেশী, আমি ক্ষুধার্ত রাত কাটাতাম আর সে পেটপুরে খেয়ে সুখনিদ্রা যেতো, আমাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে পানাহার করতো। তুমি তাকে যে পরিমাণে প্রাচুর্য দিয়েছো সে পরিমাণে সে আমাকে বঞ্চিত করেছে।

ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, সফর সঙ্গীর দু'টি অধিকার রয়েছে। প্রথমত প্রতিবেশী হিসেবে অধিকার, দ্বিতীয়ত সাথী হিসেবে তার অধিকার। পথিকগণ হলো মেহমান, সে যেখানে যেতে চায় সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তার মেহমানদারী করতে হবে। দাস-দাসীদের ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি করলে ক্ষমা করে দিতে হবে। "আল্লাহ্ অহংকার ও গর্বকারীকে ভালবাসেন না"—এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন, (مختال) 'মুখতাল' ঐ লোককে বলে যে নিজকে বড় মনে করে কিন্তু আল্লাহ্র হক আদায় করে না এবং গর্বকারী ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে আল্লাহ্র বান্দাদের ওপর নিজেকে বড় বলে মনে করে এবং নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে। কেননা আল্লাহ্ তাকে নিয়ামত দিয়েছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এক যুবক ছিল যে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরে গর্ববোধ

করতো এবং অহংকারের সাথে চলাফেরা করতো। হঠাৎ যমীন তাকে গিলে ফেললো। সে কিয়ামত পর্যন্ত নিচের দিকে যেতে থাকবে।

"হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি অহংকার করে কাপড় মাটিতে ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।" ওয়াহেদী এরূপ উল্লেখ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

হাদীসে বর্ণিত আছে—ভদ্র আচরণকারিণী মহিলা উত্তম নারী এবং নাক সিঁটকানো নারী সর্বাপেক্ষা খারাপ নারী। অভদ্র আচরণকারিণী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আহমদ, আবূ দাউদ)

হযরত আবূ মাসউদ (রা) বলেন : আমি আমার এক ক্রীতদাসকে চাবুক দিয়ে প্রহার করছিলাম, এমন সময় আমি আমার পেছন থেকে বলতে শুনলাম, হে আবূ মাসউদ! জেনে রাখ, তুমি তোমার ক্রীতদাসের ওপর যত শক্তিশালী, আল্লাহ্ তোমার ওপর তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। আবূ মাসউদ বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আর কোন দাস-দাসীকে কখনও প্রহার করবো না।

অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, ডাক শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে গেল অপর এক বর্ণনায় আছে, তখন আমি বললাম, আমি তাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযাদ (মুক্ত) করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি তুমি তা না করতে তবে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম তোমাকে গ্রাস করতো। (মুসলিম)

মুসলিম শরীফে আছে, ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে প্রহার করবে অথবা চড় মারবে, তার বিনিময় তাকে ঐ গোলাম মুক্ত করে দিতে হবে।

হাকীম ইব্ন হিযাম বর্ণিত হাদীসে আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا .

"যারা দুনিয়াতে মানুষকে শাস্তি দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তি দেবেন।"

হাদীস শরীফে আছে—যে ব্যক্তি যুলুম করে কাউকে চাবুক মারবে কিয়ামতের দিন তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা একজন খাদেম (পরিচারক)-কে কতবার ক্ষমা করবো? তিনি বললেন : প্রতিদিন সত্তরবার। (তিরমিযী)

একবার নবী করীম (সা) এক খাদেমকে ডাকলেন। নবী করীম (সা)-এর হাতে তখন একটি মিসওয়াক ছিল। দেরি করলে নবী করীম (সা) বললেন, যদি প্রতিশোধের ভয় না থাকতো তাহলে আমি তোমাকে এ মিসওয়াকদ্বারা প্রহার করতাম।

(আহমদ, তাবারানী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর একটি কৃষ্ণ বর্ণের দাসী ছিল। তিনি একদিন তার ওপর চাবুক তুলে বললেন : যদি প্রতিশোধের ভয় না থাকতো তবে তোকে মেরে বেহুঁশ করে ফেলতাম। যে তোর উপযুক্ত মূল্য দেবে আমি তোকে তার কাছে বিক্রি করে দেবো। যা আমি তোকে আল্লাহ্‌র জন্য মুক্ত করে দিলাম।

এক মহিলা নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আমার দাসীকে ব্যভিচারিণী বলে গালি দিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে এমন কিছু করতে দেখেছো? মহিলা বললো, না। তিনি বললেন, ঐ দাসী তোমাকে কিয়ামতের দিন বন্দী করবে। তারপর ঐ মহিলা ফিরে গিয়ে ঐ দাসীটির হাতে একটি চাবুক তুলে দিয়ে বললো, আমাকে কশাঘাত কর। দাসী তা করতে অস্বীকৃতি জানালে মহিলা তাকে আযাদ করে দিলো। তারপর ঐ মহিলা নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়ার কথা জানালে তিনি বললেন : হয়তো মুক্ত করার বিনিময়ে তাঁর প্রতি আরোপিত অপবাদের বিনিময় হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার নির্দোষ দাসীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, কিয়ামতের দিন এজন্য তাকে (মালিককে) কশাঘাত করা হবে। হাদীসে আছে :

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلِّفُ مَا لاَ يُطِيْقُ .

"দাস-দাসীকে খাদ্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে এবং তার শক্তি ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না।"

নবী করীম (সা) ইন্তিকালের পূর্বে সাহাবীদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন : নামায এবং দাস-দাসীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। তোমরা যা খাও দাস-দাসীদের তা খাওয়াবে, তোমরা যা পর তাদের তা পরাবে এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ করতে বাধ্য করবে না। যখন তাদের দিয়ে কোন কাজ করাবে তাদেরকে সাহায্য করবে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের শাস্তি দিও না। মনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের মালিক করে দিতে পারতেন। (তিরমিযী, হাকিম, তাবারানী)

হযরত সালমান ফারসী (রা) যখন মাদায়েনের আমীর ছিলেন তখন একদল লোক তাঁর কাছে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি তাঁর পরিবারের জন্য আটা পিষছেন। তারা তখন বললেন, আপনি আপনার দাসীকে এ কাজে লাগাতে পারেন না? তিনি বললেন, আমি তাকে একটি কাজে পাঠিয়েছি তাই আমি চাইনি যে, তাকে দিয়ে এটাও করাই।

অপর এক বুযর্গ বলেছেন : অপরাধ করামাত্রই দাস-দাসীকে প্রহার করো না, বরং তা সংরক্ষণ করে রাখ। অতঃপর যখন সে আল্লাহ্‌র কোন নাফরমানী করবে, তখন তাকে পাকড়াও করো এবং আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্যের জন্য শাস্তি দাও এবং

তোমার যে অপরাধ করেছে, তারও উল্লেখ করো অর্থাৎ বল যে, তুমি তো সেদিনও এ কাজ করেছিলে কিন্তু তোমাকে কিছুই বলিনি।

**পরিচ্ছেদ**

দাস-দাসী ও চাকর-চাকরাণীকে তাদের সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা জঘন্যতম অপরাধ। অনুরূপভাবে এক ভাইকে অন্য ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করাও অপরাধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যে ব্যক্তি মাতাকে তার সন্তান হতে পৃথক করে দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ও তাকে তার প্রিয়জন থেকে পৃথক করে দেবেন।" (তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দুটি ক্রীতদাস দান করেছিলেন যারা পরস্পর ভাই হতো, আমি তাদের একজনকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাকে ফিরিয়ে আন, তাকে ফিরিয়ে আন।

দাস-দাসী ও পশুকে উপবাস রাখা ও অনুরূপ মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ .

"দাস-দাসীকে অভুক্ত রাখা কোন লোকের অপরাধী ও পাপী বলে গণ্য হবার জন্য যথেষ্ট।"

অনুরূপভাবে কোন পশুকে খুব বেশি মারধর করা, অভুক্ত রাখা এবং এদের যথাযথভাবে লালন-পালন না করা এবং ক্ষমতার বাইরে বোঝা বহন করানোও মস্ত বড় পাপ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

مَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ .

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যা তোমাদের মত এমন একটি উম্মত বা দল নয়।" (সূরা আনআম : ৩৮)

কথিত আছে, মানুষ যখন বিচারের জন্য কিয়ামতের মাঠে অবস্থান করবে, তখন পশু-পাখিদেরকেও একত্র করা হবে। এমনকি শিংওয়ালা বকরী হতে শিংবিহীন বকরীর প্রাপ্য বদলা আদায় করা হবে এবং এক পিঁপড়া থেকে অপর পিঁপড়ার হক আদায় করে দেয়া হবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে তোমরা মাটির সাথে মিশে যাও।

অনুরূপভাবে কাফিররা কিয়ামতের দিন বলবে— يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا "হায়। আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম!" (সূরা নাবা : ৪০)

পশুতে পশুতে যুলুমের জন্য যদি বিচার হয় তাহলে পশুর ওপর মানুষের যুলুমের বিচার হওয়ার ব্যাপারে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই উপরোক্ত দলীলদ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কোন মানুষ যদি অহেতুক কোন পশুকে প্রহার করে, পানাহারে কষ্ট দেয় বা সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা বহন করায়, তাহলে তাকেও অনুরূপ শাস্তি কিয়ামতের দিন ভোগ করতে হবে। এরই সমর্থনে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। সে ঐ বিড়ালটি মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করতে দেয়নি। এমনকি কীট-পতঙ্গ খুঁজে খাওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত রাখে। ফলে বিড়ালটি মারা যায়। এজন্য ঐ মহিলাকে আযাব ভোগ করতে হয়েছে।

বুখারী শরীফে আছে, "নবী করীম (সা) এক মহিলাকে জাহান্নামে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তার মুখমণ্ডলে এবং বক্ষদেশের ওপর একটি বিড়াল কামড়াচ্ছিল। কারণ বিড়ালটিকে সে দুনিয়াতে যেভাবে বেঁধে রেখে ক্ষুধায় শাস্তি দিয়েছিল, ঠিক সেভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।"

সকল পশুর ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য এবং যে কোন পশুর প্রতি অন্যায় বা অত্যাচার করা হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি কেউ কোন পশু দিয়ে তার ক্ষমতার বাইরে ভার বহন করায় তবে তার বিচার হবে। বুখারী ও মুসলিমে আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তি একটি গাভীর পিঠে চড়ে তাকে প্রহার করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গাভীটি বললো, আমাদের এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই একটি পশুকে প্রতিবাদ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে বাকশক্তি দিয়েছিলেন। যেন তাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে কাজ না করিয়ে তাকে দিয়ে অন্য কাজ না করানো হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন পশুর ক্ষমতার অধিক কাজ তার ওপর চাপাবে অথবা তাকে মারধর করবে, কিয়ামতের দিন সেই পরিমাণ শাস্তি তাকে দেওয়া হবে। এবং তার নিকট থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে।

আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন, একবার আমি একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে তাকে দু-তিনবার প্রহার করলে সে আমার দিকে মাথা তুলে বললো, হে আবূ সুলায়মান! এ জন্য কিয়ামতের দিন তোমাকে প্রতিশোধ ভোগ করতে হবে। সুতরাং তুমি ইচ্ছা করলে মারধর কম করতে পার এবং যদি ইচ্ছা কর তবে বেশিও করতে পার। আবূ সুলায়মান বলেন, তখন আমি বললাম, আমি আর কোনদিন কাউকে প্রহার করবো না।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) একবার যাত্রাপথে কুরায়শদের কিছু সংখ্যক বালককে একটি পাখিকে বেঁধে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে দেখলেন। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পাখির

মালিককে তীরটি দিতে হতো। ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, কারা ঐ কাজ করেছে? এ কাজ যারা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন। রাসলুল্লাহ্ (সা)-ও এমন ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যে কোন প্রাণীকে হত্যার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আঘাত হানে। নবী করীম (সা) কোন প্রাণীকে হত্যার জন্য আবদ্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন। শরী'আতে যে সকল প্রাণী হত্যার অনুমতি আছে, যেমন সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ও আক্রমণকারী কুকুর ইত্যাদিকে কষ্ট দিয়ে আস্তে আস্তে মারা যাবে না, বরং প্রথম আঘাতেই মেরে ফেলতে হবে। কারণ নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِذْ قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ .

"যখন তোমরা কোন প্রাণীকে হত্যা করতে যাবে তখন তাকে সুন্দরভাবে হত্যা করবে। আর যখন কোন প্রাণীকে যবেহ্ করবে তাকে সুন্দরভাবে যবেহ্ করবে এবং যবেহ করার আগে যবেহকারী ছুরিকে ধারালো করে নেবে এবং যবেহের প্রাণীটিকে আরাম দিতে সচেষ্ট থাকবে।"

কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে না। কেননা হাদীসে আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন : আমি তোমাদেরকে আদেশ দিতাম অমুক ও অমুক লোককে পুড়িয়ে মারার জন্য। যেহেতু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য আগুনে পুড়িয়ে মারা সমীচীন নয়, তাই ওদের দু'জনকে পেলে তোমরা হত্যা করবে।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। নবী করীম (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে চলে গেলেন। তখন আমরা হুমর নামক একটি পাখি ও তার সঙ্গে দুটি বাচ্চা দেখতে পেলাম। আমরা পাখিটির বাচ্চা দুটি ধরে ফেললাম এবং পাখিটি এসে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়তে লাগল। অতঃপর নবী করীম (সা) এসে তা দেখে বললেন, কে পাখিটির বাচ্চা ধরে পাখিটিকে ভীত করেছে! তার বাচ্চা তাকে ফেরত দাও।

আর একবার আমরা পিঁপড়ার বাসা ও আশ্রয়স্থল পুড়িয়ে দিলাম। নবী করীম (সা) তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কে এদেরকে পুড়িয়ে মেরেছে? আমরা বললাম, আমরা পুড়িয়েছি। তখন নবী করীম (সা) বললেন :

لاَ يَنْبَغِيْ لاَحَدٍ اَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّهَا .

"প্রতিপালক ছাড়া অন্য কারো জন্যে আগুনে পুড়িয়ে মারা সমীচীন নয়।"

এ থেকে বোঝা গেল যে, পিঁপড়া, উকুন ও মশা–মাছির ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীকেও পুড়িয়ে মারা নিষেধ।

**পরিচ্ছেদ**

কোন প্রাণীকে অহেতুক বা খেলার ছলে হত্যা করা মাকরূহ। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে কোন চড়ুইকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন ঐ চড়ুই চিৎকার করে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এ লোকটাকে জিজ্ঞেস করুন কেন সে আমাকে বিনা কারণে এবং খেলার ছলে হত্যা করেছে? সে কোন কাজের জন্য আমাকে হত্যা করেনি।

ডিম দেয়া ও ডিমে তা দেয়ার সময় কোন পাখি হত্যা করা মাকরূহ। কেননা এ কাজ নিষিদ্ধ। কোন প্রাণীকে তার মায়ের সামনে যবেহ করা মাকরূহ। এ সম্পর্কে ইবরাহীম ইবন আদহাম (র) বলেছেন, এক ব্যক্তি একটি বাছুরকে তার মায়ের সামনে যবেহ করায় আল্লাহ্ তা'আলা তার হাতকে অবশ করে দিয়েছেন।

**পরিচ্ছেদ**

দাস-দাসী মুক্ত করার উপকারিতা প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিন দাসীকে গোলামি থেকে মুক্ত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময় মুক্তকারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন। এমন কি মুক্তকৃতের যৌনাঙ্গের বিনিময়ে মুক্তকারীর যৌনাঙ্গ মুক্ত করবেন।" (বুখারী)

হযরত আবূ উসামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সা) বলেছেন : যে মুসলমান একটি মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে এবং মুক্তিপ্রাপ্তের প্রতিটি অঙ্গের জন্য মুক্তকারীর অনুরূপ অঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। যে মুসলমান দু'জন মুসলমান মহিলাকে মুক্ত করবে তারা দু'জন তাকে জাহান্নাম হতে ছাড়িয়ে আনবে। তাদের দু'জনের একই অঙ্গের জন্য মুক্তিদাতার একটি অঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে। যে মুসলমান মহিলা কোন মুসলিম দাসীকে মুক্ত করবে, তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে। দাসীর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর অনুরূপ অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। (তিরমিযী)

হে আল্লাহ্ আমাদের সফলতা লাভকারী দল ও তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে শামিল কর।

## ৫২. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া

সহীহ্ আল-বুখারী ও সহীহ্ আল-মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ مَنْ لاَ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

"আল্লাহ্‌র কসম ওই ব্যক্তির ঈমান নেই, ওই ব্যক্তির ঈমান নেই। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কার ঈমান নেই? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়।"

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

"যার অত্যাচার হতে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ পাপটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বড়? উত্তরে নবী করীম (সা) তিনটি অভ্যাসের বা কাজের কথা বললেন। যথা : (১) যে আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করা; (২) তোমার খাবারে ভাগ বসাবে এ ভয়ে নিজ সন্তান কে হত্যা করা এবং (৩) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস শরীফে আছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রতিবেশী তিন প্রকার। যে প্রতিবেশী মুসলমান এবং আত্মীয় তার তিনটি হক বা অধিকার আছে। যথা আত্মীয়তার, প্রতিবেশিত্বের এবং ইসলামের। আত্মীয় নয় এমন মুসলমান প্রতিবেশীর আছে দুটি হক। যথা : ইসলামের এবং প্রতিবেশিত্বের। আর কাফির প্রতিবেশীর আছে শুধু একটি হক অর্থাৎ প্রতিবেশিত্বের হক।

ইব্‌ন উমর (রা)-এর এক ইয়াহূদী প্রতিবেশী ছিল। তিনি যখন কোন বকরী যবেহ করতেন তখন তার কিছু অংশ সেই ইয়াহূদীর বাড়িতে পাঠাতেন। আরও বর্ণিত আছে যে, গরীব প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন ধনী প্রতিবেশীকে জড়িয়ে ধরে বলবে, হে আমার রব! আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, কেন সে তার দান থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে এবং কেন সে আমার জন্য দরজা বন্ধ রেখেছিল?

যালিম প্রতিবেশীর যুলুম সহ্য করাও তার প্রতি এক প্রকার ইহসান। এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে এমন এক

আমলের পথ প্রদর্শন করুন যা পালন করতে পারলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি দয়ালু এবং পরোপকারী হও। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি দয়ালু এবং উপকারী। তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করো। যদি তারা বলে যে, তুমি দয়ালু এবং উপকারী, তাহলে তুমি উপকারী। আর যদি বলে যে, তুমি অন্যায়কারী, তাহলে তুমি অন্যায়কারী। (বায়হাকী, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত)

নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের ক্ষতির ভয়ে তার প্রতিবেশীর আগমনের পথ বন্ধ করে দেয়, সে মুমিন নয় এবং যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, সেও মুমিন নয়। কারো কারো মতে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অপর দশজন মহিলার সাথে ব্যভিচারের চেয়েও বড় অপরাধ এবং দশটি ঘরে চুরি করার চেয়েও বেশি পাপ হলো প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা।

সুনানু আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, যাও, ধৈর্যধারণ করো। লোকটি নবী করীম (সা)-এর কাছে অনুরূপভাবে দু'বার অথবা তিনবার অভিযোগ করলে শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তোমার মালপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। সে তা-ই করলো। লোকেরা এ পথে যাবার সময় তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতো। সে তাদেরকে তার প্রতিবেশীর ব্যবহারের কথা বলতো। পথচারীরা তার প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিত এবং বলতো যে, আল্লাহ্ যেন তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করেন। অতঃপর তার প্রতিবেশী এসে বললো—হে ভাই! তুমি তোমার ঘরে যাও আমি কখনও তোমার মনে কষ্ট দেবো না।

প্রতিবেশী যদি অমুসলিম নাগরিক (যিম্মী) হয়, তাহলে তার দেয়া কষ্ট ও নির্যাতন বরদাশত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, সাহল ইবন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর একজন যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) প্রতিবেশী ছিল। তার ঘরে ময়লা ও আবর্জনা রাখার যে পাত্র ছিল তা ছিদ্র হয়ে গিয়ে সে ময়লা সাহল (রা)-এর ঘরে পড়তো। যেখান থেকে এই ময়লা এবং আবর্জনা পড়তো সেখানে সাহল (রা) প্রতিদিন একটি বড় পাত্র পেতে রাখতেন এবং রাতের আঁধারে তা নিয়ে দূরে ফেলে দিতেন। এভাবে সাহল (রা) দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলেন। অবশেষে তিনি যখন অন্তিম শয্যায় দিন কাটাচ্ছিলেন তখন তিনি ঐ প্রতিবেশী মজূসীকে ডেকে বললেন, এই ঘরে গিয়ে দেখুন তো ঐ পাত্রে কি? তারপর সে ঘর থেকে বেয়ে আসা আবর্জনা ও ময়লা এবং দুর্গন্ধযুক্ত পানি সে বড় পাত্রটির মধ্যে দেখে জিজ্ঞেস করলো, আমি যা দেখলাম তা কি জিনিস? সাহল বললেন, এ হলো আপনার ঘর থেকে বয়ে আসা ময়লা আবর্জনা।

দীর্ঘদিন যাবত আমি ঐ বড় পাত্রটিতে দিনে জমা করি আর রাতে তা ফেলে দেই। এখন যদি আমার অন্তিম সময় উপস্থিত না হত এবং অন্যকে এ সরলতা অনুসরণ না করার আশংকা না থাকত তাহলে আপনাকে ব্যাপারটি অবহিত করতাম না। এখন আপনি দেখুন, কি করবেন। তখন মজূসী বলল, হে শেখ! আপনি দীর্ঘকাল যাবত এভাবে আমারদ্বারা কষ্ট পেয়ে আসছেন অথচ আমি এখনও কাফির অবস্থায় আছি, এ কি করে হয়? আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র প্রেরিত বান্দা এবং রাসূল। তারপর সাহল (রা) মারা যান।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে কথা, কাজ, আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের পরকালীন জীবন সুন্দর ও সার্থক করার তৌফিক দান করুন।

## ৫৩. মুসলমানদের কষ্ট ও গালি দেওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

١. وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا .

১. "ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদের কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।"

(সূরা আহ্‌যাব : ৫৮)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

٢. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ . بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

২. "হে ঈমানদারগণ কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দনামে ডেকো না; ঈমান আনার পর কাউকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী।"

(সূরা হুজুরাত : ১১)

٣. وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا .

৩. "তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়াবে না ও একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।" (সূরা হুজুরাত : ১৫)

নবী করীম (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ বলে বিবেচিত হবে যাকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে তার অশ্লীলতা ও অপকর্ম হতে রক্ষা পাবার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : "ওহে আল্লাহ্র বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ ক্ষমা করে দেন কিন্তু যেসব পাপ তার কোন ভাইয়ের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই যথার্থ পাপ অথবা ধ্বংসের কারণ।"

হাদীস শরীফে আছে :

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ .

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের জান-মাল এবং ইয্যত-আবরু নষ্ট করা হারাম।" (মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন, "একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে নির্যাতন করবে না এবং তাকে হেয় মনে করবে না। কোন লোকের খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে অপর মুসলমানকে হেয় মনে করবে।" (মুসলিম)

হাদীস শরীফে আছে :

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

"কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অমুক মহিলা রাতে নামায পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে কিন্তু সে তার মুখদ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, তার কি অবস্থা হবে? নবী করীম (সা) বললেন, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামে যাবে।

হাদীসে আরও রয়েছে, "যারা মারা গেছে তাদের গুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দোষ-ত্রুটি আলোচনা হতে বিরত থাক।"

নবী করীম (সা) বলেছেন : কেউ যদি কোন লোককে কাফির বলে অভিহিত করে অথবা বলে, হে আল্লাহ্র দুশমন এবং আসলে যদি সে তা না হয় তাহলে তার এ দুশমন ডাকা ও কাফির বলা তার নিজের প্রতিই আরোপিত হয়।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

مررت ليلة اسرى بى بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوهم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال هؤلاء الذين يكلون لحوم الناس ويقعون فى اعراضهم .

"যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছে সে রাতে আমি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মত, তারা নিজ নিজ চেহারা ও বুক খামচাচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন,

এরা ঐ সব ব্যক্তি যারা পৃথিবীতে অন্য লোকের গোশত খেতো এবং তাদের মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো।" (আবু দাঊদ)

**পরিচ্ছেদ**

ঝগড়া-বিবাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন এবং জীবজন্তু ও ঈমানদারদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর পরিণাম—

সহীহ হাদীসে আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন : শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে কোন মুসল্লী (নামাযী ব্যক্তি) তার ইবাদত করবে না। কিন্তু একের বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষেপানোর ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। সুতরাং যারা দুই আদম সন্তানকে একের বিরুদ্ধে অপরকে ক্ষেপাবে এবং একজনের কথা অন্যজনকে বলে এদের একজনকে কষ্ট দেবে, তারা হবে চোগলখোর ও সবচেয়ে খারাপ লোক এবং শয়তানের দলভুক্ত।" যেমন, নবী করীম (সা) বললেন : তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও পাপিষ্ঠ লোক কে, তা কি আমি তোমাদের বলবো? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তা অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক হলো ঐ ব্যক্তি যে চোগলখোরী করে। বন্ধুদের মধ্যে বন্ধুত্বের ফাটল ধরায় এবং ভাল ও সৎলোকের বিরোধিতা করে। সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(বুখারী ও মুসলিম)

নাম্মাম বা চোগলখোর হলো ওই ব্যক্তি যে একজনের কথা অপরজনের কাছে অতিরঞ্জিত করে বলে বেড়ায় যাতে দু'জনের একজনে কষ্ট পায় বা একজন অপরজনের ওপর মনঃক্ষুণ্ন হয়। যেমন, একজনের নিকট বলা হলো, অমুকে অমুকে তোমার বিরুদ্ধে এই কথা বলেছে অথবা বলা হলো অমুকে এই এই কাজ করেছে। তবে যদি কেউ কোন কল্যাণের লক্ষ্যে অতিরঞ্জিত করে কিছু বলে, তা দূষণীয় নয়। যেমন কাউকে বিপদ হতে রক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের কথা বলে সতর্ক করে দেওয়া বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের কাছে বলা।

জীব-জন্তু ও পশু-পাখিকে একের বিরুদ্ধে অপরটিকে ক্ষেপিয়ে যুদ্ধ বাঁধানোও হারাম। যেমন মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, কুকুর ইত্যাদির লড়াই বাঁধানো হারাম। রাসূল (সা) এ রকম কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্যকারী বলে বিবেচিত হবে। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে ক্ষেপানো এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে ক্ষেপানো এবং মালিকের বিরুদ্ধে চাকর-বাকর ও দাস-দাসীকে ক্ষেপানো—এ কটিও অনুরূপ জঘন্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَلْعُوْنٌ مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ .

"যে ব্যক্তি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে ক্ষেপাবে অথবা মালিকের বিরুদ্ধে দাস-দাসীকে ক্ষেপাবে, সে হবে অভিশপ্ত।" (আবূ দাউদ)

**পরিচ্ছেদ**

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে উৎসাহ দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

لَاخَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে তার পরামর্শে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাতে কল্যাণ আছে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে ঐরূপ করবে, তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব।" (সূরা নিসা : ১১৪)

মুজাহিদ বলেন, এ আয়াতগুলোয় সাধারণভাবে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, একে অন্যের বিরুদ্ধে কানাঘুষা করা এবং অন্যের দোষত্রুটি সম্পর্কে খোঁজখবর দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে কেউ দান-খয়রাত করেছে বা কোন ভাল কাজ করেছে এ নিয়ে আলোচনায় কোন দোষ নেই। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতে বর্ণিত মারূফ বা ভাল কাজদ্বারা এখানে আত্মীয়দের সুসম্পর্ক এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করাকে বোঝানো হয়েছে। যাবতীয় নেককাজকে (مَعْرُوْف) 'মারূফ' বলা হয়। আর মা'রূফ শব্দের অর্থ হলো পরিচিত। যেহেতু সকল ভাল ও নেক কাজই বিবেকের কাছে পরিচিত, তাই ভালকাজকে মারূফ বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ( اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) "অথবা মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে"-এর ওপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-কে বলেছেন : যা করা স্বর্ণ-রৌপ্যের মত মূল্যবান দ্রব্য দান করার চেয়ে উত্তম, তা কি তোমাদের বলবো? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অবশ্যই বলবেন। নবী করীম (সা) বললেন, যখন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তা তুমি পুনরায় জুড়ে দাও এবং যখন তারা একে অপরের নিকট থেকে দূরে সরে যায় তখন তাদের কাছে এনে দাও।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : মানব জাতির সকল কথাই তার বিরুদ্ধে যায় যদি তা সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহ্র যিকিরের জন্য না হয়। (ইবনে মাজাহ)

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি সুফিয়ান (র)-কে বললেন, এ হাদীস অনুযায়ী চলা তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সুফিয়ান (র) বললেন : তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী শোননি "

لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ مِنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ ‎.

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই" এ বাণীই তো প্রতিধ্বনিত হয়েছে উক্ত হাদীসে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পারস্পরিক পরামর্শের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বললেন :

فَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ‎.

"আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা পরামর্শ করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেবো।"

হাদীস শরীফে আছে, মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য যদি কেউ কিছু মিথ্যা কথা বলে এবং তাতে যদি কল্যাণ বৃদ্ধি পায় অথবা মঙ্গল হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক নয়। (বুখারী)

হযরত উম্মে কুলসুম (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও মিথ্যে বলার অবকাশ দেননি : ১. যুদ্ধে; ২. মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্যে এবং ৩. পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর কাছে এবং স্ত্রীর পক্ষে পুরুষের কাছে।

সাহল ইবন সা'দ আল-সায়িদী (রা) বর্ণনা করেন, একবার বনি আমর ইবন আওফ গোত্রের লোকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলো। নবী করীম (সা)-এর কাছে এ সংবাদ আসলে তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন—তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে। (বুখারী)

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : মানুষের জন্য মসজিদে যাওয়া, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ দূর করা এবং মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করে দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ অপরটি আর নেই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اَصْلَحَ اللّٰهُ اَمْرَهُ وَاَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ وَرَجَعَ مَغْفُوْرًا لَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‎.

"যে ব্যক্তি দু'জনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ সমাধান করে দেবেন এবং এ জন্য সে যত কথা বলেছে, প্রত্যেক কথার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে একটি করে গোলাম আযাদ করার সওয়াব দেবেন এবং পূর্বকৃত সকল পাপ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন।" (মুনযিরী)

হে আল্লাহ্ আমাদের কাজকর্মকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন।

## ৫৪. আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের কষ্ট দেওয়া এবং তাদের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا .

"ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।"

(সূরা আহযাব : ৫৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

"যে সকল মুমিন তোমার অনুগত তাদের প্রতি বিনয়ী হও।"

(সূরা শুআরা : ২১৫)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার কোন ওয়ালী (وَالِىْ)-এর সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অনুমতি দিলাম। অপর এক রিওয়ায়েতে আছে : সে যেন আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে, আবূ সুফিয়ান (রা) একবার কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে সালমান (রা), সুহায়ব (রা) ও বিলাল (রা)-এর নিকট আসলেন। তাঁরা বললেন, আপনি তো আল্লাহ্ তা'আলার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি। একথা শুনে আবূ বকর (রা) বললেন, তোমরা কুরায়শদের নেতা ও সম্মানিত লোকদেরকে এমন কথা বললে ? তারপর তিনি নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে একথা বললে তিনি বললেন, হে আবূ বকর! আপনি হয়তো একথা বলে তাদেরকে নাখোশ করেছেন, আপনি হয়তো আপনার প্রতিপালককেও অসন্তুষ্ট করেছেন। অতঃপর আবূ বকর (রা) তাদের নিকট এসে বললেন : ভাই সব! আমি বোধহয় তোমাদের অসন্তুষ্ট করেছি এবং মনে কষ্ট দিয়েছি। তারা বললেন, না, তা ঠিক নয়, হে ভাই! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

পরিচ্ছেদ

এ প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক আয়াত ও তার ব্যাখ্যা :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ .

"আপনি নিজেকে ওদেরই সংসর্গে রাখবেন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ওদের প্রতিপালককে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে।" (সূরা কাহফ : ২৮)

এ আয়াত এবং আরও কিছু আয়াতে দরিদ্রের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এসব আয়াত নাযিলের কারণ হলো, সর্বপ্রথম নবী করীম (সা)-এর ওপর যাঁরা ঈমান এনেছিলেন তাঁরা ছিলেন সমাজের দরিদ্র জনসাধারণ। শুধু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই নন, বরং সকল নবীর প্রথম পর্যায়ের সমর্থক ছিলেন দরিদ্রগণ। তাই নবী করীম (সা) সালমান (রা), সুহায়ব (রা), আম্মার ইবন ইয়াসার (রা) প্রমুখ দরিদ্র সাহাবীর সাথে চলাফেরা ও ওঠাবসা করতেন। মুশরিকগণ যখন জানতে পেল যে, সত্য-নবীর চিহ্ন হলো তাঁর সর্বপ্রথম যারা অনুসারী হবে তারা হবে দরিদ্র। তখন তারা নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকে দরিদ্রদের তাড়াবার ষড়যন্ত্র করলো। তাই কিছু সংখ্যক মুশরিক নেতা এসে বললো, হে মুহাম্মদ! তোমার নিকটে যে সব দরিদ্র লোক আছে তাদের তাড়িয়ে দাও। কেননা তাদের সাথে ওঠাবসা করা আমাদের রুচি বহির্ভূত। তুমি যদি তাদের তাড়িয়ে দাও তাহলে নেতৃস্থানীয় কুরায়শগণ তোমার ওপর ঈমান আনবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ .

"যারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে ও প্রার্থনা করে, তাদেরকে তাড়াবেন না।" (সূরা আনআম : ৫২)

মুশরিকগণ যখন দেখলো যে, কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের দ্বারা দরিদ্রদেরকে নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকে সরিয়ে দেয়া যাচ্ছে না, তখন তারা বললো, হে মুহাম্মদ! যদি তুমি ওদের তাড়িয়ে না দাও তা হলে একদিন ওদের জন্য নির্ধারণ কর এবং একদিন আমাদের জন্য নির্ধারণ কর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

"হে নবী! আপনি নিজেকে ওদের সংসর্গে রাখবেন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ওদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আপনি তাদের নিকট হতে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না।"

অর্থাৎ দুনিয়াদারগণ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে সে আশা নিয়ে আপনি গরীবদের আপনার নিকট থেকে দূর করে দেবেন না।

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ .

"যে সত্য আপনি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পেয়েছেন আপনি তা প্রচার করতে থাকুন। যার ইচ্ছা সে ঈমান আনবে এবং যার ইচ্ছা কুফরী করবে।"

(সূরা কাহফ : ২৯)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ধনী-দরিদ্রের উদাহরণ পেশ করে বলেন : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ) আপনি ওদের নিকট একটি উপমা বর্ণনা করুন—দুই ব্যক্তির উপমা। ওদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আঙুর বাগান এবং এ দু'টিকে আমি খেজুরবৃক্ষদ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। (সূরা কাহফ : ৩২)।

এ সূরায় অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) "ওদের নিকট পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করুন।" (সূরা কাহফ : ৪৫)। তাই নবী করীম (সা) গরীব লোকদেরকে সম্মানের চোখে দেখতেন এবং তাদেরকে সম্মান করতেন।

নবী করীম (সা) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, ঐ সকল গরীব লোকও তাঁর সাথে মদীনায় হিজরত করলেন ও মসজিদের চত্বরে বসবাস করতে লাগলেন এবং দুনিয়ার প্রতি তাঁরা অনীহা প্রদর্শন করলেন। মসজিদের চত্বরে বাস করতেন বলে তাদেরকে 'আস্‌হাবুস সুফ্‌ফা' বা চত্বরবাসী বলা হতে লাগল। যখনই কোন গরীব লোক হিজরত করে মদীনায় আসতেন তিনি গিয়ে তাঁদের সাথী হতেন। এভাবে চত্বরবাসীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকলো। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা যে সব নিয়ামত তাঁর অলীদের জন্য তৈরি রেখেছেন সেদিকে এবং তাঁরা তা ঈমানের নূরদ্বারা প্রত্যক্ষ করলেন। তাই তাঁরা নিজেদেরকে পার্থিব কোন উপকরণের সাথে জড়িত করলেন না, বরং বললেন : হে আল্লাহ্, আমরা কেবল আপনার দাসত্ব করি, আপনার কাছে নতি স্বীকার করি, সিজদা করি, আপনার কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করি, আপনার কাছেই সঠিক পথের সন্ধান চাই। আপনার ওপর ভরসা করি, আপনার যিকরদ্বারা আনন্দ পাই এবং প্রশান্তি লাভ হয়, আপনার ভালবাসার ময়দানে আমরা বিচরণ করি, আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আপনার জন্য এবং কখনও আমরা আপনার দরজা পরিত্যাগ করবো না।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পথ প্রস্তুত করে দিলেন এবং তাঁর রাসূলকে বলে দিলেন—"যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকেন তাদেরকে আপনি আপনার

নিকট থেকে দূর করে দেবেন না।" অর্থাৎ যারা সকাল-সন্ধ্যা তথা সারা দিন আল্লাহ্‌র যিকরে মশগুল থাকে, তাদেরকে আপনি তাড়াবেন না। মসজিদ হলো তাদের আশ্রয়স্থল। আল্লাহ্‌কে পাওয়া হলো তাদের উদ্দেশ্য, ক্ষুধা তাদের খাদ্য। যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে তখন জেগে থাকা তাদের তরবারি, দারিদ্র্য তাদের ঐতিহ্য। নিঃস্ব ও কপর্দকহীনতা তাদের ভূষণ, দৃঢ়তার ঘোড়াকে তারা তাদের মাওলা (অভিভাবক)-এর দরজায় বেঁধে রেখেছে এবং চেহারাকে তারা মুনাজাতের মিহ্‌রাবে খুলে দিয়েছে।

দারিদ্র্য দু'প্রকার। সাধারণভাবে মুমিন-কাফির তথা সকল মানুষই আল্লাহ্‌র কাছে মুখাপেক্ষী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ .

"হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মুখাপেক্ষী এবং দরিদ্র।"

(সূরা ফাতির : ১৫)

বিশেষ অর্থে দরিদ্রতা হলো অলী ও নেককার বান্দাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তারা তাদের হাতকে পার্থিব উপকরণ থেকে মুক্ত রাখেন এবং তাদের অন্তরকেও তারা দুনিয়ার সম্পর্ক থেকে মুক্ত রাখেন এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে নিবিষ্ট থাকেন।

## ৫৫. অহংকার ও গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি, জামা ইত্যাদি পোশাক পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا . اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ .

"উদ্ধতভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা লুকমান : ১৮)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَهُوَ فِى النَّارِ .

"যে ব্যক্তি পায়ের টাখনু গিরার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরবে, সেটি জাহান্নামে যাবে।" (বুখারী)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا .

"আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দেবেন না যে অহংকার ও গৌরব করে তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরিধান করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের জন্য কঠিন আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এরা হলো : ১. যারা লুঙ্গি বা জামা-কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরে; ২. যারা দান বা উপকার করে খোঁটা দেয় এবং ৩. যারা মিথ্যা কসম দ্বারা পণ্য বিক্রয় করে।

হাদীসে আর আছে, একবার এক ব্যক্তি অহংকারের সাথে দামী জামা-কাপড় পরে এবং চুল আঁচড়িয়ে রাস্তায় বের হলো এবং দম্ভভরে চলতে শুরু করলো। হঠাৎ যমীন তাকে তলিয়ে নিতে থাকলো। কিয়ামত পর্যন্ত সে তলাতে থাকবে।

হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যে ব্যক্তি তার কাপড় অহংকার সহকারে টানবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।" (মালিক, বুখারী ও মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : লুঙ্গি এবং পাগড়ি নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পরাকে বলা হয় 'ইসবাল'। যে ব্যক্তি অহংকারবশত তা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। (আবূ দাউদ)

নবী করীম (সা) আরও বলেন : মুমিনের জন্য লুঙ্গি পরিধানের নির্ধারিত পন্থা হলো পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত পরিধান করা। তবে হাঁটু হতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সীমার মধ্যে যে কোন দৈর্ঘ্যে পরা যেতে পারে। এতে কোন প্রকার ক্ষতি বা গুনাহ্ নেই। কিন্তু টাখনুর নিচে গেলে তা জাহান্নামে যাবে। এ নির্দেশ পায়জামা, লুঙ্গি, পরিধানের যে কোন কাপড়, জুব্বা এবং জামা সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ্র কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একবার এক ব্যক্তি টাখনু গিরা পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : তুমি গিয়ে গিয়ে ওযু করে এসো। তারপর সে ওযু করে আসলে তিনি আবারও বললেন, তুমি গিয়ে ওযু করে এসো। তখন এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আপনি তাকে বারবার ওযু করে আসার জন্য কেন বলছেন ? তারপর লোকটি চুপ করলে নবী করীম (সা) বললেন : সে টাখনু গিরার নিচে পর্যন্ত লুঙ্গি পরে নামায পড়ছিল। যে ব্যক্তি টাখনু গিরার নিচে কাপড় পরে নামায পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার নামায কবূল করেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বললেন, যে ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার লুঙ্গি ঢিলা হয়ে নিচে নেমে যায়, তবে যদি গিঁট দিয়ে পরি, তাহলে আর এটা হয় না, এখন বলুন তো আমার কি অবস্থা হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যারা অহংকার ও গর্ব করে একাজ করে, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাদের নেক আমলের তৌফিক দান করুন।

## ৫৬. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ ‎.

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করবে সে তা পরকালে পরতে পারবে না।" এ নির্দেশ সামরিক বাহিনীর লোক এবং বেসামরিক লোক তথা সকল পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন :

حُرِّمَ لَبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ ‎.

"আমার পুরুষ উম্মতের জন্য রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণলংকার পরিধান করা হারাম করা হয়েছে।"
(তিরমিযী, নাসাঈ)

হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে মিহি রেশমী কাপড় ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও তার ওপর বসতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী) অতএব, যে ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরিধান করাকে হালাল মনে করবে, সে কাফির হবে। তবে যে সকল লোকের খুজলি বা এ ধরনের রোগ রয়েছে, তাদের জন্য রেশমী বস্ত্র পরিধান সম্পর্কে নবী করীম (সা) অনুমতি প্রদান করেছেন।

নবী করীম (সা) যোদ্ধাদেরকে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার সময় রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি প্রদান করেছেন। সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য মুসলমানদের নিকট সর্বসম্মতভাবে হারাম। তা কাতান কাপড় হোক বা টুপি হোক, সকল ক্ষেত্রেই একই হুকুম প্রযোজ্য। যদি কোন পোশাকে সূতা এবং রেশম মিশ্রিত হয় এবং রেশমের পরিমাণ বেশি হয়, তবে সে পোশাক পরিধান করা ও হারাম বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে পুরুষের জন্য স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করা [illegible]ম তা আংটি হোক বা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হোক। যেমন বোতাম বা তরবারির [illegible]া। একবার নবী করীম (সা) এক লোকের হাতে একটি আংটি

দেখে তা খুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ যদি আগুনের কয়লা হাতে নিতে চাও, তবে এ আংটি হাতে ব্যবহার করতে পার। (মুসলিম)

অনুরূপভাবে স্বর্ণের কারুকার্য করা পোশাক বা রেশমী টুপি পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। শিশুদের রেশমী পোশাক পরিধান করা এবং স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল মনে করেন যে, শিশুদের জন্য এর ব্যবহার জায়েয। কারণ কোথাও শিশুদের জন্য তা নিষেধ করা হয়নি। অপরদল মনে করেন যে, শিশুদের জন্যও একাজ হারাম। কারণ নবী করীম (সা) বলেছেন : "রেশম নারীর জন্য হালাল।" অতএব শিশুরা এ নিষেধের আওতায় এসে গেছে। এটা ইমাম আহমদ (রা)-এর অভিমত।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সে পথে পরিচালিত করুন যাতে তিনি সন্তুষ্ট ও খুশি।

## ৫৭. ক্রীতদাসের পলায়ন

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ আল-মুসলিম গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ .

"যখন কোন ক্রীতদাস মালিকের নিকট থেকে পালিয়ে যায়, তখন তার নামায কবূল হয় না।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : যে ক্রীতদাস পালিয়ে যায়, আমি তার দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাই।"

ইব্‌ন খুযায়মা (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ্ কবূল করেন না এবং তাদের নেক আমল আকাশে উঠতে পারে না। এরা হলো : ১. পলাতক ক্রীতদাস যে পর্যন্ত সে মালিকের কাছে ফিরে না আসে; ২. যে মহিলার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট যে পর্যন্ত সে তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয় এবং ৩. মাতাল ব্যক্তি যে পর্যন্ত সে সুস্থ না হয়।

ফুদালা ইব্‌ন উবায়দ (র) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তারা হলো : ১. যে ব্যক্তি জামা'আত বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইমামের অবাধ্য অবস্থায় রয়েছে; ২. যে গোলাম পালিয়ে গিয়ে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ৩. যে মহিলার স্বামী মারা গেছে কিন্তু তার খরচের সামর্থ্য রেখে গেছে। তারপরও এ মহিলা জাহিলী যুগের মহিলাদের মত সেজেগুজে বেপর্দা অবস্থায় বাইরে ঘোরাফেরা করে।

জাহিলী যুগ বলতে হযরত ঈসা (আ)-এর ইন্তিকাল এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্মলাভের মধ্যবর্তী সময়কে বুঝায়। (ইব্‌ন হিব্বান)

## ৫৮. মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা

যারা যবেহ করার সময় বলে শয়তানের নামে, মূর্তির নামে বা অমুক পীর সাহেবের নামে শুরু করছি, তাদের যবেহ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

"যে সব জন্তু যবেহকালে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তোমরা তা খেও না।" (সূরা আন আম : ১২১)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো মৃত পশু এবং যে পশু গলাটিপে মারা হয়েছে তা তোমরা খেও না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন : وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ "যে পশুকে পূজার বেদীতে যবেহ করা হয়েছে তোমরা তা খেও না।"

কালবী (র) বলেছেন, এর অর্থ হলো—যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়নি অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়েছে, তোমরা তা খেও না। আতা (র) বলেছেন, এ আয়াতে কুরায়শ এবং আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় যে সমস্ত প্রতিমার উদ্দেশ্যে পূজার বেদীতে পশু যবেহ করত, তা খেতে নিষেধ করা হয়েছে। (اِنَّهٗ لَفِسْقٌ) "কেননা তা খাওয়া ফাসেকী।" অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম না নিয়ে যবেহকৃত পশু তা মৃত হোক বা যবেহ করাই হোক, তা খাওয়া ফিসক বা পাপের কাজ, যা করলে দীন ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘটে।

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ "আর নিশ্চয়ই শয়তান তার বন্ধুদের তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়।" অর্থাৎ শয়তান তার বন্ধুদের কুমন্ত্রণা দেয় এবং তাদের মনকে বাতিল পন্থায় ঝগড়া বাধাতে উদ্বুদ্ধ করে। আর তাহলো মুশরিকরা মুমিনদের সাথে মৃত জন্তু খাওয়া নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, শয়তান তার মানুষ বন্ধুদের এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এমন বস্তুর উপাসনা তোমরা কি করে করবে, যে বস্তু নিজেরা বধ করলে খাও কিন্তু

মৃত অবস্থায় পেলে আর তা খাও না ? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন—وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ "যদি তাদের অনুসরণ করে মৃত পশুকে হালাল মনে করে ভক্ষণ করো" (اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ) "তাহলে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।" যুজাজ (রা) বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তা যদি কেউ হালাল মনে করে এবং যা তিনি হালাল করেছেন তা হারাম মনে করে, তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ আয়াতদ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, যবেহ্ করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলা না হলে তা খাওয়া হারাম হয়ে যায় কিন্তু কোন মুসলমান যদি ভুলক্রমে 'বিসমিল্লাহ্' না পড়ে যবেহ্ করে, সে পশু খাওয়া হালাল হবে কি করে ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, এখানে যা বলা হয়েছে তা মৃত পশু সম্বন্ধে, মুসলমানের যবেহ্কৃত পশু সম্পর্কে নয়। এটা সকল মুফাসসিরেরই অভিমত। এ হাদীস হতে যা বোঝা যায় তাহলো স্বাভাবিক মৃত পশু হারাম এবং কোন মুসলমান ভুল করে আল্লাহ্র নাম না নিলে তা হালাল। এ আয়াতে এমন কিছু প্রমাণ আছে যা প্রমাণ করে যে, এ আয়াত শুধু মৃত পশুকে হারাম হওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—(وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ) "তা অবশ্যই পাপ।" বিসমিল্লাহ্ না বলে কোন মুসলমান যে যবেহ্ করে তা ভক্ষণকারী তো কোন পাপ করে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র বাণী—(اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ) "নিশ্চয়ই শয়তান তার বন্ধুদের তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচিত করে।" সকল মুফাস্সির বলেছেন, মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিতর্ক ছিল মৃত জন্তু খাওয়া নিয়ে, কোন মুসলমানের বিসমিল্লাহ্ ছাড়া যবেহ্কৃত পশু নিয়ে নয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ (وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ) "যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর বা কথা মেনে চল, তাহলে তোমরা মুশরিক বা অংশীবাদী হবে।" মৃত জন্তু খাওয়াকে হালাল মনে করলে শির্ক হয় কিন্তু বিসমিল্লাহ্ না বলে যবেহ্করা জন্তু খেলে শির্ক হয় না। অতএব, আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যদ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, বিসমিল্লাহ্ ভুলক্রমে না বলে যবেহ্ করলে তা খাওয়া জায়েয।

আবূ মানসূর (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন— রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, যদি কোন মুসলমান যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিতে ভুলে যায় তবে তা খাওয়া কি জায়েয হবে ? তখন নবী করীম (সা) বলেন : اِسْمُ اللّٰهِ عَلٰى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ "আল্লাহ্র নাম প্রত্যেক মুসলমানের মুখে থাকে।"

আবূ মান্‌সূর সূত্র সহকারে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : যবেহ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলতে মনে না থাকলে যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বললে চলবে এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে তা খাবে।

আমর ইব্‌ন আবূ আমর (র) সূত্র সহকারে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! লোকেরা আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে, আমরা জানি না যে, যবেহ করার সময় তারা বিসমিল্লাহ্ পড়েছে কি না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমরা প্রথমে বিসমিল্লাহ্ পড়ে নেবে, তারপর খাবে।" এ হলো ওয়াহিদী (র)-এর শেষ কথা। ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যে যবেহ করে, আল্লাহ্ তার ওপর অভিশাপ করেন।

## ৫৯. যে পিতা নয় তাকে জেনে-শুনে পিতা বলে পরিচয় দেয়া

সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام .

"যে ব্যক্তি জেনেশুনে এমন ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয় যে তার প্রকৃত পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।" (বুখারী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন :

لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اَبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ .

"তোমরা তোমাদের পিতাকে অস্বীকার করো না এবং তাদের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি তার পিতাকে অস্বীকার করবে বা পিতা বিমুখতা প্রদর্শন করবে, সে কাফির।" (বুখারী)

হাদীস শরীফে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে। হযরত যায়দ ইব্ন শুরায়ক (রা) বলেন, একবার আমি হযরত আলী (রা)-কে মঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে বক্তৃতা (খুতবা) দিতে দেখলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : আল্লাহ্র কসম। আমাদের কাছে কিতাবুল্লাহ্ অর্থাৎ কুরআন মজীদ ছাড়া পড়ার মত অন্য কোন গ্রন্থ নেই এবং যা এই সহীফার মধ্যে আছে তাও অনুসরণীয়। তারপর তিনি ঐ সহীফা খুললে দেখতে পেলাম যে, এতে রয়েছে কিছু সংখ্যক উটের দাঁত এবং তাতে কিছু সংখ্যক হাদীস। যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : ঈর থেকে সাওর পর্যন্ত মদীনার যে বিস্তীর্ণ অংশ রয়েছে, এটা সম্মানের বস্তু। যে ব্যক্তি এখানে কোন নতুন পদ্ধতি বা কাজের প্রবর্তন করবে যা ইসলামের পরিপন্থি বা বিদআতীকে স্থান দেবে, তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন নেক আমলই কবূল করবেন না। আর যে ব্যক্তি এমন লোককে অভিভাবক বলে পরিচয় দেবে যে তার প্রকৃত অভিভাবক নয়, তারও কোন নেক আমল আল্লাহ্ কবূল করবেন না এবং মুসলমানদের দায়িত্ব একই।" (বুখারী)

হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন "যে, যে ব্যক্তি এমন লোককে তার পিতা বলে পরিচয় দেবে যে তার প্রকৃত পিতা নয়, তবে সে কাফির হবে। এবং যে ব্যক্তি যা তার নয় তা তার বলে দাবি করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন তার স্থান জাহান্নামে খুঁজে নেয়। আর যে ব্যক্তি এমন কোন লোককে কাফির বলবে যে মূলত কাফির নয় বা কাউকে 'হে আল্লাহ্র দুশমন' বলে সম্বোধন করবে অথচ সে আল্লাহ্র শত্রু নয়, তবে তা তার ওপরই বর্তাবে।" (মুসলিম)

## ৬০. ঝগড়া, আত্মম্ভরিতা ও বিতণ্ডা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِي قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ . وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ .

"মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনাকে মোহিত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। কিন্তু আসলে সে আপনার ঘোর বিরোধী। আর যখন সে আপনার নিকট থেকে প্রস্থান করে, তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে।আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা : ২০৪- ২০৫)

এখানে মিরা, জিদাল ও খুসূমতের নিন্দা করা হয়েছে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) বলেছেন : কাউকে হেয় ও ছোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তার কথার মধ্যে দোষ-ত্রুটি খোঁজ করাকে 'মিরা' বলে। কোন মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার নাম 'জিদাল'। আর অর্থের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জোর দাবি জানানোকে বলা হয় 'খুসূমাত'। ইমাম নববী (র) বলেছেন, জিদাল দু'ভাবে হতে পারে। কখনো হকের জন্য, আবার কখনও বাতিলের জন্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ .

"তোমরা সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আহলে কিতাবের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে না।" (সূরা আনকাবূত : ৪৬)

আল্লাহ্ তা'আলা অপর এক স্থানে বলেছেন :

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ .

"সুন্দর ও সৌজন্যমূলকভাবে এবং যুক্তিসহকারে তাদের সাথে প্রতিবাদ করুন।" (সূরা নাহল : ১২৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন :

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .

"কাফির ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ্র আয়াতসমূহের ব্যাপারে প্রতিবাদ করে না।" (সূরা মুমিন : ৪)

উল্লেখিত আয়াতসমূহদ্বারা প্রমাণিত হলো যে, জিদাল বা প্রতিবাদ সত্য ও অসত্য উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। যদি তা সত্যে উপনীত হওয়া এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয় তবে তা প্রশংসনীয়, আর যদি তা সত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য হয় অথবা অজ্ঞতার কারণে হয়, তাহলে তা হবে নিন্দনীয়। সে জন্য আয়াতসমূহে কোনটিকে অনুমোদন আবার কোনটিকে নিন্দা করা হয়েছে। মুজাদিলা ও জিদাল উভয় সমার্থবোধক। কোন কোন বুযর্গ বলেছেন, ঝগড়া ও প্রতিবাদের মত দীনকে ধ্বংসকারী, মানবতা বিরোধী এবং অন্তরকে লিপ্ত রাখার ভূমিকায় অন্য কিছুকে আমি এতটা মারাত্মক মনে করি না।

এখন প্রশ্ন হলো—হক আদায়ের জন্য যে প্রতিবাদ বা খুসূমতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা কি জায়েয হবে ? এ প্রশ্নের জবাবের জন্য ইমাম গাযালী (র)-এর উপরিউক্ত অভিমতই যথেষ্ট। যে খুসূমত বা প্রতিবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে, তা হলো বাতিলের জন্য প্রতিবাদ করা এবং অজ্ঞতার কারণে প্রতিবাদ করা ও ঝগড়া করা। যেমন উকিলগণ বিচারের জন্য এবং ঘটনা উদঘাটনের জন্য জেরা করে থাকেন। যে ব্যক্তি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং অনর্থক ভাষা প্রয়োগ করবে, সেও এ নিন্দার অন্তর্ভুক্ত হবে। অনেক সময় প্রতিবাদকারীকে পরাজিত করার জন্য অনেকে অহেতুক চড়া কথা বলে থাকে এবং এমন কথা বলে কষ্ট দেয় যা না বলেও নিজের হক আদায় করা যেত, এ ধরনের প্রতিবাদ দূষণীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচারিত সে যদি শরীআতের অনুমোদিত গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রতিবাদ করে এবং সীমালংঘন, গোঁড়ামি ও মনে কষ্ট না দিয়ে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদে লিপ্ত হয়, তা অবৈধ নয়। তবে তাও পরিত্যাগ করা উত্তম। কারণ প্রতিবাদ করার সময় ন্যায়ের সীমার মধ্যে থাকা অত্যন্ত কঠিন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মানুষ ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে যা দমন করা অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং ক্রোধ হলেই শত্রুতা বৃদ্ধি পায় আর তর্ক-বিতর্ক করতে গেলেই নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

তিরমিযী শরীফে আছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

كَفَى بِكَ اِثْمًا اَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِمًا .

"তুমি যদি কেবল প্রতিবাদ করতে থাক, তবে পাপের জন্যে এটাই যথেষ্ট।" হযরত আলী (রা) বলেছেন, اِنَّ الْخُصُوْمَةَ لَهَا قُحَمٌ "ঝগড়া-বিবাদ ধ্বংসের কারণ।"

### পরিচ্ছেদ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত বিতর্কে লিপ্ত হবে, সে তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকবে। হযরত আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলেছেন : ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া অন্য কোন কারণে হিদায়াত লাভের পর কোন গোত্র ধ্বংস হয়নি। তারপর নবী করীম (সা) কুরআন মজীদের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً . الاية

"তারা বলে, আমাদের দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ না ঈসা ? এরা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে একথা বলে। বস্তুত এরাতো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।"

(সূরা যুখরুফ : ৫৮)

নবী করীম (সা) বলেছেন : আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের আশংকা করছি, তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো আলিমদের পদস্খলন, মুনাফিকদের বাদ-প্রতিবাদ কুরআনের ব্যাখ্যা নিয়ে এবং দুনিয়ার লোভ-লালসা যা তোমাদের ঘাড় মটকিয়ে দেবে [ইবন উমর (রা)]। নবী করীম (সা) আরও বলেছেন যে, কুরআন নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ কুফরীর কাজ।

**পরিচ্ছেদ**

অধিক পরিমাণে ঠাট্টা-বিদ্রূপমূলক কথা বলা, মাত্রাতিরিক্ত অলংকার প্রয়োগ ও অহেতুক বাগাড়ম্বর করাও মাকরূহ। কথা বলার সময় এমন শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করা উচিত যা সহজ-সরল ও সাধারণভাবে বোধগম্য। এবং বলামাত্রই যেন সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়।

তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সেসব বাকপটু লোকদের পছন্দ করেন না যারা গরুর মত জাবর কাটে।

তিরমিযী শরীফে আছে, হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র উত্তম সে হবে কিয়ামতের দিন আমার কাছে প্রিয় এবং অবস্থানের দিক থেকে নিকটবর্তী। আর তোমাদের মধ্য থেকে তারাই আমার নিকট অপ্রিয় ও অবস্থানের দিক থেকে দূরবর্তী যারা বাচাল, মাত্রাতিরিক্ত ও লাগামহীনভাবে কথা বলে এবং অহংকারী।

স্মরণীয় যে, সুন্দর সুন্দর শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তৃতা ও ওয়ায করা কোন প্রকার নিন্দনীয় কাজ নয় যদি তা অহেতুক শব্দ প্রয়োগ ও দুর্লভ শব্দ ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাহারমুক্ত হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় ভাষা ও শব্দের ঝংকারে মনকে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ধাবিত করা।

হে আল্লাহ্! আপনার মুনাজাতের স্বাদ আমাদের উপভোগের সুযোগ দান করুন, আপনার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন, যে সব কাজ আপনার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা আমাদের জন্য কঠিন করে দিন। মুমিনদের জন্য যা সহজ করেছেন তা আমাদের জন্যেও সহজ করে দিন এবং আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতা ও সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন।

## ৬১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে না দেওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ۔

"বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তবে কে তোমাদের এনে দেবে প্রবহমান পানি ?" (সূরা মূল্‌ক : ৩০)

নবী করীম (সা) বলেছেন : তোমরা নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বন্ধ করে রাখবে না, তাতে সার্বিকভাবে উৎপাদন ব্যাহত হবে। এবং ঘাস ও ফসল উৎপাদন কমে যাবে।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘাস থেকে অন্যকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাঁর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত করবেন। (আহমদ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা হলো—১. যে ব্যক্তির মরুপ্রান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে কিন্তু সে তা মুসাফিরদের দেয় না; ২. এমন ব্যক্তি যে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন ইমামের আনুগত্য ঘোষণা করেছে। যদি ইমাম তাকে তার স্বার্থ দেয়, তবে সে তার সাথে সহযোগিতা করে আর যদি সে ইমাম তার স্বার্থ না দেয়, তবে সে অসহযোগিতা করে এবং ৩. ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা কসম করে বলে যে, আমি এ পণ্য এত টাকায় ক্রয় করেছি অথচ সে তা সে মূল্যে ক্রয় করেনি। তারপর তা শপথের মাধ্যমে অধিক মূল্যে বিক্রি করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থেকে বঞ্চিত করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "আজ আমি আমার অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব, যেমনটি তুমি বঞ্চিত করেছিলে তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন জিনিস থেকে যা তোমার প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করনি।"

## ৬২. মাপে এবং ওজনে কম দেওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ "যারা মাপে ওজনে কম দিয়ে মানুষের হক নষ্ট করে তাদের জন্য বড়ই আক্ষেপ।" اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ। "যারা লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে।"

যুজাজ (র) বলেন, এর অর্থ হলো চুক্তির সময় মেপে নিবে না ওজন করে নিবে তা উল্লেখ করে না কিন্তু গ্রহণ করার সময় মেপে নেয় এবং বেশি গ্রহণ করে। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দু'টোই সমানভাবে প্রযোজ্য وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ "যখন অন্যের জন্য মাপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।" (সূরা মুতাফফিফীন : ১-৩)

সুদ্দী (র) বলেন, নবী করীম (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন তিনি আবূ জুহায়না নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, সে দু'ধরনের বাটখারা রাখে। এর একটিকে সে ক্রয়ের সময় ব্যবহার করে বেশি গ্রহণ করে এবং অপরটি ব্যবহার করে মাপে কম দেয়ার জন্য বিক্রয়ের সময়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : পাঁচের পরিবর্তে পাঁচ। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! পাঁচের পরিবর্তে পাঁচ মানে কি ? তিনি বললেন : যে জাতি ওয়াদা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ তাদের উপর তাদের শত্রুদের বিজয়ী করে দেন। যারা আল্লাহ্র দেয়া বিধান (আল-কুরআন) অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাদের মধ্যে অভাব-অনটন এবং দারিদ্র্য দেখা দেয়, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার দেখা দেয়, আল্লাহ্ তাদের উপর মহামারী বা মড়ক প্রেরণ করেন। যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়, তাদের ফসল উৎপাদন কমে যায় এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর যারা যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেয়, আল্লাহ্ তাদের উপর বৃষ্টি হওয়া বন্ধ করে দেন। (তাবারানী)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلاَ يَظُنُّ اُوْلٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ .

"ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওরা পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা মুতাফ্ফিফীন : ৪)

যুজ্জাজ (র) বলেন, এর অর্থ হলো যদি তারা তা বিশ্বাস করতো তবে তারা মাপে বা ওজনে কম দিত না (لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ) "মহা দিনে" অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে। (يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ) "সেদিন সমস্ত মানুষ তাদের কবর থেকে ওঠবে।" (لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) "বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।"

(সূরা মুতাফফিফীন : ৬)

মালিক ইবন দীনার (র) বলেন। আমি আমার এক মৃত্যুপথের যাত্রীর প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়ে দেখলাম যে, সে কেবল বলছে—দু'টি আগুনের পাহাড়, দু'টি আগুনের পাহাড়। আমি বললাম, তুমি এসব কি বলছ ? সে বললো, হে আবূ ইয়াহইয়া! আমার দু'টি বাটখারা ছিল। এর একটি দিয়ে আমি গ্রহণ করতাম অর্থাৎ ক্রয় করতাম এবং অপরটি দিয়ে অন্যকে দিতাম অর্থাৎ বিক্রয় করতাম। মালিক ইবন দীনার বলেন, তারপর আমি উঠে একটির সাথে অপরটি আঘাত করে ভেঙে ফেললাম। তখন সে বললো, হে আবূ ইয়াহইয়া! তুমি যখন একটির সাথে অপরটি আঘাত করে ভেঙে ফেললে তখন ব্যাপারটি আরও জটিল আকার ধারণ করলো। তারপর সে ঐ রোগে মারা গেল।

মুতাফ্ফিফ (মাপে কম দানকারী) বলতে ঐ লোককে বুঝায়, যে পরিমাপে বা ওজনে কম দেয়। যেহেতু এভাবে যা চুরি করা বা আত্মসাৎ করা হয় তা অতি সামান্য বস্তু। তাই এ কাজ যে করে, তাকে বলে মুতাফ্ফিফ। এটা এক ধরনের চুরি, আত্মসাৎ এবং হারাম খাওয়ার নামান্তর। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ জন্য শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। কেউ কেউ মনে করে যে, ওয়ায়ল হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা। যদি তার মধ্যে দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতগুলো নিক্ষেপ করা হয় তাহলে জাহান্নামের গরমে তা গলে যাবে।

কোন এক বুযর্গ বলেছেন, আমি সাক্ষী হয়ে বলতে পারি যে, সকল পরিমাপকারী জাহান্নামে যাবে। কেবল তারা নয়, যাদের আল্লাহ্ রক্ষা করেন।

অপর এক বুযর্গ বলেছেন, একবার আমি এক মরণাপন্ন রোগীকে দেখতে গেলাম এবং আমি তাকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে বলতে পারলো না। তার সংজ্ঞা ফিরে আসার পর আমি বললাম, হে ভাই! আমি তোমাকে কালেমায়ে শাহাদত পড়াতে চাইলাম কিন্তু তুমি কেন তা পড়তে পারলে না? সে বললো, আমার জিহ্বার উপর দাঁড়িপাল্লা ধরার হাতল স্থাপিত হওয়ায় আমি আর কথা বলতে পারছিলাম না। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! তুমি কি মাপে কম দিতে ? সে বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি তা করতাম না। কিন্তু পাল্লার মাপ ঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার পূর্বেই নামিয়ে ফেলতাম। সুতরাং মাপ ঠিক হয়েছে কিনা তা পরখ না করার জন্য যদি এ শাস্তি হয়, তবে যারা মাপে কম দেয় তাদের কি অবস্থা হবে ?

হযরত নাফে (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) দোকানদার ও বিক্রেতাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলতেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সঠিকভাবে পরিমাপ করো। কেননা যারা মাপে কম দেবে তারা কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের শরীরের ঘাম কানের অর্ধেক পর্যন্ত হয়।

অনুরূপভাবে যে সব ব্যবসায়ী বিক্রয়ের সময় হাত শক্ত করে ধরে ওজন করে এবং ঢিলা করে ধরে, তাদেরও অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অপর এক বুযর্গ বলেছেন, যে বিক্রয়ের সময় একটি শস্য কম দেবে সে একটি শস্যের বিনিময় বিরাট জান্নাত বিক্রয় করবে, যার বিস্তার হবে সাত আসমান ও যমীনের সমান এবং যে ক্রয়ের সময় একটি শস্য বেশি নেবে, সেও ওয়ায়ল (ويل) ক্রয় করবে। আমরা সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় ও করুণা কামনা করছি।

## ৬৩. আল্লাহ্র দেয়া সাময়িক অবকাশকে নিরাপদ মনে করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً .

"অবশেষে তাদের যা দেয়া হলো যখন তারা তাতে মত্ত হলো এবং নিজেদের নিরাপদ মনে করে খুশি হলো, তখন আমার আযাব তাদের পাকড়াও করলো যা তাদের কল্পনায়ও ছিল না।" (সূরা আনআম : ৪৪)

হযরত হাসান (র) বলেন, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশস্ততা বা সুযোগ দিয়েছেন সে যদি বুঝতে না পারে যে, তাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, তবে বুঝতে হবে যে, তার কোন দুরদর্শিতা নেই এবং যাকে দৈন্য বা অভাব-অনটন দেয়া হয়েছে সে যদি বুঝতে না পারে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান করবেন, তবে মনে করতে হবে যে, তারও কোন দুরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা নেই। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন : "তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হলো—তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তাদের যা দেয়া হলো যখন তাতে তারা মত্ত হলো, তখন অকস্মাৎ তাদের ধরলাম। ফলে তখনই তারা নিরাশ হলো।"

তিনি আরও বলেন, কোন কওমের সাথে মকর (বা অবকাশ দেয়ার মানে) হলো তাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে তারপর তা নিয়ে যাওয়া। হযরত উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যখন তোমরা দেখবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে এমন কিছু দিচ্ছেন যা তার কাম্য এবং সে সকল বিপদ-আপদমুক্ত তখন মনে করতে হবে যে, এটা তার জন্য একটি অবকাশমাত্র এবং এ অবস্থার অবসান অবশ্যম্ভাবী।" (তাবারানী) তারপর তিনি পাঠ করলেন :

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

"তাদের যে সব উপদেশ দেয়া হয়েছিল যখন তারা তা ভুলে গেল আমি তাদের জন্য পার্থিব উন্নতির সকল পথ উন্মুক্ত করে দিলাম। তারা এ সব পেয়ে আনন্দে মত্ত হলো, তখন আমি তাদের পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।"

বিপদের সময় দিশেহারা এবং মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করাকে বলা হয় 'ইবলাস' বা নিরাশ হওয়া। হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, বিপদে চিন্তিত হওয়া এবং হা-হুতাশ

করাকে বলা হয় 'মুবলিস' বা হতাশা। হাদীসের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইবলীসকে পাকড়াও করলেন তখন ইবলীস ফেরেশতাদের সাথেই ছিল। তখন জিবরাঈল (আ) ও মিকাঈল (আ) উভয়ই কাঁদতে লাগলেন। মহান আল্লাহ্ বললেন : তোমাদের আবার কি হলো ? তোমরা কাঁদছো কেন ? তারা দু'জন বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কি নিজেদের আপনার পাকড়াওমুক্ত ভাবতে পারি ? আল্লাহ্ বললেন : "তার মত হলে তোমরাও আমার পাকড়াও হতে রক্ষা পাবে না।"

নবী করীম (সা) প্রায়ই এ দু'আটি পড়তেন :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ .

"হে অন্তরসমূহকে পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।" অতঃপর প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদের বিগড়ে যাওয়ার আশংকা করেছেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبُعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ .

"বান্দার অন্তরগুলো করুণাময় আল্লাহ্র দু'টি আঙুলের মধ্যে অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে ওগুলোকে আবর্তিত করতে পারেন।"

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "কোন লোক হয় তো এমন আমল করতে থাকে যারদ্বারা সে জান্নাতী হতে পারে এবং সে নেককাজ করতে করতে এমন পর্যায় পৌঁছে যায় যে, তার মধ্যে এবং জান্নাতের মধ্যে কেবল একহাত দূরত্ব রয়েছে। এমন সময় তার তাকদীর প্রাধান্য লাভ করে। সে তখন এমন কাজ করে বসে যার জন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হয়।"

সহীহ বুখারীতে হযরত সাহল ইব্ন সা'দ আস-সায়িদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "কোন কোন লোক জাহান্নামীদের আমল করে যাচ্ছে অথচ সে জান্নাতী আবার কেউ কেউ জান্নাতীর আমল করে যাচ্ছে অথচ সে জাহান্নামী। বস্তুত কোন ব্যক্তির শেষ জীবনের আমলই চূড়ান্ত বিবেচ্য।"

মহান আল্লাহ্ কুরআন মজীদে বাল'আমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরে তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে বারসীসা নামক আবেদ ব্যক্তিও কাফির হয়ে মারা গেছে। বর্ণিত আছে যে, মিসরে এক ব্যক্তি সর্বদা মসজিদে থাকতো এবং সে আযান দিত ও নামায পড়তো। তার চেহারায় ইবাদত ও আনুগত্যের আলোকচ্ছটা প্রকাশ পেয়েছিল। একদিন সে চিরাচরিত নিয়মে আযানের জন্য মিনারে

আরোহণ করলো। মিনারের নিচে ছিল এক খ্রিস্টান যিম্মীর বাড়ি। সে ঐ বাড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করলে খ্রিস্টান বাড়িওয়ালার এক সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে ঐ মেয়েটির মোহে পড়ে গেল এবং আযান ছেড়ে দিয়ে ঐ বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। মেয়েটি তাকে দেখে বললো, তুমি কেন এখানে এসেছো এবং কি চাচ্ছ ? সে বললো, তোমাকে চাচ্ছি। মেয়েটি বললো, অনিশ্চয়তা ও সংশয় নিয়ে তো তোমার ডাকে সাড়া দেয়া যায় না। সে তাকে বললো, আমি তোমাকে বিয়ে করবো। মেয়েটি বললো, তা কি করে হয় ? তুমি তো মুসলমান, তোমার সাথে বিয়ে দিতে আমার পিতা সম্মত হবেন না। সে বললো, আমি খ্রিস্টান হয়ে যাব। মেয়েটি বললো, যদি তা হয়, তাহলে আস। তারপর সে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য খ্রিস্টান হয়ে গেল এবং তাকে বিয়ে করে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। তারপর সে ঐদিনই ঘরের ছাদে উঠল এবং সেখান থেকে পড়ে মারা গেল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, সে না দীন নিয়ে কবরে যেতে পারলো আর না সে ঐ মহিলাকে উপভোগ করে যেতে পারলো। আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে অশুভ পরিণতি ও অবাঞ্ছিত পরিসমাপ্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে সালিম থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) অনেক সময় مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ "হে অন্তর পরিবর্তনকারী" বলে কসম করতেন। (বুখারী) অর্থাৎ বিচিত্র মানুষের মন ও মনন। বাতাসের গতির চেয়েও দ্রুত মানুষের মনের পরিবর্তন হয়। তাই তো দেখা যায় যে, হঠাৎ করে সে কোন জিনিস গ্রহণ করছে, কোনটা উপেক্ষা করছে। কোনটা কামনা করছে, আবার কোনটা সে অপছন্দ করছে। তাইতো আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ .

"জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন।" (সূরা আনফাল : ২৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ মানুষ ও তার বিবেকের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করেন। এমনকি সে জানে না যে, তার হাতের আঙুলগুলো কি করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ .

"যার বিবেক আছে তার জন্য এর মধ্যে উপদেশ আছে।" (সূরা কাফ : ৩৭)

ইমাম তাবারী (র) বলেন, এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি সংবাদ যে, তিনি বান্দার অন্তরের মালিক এবং তিনি বান্দা ও বান্দার মনের মাঝে অবস্থান করেন।

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া বান্দা কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই বলতেন—يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى طَاعَتِكَ

"হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের মধ্যে স্থির রাখুন।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি তো প্রায়ই এ দু'আ পাঠ করে থাকেন, আপনারও কি ভয় হচ্ছে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমিও নিরাপদ নই। মানুষের আত্মা করুণাময় আল্লাহ্র দু'টি আঙুলের মধ্যে অবস্থান করে। তিনি যে দিকে চান ফিরিয়ে দেন। তিনি যদি বান্দার অন্তরকে ফিরিয়ে দিতে চান তবে ফিরিয়ে দেন। যখন হিদায়াত উন্মুক্ত ও সর্বজন পরিচিত, হিদায়াতের উপর টিকে থাকা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। পরিণাম ও পরিণতি অজ্ঞাত এবং ইচ্ছাশক্তি অপরাজিত, তখন তুমি তোমার ঈমান, আমল, নামায, রোযা এবং অন্যান্য নেককাজের জন্য আত্মভিমান করো না। এগুলো সবই তোমার প্রতিপালকের সৃষ্টি এবং তাঁর অনুগ্রহ। তুমি যদি এর জন্য গর্ববোধ কর তাহলে তা হবে পরের সামগ্রী নিয়ে গর্ব করার নামান্তর, অনেক সময় তা কেড়ে নেয়া হয়, তখন তোমার অন্তর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়।

## ৬৪. আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

কত বাগান সন্ধ্যায় শস্য-শ্যামল ও ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ থাকে; মনোরম দৃশ্য উপহার দেয় এবং পরের দিন পূর্বাহ্নে তা শুষ্ক তৃণে পরিণত হয় ঘুর্ণিঝড়ের আক্রমণে। অনুরূপভাবে মানব হৃদয় সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র আনুগত্যে থাকে পরিপূর্ণ ও একাগ্রচিত্ত এবং ভোরে সে আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে হয় নিপীড়িত ও অসুস্থ। এটা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান।

আদম সন্তান! কলমগুলো তোমার উপর রয়েছে কর্তব্যরত, আর তুমি গাফিল থাকার কারণে টের পাচ্ছ না। আদম সন্তান! গান-বাজনা, ধন-ঐশ্বর্য, যুলুম, অত্যাচার, ঘর-বাড়ি এবং এসবের প্রতিযোগিতা ছেড়ে দাও। একদিন তুমি তোমার কৃতকর্ম সবই নির্ধারিত দেখতে পাবে।

একজন ঘোষক আরশের দিক থেকে ডেকে বলবে, অমুকের পুত্র অমুক কোথায়? যে কেউ এ ডাক শুনতে পাবে, তার শরীর রোমাঞ্চিত হবে। তখন মহান আল্লাহ্ ঐ লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমাকেই চাচ্ছি। তুমি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তার দিকে এসো। তখন সৃষ্টিকুলের সকলেই আরশের দিকে তাকাবে এবং সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর আলোকপাত করবেন এবং সৃষ্টির নিকট থেকে আড়াল করে দেবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি কি জানতে না যে, পৃথিবীতে তুমি যা কিছু করতে তা আমি দেখতাম? সে বলবে, হ্যাঁ আমার প্রতিপালক, আমি তা জানতাম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি কি শোননি যে, দুনিয়াতে যারা আমার অবাধ্য হবে আমি তাদের শাস্তি দেব? সে বলবে, হে আমার রব! আমি তা শুনেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি শোননি যে, যারা আমার আনুগত্য করবে আমি তাদের প্রতিদান দেবো এবং পুরস্কৃত করবো? সে বলবে, হে, আমার প্রতিপালক! আমি তা শুনেছি। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো? সে বলবে, প্রভু হে! আমার ভূমিকাতো তাই ছিল। তখন মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমার বান্দা তুমি কি নিশ্চিত বিশ্বাসী যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব? সে বলবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন—এটাই আমার বিশ্বাস। আল্লাহ্ বলবেন, আমার বান্দা তুমি ঠিকই ধারণা করেছো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। অতঃপর লোকটি আরয করবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে গুনাহ করতে দেখেছেন এবং আপনি তা গোপন

করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমার প্রতি তোমার ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করলাম। ডান হাতে তুমি তোমার আমলানামা গ্রহণ করো। এর মধ্যে যে সব পূণ্য ছিল আমি তা কবূল করে নিলাম এবং এতে যে সব পাপ রয়েছে আমি তা মাফ করে দিলাম। আমি মহান দাতা।

হে আমাদের মা'বূদ! আপনি যদি ক্ষমাকে পছন্দ না করতেন তবে পাপীকে আপনি সময় সুযোগ দিতেন না। আর আপনার ক্ষমা ও দয়া যদি না হতো তবে আত্মা প্রশান্তি পেত না।

হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালবাসেন। অতএব, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের প্রতি আপনার সন্তুষ্টির দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, জান্নাতবাসীদের দপ্তরে আমাদের স্থায়ী করুন এবং যালিমদের দপ্তর থেকে মুক্তি দিন।

হে আল্লাহ্! আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। আমাদের আমলের অবস্থার সার্বিক উন্নতি প্রদান করুন, আপনার সন্তুষ্টি লাভের পথ সুগম করুন। ভাল ও কল্যাণের জন্য আমাদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

## ৬৫. বিনা ওজরে জামা'আত তরক করে একা একা নামায পড়া

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, যারা জামা'আতে আসতো না, তাদের সম্বন্ধে নবী করীম (সা) বলেছেন :

لقد هممت ان امر رجل يصلي بالناس ثم احرق على رجال يخلفون عن الجماعة بيوتهم ·

"আমি সংকল্প করেছিলাম যে, আমি একদল লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেব এবং যারা নামাযের জামা'আতে অংশগ্রহণ করে না, তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।" (মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : "যারা জামা'আতের সাথে নামায আদায় করে না, তাদের একাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দেবেন। তারপর তারা গাফিল হয়ে যাবে।" (মুসলিম)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جَمْعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ ·

"যে ব্যক্তি অলসতা করে তিন জুমুআর নামায তরক করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দিলের উপর মোহর মেরে দেবেন।" (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)।

তিনি আরও বলেছেন : "যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমুআর নামায তরক করবে তার নাম এমন এক দপ্তরে মুনাফিক হিসাবে লেখা হবে যা কখনও মুছে ফেলা হবে না এবং যার কোন পরিবর্তনও হবে না।" (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ ও ইব্‌ন হিব্বান)

হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক লোকের উপর জুমুআর নামাযে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।"(নাসাঈ)

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এমন কাজের তাওফীক কামনা করছি যা তিনি পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা।

## ৬৬. ওজর ছাড়া জুমুআ এবং জামা'আত তরক করার উপর অটল থাকা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ . وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ .

"স্মরণ কর সে চরম সংকটের দিনের কথা, যেদিন ওদের সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে কিন্তু ওরা তা করতে সক্ষম হবে না। হীনগ্রস্ত হয়ে ওরা ওদের দৃষ্টি অবনত করবে অথচ ওরা যখন নিরাপদ ছিল তখন ওদের আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে।" (সূরা কালাম : ৪২-৪৩)

হযরত কা'ব আল-আহবার (রা) বলেন, যারা জামা'আতে উপস্থিত হতো না, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তাবিঈদের ইমাম সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) বলেন, যারা সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও 'হাইয়্যা আলাস সালাহ্' এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' শুনেও জামাআতে শরীক হতো না, তাদের সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি তাঁর নামে কসম খেয়ে বলছি—আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আমি নির্দেশ দেবো কিছু পরিমাণ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার জন্য। তারপর আমি নির্দেশ দেব নামাযের জন্য। তারপর আযান দেয়া হবে। তারপর যারা জামা'আতে আসে না আমি তাদের খোঁজ করে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবো।"

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সা) বলেছেন : "আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, যুবকদেরকে নির্দেশ দেব কিছু কাঠ সংগ্রহ করার জন্যে। তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখব যে, কারা জামা'আতে উপস্থিত না হয়ে ঘরে অবস্থান করে নামায পড়ে অথচ তাদের কোন প্রকার ওজর বা অসুস্থতা নেই। তারপর আমি তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবো।"

এ বিশুদ্ধ হাদীস এবং পূর্বোল্লেখিত আয়াতসমূহে বিনা ওজরে যারা জামা'আতে নামায পড়ে না তাদেরকে চরম হুমকি দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁর সুনানে সূত্র সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনল কিন্তু বিনা ওজরে সে জামা'আতে হাযির হলো না, সে ঘরে বসে যে নামায আদায় করবে তা কবূল হবে না। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কোন ধরনের ওজর থাকলে জামা'আতে না গেলে চলে ? তিনি বললেন : "প্রাণনাশের ভয় এবং রোগ।"

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এমন এক ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, দিনে রোযা রাখে এবং রাতে নফল নামাযে কাটায় অথচ জামা'আতের সাথে নামায আদায় করে না। তিনি বললেন, যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তবে জাহান্নামে যাবে।

ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মত কোন লোক নেই তাই আমার জন্য ঘরে বসে নামায পড়ার অবকাশ আছে কি ? নবী করীম (সা) তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি কিছু দূর চলে যাওয়ার পর তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও ? সে বললো, হ্যাঁ, পাই। নবী করীম (সা) বললেন, তাহলে তোমাকে মসজিদে আসতে হবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদীনার রাস্তা-ঘাটে প্রচুর সাপ-বিচ্ছু এবং হিংস্র প্রাণী রয়েছে। যেহেতু আমি চোখে দেখতে পাই না তাই আমার ঘরে বসে নামায আদায় করার অনুমতি আছে কি ? নবী করীম (সা) বললেন, তুমি কি 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ' আওয়াজ শুনতে পাও ? সে বললো, হ্যাঁ। নবী করীম (সা) বললেন : তাহলে জামা'আতে আস।

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দৃষ্টি-শক্তি নেই। বাসা দূরে এবং আমায় যে নিয়ে আসার লোক আছে সে নির্ভরযোগ্য নয়, এমত অবস্থায় আমার জন্য কি জামা'আতে না আসার অনুমতি আছে ?

হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের আযান শুনতে পাবে এবং জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার যদি কোন যথার্থ প্রতিবন্ধকতা না থাকে সে ঘরে নামায আদায় করলে তার নামায হবে না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ওজর বলতে আমরা কোন ধরনের ওজরকে বুঝবো ? তিনি বললেন : "শত্রুর ভয় এবং রোগ।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তিকে লোকে পছন্দ না করা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগিয়ে আসে; যে মহিলা তার স্বামীর অসন্তুষ্টি অবস্থায় রাত কাটায় এবং যে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' আহবান শুনেও জামা'আতে উপস্থিত হয় না।" (হাকিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, “হাইয়্যা আলাস সালাহ্” এবং “হাইয়্যা আলাল ফালাহ্” আহ্বান শুনেও যে ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হয় না তার কানের ছিদ্র গলিত সীসা দিয়ে বন্ধ করে নেয়া উত্তম।

হযরত আলী (রা) বলেছেন, মসজিদের প্রতিবেশী (কাছাকাছি বসবাসকারী) লোকদের মসজিদ ছাড়া নামায হবে না। জিজ্ঞেস করা হল মসজিদের প্রতিবেশী কারা? তিনি বললেন, যারা আযান শুনতে পায়, তারা।

হযরত আলী (রা) আরও বলেছেন : ওজর ছাড়া আযান শোনা সত্ত্বেও যে মসজিদে আসে না, তার নামায তার মাথায়ই থেকে যাবে।

হযরত ইব্ন মাসউদ রা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আগামীতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুসলমান হিসেবে সাক্ষাত করার বাসনা রাখে, সে যেখানেই থাকুক না কেন আযান শুনতে পেলে যেন জামা'আতের সাথে এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হেফাজত করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের কতগুলো রীতিনীতি প্রদান করেছেন। জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা তার একটি। এসব জামা'আত তরককারী যেরূপ ঘরে বসে নামায পড়ে, আমরাও যদি তা করি তবে আমরা নবী করীম (সা)-এর সুন্নত তরককারী হবো। আমরা যদি নবীর সুন্নাত তরক করি তবে আমরা হবো পথহারা ও গুমরাহ্। আমরা দেখেছি যে, মুনাফিক এবং রুগ্ন ছাড়া কেউ আমাদের নামাযের জামা'আত ছাড়তো না। যারা হাঁটতে পারতো না তারাও দু'জনের কাঁধে ভর করে এসে জামা'আতে অংশগ্রহণ করতো। আর তারা তা করতো জমা'আতের সওয়াব লাভের আশায় এবং জামা'আত তরকের গুনাহের ভয়ে।

(মুসলিম ও আবূ দাউদ)

**পরিচ্ছেদ**

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার ফযীলত অত্যধিক। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ .

“যাবূর কিতাবে উপদেশ উল্লেখের পর আমি লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।” (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)

মুফাস্সিরগণ বলেছেন, তারা ঐসব লোক যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করে। কুরআন মজীদের অন্যত্র রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ “আমি লিখে রাখি যা ওরা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায় অর্থাৎ তাদের গুনাহসমূহ।” (সূরা ইয়াসীন : ১২)

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ঘরে বসে পাক-পবিত্র হয়ে ফরয নামায আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে রওনা হয়, তার এক পদক্ষেপদ্বারা তার গুনাহসমূহ বিনষ্ট হয় এবং অপর পদক্ষেপে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তারপর সে যতক্ষণ নামায পড়তে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য গুনাহ মাফের দু'আ করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ্! আপনি তার প্রতি সদয় হউন।" এভাবে ততক্ষণ তারা দু'আ করতে থাকেন যতক্ষণ না সে কথা বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন :

الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة فذلكم الرّباط .

"আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলবো না যাদ্বারা তোমাদের গুনাহরাশি মুছে যাবে এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন : কষ্টের সময় ভাল করে ওযু করা, মসজিদে বেশি বেশি গমন করা বা দূর থেকে মসজিদে আসা এবং এক নামায আদায়ের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটা হবে তোমাদের জন্য দীনের প্রতি দৃঢ়তা বা সীমান্ত প্রহরার শামিল।" (মুসলিম)

## ৬৭. ওসীয়তদ্বারা অনিষ্ট করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ .

"যে ওসীয়ত করা হয় তা দেবার পর অথবা ঋণ-পরিশোধের পর যদি তা কারো জন্যে অনিষ্টকর না হয়। (সূরা নিসা : ১২)

অর্থাৎ মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি এমন কোন ওসীয়ত করবে না যাতে ওয়ারিসদের অনিষ্ট হয় অথবা এমন ঋণ আদায় করতে বলবে না যা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের ওসীয়ত করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ .

**"এ আল্লাহ্‌র নির্দেশ, বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।"**

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মীরাস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাঁর ওসীয়ত। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ একটি ভারসাম্যপূর্ণ মীরাস বন্টনের উপদেশ দিয়েছেন।

مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

"যে ব্যক্তি (মীরাসের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের (এ বন্টন নীতি) মেনে চলবে।"

يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ .

"আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে স্থান দান করবেন, যার নিচে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এটা মহাসাফল্য।" (সূরা নিসা : ১৩)

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

"কিন্তু যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে।" (সূরা নিসা : ১৫)

মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হলো যারা মীরাসের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফারায়েযের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে বা মানবে না। হযরত ইকরিমা (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)

সূত্রে বর্ণনা করেন, যে আল্লাহ্‌র বন্টনে সন্তুষ্ট হবে না বা অমান্য করবে (يُدْخِلْهُ نَارًا) "আল্লাহ্ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।" কালবী (রা) বলেন, যারা আল্লাহ্‌র বন্টনের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে বা এ হুকুম অমান্য করবে এবং হালাল মনে করে আল্লাহ্‌র দেয়া সীমারেখা উপেক্ষা করবে (يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) "তাদের আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে ওরা চিরকাল থাকবে এবং ওদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "কোন কোন পুরুষ বা মহিলা ষাট বছর ধরে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম মেনে চললো, অতঃপর মৃত্যুর সময় সে এমনভাবে ওসীয়ত করে যায় যাদ্বারা তার ওয়ারিসরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাহলে তার উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে।" তারপর আবূ হুরায়রা (রা) এ আয়াতটি পাঠ করলেন: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

"যা ওসীয়ত করা হয় তা দেবার পর বা ঋণ পরিশোধের পর যদি তা কারও জন্য অনিষ্টের কারণ হয়।" (আবূ দাউদ)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

من فَرَّ بميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة .

"যে ব্যক্তি ওসীয়ত দ্বারা ওয়ারিসকে মীরাস হতে বঞ্চিত করলো আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের মীরাস হতে বঞ্চিত করবেন।" (ইব্‌ন মাজাহ্)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত করা যাবে না।" (তিরমিযী)

## ৬৮. প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি

মহান আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَلاَ يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّئُ اِلاَّ بِاَهْلِهِ .

"প্রতারণার কুফল প্রতারণাকারীকেই ভোগ করতে হয়। (সূরা ফাতির : ৪৩)

নবী করীম (সা) বলেছেন : اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِى النَّارِ

"প্রতারক ও ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে।"

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَّانٌ .

"প্রতারক, কৃপণ এবং উপকার করে যে খোঁটা দেয় তারা কেউই জান্নাতে যেতে পারবে না।"

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন :

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ .

"তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতারিত করতে চায় বস্তুত তিনিই তাদের প্রতারিত করে থাকেন।" (সূরা নিসা : ১৪২)

ওয়াহিদী (র) বলেছেন, প্রতারণাকারী যেরূপ ভূমিকা পালন করে, তারাও আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সেরূপ ভূমিকা প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করেন। কিয়ামতের দিন মুমিনদের মত মুনাফিকদেরও আলো দেওয়া হবে। অতঃপর তারা যখন পুলসিরাতের উপর দিয়ে চলতে থাকবে, তখন তাদের আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে এবং তারা তখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

মুসলিম শরীফে আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন : দোযখবাসীরা পাঁচ প্রকার লোক। ঐ পাঁচ প্রকারের মধ্যে এক প্রকার লোক হলো তারা, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদেরকে তোমাদের পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলে।"

(মুসলিম)

## ৬৯. মুসলমানদের দোস-ক্রটি অনুসন্ধান করা এবং তা ফাঁস করে দেয়া

এ সম্পর্কে হাতিব ইব্ন আবী বালতা' (রা)-এর হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ জন্য হযরত উমর (রা) তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। নবী করীম (সা) উমর (রা)-কে তাঁকে হত্যা করতে বারণ করেন। কারণ হাতিব (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদি কোন লোকের গোপন তথ্য সরবরাহের ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের অপমান হয় এবং কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, বন্দী করে, লুটপাট করে অথবা এরূপ অন্য কোন মারাত্মক ক্ষতি করে, তবে সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। ফসল ও খেত-খামার ধ্বংস করে এবং বংশ বিনাশ করে। অতঃপর তাকে হত্যা করতে হবে এবং তাকে শাস্তি দিতে হবে।

মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমরা এই ধরনের জঘন্য কাজ হতে বিরত থাকার তাওফীক চাচ্ছি। যেহেতু চোগলখোরী করা অর্থাৎ একজনের দোষ অন্যজনকে বলে বেড়ানো মারাত্মক হারাম কাজ, সেহেতু অপরের দোষ-ক্রটি খুঁজে বেড়ানো আরও জঘন্য ও মারাত্মক। তাই এ কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে পরচর্চা, পরনিন্দা এবং অপরের দোষক্রটি অনুসন্ধান করা থেকে দূরে থাকার সুযোগ দান করুন।

## ৭০. সাহাবায়ের কিরাম (রা)-কে গালমন্দ করা

সহীহ্ আল-বুখারী ও সহীহ আল-মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তাকে আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি দিলাম।"

নবী করীম (সা) বলেছেন, "তোমরা কেউ আমার সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে গালি দিও না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কারো যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে সে তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদের (অল্পপরিমাণ) সওয়াব হাসিল করতে পারবে না।" (মুসলিম)

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন :

اَللّٰهَ اللّٰهَ فِي اَصْحَابِيْ لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ اَوْشَكَ اَنْ يَاْخُذَهُ .

"সাবধান! সাবধান! তোমরা আমার (ইন্তিকালের) পরে আমার সাহাবীদের শত্রুতার লক্ষ্যস্থল করো না। তাদের যারা ভালবাসবে তারা আমার জন্যই তাদের ভালবাসবে এবং যারা তাদের হিংসা করবে তারা আমার কারণেই হিংসা করবে। আর যারা সাহাবীদের কষ্ট দেবে পক্ষান্তরে তারা আমাকেই কষ্ট দেবে এবং যারা আমাকে কষ্ট দেবে তারা মূলত আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেবে এবং যারা আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেবে তাদেরকে তিনি পাকড়াও করবেন।" (তিরমিযী)

এ হাদীস ও দৃষ্টান্তদ্বারা বোঝা গেল যে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবর্তমানে তাঁর সাহাবীদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবে এবং তাঁদের গালি দেবে, তাঁদের উপর অপবাদ দেবে, যারা তাঁদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে, তাদেরকে কাফির বলবে এবং তাঁদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে, তাদের অবস্থা ও পরিণতি কতটা ভয়াবহ হবে।

উপরোল্লেখিত হাদীসের প্রথমেই বলা হয়েছে (اللّٰه اللّٰه) সাবধান! সাবধান! বা আল্লাহ্‌কে ভয় করো! আল্লাহ্‌কে ভয় করো! এ ধরনের শব্দ ভীতি প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন (النَّارِ النَّار) আগুন! আগুন! অর্থাৎ তোমরা আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো।

অতঃপর বলা হয়েছে : (لا تتخذوهم غرضا من بعدى)

"তাদেরকে শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু করো না"- অর্থাৎ তাদেরকে গালি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু করো না, যেমন আরবীতে বলা হয় اتخذ فلان غرضا لسبه اى هدفاً অর্থাৎ "অমুক লোককে সে তার গালির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। "হাদীসের অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ (فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم।) "যারা তাদের ভালবাসবে তারা আমার জন্যই তাদের ভালবাসবে আর যারা তাদের সঙ্গে দুশমনি করবে তারা আমার কারণেই তা করবে"—সাহাবীদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দলীল। আর সাহাবীদেরকে ভালবাসার কারণ হলো তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন এবং তাঁকে সাহস দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অতএব, যারা তাঁদেরকে ভালবাসবেন বস্তুত তারা নবী করীম (সা)-কে ভালবাসবেন। তাইতো নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের ভালবাসা নবী করীম (সা)-কে ভালবাসার শামিল এবং তাঁদের সাথে দুশমনি করা তাঁকে শত্রুভাবার নামান্তর। যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে :

حُبُّ الْاَنْصَارِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَبُغْضُهُمْ مِنَ النِّفَاقِ .

"আনসারদের ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ এবং তাঁদের সাথে শত্রুতা করা মুনাফিকীর চিহ্ন।"

যেহেতু তাঁরা জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ইসলামের বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছেন, সেহেতু তাঁদের এত মর্যাদা। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা)-কে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মুনাফিকী। বস্তুত সাহাবীদের অবস্থা, চরিত্র ও আদর্শ বিশ্লেষণ করলেই তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়। তাঁরা কিভাবে নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর দীন-ইসলামের প্রসার, ইসলামের ঐতিহ্যগুলোর বিকাশ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কালেমাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা এবং তাঁর ফরয ও সুন্নাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে ঈমানের সে অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তা পর্যালোচনা করলেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম হবে। যদি তাঁরা না হতেন তবে আল্লাহ্র দীন আমাদের কাছে এসে পৌঁছতো না এবং আমরা ফরয-সুন্নত, দীনের মূলনীতি ও তার প্রয়োগনীতি, দীনের মূল ও শাখা এবং হাদীস ও সাহাবীদের বক্তব্য কিছুই জানতাম না।

সুতরাং যারা তাঁদেরকে অভিযুক্ত ও দোষারোপ করবে এবং গালি দেবে, তারা দীনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা দোষারোপ ও অভিযুক্ত তো কেবল তারাই করতে পারে যারা তাঁদেরকে নিজেদের সমমানের মনে করবে। তাঁদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রশংসায় যা কিছু তাঁর কিতাবে বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের যেসব প্রশংসা, মর্যাদা ও ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন তা অস্বীকার করে। যেহেতু তাঁরা কুরআন ও হাদীসলাভের স্বীকৃত মাধ্যম,

তাই মাধ্যমকে দোষারোপ করা আসল ও মূল বস্তুকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর বর্ণনাকারীর প্রতি যে আচরণ করা হয়—মূলত তা বর্ণিত বস্তুর সাথে সে আচরণের শামিল। যারা ব্যাপারটি চিন্তাভাবনা করে দেখবে, তাদের কাছে এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং মুনাফিকী, ধর্মহীনতা এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে রক্ষা পাবে। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি রয়েছে, তা অনুসরণ করাই যথেষ্ট। যেমন নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ اَخْتَارَنِیْ وَاَخْتَارَلِی اَصْحَابًا فَجَعَلَ لِیْ مِنْهُمْ وَزَرَاءِ وَاَنْصَارًا وَاَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَعَدْلاً .

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মনোনীত করেছেন এবং আমার জন্য আমার সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন। তাদের কাউকে আমার আনসার (সাহায্যকারী) এবং কাউকে আবার বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। অতএব, যারা তাঁদের গালি দেবে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ পড়বে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের কোন আমলই কবূল করবেন না।

(মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, তাবারানী, কানযুল উম্মাল)

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কিছু সংখ্যক সাহাবা (রা) অভিযোগ করলেন যে, আমাদের গালমন্দ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "যে আমার সাহাবীদের গালমন্দ করবে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের লা'নত বর্ষিত হবে।"

আনাস ইবনে মালিক (রা) আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মনোনীত করেছেন এবং আমার জন্য সাহাবীদের মনোনীত করেছেন। আর আমার জন্য সাহাবা ভাই এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এদের পরে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। তোমরা তাদের সাথে পানাহার করবে না, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, তারা মারা গেলে জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না এবং তাদের সাথে নামাযও পড়বে না।"

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "যখন আমার সাহাবীদের কথা আলোচিত হয় তখন তোমরা বিরত থাক, যখন নক্ষত্রজগত সম্পর্কে আলোচনা আসে তখন বিরত থাক এবং যখন তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন নীরবতা অবলম্বন কর।"

"আলিমগণ বলেছেন, কেউ যদি তাকদীরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য অনুসন্ধান বা বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন নীরবতা অবলম্বন করা ঈমানের নিদর্শন এবং আল্লাহ্‌র

নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণের চিহ্ন। অনুরূপভাবে কেউ যদি মনে করে যে, নক্ষত্রের দ্বারাই সবকিছু হয় অথবা সব কাজেই নক্ষত্রের প্রভাব বিরাজমান এবং তাতে আল্লাহ্র কোন হাত নেই, তবে সে মুশরিক। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথীদেরকে নিন্দা করে, তাঁদের ভুল-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, তাঁদের দোষারোপ করে, তবে সে মুনাফিক হবে। বস্তুত মুসলমানদের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা)-কে ভালবাসা, আল্লাহ্ প্রদত্ত কুরআন মজীদ ও রাসূল (সা)-এর দেয়া আদর্শকে ভালবাসা, যারা তাঁদের নির্দেশকে বাস্তবায়নের ভূমিকায় কর্তব্যরত, যারা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলেন এবং তাঁর সুন্নাত পালন করেন, তাঁদেরকে ভালবাসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবার-পরিজন, সাহাবা, স্ত্রীগণ, সন্তানগণ এবং খাদেমদের ভালবাসাও ওয়াজিব।

এছাড়া যারা তাদের ভালবাসেন তাদেরকে ভালবাসা এবং যারা এদের ঘৃণা বা হিংসা করে তাদের ঘৃণা বা হিংসা করতে হবে। কেননা ঈমানের দৃঢ়তম হাতল হলো আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা বা শত্রুতা পোষণ করা। আইয়ূব আল-সাখতিয়ানী বলেছেন, যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-কে ভালবাসলো সে যেন দীনের মিনার প্রতিষ্ঠা করলো, যে ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-কে ভালবাসলো সে যেন রাস্তাকে পরিস্কার করে নিল, যে ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)-কে ভালবাসলো সে যেন আল্লাহ্র নূরে আলোকিত হলো এবং যে হযরত আলী (রা)-কে ভালবাসল সে যেন শক্ত ও দৃঢ় হাতল ধারণ করলো আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের সম্পর্কে ভাল বললো, সে যেন মুনাফিকী হতে মুক্ত হয়ে গেল।

### পরিচ্ছেদ

সাহাবীদের মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনাতীত। আহলে সুন্নাত আল-জামা'আতের আলিমদের সর্বসম্মত অভিমত হলো, সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আশারা-ই-মুবাশ্শারা। অর্থাৎ এমন দশজন সাহাবী (রা) যাঁদের জান্নাতী হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুসংবাদ দিয়েছেন। এ দশজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন—হযরত আবূ বকর (রা) তারপর হযরত উমর (রা), তারপর হযরত উসমান (রা), তারপর হযরত আলী (রা)। এ ব্যাপারে পাপিষ্ঠ ও বিদআতী ছাড়া অন্য কারও কোন সন্দেহ নেই।

হযরত ইরবায ইব্ন সারিয়াহ্ (রা) থেকে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِى
عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ .

"তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পরে সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফা-ই-রাশেদীনের সুন্নাত পালন করা ওয়াজিব এবং তাদের সুন্নাতকে তোমাদের (সামনের) দাঁতদ্বারা

কামড়িয়ে ধরে থাকতে হবে। অতএব, সাবধান! তোমরা দীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র বাইরে নতুন কথা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কথাই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পুমরাহী।" (তিরমিযী)

খুলাফায়ে রাশেদীন হলেন—হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)। হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে অনেকগুলো আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَا يَاتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ .

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে কিছুই দেবে না। (সূরা নূর : ২২)

এখানে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অর্থের অধিকারী বলতে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বোঝানো হয়েছে, এতে কারও দ্বিমত নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন :

ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ .

"যখন তারা গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি।" (সূরা তাওবা : ৪৫)

এতে দ্বিমত নেই যে, এ আয়াত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁকে প্রশান্তির সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁকে দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়জন বলে সম্মানিত করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেছেন : ঐ ব্যক্তির চেয়ে কে শ্রেষ্ঠ হতে পারে যিনি হলেন দু'জনের দ্বিতীয়জন এবং তাঁদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ .

"যারা সত্য এনেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনেছে, তারাই তো সাবধানী।" (সূরা যুমার : ৩৩)

ইমাম জাফর সাদেক (র) বলেছেন, সর্বসম্মত মতে যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং যিনি তা বিশ্বাস করেছেন তিনি হলেন হযরত আবূ বকর (রা)। এরচেয়ে অধিক সম্মানের আর কি হতে পারে ? আল্লাহ্ তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

---

ইফা-২০০৯-২০১০—প্র/৪১৬৪ (উ)—৩,২৫০